সানুবাদ-

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

([illegible]র সারভূত গ্রন্থ)

৺ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি-ভট্টাচার্য্য-

অনূদিতা,

কলিকাতা,

৫নং ছিদামমুদির লেন,

"শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীপঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য-

প্রকাশিতা।

(৩য় সংস্কৃতা)

১৩১৭ সাল।

প্রবেদনং।

মূল তন্ত্র গ্রন্থ অপরিসীম; সুতরাং সেই তন্ত্রসাগর মথন করিয়া জ্ঞানামৃত লাভ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি প্রাণীর সাধ্যায়ত্ত নহে, এই কারণে পূর্ব্বাচার্য্য দ্বারা সংগৃহীত গ্রন্থই আমাদের পক্ষে স্বল্পায়াসে কল্যাণ সম্পাদনে সমর্থ; এই ধারণার বর্ত্তী হইয়া আমি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিককুলচূড়ামণি শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরিকৃত তন্ত্রশাস্ত্র-সারভূত 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' প্রকাশ করিলাম। দুঃখের বিষয় এই যে, আলোচনার অভাব বশতঃ অনেক স্থানে পাঠের আবিলতা ঘটিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অর্থেরও বিপর্য্যয় ও অসংলগ্নতা সংঘটিত হইয়াছে। এই দোষ প্রক্ষালনের নিমিত্ত অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং অনেক পরিমাণে ফলও লাভ করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে সফল-মনোরথ হইতে পারিয়াছি, ইহা বলিতে সাহসী হইতে পারি না। আশা করি, আলোচনার ফলে ভবিষ্যতে এ দোষ সম্পূর্ণরূপেই প্রক্ষালিত হইতে পারিবে। যদি কোন মহাত্মা আলোচনা করিয়া ইহার কোন অংশে কোন ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করেন, তবে আমাকে জানাইলে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব।

এই গ্রন্থীয় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অল্প প্রযত্নে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রথমেই বিস্তৃত সূচীপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কতগুলি উপাদেয় বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে, তাহাও সহজেই জানিতে পারিবেন। সূচীপত্রে বিষয়ারম্ভের পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। অনাবশ্যক বোধে সমাপ্তির পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি উল্লিখিত হয় নাই। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি

প্রসন্নকুমার শর্ম্মণঃ।

৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিনীর পূর্ব্ব সংস্করণের কয়েকটী দোষ জনৈক ভদ্রমহোদয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। বলা বাহুল্য, উক্ত ত্রুটিসমূহ যথাসাধ্য সংশোধিত হইল এবং নানা বিষয়ে পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচার পাঠক মহোদয়গণ করিবেন। এক রূপ বলিতে গেলে, শাক্তানন্দতরঙ্গিনীর পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে—বহি ও কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া মূল্য যৎসামান্য—দুই আনা মাত্র বৰ্দ্ধিত হইল। বোধ করি, এ সামান্য মূল্যবৃদ্ধিতে গ্রাহকগণের বিশেষ কষ্ট হইবে না। ইতি—

বিনীত প্রকাশক।

কলিকাতা,

৫ নং ছিদামমুদির লেন, দর্জ্জিপাড়া,

শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে

শ্রীকুলচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

প্রথমোল্লাসঃ।

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ। প্রণম্য প্রকৃতিং নিত্যাং পরমাত্ম স্বরূপিণীম্। তন্যতে ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী॥ অথ কা প্রকৃতিঃ? তথাহি।—গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। তথাচোক্তং যামলে।—সত্ত্বং রজস্তম, ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতং। সাম্যাবস্থিতি-রেতেষামব্যক্তিং প্রকৃতিং বিদুঃ॥ সৈব মূলপ্রকৃতিঃ স্যাৎ প্রধানং পুরুষোঽপি চ॥ অন্যত্রাপি।—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে। যদা সা পরমা শক্তির্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ। প্রকৃতিস্থং ভবেত্তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ॥ ১॥

আমি (ব্রহ্মানন্দ গিরি) পরমাত্মস্বরূপিণী নিত্যা প্রকৃতিকে নমস্কার করিয়া ভোগ ও মোক্ষের পথপ্রদর্শিনী এই শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী গ্রন্থ বিস্তার করিতেছি। প্রকৃতি কাহাকে বলে? সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা—অর্থাৎ অকার্য্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। তাই যামল গ্রন্থে বলিয়াছেন,—সত্ত্ব, রজ ও তম এই যে গুণত্রয় কথিত হইয়াছে, ইহার সাম্যাবস্থার নাম অব্যক্তিস্বরূপ প্রকৃতি। ইহাকে মূল প্রকৃতি এবং প্রধান বলে এবং এতৎ ভিন্ন আর একটী পদার্থ আছে, তাহার নাম পুরুষ। অন্য স্থানেও বলিয়াছেন, হে প্রিয়ে! সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী গুণ। যে সময়ে

নিত্যাশব্দার্থমাহ। শক্তিযামলে।—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া। পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা॥ পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা। উৎকৃষ্ট আত্মা ইত্যর্থঃ। উৎকৃষ্টত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিশরীরোৎপাদনং ধত্তে। অথবা তত্তদিন্দ্রিয়রহিতোঽপি তত্তদিন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ॥ তথা চ শ্রুতিঃ।—অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরাদ্যঃ পুরুষপ্রধানম্॥ নিত্যজ্ঞানকৃত্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা স চ লাঘবাৎ এক এব। ন চ জন্যজ্ঞানকৃত্যাশ্রয়ো জীবাত্মা

সেই পরমা শক্তি গুণের অধিষ্ঠানত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তাঁহার প্রকৃতিত্ব হইয়া থাকে এবং যিনি পুরুষ তিনি সদাশিব স্বরূপ। ১।

নিত্যা শব্দের অর্থ শক্তিযামলে বলিয়াছেন,—যাঁহার নিজের ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির উৎপত্তি হয় এবং ইহাঁরা যাঁহাতে পুনঃ বিলীন্ হয়েন, তাঁহার নাম নিত্যা প্রকৃতি। পরমাত্মা—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আত্মা। উৎকৃষ্টত্বের কারণ এই যে, এই আত্মা স্বকীয় ইচ্ছাবলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির শরীররূপে প্রকাশিত হয়েন; অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিরহিত হইয়াও তত্তৎ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কর্ত্তা, তাই ইহাঁকে পরমাত্মা বলে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—তিনি হস্ত পদ রহিত হইয়াও গমন ও গ্রহণ করেন এবং চক্ষু ও কর্ণবিরহিত হইয়াও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত জগৎকে জানিতেছেন, তাঁহাকে কেহই জানে না। তাঁহাকে আদিভূত প্রধান পুরুষ বলে। নিত্যজ্ঞান ও কৃত্যাশ্রয় পরমাত্মা লাঘবতর্কানুসারে এক বলিয়াই স্বীকার্য্য, কিন্তু জন্যজ্ঞান ও কৃত্যাশ্রয় জীবাত্মা এক নহেন;

স চানন্তঃ মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদিভেদাৎ। তথা শিববিষ্ণুদুর্গাদীনাং শরীরভেদাৎ নানা এবাস্ত ইতি বাচ্যম্। ভক্তানুগ্রহায় গৃহীতশরীরাণাং নানাত্বেন তত্র নাতাত্ত্বভ্রমাৎ নহি ভ্রমাদ্বস্তু-সিদ্ধিরিতি ॥ ২ ॥

উল্লাসে প্রথমে বক্ষ্যে শরীরং কর্ম্মসম্ভবম্। দীক্ষাং দ্বিতীয়ে বক্ষ্যামি তৃতীয়ে যোগনির্ণয়ম্। প্রাতঃকৃত্যং চতুর্থে তু আসনং পঞ্চমে তথা। অন্তর্যাগবিধিং ষষ্ঠে নিত্যপূজাঞ্চ সপ্তমে। অষ্টমে মালাবিধানন্তু নবমে জপলক্ষণম্। মহাসেতুঞ্চ সেতুঞ্চ কুল্লুকাং দশমে তথা। মুখস্য শোধনং রুদ্রে দ্বাদশে চ পুরস্ক্রিয়াম্। সংস্কারং যন্ত্ররাজস্য বলিদানং ত্রয়োদশে। ফলং চতুর্দ্দশে চৈব উপচারাদিদানজম্। নামস্মরণপূজাদিফলং পঞ্চদশে তথা। কলৌ সংসর্গদোষাদি-প্রায়শ্চিত্তন্তু ষোড়শে। কুণ্ডং সপ্তদশে চৈব হোমঞ্চাষ্টাদশে ততঃ। গুরুপাদরজোধ্যাত্বা -কৃত উল্লাসনির্ণয়ঃ ॥ ৩ ॥

তিনি মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি ভেদে অনন্ত। শিব, বিষ্ণু, দুর্গাদি শরীরভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিক ভিন্ন নহেন, ইঁহারা ভক্তানুগ্রহার্থ কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রকাশিত হয়েন, তাই আমরা ভ্রম বশতঃ ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করি, বাস্তবিক ভ্রমের দ্বারা কদাচ বস্তুর সত্যতা সিদ্ধি হয় না। ২।

প্রথম উল্লাসে কর্ম্মজনিত শরীর, দ্বিতীয়ে দীক্ষাপ্রণালী, তৃতীয়ে যোগনির্ণয়, চতুর্থে প্রাতঃকৃত্য, পঞ্চমে আসননির্ণয়, ষষ্ঠে অন্তর্যাগ-বিধি, সপ্তমে নিত্য পূজা-প্রণালী। অষ্টমে মালাবিধান, নবমে জপ-লক্ষণ, দশমে মহাসেতু, সেতু এবং কুল্লুকা, একাদশে মুখ-শোধন, দ্বাদশে পুরশ্চরণ, ত্রয়োদশে যন্ত্র সংস্কার ও বলি দান, চতুর্দ্দশে উপ-চারাদিদান-জনিত ফল--নির্ণয়, পঞ্চদশে (ভাগবতীয়) নাম স্মরণ ও

জ্ঞানভাষ্যে। দেব্যুবাচ।—শরীরং কীদৃশং নাথ মুক্তির্ব্বা কেন কর্ম্মণা। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে শশিশেখর॥ ঈশ্বর উবাচ।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্ম্মরূপিণম্। রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে। পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে। ভগলিঙ্গসমাযোগান্মৈথুনং স্যাত্তথা তয়োঃ। অন্যোঽন্যস্পর্শনাদ্দেবি জায়তে চ মহৎ সুখম্। ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানবিসংশ্রিতেঃ॥ ক্ষিতিরাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ। সর্ব্বেষাং তত্ত্বং প্রাহুঃ স্যাদ্দেহস্থরক্তবীজয়োঃ। নাভিরন্ধ্রে তদা দেবি ভ্রাম্যতে চ সমীরণৈঃ। কুম্ভকারো যথা চক্রে

পূজাদি-ফল, ষোড়শে কলিকালে সংসর্গদোষাদি জাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সপ্তদশে কুণ্ডবিধান এবং অষ্টাদশে হোম-বিধান বর্ণন করিব। আমি (ব্রহ্মানন্দ গিরি) গুরুর পাদরজ ধ্যান করত এই প্রকারে উল্লাস নিরূপণ করিলাম। ৩।

জ্ঞানভাষ্যে দেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—নাথ! চন্দ্রশেখর! শরীর কি প্রকার? এবং কি কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে? তাহা এইক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! কর্ম্মসমুদ্ভূত-দেহের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। রজস্বলা স্ত্রী ঋতুর পঞ্চম দিনে বিশুদ্ধা হইয়া কামবাণ-পীড়ন বশতঃ পুরুষ ইচ্ছা করে। অনন্তর পুরুষ ও স্ত্রী ভগলিঙ্গ সংযোগে মৈথুন করে। পরস্পরের সংস্পর্শ বশতঃ উভয়েরই পরম সুখ সঞ্জাত হয় এবং তাহাতে রেতঃ ক্ষরণ হইয়া থাকে। তৎকালে দেহস্থ রক্ত ও শুক্র মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। হে দেবি! তখন ঐ রক্ত ও শুক্র বায়ুদ্বারা স্ত্রীর নাভিরন্ধ্রে সঞ্চালিত হয়। কুম্ভ-

ঘটতে চ ঘটাদিকম্। তথা সমীরণো গর্ভে ঘটতে প্রাণিনাং তনুং। কললং চৈকরাত্রেণ বুদ্বুদং পঞ্চমে দিনে। শোণিতং দশরাত্রেণ মাংসপিণ্ডং চতুর্দ্দশে। মাসৈকেঽপি চ সংপূর্ণে মাংসপিণ্ডোঽঙ্কুরায়তে। আদৌ সংজায়তে বীজো ব্রহ্মাণ্ডঃ সহসাঙ্কুরঃ। তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ। চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ। আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ। প্রদীপকলিকাকারং জীবং হৃদি সদা স্থিতম্। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। গুণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে। জীবস্য পরমেশানি পরিবারগণং শৃণু। অক্ষিণী নাসিকে

কার যেমন চক্রের উপরে রাখিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ বায়ু ঐ রক্ত-বীজ হইতে প্রাণি-দেহ নির্ম্মাণ করে। ঐ শুক্র-শোণিত এক রাত্রিতে কললাকার এবং পঞ্চম দিনে বুদ্বুদরূপে পরিণত হয়, (শুক্র শোণিত মিলিত হইয়া প্রথমে যে একপ্রকার গর্ভাকৃতি ধারণ করে তাহারই নাম কলল এবং তাহারই আর একটু বিস্তৃত অবস্থার নাম বুদ্বুদ) দশম রাত্রিতে উহার ভিতর রক্তের সঞ্চার ও চতুর্দ্দশ দিনে মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হয়। এক মাস পূর্ণ হইলে ঐ মাংসপিণ্ড হইতে ক্রমে হস্ত পদাদির অঙ্কুর হয়। প্রথমতঃ বীজ ব্রহ্মাণ্ডরূপ অঙ্কুরে পরিণত হয়, তাহার অভ্যন্তরে কঙ্কালদণ্ডরূপ সুমেরু প্রকাশিত হয়, সেই মেরুর অভ্যন্তরে চরাচর ভূতের এবং দেবাদির আলয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রাণীর হৃদয়ে দীপ-কলিকার ন্যায় জীব অবস্থিতি করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিলেও আবার রজ্জুর আকর্ষণ বশতঃ প্রত্যাগত হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বারা আকৃষ্ট

কর্ণৌ জিহ্বা চ কমলাননে। হস্তৌ পাদৌ মহেশানি গুহ্যোপস্থৌ ক্রমাৎ প্রিয়ে। নাভিশ্চ পরমেশানি মনশ্চ পরমেশ্বরি। জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যাশ্চেতি দেহিষু সংস্থিতাঃ। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং মনঃ পরমসারথিঃ। পাপৈঃ পুণ্যৈর্ম্মহেশানি বন্ধঃ স্যাদাত্মনঃ প্রিয়ে। সঙ্গত্যা সদসৎকর্ম্ম জীবঃ সর্ব্বং করোতি হি। শুদ্ধসত্বাত্মকো জীবঃ সদসৎকর্ম্মবর্জ্জিতঃ। মনসা জীবসংযোগাৎ স কার্য্যং কুরুতে সদা। মাসদ্বয়ে তু সংপূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে। মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্ম্মাসৈঃ কেশাস্ত্বক্ চ চতুষ্টয়ে। কর্ণাক্ষিনাসিকাবক্ত্রং কণ্ঠোদরঞ্চ পঞ্চমে। শুক্রাদুৎপদ্যতে রক্তং রক্তাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ। প্রাণতোবায়ুরুৎপন্নঃ কালাগ্নিঃ স্যাদপানতঃ। শুক্রতো নাড়িকোৎপত্তিঃ শুক্রাদগ্নিসমুদ্ভবঃ। মাংসতশ্চ মলোৎপত্তির্ম্মজ্জা চাপি ততো-

---

হয়েন। হে দেবি! এই জীবের পরিবারগণ শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, গুহ্য, উপস্থ, নাভি, মন, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিনামক অবস্থাত্রয় ইহারা দেহীর পরিবাররূপে অবস্থিতি করে। হে মহেশানি! এই সকল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনই সারথিরূপে অবস্থিতি করত পাপ-পুণ্যাদি দ্বারা আত্মার বন্ধন সম্পাদন করে। জীব সঙ্গ বশতঃ সৎ অসৎ যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এই জীব শুদ্ধ, সত্বাত্মক ও সদসৎ কর্ম্মবিবর্জ্জিত বস্তু হইয়াও মনের সংযোগ বশতঃ ক্রিয়া করিতে থাকেন। মাসদ্বয় পূর্ণ হইলে দেহের মধ্যে মেদ, তিন মাসে মজ্জা ও অস্থি, চতুর্থ মাসে কেশ ও ত্বক্ এবং পঞ্চম মাসে কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, কণ্ঠ ও উদর উৎপন্ন হয়। ক্রমে শুক্র হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বিন্দু (রক্তেরই একটু ঘনীভূত অবস্থা), প্রাণ হইতে বায়ু ও আপন হইতে কালাগ্নি সঞ্জাত

ভবেৎ। বায়ুনা প্রাণনিষ্পত্তিরপানাদগ্নিসম্ভবঃ। শুক্রেণোৎপাদিতা জিহ্বা নাসিকা সর্ব্বদেহিনাং। রক্তাদুৎপদ্যতে নেত্রং বামঞ্চৈব তু দক্ষিণং। প্রাণাদুৎপদ্যতে শূন্যং ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয়ং তথা। ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ব্বাঙ্গানি চ সপ্তমে। সন্ধিঃ সংপূর্ণতাং যতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ। অণ্ডাধারস্ত কঙ্কাল আরভ্য গুদমূলতঃ। দ্বাত্রিংশজ্‌জ্ঞানবিজ্ঞেয়ো গ্রন্থিনো বর্ত্ততে সদা। তস্য মধ্যে সদা সর্ব্বানাড্যস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পুষা চৈব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা। অন্যাশ্চ নাড়িকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ॥ ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা। ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না চ গান্ধারী বামচক্ষুষি। দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পুষা চ কর্ণদক্ষিণে। বামে যশস্বিনী চৈব মুখে চালম্বুষা তথা। কুহুশ্চ লিঙ্গমূলে চ।

হয়। শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি, মাংস হইতে মল ও মজ্জা, বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি এবং শুক্র হইতে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা ও নাসিকা, রক্ত হইতে নেত্রদ্বয়, প্রাণ হইতে ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠমাস পূর্ণ হইলে মুখ ও পদ, সপ্তম মাসে সর্ব্বাঙ্গ এবং অষ্টম মাসে সন্ধি স্থানের সম্পূর্ণতা হয়। অণ্ডাধার, কঙ্কাল ও গুদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দ্বাত্রিংশৎ গ্রন্থি আছে, উহা জ্ঞান-গম্য। তন্মধ্যে সমস্ত নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী, এই দশটী প্রধান নাড়ী এবং অন্য ক্ষুদ্র নাড়ী দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০)। শরীরের বাম ভাগে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না, বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বাম-

শঙ্খিনী শিরসোপরি। এবং দ্বারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ। ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ পবনাকাশমেব চ। স্থৈর্য্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর এব চ। অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসন্তথৈব চ। এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ॥ মলমূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ। এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ কান্তিরেব চ। এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥ বিরোধাক্ষেপণা-কুঞ্চধারণং তর্পণং তথা। এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ॥ রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ। এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ॥ প্রাণাপানসমান-শ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। নাগঃ কূর্ম্মোহথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। এতে দশগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে প্রাণসমাত্মনঃ॥ হৃদি

কর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহূ এবং মস্তকোপ-রিভাগে শঙ্খিনী। এই দশ নাড়ী সমস্ত দ্বার আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্ব বাহিরে এবং দেহাভ্যন্তরে স্থির ভাবে অবস্থিত আছে। অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম, মাংস এই পাঁচটী পৃথিবীর; মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা, শোণিত, এই পাঁচটী জলের; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ, কান্তি, এই পাঁচটী তেজের; বিরোধ, আপেক্ষণ, আকুঞ্চন, ধারণ, তৃপ্তি, এই পাঁচটী বায়ুর এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভয় ও লজ্জা, এই পাঁচটী আকাশের; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়, এই দশটী বায়ু একমাত্র প্রাণবায়ুরই অবস্থাবিশেষ মাত্র।

প্রাণোবসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। সমানো নাভিদেশ চ উদানঃ কণ্ঠদেশতঃ। ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চবায়বঃ॥ ৪॥

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদিনগ্রহাঃ। নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। পাদাধস্তলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা। জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ্রকে। তলাতলং গুল্ফমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলং। পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্বুধঃ॥ ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি। স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি। জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে। সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরুরুদ্রলোকে চ মন্দরঃ। কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে

হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্ব শরীরে ব্যান বায়ু অবস্থিত। এই পঞ্চ বায়ুই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। ৪।

ব্রহ্মাণ্ডে যে যে গুণ বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই এই দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাতাল, পর্ব্বত, ভূরাদি লোক, আদিত্যাদিনবগ্রহ এবং নাগ ইহারা সমস্ত প্রাণীরই দেহ মধ্যে সংস্থিত আছে। পণ্ডিত ব্যক্তি পাদের অধোভাগে অতল, তদূর্দ্ধভাগে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জানুসন্ধিতে তল, গুল্ফ মধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল এবং কটিসন্ধিতে পাতাল লক্ষ্য করিতে পারেন। নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুর্দ্বয়ে মহর্লোক তদূর্দ্ধভাগে জনলোক, ললাটদেশে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক, এই প্রকারে দেহমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। এই দেহের ত্রিকোণে

হিমালয়ঃ। বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তোতে কুলপর্ব্বতাঃ॥ অস্থি-স্থানে চ দ্রষ্টব্যো জম্বুদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ।৴ মাংসেষু চ কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরাসু চ। শাকদ্বীপঃ পয়োরক্তে প্রাণিনাং সর্ব্ব-সন্ধিষু। তদূর্দ্ধং শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষশ্চ লোমসঞ্চয়ে। নাভৌ চ পুষ্করদ্বীপঃ সাগরস্তদনন্তরং। লবণোদস্তথা মূত্রে শুক্রে ক্ষীরোদ-সাগরঃ। মজ্জা দধিসমুদ্রশ্চ তদূর্দ্ধং ঘৃতসাগরঃ। (রসোদকে রসঃ প্রোক্ত ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ।) বারিধিঃ কচ্চরঃ প্রোক্তঃ ইক্ষুঃ স্যাৎ কটিশোণিতে। শোণিতেষু সুরাঃ প্রোক্তাঃ খ্যাতাঃ সাগরকীর্ত্তিতাঃ॥ গ্রহাণাং মণ্ডলঞ্চৈ শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি। নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ। লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা। উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্র-স্তথৈব চ। নাভিচক্রে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সদা। পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলং॥ ৫॥

মেরু, ঊর্দ্ধকোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস, বামকোণে হিমালয় এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু এই সকল কুলপর্ব্বত। অস্থি স্থানে জম্বু, মাংসমধ্যে কুশ, শিরাতে ক্রৌঞ্চ, জল ও রক্তে শাক, সর্ব্বসন্ধিতে শাল্মলী, রোমে প্লক্ষ এবং নাভিতে পুষ্কর দ্বীপ অবস্থিত। মূত্রে লবণ সমুদ্র, শুক্রে ক্ষীর, মজ্জাতে দধি, চর্ম্মে ঘৃত, বসাতে জলসাগর, কটি রক্তে ইক্ষু এবং শোণিতে সুরা, এই সপ্ত সাগর অবস্থিত আছে।

পার্ব্বতি! দেহর মধ্যে গ্রহগণের অবস্থিতি শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি;—নাদচক্রে সূর্য্য, বিন্দুচক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে গুরু, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু অবস্থিত আছে। ৫।

নবমে মাসি গর্ভস্থঃ সর্ব্বান্ সংস্মরতে মনঃ। নবদ্বারপুরে দেহী সময়াংশ্চ বিকারকান্। সুখং দুঃখং সমং কৃত্বা ভুক্তঞ্চ হৃদয়ে নৃণাং। সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব যৎকৃতং পূর্ব্বজন্মনি। তৎসর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ। গর্ভে তু সুপ্রবিষ্টে তু তিমিরে ঘোরদর্শনে। যদি মাতা সুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্নপানাদিকং ততঃ। জনন্যা নাভিদেশে তু মুখং দত্ত্বা পিবত্যসৌ। ততো জীবতি গর্ভেঽসৌ হ্যন্যথা মরণং ভবেৎ॥ ৬॥ অভ্যস্যামি শিবং জ্ঞানং সংসারার্ণবতারণং। চিরযোগী ততো ভূত্বা মুক্তো যাস্যামি তৎক্ষণং। এতস্মিন্নন্তরে দেবি বিশেষাং গর্ভসঙ্কটে। নিঃসার্য্যতে তদা বালঃ প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ। পতিতোঽপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোঽপি ততশ্চ্যুতঃ।

নবম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ জীব মনের দ্বারা সমস্তই স্মরণ করিয়া থাকে। তখন দেহী এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যপাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ইহা বুঝিতে পারিয়া ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ হইয়া বাস করে। তখন মাতা যে কিছু অন্নপানাদি সুখে ভোগ করেন, গর্ভস্থ প্রাণী তাহাই জননীর নাভিদেশে মুখ দিয়া গ্রহণ করত জীবিত থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। ৬।

হে দেবি! সকল প্রাণীই এই প্রকার গর্ভসঙ্কটে পতিত হইয়া "আমি-সংসার-সাগর-তারক শিব-জ্ঞান অভ্যাস করিব, তৎপর চিরকাল যোগাবলম্বন করিয়া মুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মপদ লাভ করিব" এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে তখন প্রবল প্রসব-বায়ু দ্বারা গর্ভ হইতে নিঃসারিত হয় এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুতরাং গর্ভ হইতে

সূতিবাতগভীরেণ যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ॥ বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি। যথা ভবতি ভূতেষু সূতিভূতেষু পীড়নাৎ। মাতরং স্মরতে নিত্যং বুভুক্ষাদৃঢ়রোদনঃ॥ ৭॥

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেচ্ছুক্রাধিকঃ পুমান্। নপুংসকং ততো জাতং সাম্যে চ রজবীজয়োঃ। পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ। আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ। বালকশ্চ শিশুশ্চৈব পোগণ্ডঃ কিশোরস্তথা। অতঃপরন্তু যুবকঃ প্রৌঢ়শ্চৈব ততঃ পরং। অতিপ্রৌঢ়স্তথা বৃদ্ধশ্চাতিবৃদ্ধস্ততঃ পরং। পলিতং মরণঞ্চৈব অবস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ তৎক্ষণাদেব গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকং। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। প্রেতদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সংকৃতে নরৈঃ। পূর্ণসংবৎসরে দেহমতোহন্যং সংপ্রপদ্যতে।

যে পতিত হইয়াছে, তাঁহাও বুঝিতে পারে না। গভীর প্রসববায়ুর দ্বারা যোনিরন্ধ্রের পীড়ন বশতঃ বালক গর্ভে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছিল, তৎসমস্তই বিস্মৃত হইয়া থাকে। তখন বুভুক্ষা বশতঃ রোদন করিতে করিতে জননীকে স্মরণ করে। ৭।

মাতার আর্ত্তবাধিক্য বশতঃ নারী, পিতার শুক্রাধিক্য বশতঃ পুরুষ এবং রক্ত ও শুক্রের সমানতা বশতঃ নপুংসকের উৎপত্তি হয়। গর্ভস্থ দেহীর আয়ুঃ, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও মরণ এই পাঁচটী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং বালক, শিশু, পোগণ্ড, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, অতিপ্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত এবং মরণ এই অবস্থারাশি নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং জীব মৃত্যুক্ষণেই আতিবাহিক দেহ অবলম্বন করে। এই আতিবাহিক দেহ মনুষ্য মাত্রেরই হইয়া থাকে, অন্য প্রাণীর হয় না। ক্রমে প্রেত দেহ ধারণ করে, তৎ-

ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা। কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ। স্থাবরা জঙ্গমাদ্যাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ। জায়ন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা সংসারে দুঃখসাগরে। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে। যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং। তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি। প্রাক্তনং বলবৎকর্ম্ম কোঽন্যথা ভুৎ করিষ্যতি ॥ ৯ ॥

দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তত্ত্বদেবি প্রতিষ্ঠিতং। কর্ম্মযোগানুরূপেণ নির্ম্মলং বিধিমাদিশেৎ। চরাচরমিদং দেবি সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং

পর বন্ধুগণ সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণদ্বারা সংস্কৃত করিলে অন্য দেহ ধারণ করে এবং সেই দেহ-সহায়ে নিজকর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। ৮।

জীব স্বীয় কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব পক্ষিত্ব, কৃমিত্ব, এবং স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। স্থাবর জঙ্গমাদি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য সকলেই সংসাররূপ দুঃখসগারে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারাই প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মের দ্বারাই বিলীন হয়। একটী দেহ বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট কর্ম্ম পুনর্দেহ আরম্ভ করে। যে প্রকার সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস তদীয় মাতাকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শুভাশুভ কর্ম্মও অনুষ্ঠাতারই অনুগমন করে। বলবান্ প্রাক্তন কর্ম্মকে কেহই অন্যথা করিতে পারে না। ৯।

হে দেবি! এই দেহকে কর্ম্মাত্মক বলিয়া জান, কর্ম্ম যোগানু-

প্রিয়ে। মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ। স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ। সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ। তত্তজ্জাতিযুতং দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজং ॥ ১০ ॥

অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি। কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ। নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ। জ্ঞানবান্মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে। সম্পদং স্বপ্নসঙ্কাশং যৌবনং কুসুমোপমং। তড়িদ্বৎ পরমায়ুশ্চ যস্য জ্ঞানলতা ধৃতিঃ। চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং। ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে; ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি-দেবতাভূতজাতয়ঃ। নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।

সারেই নির্ম্মল বিধি আদিষ্ট হয়। চরাচর সমস্তই কর্ম্মাত্মক; মাতা, পিতা এবং পরম গুরু ইহঁারাও কর্ম্মাত্মক এবং কর্ম্ম-দ্বারাই মনুষ্য স্বর্গ বা নরক লাভ করিয়া থাকে। প্রাণী সুখ-দুঃখস্বরূপ স্বকীয় পুণ্য ও পাপদ্বারা তত্তজ্জাতিযুক্ত দেহ এবং স্বকর্ম্ম-ভোগ প্রাপ্ত হয়। ১০।

হে পার্ব্বতি! সহস্র জন্মের মধ্যে কোন এক জন্মে সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয় বশতঃ মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা, মৈথুন ও আহার সকল প্রাণীরই সমান, কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান্ আর পশু জ্ঞানহীন, এই বিশেষ। যাঁহার জ্ঞানলতা বিস্তার হয়, তিনি সম্পত্তিকে স্বপ্নবৎ, যৌবনকে পুষ্পসদৃশ এবং পরমায়ুকে তড়িতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞান করেন। চতুরশী-তিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিলেও মনুষ্যদেহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ এবং অন্য প্রাণিবর্গ সকলই বিনাশী, অতএব আত্মকল্যাণকর কর্ম্মের আচরণ করিবে।

স্বদেহধনদারাদিনিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হতা জ্ঞানমোহিতাঃ ॥ ১১ ॥

প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাং। আলয়ং সর্ব্ব-পাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে। প্রতিক্ষণময়ঃ কালঃ ক্ষীয়-মাণো ন লক্ষ্যতে। আমকুম্ভ ইবাম্ভস্থো বিশীর্ণশ্চ বিভাব্যতে। অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে। লপন্তমিতি মর্ত্যন্তমত্তি কালবৃকোদরঃ। পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে। শুষ্যতে সাগরজলং শরীরেষপি কা কথা ॥ ১২ ॥

মোহপাশময়ৈঃ পাশৈর্নরো বদ্ধো হি তিষ্ঠতি। স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন। অসকৃদ্দেহকর্ম্মাণি সুখদুঃখানি

স্বদেহ, ধন এবং দারাদি-আসক্ত প্রাণিগণ একবার জন্মলাভ করিতেছে, আবার মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে অজ্ঞান-মুগ্ধ হইতেছে। ১১।

হে প্রিয়ে! এই সংসার সর্ব্বদুঃখের আকর, সকল আপদের আশ্রয় এবং সকল পাপের আধার; অতএব ইহাকে বর্জ্জন করিবে। জলমধ্যবর্ত্তী আম-(কাঁচা)কুম্ভ যেমন ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি কাল সর্ব্বদাই প্রক্ষীণ হইতেছে, অথচ লক্ষিত হইতেছে না। আমার অপত্য, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বান্ধব এইরূপ প্রলাপকারী মানবকে কাল-বৃকোদর ভক্ষণ করিতেছে। যে কাল পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছে, সুমেরু পর্ব্বতকে বিশীর্ণ করিতেছে এবং সমুদ্র-জল বিশুষ্ক করিতেছে, সেই কাল শরীরকে বিশীর্ণ করিবে ইহাতে আর কি কথা আছে? । ১২ ।

যে ব্যক্তি স্ত্রী-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া মোহপাশময় পাশের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে, সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু বারম্বার

ভুঞ্জতে। পরব্রহ্মজ্ঞানিনো দেবি যান্ত্যায়ন্তি পুনঃপুনঃ। অবন্ধবন্ধনং সঙ্গং হ্যতসঙ্গং মহা বিষং। সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নিশ্চয়ং নয়নদ্বয়ং। যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং চ স্যাদনাকুলঃ॥ ১৩॥

দ্বে পদে মোক্ষবন্ধায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ। মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি ন বধ্যতে। মমেত্যধ্যাসনাদ্বন্ধো বিমুক্তির্নির্ম্মমেতি চ। মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লোহশঙ্কুং ন পশ্যতি। সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি। কৃত্বা পাপবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়-সর্পিষা। রাগদ্বেষানলৈঃ পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবং। স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি। স্ত্রীমাতৃধনপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা॥ ১৪॥

দেহকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করে। হে দেবি! এইরূপ লোক অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়াই পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। সংসারা-সক্তি, রজ্জু ব্যতীত বন্ধন করিয়া থাকে, ইহা মহাবিষরূপ ; মুগ্ধতা-জনক। সৎসঙ্গ ও বিবেক এতদুভয় মানবের নয়নস্বরূপ, যাহার এতদুভয় নাই, সে অন্ধ ; সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া নিরাকুল হইবে? ।১৩।

নির্ম্মমতা ও মমতাই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ, প্রাণী মমতাদ্বারাই বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মমতাদ্বারাই মুক্ত হইতে পারে। মাংসলুব্ধ মৎস্য যেমন লোহময় শঙ্কু দেখিতে পায় না, তেমন সুখলুব্ধ দেহীও যমবাধা নিরীক্ষণ করে না। কুলেশ্বরী! মৃত্যু, বিষয়-ঘৃত সিক্ত রাগদ্বেষানল-পক্ব মানবকে পাপের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া গ্রাস করে। তৎকালে এই জীব স্বদেহকেও পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। সুতরাং স্ত্রী, মাতা, ধন ও পুত্রাদির সহিত কি নিমিত্ত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে? ইহা ক্ষণস্থায়ীমাত্র। ১৪।

শতং জীবতি অত্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী। বাল্যরোগজরা-দুঃখৈর্ব্বদ্ধং তদপি নিষ্ফলং। দুঃখমূলো হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ। তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে। প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া। রাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ সদা। দিব্যৌষধং ন সেবন্তে মহা-ব্যাধিবিনাশনং। তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্ব্বন্তি বহুভেষজং। সুকর্ম্ম ফলদং হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ। কামধেনুং সমাক্রম্য হ্যর্কক্ষীরং স মার্গতে॥ ১৫॥

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ। নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ। অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।

মানব শত বৎসর জীবী হউক অথবা স্বল্পকালজীবী হউক, তাহার অর্দ্ধ সময় নিদ্রায় ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট অর্দ্ধ সময়ও বাল্য, রোগ ও জরা দুঃখ দ্বারা সম্বদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং সেই সময়ও নিষ্ফল হইতেছে। সংসারই দুঃখের মূল এবং যিনি সংসারী, তিনিই দুঃখিত। হে প্রিয়ে! যিনি ইহা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী, অপরকে সুখী বলা যায় না। প্রভাত কালে মলমূত্রের দ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধাপিপাসা দ্বারা এবং রাত্রিতে কাম ও নিদ্রা দ্বারা মানবগণ সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে, তথাপি মহাব্যাধি-বিনাশক দিব্য ঔষধ সেবন করে না, প্রত্যুত সংসারব্যাধির বর্দ্ধক বহুকুপথ্য সেবন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ফলদ সুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি কামধেনু উপেক্ষা করিয়া অর্কবৃক্ষের নিকট ক্ষীর প্রার্থনা করে। ১৫।

এই শরীর অনিত্য, সম্পদও বিনশ্বর এবং মৃত্যুও সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্ম সঞ্চয় কর্ত্তব্য। যে মানব

যোঽধ্রুবং নার্জ্জয়েদ্ধর্ম্মং স মর্ত্ত্যো মূঢ়চেতনঃ। নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি। নাপি পুত্ত্রো ন বা জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং। পুত্ত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো ন মুচ্যতে। পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিষ্ঠপ্যথ দুর্ব্বলে। ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা। রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি। ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ পাপকৃতামিব। শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং। ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা। অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি॥ অফলাকাঙ্ক্ষী স্বকীয়ভোগজনকতারহিত ইত্যর্থঃ॥১৬॥

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্য চ। কিমন্যমপি

প্রতিক্ষণবিনাশী এই অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্য ধর্ম্মের উপার্জ্জন না করে, সে মূঢ়চিত্ত। পরকালে পিতা মাতা, পুত্র বা জ্ঞাতি ইহাঁরা কেহই সহায় হইয়া গমন করিবেন না, কেবল মাত্র ধর্ম্মই তখন সহায় থাকিবেন। পুত্রদারাদিরূপ পাশবদ্ধ মানব কদাপি মুক্ত হইতে পারে না; পণ্ডিত, মূর্খ, বলবান্, দুর্ব্বল, ধনী অথবা দরিদ্র সকল ব্যক্তির সম্বন্ধেই মৃত্যুর আধিপত্য সমান। পাপীব্যক্তি যেমন মৃত্যুকে ভয় করে তদ্রূপ ধনী ব্যক্তি রাজা, জল, অগ্নি, চোর এবং স্বজনের নিকট হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকেন। মানবের আগামী দিবসীয় কার্য্য অদ্য এবং আপরাহ্লিক কার্য্য পূর্ব্বাহ্লে করা কর্ত্তব্য; কেননা মৃত্যু অনির্দ্দিষ্ট, সে কার্য্যের কৃতাকৃতত্ব দেখিবেন না। যে ব্যক্তি ফলবাসনা ত্যাগপূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মুক্তিভাগী হইতে পারেন। ১৬।

মোহয়েদমরানপি। ইতি যামলবচনাৎ। মার্কণ্ডেয়ে।—মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ। তয়া মহামায়য়া জগৎ সংসারঃ মোহ্যতে। ন কেবলং জগৎ সংমোহ্যতে দেবতা অপি। জ্ঞানিনা-মপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি। জ্ঞানিনামিতি প্রশংসায়ামিন্ নিত্যজ্ঞানি-নামপি। মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং মোহজনকত্বাৎ মহামায়া॥ ১৭॥

তথা চোক্তং যামলে। সৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্করম্। হরিস্তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ নির্জ্জরান্॥ কালিকা-পুরাণে।—গর্ব্ভান্তঃজ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ। উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্। পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসম্মো-হনং নিযোজ্য চ। আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্।

হে দেবেশি! মায়াজনিত মোহের মাহাত্ম্য অতীব আশ্চর্য্য, অধিক কি ইহা দেবতাদিগকেও সম্মুগ্ধ করিয়া থাকে, এইরূপ যামল-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বলিয়াছেন যে,—মহা-মায়াদ্বারা জগৎ সম্মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; কেবল জগৎ নহে, দেবগণও সম্মুগ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির মোহ-জনিকা মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট করিয়া সম্মুগ্ধ করেন। ১৭।

যামল গ্রন্থে বলিয়াছেন,—এই মায়াকেই প্রকৃতি বলে; ইনি শিব, হরি, ব্রহ্মা এবং এবং অন্য দেবগণকেও সম্মোহিত করিতে-ছেন। কালিকা-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, গর্ভস্থ প্রাণীর জ্ঞান থাকে, সে প্রসব-জনক বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন বহির্গত হয়, তখনই মহামায়া জ্ঞান রহিত করেন এবং পূর্ব্ব সংস্কার

ক্রোধোপবোধনাদিষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃপুনঃ। পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥ ১৮॥ সা মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যাঽবিদ্যা চ। যা মহামায়া মুক্তেহেঁতুভূতা সা বিদ্যা। যা মহামায়া সংসারবন্ধনহেতুভূতা সাঽবিদ্যা॥ মার্কণ্ডেয়ে।—সা বিদ্যা পরমা-মুক্তেহেঁতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী। বিদ্যা বাপ্যথবাঽবিদ্যা দ্বাবেতৌ মায়য়াবৃতৌ। তৎকর্ম্ম যচ্চ বন্ধায় সাঽবিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা। যন্ন বন্ধায় তৎকর্ম্ম সা বিদ্যা পরি-কীর্ত্তিতা॥ বিদ্যাশু সর্ব্বদা সেব্যা নাপবিদ্যা কথঞ্চন। অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধঃ স্যাদ্বদ্ধা জ্ঞানং প্রণশ্যতি। জ্ঞাননাশাদ্ভবেদ্ধানির্হানৌ সংহরণং পুনঃ। সংহারাত্তু ভবেদ্‌ঘোরো ঘোরান্নরকমেব চ।

বশতঃ আহারাদি বিষয়ে নিয়োগ, তৎপর মোহ, মমতা ও জ্ঞান-সংশয় উৎপন্ন করিয়া ক্রোধাদি বিষয়ে পুনঃপুনঃ ক্ষেপণ করিতে থাকেন, এই প্রকারে বিবিধ বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া দিনা-নিশি চিন্তাযুক্ত করিতেছে। ১৮।

সেই মহামায়া দ্বিবিধা,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। যিনি মুক্তির কারণীভূতা তিনি বিদ্যা এবং যে মহামায়া সংসার বন্ধনের কারণীভূতা তিনি অবিদ্যা। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বলিয়াছেন,—সেই পরমা-মহামায়াই বিদ্যারূপে মুক্তির হেতুস্বরূপা, তিনি নিত্যা এবং বন্ধনের কারণীভূতা ও ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটীই মায়া-সম্ভূতা; যিনি বন্ধের কারণ, তিনি অবিদ্যা আর যিনি বন্ধের কারণীভূতা নন, তিনি বিদ্যানামে কীর্ত্তিতা। বিদ্যাকে সর্ব্বদা সেবা করিবে, কদাপি অবিদ্যাসেবী হইবে না; কারণ, অবিদ্যা কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন করত জ্ঞানকে বিনষ্ট করে, জ্ঞান নষ্ট হইলে হানি হয়, হানি হইলে সংহার, সংহার হইলে ঘোর এবং ঘোর

তস্মাদবিদ্যা কুত্রাপি ন সেব্যাপি কদাচন। যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুধৈঃ। যোঽবিদ্যামুপাসন্তে সোঽয়ং তমঃ প্রবিশন্তি। অন্যত্রাপি।—সংসারৈকনিয়তিরূপাঽবিদ্যা। ইতি রুদ্রযামলে।—সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা। যদা তুষ্টা জগন্মাতা তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ। বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা। শ্রোতব্যা কীর্ত্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাত্মজা॥ ১৯॥

বৃথা ন কালং গময়েদ্দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ। গময়েদ্দেবতাপূজাজপজাপস্তবাদিনা। কিমন্যৈশ্চ সদালাপৈর্যদায়ুর্ব্যয়তামিয়াৎ। তস্মান্মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্ম্মুখাৎ। সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারবন্ধনাৎ॥ ২০॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং প্রথমোল্লাসঃ॥

হইতেই নরক হইয়া থাকে, অতএব কখনই অবিদ্যাকে সেবা করিবে না। যিনি বিদ্যা, তিনিই মহামায়া, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সেবা করিবেন। যিনি অবিদ্যাসেবী, তিনি তমিস্রনরকে প্রবেশ করেন। অন্যত্রও বলিয়াছেন যে, সংসারআসক্তিরূপাই অবিদ্যা। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন যে, সুখদা মোক্ষদা ও নিত্যা বিদ্যা সর্ব্বভূতেই সংস্থিতা আছেন, সেই জগন্মাতা বিদ্যা যখন তুষ্টা হয়েন, তখনই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই মায়া বন্দনীয়া, সর্ব্বদা স্তুত্যা এবং সর্ব্বকালেই পূজনীয়া, ইহাঁকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে, ইনি নিত্যা। ১৯।

পণ্ডিত ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহিত করিবেন না, দেবতাপূজা ও জপ-স্তবাদি কার্য্যের দ্বারা সময় যাপন করিবেন। যখন সর্ব্বদাই আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তখন অন্য

দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবাশাসনে। ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ। দ্বয়োরভ্যাসযোগেন ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারকম্। তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে। এবং মায়াবৃতোহ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ। সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। রসমন্ত্রৈর্যথা বিদ্ধময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ। দীক্ষা-বিদ্ধস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ধ্রুবং॥ ইতি কুলার্ণবাৎ। মন্ত্রমুক্তা-

সদালাপাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করারও প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রীগুরুর মুখ হইতে মন্ত্রাদি অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করত অনায়াসে ঘোর সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন॥ ২০॥

প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।

হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর;—দীক্ষা ব্যতীত প্রাণীর মুক্তি হইতে পারে না, ইহা শিবের অনুশাসন। যোগ ব্যতীত মন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত যোগ সিদ্ধ হয় না। এই দুইয়ের অভ্যাস বশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আলোকের সাহায্য বশতঃ ঘট লক্ষিত হয়, তেমন মায়া-পরিবৃত আত্মাও মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলেই সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যেমন পারদ ও মন্ত্রবশে লৌহও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমন আত্মাও দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত হইলে নিশ্চয়

বল্যাং।—জপো দেবার্চ্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ। নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকঞ্চ যতাত্মনাম্॥ রুদ্রযামলে।—আগমোক্ত-বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥ ১॥

আগমশব্দব্যুৎপত্তিমাহ রুদ্রযামলে।—আগতং শিববক্ত্রে-ভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে। বক্ত্রেভ্য ইতি বহুবচনং পঞ্চাম্নায়লাভার্থং। তথাচ কুলার্ণবে।—মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্গতাঃ। পূর্ব্বপশ্চিম-তশ্চৈব দক্ষিণোত্তরতোভবেৎ। ঊর্দ্ধং নয়ত্যধঃস্থঞ্চেদূর্দ্ধ্বাম্নায়-

শিবত্ব লাভ করেন। ইহা কুলার্ণব তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, আবার মন্ত্রমুক্তাবলিতে বলিয়াছেন যে, জপ ও দেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠান দীক্ষিত মানবেরই কর্ত্তব্য। কারণ সংযতাত্মা হইয়া এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে পাপ ও সূতকাদি দোষ হয় না। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত ব্যক্তি আগমোক্ত বিধান অনুসারে কলিকালে দেবপূজা করিবেন; অন্য বিধানানুসারে দেবগণ কলিকালে প্রসন্ন হয়েন না। ১।

আগমশব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, যথা—যাহা শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়া গিরিজা-মুখে অবস্থিতি করে এবং যাহা বাসুদেবের সম্মত, তাহাই আগম বলিয়া কথিত হয়। "বক্ত্রেভ্যঃ" এই স্থানে বহুবচন নির্দ্দেশের দ্বারা শিবের পঞ্চবক্ত্র হইতে পঞ্চ আম্নায় (বেদ) নির্গত হইয়াছে ইহা প্রতিপাদিত হইল। কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন, আমার পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ আম্নায় নির্গত হইয়াছে। বক্ত্রভেদে পঞ্চাম্নায়ের নাম যথা,—পূর্ব্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, উত্তরাম্নায় ও

ইতীরিতঃ। যাবন্তঃ পাংশবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ। একৈকাম্নায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ। সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং দেবতা তৎফলপ্রদা॥ ইতি বচনেভ্যঃ বাসুদেবস্য মতং সম্মতং ইত্যর্থঃ। তেন বেদবিরুদ্ধত্বালাভান্নাগমব্যুদাসঃ। সদাগম এব আগমশব্দস্য মুখ্যত্বাৎ। অতএবাগমসংহিতায়াম্।—অসদাগমস্য নিন্দামাহ শিবঃ। কলৌ প্রায়েণ দেবেশি রাজসাস্তামসাস্তথা। নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্। আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি। বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে। ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ইতি বচনাৎ। শ্রীক্রমেঽপি।—শিবেন পরয়া শক্ত্যা দ্বাভ্যাং কৃৎস্নং সমুদ্ধৃতং। বাচ্যবাচকভাবেন দ্বাভ্যাং ব্রহ্ম প্রকাশিতং॥ ২॥

ঊর্দ্ধ্বাম্নায়। পৃথিবীতে যত সংখ্যক ধূলি আছে, এক এক আম্নায়ের মন্ত্রও তত সংখ্যক এবং প্রত্যেক আম্নায়জ মন্ত্রই ভুক্তি মুক্তি-প্রদ এবং সমস্ত মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাও ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাত্রী। আগম শাস্ত্র যখন বাসুদেবের সম্মত, তখন ইহার সহিত বেদেরও কোন অসামঞ্জস্য নাই ইহা নিশ্চিত হইল; কিন্তু আগম বলিতে, সৎ আগমই মুখ্য লক্ষিতব্য, অতএব শিব আগমসংহিতায় অসদাগমের নিন্দা করিয়াছেন। যথা,—দেবেশি! কলিকালে প্রায় লোকই রাজস ও তামসভাবাপন্ন, তাহারা নিজে নিষিদ্ধ আচরণ করত অন্য বহুলোককে মোহিত করিবে। হে সুরেশ্বরি! ইহারা বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম বিচার না করিয়া তোমাকে এবং আমাকে মাংস রক্ত ও মদ্য অর্পণ করিবে। ইহারা ভূত, প্রেত, পিশাচস্বরূপ ব্রহ্মরাক্ষস। শ্রীক্রমগ্রন্থেও বলিয়াছেন যে, শিব ও পরা শক্তি

দীক্ষাশব্দার্থমাহ যামলে।—দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ। তেন দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্তিতা তন্ত্রপারগৈঃ। উপচারসহস্রৈস্তু অর্চ্চিতাং ভক্তিসংযুতাং। অদীক্ষিতার্চ্চনং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন। কর্ম্মাখিলং বৃথা যস্মাত্তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ॥ ক্রিয়াসারে।—কল্পে দৃষ্ট্বা তু যো মন্ত্রং জপেদ্‌গুরুমনাশ্রিতঃ। সূতা নাশো ভবেত্তস্য ফলমস্য সুদূরতঃ। যামলে।—গুরোর্মুখান্মহাবিদ্যাং গৃহ্ণীয়াৎ পাপনাশিনীং। তস্মাদ্‌যত্নাদ্‌গুরুং কৃত্বা মন্ত্রসাধনমাচরেৎ॥ ৩॥

গুরুশব্দার্থমাহ যামলে।—গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।

ইঁহারাই সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন এবং বাচ্য-বাচকরূপে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়াছেন। ২।

যামল গ্রন্থে দীক্ষাশব্দের অর্থ বলিয়াছেন। যথা,—যাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপ নষ্ট করে, তাহাকে এই লোকে তন্ত্রবিদ্‌গণ দীক্ষা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক সহস্র উপচারদ্বারা অর্চ্চনা করিলেও দেবগণ সেই অর্চ্চনা কদাপি গ্রহণ করেন না। যেহেতু অদীক্ষিতের সমস্ত কার্য্যই বৃথা; অতএব অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলিয়া পরিগণিত। ক্রিয়াসারে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রে মন্ত্র দেখিয়া গুরুকে অনাদরপূর্ব্বক তাহা জপ করে, তাহার ফল ত দূরের কথা, প্রত্যুত তাহার সূতা নাশ হয়। যামলে লিখিত আছে যে, পাপনাশিনী মহাবিদ্যা গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে, সেই কারণে যত্নপূর্ব্বক গুরুগ্রহণ করত মন্ত্রসাধন করিবে। ৩।

গুরু শব্দের অর্থ যামলে বলিয়াছেন। যথা—গুরু শব্দের

সারসংগ্রহে।—বিশুদ্ধমাতাপিতৃকো জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বাগমজ্ঞঃ পর দুঃখকাতরঃ। যথার্থবাগ্বেদবিদঙ্গপারগঃ শান্তঃ কুলীনো গুরু-রীরিতো দ্বিজঃ॥ দ্বিজ ইত্যুপাদানাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যঃ। তন্ত্রে,—অনাচারো দ্বিজো যস্ত বর্ণানাং গুরুরেব সঃ। অন্যত্রাপি,—অধর্ম্ম-নিরতো ভূত্বা কৃত্বা দ্বিজগুরোর্ম্মুখাৎ। সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি শীঘ্রং দেবত্বমাপ্নুয়াৎ। শূদ্রঃ শূদ্রমুখাচ্ছ্রুত্বা বিদ্যাম্বা মন্ত্রমুত্তমং। গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখমাপ্নোতি নিশ্চিতং॥ নবরত্নেশ্বরে।—সর্ব্বেষামেব দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতং। অবিশেষাত্তবতোষা প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ॥ যামলে,—দীক্ষিতো ব্রাহ্মণো যাতি ব্রহ্ম-

---

গ বর্ণ সিদ্ধিপ্রদ, র বর্ণ পাপদাহক এবং উকার শম্ভুস্বরূপ, অতএব গুরুকে এই ত্রিতয়স্বরূপ মনে করিবে। সারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, যে দ্বিজ বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বাগমবিৎ, পরদুঃখে কাতর, সত্যবাদী, বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, শান্ত এবং আচারাদি কুললক্ষণসম্পন্ন, তিনি গুরু বলিয়া কথিত হয়েন। এই বচনে "দ্বিজ" এই পদ থাকাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ই দীক্ষাদানে অধিকারী। তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, দ্বিজাতি অনাচার-সম্পন্ন হইলেও তিনিই সকল বর্ণের গুরু। অন্য স্থানেও বলিয়া-ছেন যে, নিজে অধর্ম্মনিরত হইয়াও দ্বিজ গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে এবং শীঘ্রই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্র যদি শূদ্রের নিকট বিদ্যা শ্রবণ করে অথবা মন্ত্র গ্রহণ করে তবে নরকগামী হইয়া নিশ্চয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়। নব-রত্নেশ্বর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সকল প্রকার দীক্ষা হইতেই মুক্তিফল অখণ্ডিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে কোন বিশেষ নাই; প্রসঙ্গক্রমে ভোগও হইয়া থাকে। যামলে বলিয়াছেন,

লোকমনাময়ং। ঐন্দ্রলোকং ক্ষত্রিয়োঽপি প্রাজাপত্যং তথা বিশঃ। যাতি গন্ধর্ব্বনগরং শূদ্রো দীক্ষাপ্রভাবতঃ॥ অত্র শূদ্র-দীক্ষাকারশ্রুতেঃ ন শূদ্রায় মন্ত্রং দদ্যাদিতি বেদমন্ত্রপরং। দেবতা-বিশেষপরং মন্ত্রবিশেষপরম্বা। বারাহীতন্ত্রে।—গোপালস্য মন্ত্র-র্দ্দেয়ো মহেশস্যাপি পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মন্ত্রস্তথা। এষ দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ভবেৎ॥ ইতি বচনাদ্দেবতান্তরস্য মন্ত্রে শূদ্রাণামনধিকারঃ। নৃসিংহতাপনীয়ে শ্রুতিঃ,—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি। লক্ষ্মীং শ্রীবীজং লক্ষ্মীমন্ত্রমিত্যপি কশ্চিৎ। গোপালস্য দশাক্ষরঃ শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরশ্চ স্বাহা গর্ভোঽপি শূদ্রায় দেয়ঃ সর্ব্বেষু তথাশ্রমেষু

দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নির্ব্বাদ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, দীক্ষিত ক্ষত্রিয় ইন্দ্রলোক, বৈশ্য প্রাজাপত্য লোক এবং শূদ্র দীক্ষা প্রভাবে গন্ধর্ব্ব-নগর প্রাপ্ত হয়েন। এই স্থলে শূদ্রের দীক্ষা গ্রহণ বর্ণিত থাকায়, "শূদ্রকে মন্ত্রদান করিবে না" এই যে আদেশ আছে, তাহা বেদমন্ত্র বিষয়ে, অথবা দেবতা বিশেষসম্বন্ধে বা মন্ত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জানিবে। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,—গোপাল, মহেশ্বর, তৎপত্নী, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিতে পারে, এই সকল মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার, অন্য মন্ত্র গ্রহণে শূদ্র পাপভাগী হইবে। অতএব দেবতান্তরের মন্ত্রগ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই। নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, সাবিত্রী, প্রণব (ওঁ), যজুর্মন্ত্র, শ্রীংবীজ (কেহ বলেন লক্ষ্মীমন্ত্র) এই সমস্ত মন্ত্রে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই। গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র, শ্যামার দ্বাবিং-শতি অক্ষরাত্মক মন্ত্র এবং স্বাহাযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিতে পারে, ক্রমদীপিকায় সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে এই সকল মন্ত্র

ইতি ক্রমদীপিকায়াং অভিধানাৎ। নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি ন বা সিদ্ধারিচিন্তনং। ন চাধিকারচিন্তাত্র গ্রহণে কালিকামনোরিতি কালীকুলসর্ব্বস্ববচনাচ্চ। তস্মাদ্গোপালস্য দশাক্ষরঃ শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরমন্ত্রগ্রহণে শূদ্রস্যাধিকারঃ। ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্ত-প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরি। প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা। স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদাতি যঃ। শূদ্রো নিরয়গামী স্যাদ্ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং। ইতি বৈদিক-মন্ত্রপরং ॥ ৪ ॥

স্ত্রিয়ো দিক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা। স্বপ্নলব্ধা চ যা দীক্ষা তত্র নাস্তি বিচারণা। স্ত্রিয় ইতি পদং ন সর্ব্বত্র স্ত্রীপরং। বিধবায়া ন গুরুত্বং, তদুক্তং তত্ত্বসারে,—সাধ্বী

অভিহিত হইয়াছে। কালিকা মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই, সিদ্ধি চিন্তা নাই এবং অধিকার চিন্তা নাই, ইহা কালী-কুলসর্ব্বস্বের বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং গোপালের দশাক্ষর ও শ্যামার দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র গ্রহণে শূদ্রের অধিকার নিশ্চিত হইল। ভূতশুদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, হে সুন্দরি! তন্ত্রোক্ত প্রণব ও স্বাহা মন্ত্র শূদ্র সতত জপ করিতে পারে, ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে ব্রাহ্মণ স্বাহা-প্রণব যুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে দান করেন, তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন এবং গ্রহীতা শূদ্রও নরকগামী হয়েন, এই বাক্য বৈদিক মন্ত্র বিষয়ে বুঝিতে হইবে। ৪।

স্ত্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ শুভদায়ক, মাতা হইতে গ্রহণে তদপেক্ষায়ও অষ্টগুণে উৎকৃষ্টতা এবং স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র গ্রহণে কোন বিচারেরই আবশ্যকতা নাই। এই স্থলে স্ত্রীশব্দে সামান্য স্ত্রী নহে; কারণ, বিধবার নিকট মন্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহা তত্ত্ব-

চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া। সর্ব্বতন্ত্রার্থসারজ্ঞা সধবা পূজনে রতা। গুরুযোগ্যা ভবেদেষা বিধবাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ যত্তু,—বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া। নাধিকারো বিনা নার্য্যা ভার্য্যায়া ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥ ইতি বিধবায়া গুরুত্ববোধনং তদমূলকং সমূলত্বেঽপি। সিদ্ধমন্ত্রো নিরঃ সর্ব্বমযোগ্যাযোগ্যতাং নয়েৎ। ইতি বচনৈকবাক্যতয়া সাধিতমন্ত্রবিষয়ং॥ ৫॥

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে।—মৃতমপ্যনুগচ্ছেত্তু বিদ্যামন্ত্রো বিশেষতঃ। স এব মনুষ্যস্ত পূর্ব্বং কর্ম্মাণি শংসতি। যদি ন স্যান্মহেশানি স মনুষ্যঃ কথং ভবেৎ। দীক্ষায়াঞ্চ কথন্তস্য মনোভবতি পার্ব্বতি।

সার গ্রন্থে বলিয়াছেন। যথা,—সাধবী, সদাচারা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বতন্ত্রার্থসারবেত্রী এবং সর্ব্বদা পূজনে নিরতা সধবাই গুরুযোগ্যা। বিধবাকে গুরুকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। পুত্রের আদেশে বিধবা, পিতার আদেশে কন্যা এবং ভর্ত্তার আদেশে স্ত্রী দীক্ষা দানে অধিকারিণী হইতে পারে, তদ্ব্যতীত নহে। ইত্যাদি বচন দ্বারা যে বিধবার দীক্ষাধিকারিত্ব বলা হইয়াছে,তাহা অমূলক, যদি এই বচন সমূল হয়, তাহা হইলেও, সিদ্ধমন্ত্র সকলের নিকটই গ্রহণ করিতে পারে, কারণ, সিদ্ধমন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিরও যোগ্যতা প্রতিপাদনে সমর্থ; এই বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া বিধবার নিকট যে মন্ত্র গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, উহা সিদ্ধমন্ত্র সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। ৫।

গুপ্ত-দীক্ষাতন্ত্রে লিখিত আছে যে,—বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তির অনুগামী হয় এবং পূর্ব্ব জন্মীয় কর্ম্মের প্রতিপাদন করে। যদি ইহা না হয় তবে কেমন করিয়া সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? এবং তাহার দীক্ষায়ই বা কি প্রকারে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে? অতএব

তস্মাত্তু যত্নতো দেবি পূর্ব্ববিদ্যাং সমুদ্ধরেৎ।৩ বকুলাশ্বত্থবটকং পত্ররত্নং শৃণু প্রিয়ে। বটপত্রে মহেশানি শক্তিমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে। অশ্বত্থে বিষ্ণুমন্ত্রঞ্চ বকুলে শিবমন্ত্রকং। রক্তচন্দনে দেবেশি কাশ্মীরে বা মহেশ্বরি। শক্তিমন্ত্রং লিখেদ্দেবি চন্দনে বিষ্ণু-মন্ত্রকম্। ভস্মনা শিবমন্ত্রঞ্চ বিলিখেৎ পরমেশ্বরি। সপ্তসপ্তসু পত্রেষু তত্তদ্দেবতায়া মন্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তন্মন্ত্রে কারয়েদ্যত্নতঃ সুধীঃ। তত্তদেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কারয়েৎ। যথাশক্ত্যুপচারেণ সংপূজ্য পরমেশ্বরি। ততঃ শিষ্যশ্চার্ঘ্যপাত্রং হস্তে কৃত্বা মহেশ্বরি। অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করায় নিবেদয়েৎ। অর্ঘ্যদ্রব্যমাহ। আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু। রক্তানি করবীরাণি তথা রক্তঞ্চ চন্দনম্। অষ্টাঙ্গ এষকোঽর্ঘ্যো বৈ ভানবে পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ওঁ ভো দেব পৃথিবীপাল সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মমার্ঘ্যঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয়। (ক)

হে দেবি! যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্ব-জন্মীয় বিদ্যা-সমুদ্ধার করিবে। বকুল, অশ্বত্থ ও বটপত্রকে পত্ররত্ন বলে। হে মহেশানি! বটপত্রে শক্তি-মন্ত্র, অশ্বত্থপত্রে বিষ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্র লিখিবে। এই প্রত্যেক মন্ত্রই উল্লিখিত সপ্ত সপ্ত পত্রে লিখিতে হইবে। রক্তচন্দন অথবা কুঙ্কুম দ্বারা শক্তিমন্ত্র, শ্বেত-চন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র এবং ভস্ম দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে। তৎপরে ধীমান্ সাধক সেই সেই মন্ত্রে তত্তৎদেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি! অনন্তর শিষ্য অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করত "ওঁ ভো দেব পৃথিবীপাল" ইত্যাদি মূলের লিখিত (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্যদ্রব্য যথা,—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তকরবীর ও রক্তচন্দন। ইহাকে সূর্য্যের অষ্টাঙ্গ

অর্ঘ্যঃ দত্ত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেত্ততঃ। গান্ধর্ব্বে।—ন দদ্যাদ্ভাস্করায়ার্ঘ্যং শঙ্খতোয়ৈর্ম্মহেশ্বরি ॥ ৬ ॥

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥ সর্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা মন মন্ত্রস্য সাক্ষিণঃ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাং বিদ্যাং মম হস্তে প্রদাপয় ॥ (থ) পঠেত্ত্বিদং মহেশানি সত্বরং পত্রমুদ্ধরেৎ। উদ্ধৃত্য পত্রমেকন্তু গুরোর্হস্তে প্রদাপয়েৎ। গুরুস্তু অক্ষরশ্রেণীন্ অদীত্য পরমেশ্বরি। সেতুং তদা মহেশানি তন্মন্ত্রাষ্টশতং জপেৎ। শিষ্যস্য মস্তকে হস্তং দত্ত্বা চাষ্টশতং জপেৎ। গুরুস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শিষ্যঃ প্রত্যঙ্মুখঃ স্থিতঃ। ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা সকৃৎ। স্ত্রীশূদ্রবিষয়ে কুর্য্যাদ্বৈপরীত্যেন চিন্তনম্। আচম্য সংযতো ভূত্বা

অর্ঘ্য বলে। এই প্রকার অর্ঘ্য দান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, হে মহেশ্বরি! সূর্য্যদেবকে শঙ্খস্থিত জলদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে না। ৬।

অনন্তর শিষ্য "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি ও "সর্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা" ইত্যাদি (থ) চিহ্নিত মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক মন্ত্র–লিখিত একটি পত্র উত্তোলন করিয়া "গুরুদেব আমাকে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যা প্রদান করুন" ইহা বলিয়া গুরুর হস্তে প্রদান করিবে। গুরু পত্র লিখিত ঐ মন্ত্র অষ্টাধিক শতবার জপ করিয়া শিষ্যমস্তকে অষ্টাধিক শতবার জপ করিবেন। অনন্তর স্বয়ং পূর্ব্বাস্য হইয়া পশ্চিমাস্যশিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার এবং বাম কর্ণে একবার ঐ মন্ত্র শুনাইবেন, কিন্তু শিষ্যস্ত্রী কিম্বা শূদ্র হইলে ইহার বিপরীত— অর্থাৎ বাম কর্ণে বারত্রয় এবং দক্ষিণ কর্ণে একবার শুনাইতে হইবে। তৎপর শিষ্য আচমনানন্তর সংযতচিত্তে প্রাণায়াম ও

প্রাণায়ামং বিধায় চ। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ঋষ্যাদিকসমন্বিতম্। অষ্টৌ কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং বামকর্ণে সুরেশ্বরি। ইয়ং দীক্ষা সর্ব্বতন্ত্রে শক্তির্যা পরিকীর্ত্তিতা। গুরোর্লব্ধাং মহাবিদ্যাং অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। গুরবে দক্ষিণাং দত্যাৎ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা প্রদাপয়েৎ॥ ৭॥

কুলার্ণবে।—গুরৌ প্রীতিসমুৎপন্নে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ। দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। পত্ররত্নপ্রদানেন দীক্ষাং কুর্য্যাৎ কলৌ যুগে। ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা। এতজ্জ্ঞানং বিনা দেবি দীক্ষাং কুর্য্যাচ্চ যো নরঃ। দীক্ষা তু বিফলা তস্য অন্তে চ নরকং ব্রজেৎ। ততঃ শিষ্যো মহেশানি প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি॥ গুরুর্ব্বদেৎ।—উত্তিষ্ঠ বৎস

ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া ঐ মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিবে এবং বাম কর্ণে আটবার জপ করিবে। ইহাই সকল তন্ত্রে দীক্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গুরু হইতে প্রাপ্ত মহামন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। দীক্ষা গ্রহণানন্তর গুরুকে সাধ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে, কৃপণতা করিবে না। দক্ষিণা গুরুপত্নী কিম্বা গুরুপুত্রকে দিলেও দোষস্পর্শ হইবে না। ৭।

কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে যে, গুরুদেব প্রীত হইলে ইষ্টদেবতা প্রীত হয়েন; ইষ্টদেবতা প্রসন্না হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। কলিযুগে উক্তরূপ পত্ররত্ন প্রদানপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি উক্ত উপায়ে জন্মান্তরীয় বিত্তার সমুদ্ধার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহার দীক্ষা নিষ্ফল হয় এবং সে অন্তে নরকে গমন করে। হে মহেশানি! তৎপর শিষ্য

মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তিমেধায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥ যোগিনীহৃদয়ে।—মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশ্চৈব উপবাসং সমাচরেৎ। মহান্ধকারনরকে ক্রিমির্ভবতি নান্যথা ॥ রুদ্রযামলে।—দীক্ষাং কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং চরেদ্যদি।—তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপঃ পততি মূর্দ্ধনি ॥ তন্ত্রসারে।—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে ॥ মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ রুদ্রযামলে।—শ্যামায়াং ভৈরবীতারাচ্ছিন্নমস্তাসু ভৈরবে। মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ। তত্রাপি গুহ্যকালীবিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষা অস্ত্যেব। যথা বিশ্বসারে।—ভূপুরেষু চতুষ্কোণে পূজয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ। বিষ্ণুং শিবং গণেশঞ্চ পূজয়েচ্চ যথা ক্রমাৎ ॥ ৮ ॥

গুরু-চরণে দণ্ডবৎ প্রণতহইলে গুরু শিষ্যকে বলিবেন,—"বৎস উত্থিত হও, তুমি পাপমুক্ত হইয়াছ, অদ্যাবধি কৌলাচার-পরায়ণ হইবে, তুমি সর্ব্বদা কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, কান্তি, মেধা, আয়ুঃ, বল এবং নিরাময়তাযুক্ত হও।" যোগিনী-হৃদয়ে কথিত হইয়াছে,—গুরু মন্ত্র প্রদান করিয়া উপবাস করিলে তাঁহাকে ঘোরতর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন নরকে ক্রিমি হইয়া অবস্থান করিতে হয়। রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে—যদি দীক্ষাগ্রহণ দিবসে মন্ত্রী (শিষ্য) উপবাস করে তাহা হইলে ইষ্টদেবতা সর্ব্বদা তাহার প্রতি রুষ্টা হয়েন এবং তাহাকে অভিশাপ প্রদানে করেন। তন্ত্রসারে কথিত হইয়াছে,—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, তীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবমন্দিরে কেবল মন্ত্র কথনেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়। অন্য আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। রুদ্রযামলে অভিহিত হইয়াছে, —কালী, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা ভৈরব, মঞ্জুঘোষ

দীক্ষায়াং চক্রবিচারে দোষমাহ গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে।—যঃ কুর্য্যাচ্চক্রগণনাং দীক্ষায়াং পশুপামরঃ। স ভ্রষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠো বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ। কিং ঋণৈঃ কিং ধনৈর্ব্বাপি রাশ্যাদিক-বিচারণে। সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতঃ। নাস্তি সত্যং মহেশানি নক্ষত্রাদিবিচরণা। রাশ্যাদিগণনং নাস্তি শঙ্করেণেতি ভাষিতং। আগমকল্পদ্রুমে,—রবিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যস্য গ্রহণে তথা। তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন॥ যামলে,—শরৎকালে যুগাদ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ॥ মৎস্যসূক্তে।—গ্রহণে চ

এবং রুদ্র এই সকল দেবতার পঞ্চাঙ্গ দীক্ষা পণ্ডিতদিগের অভীষ্ট নহে। কিন্তু গুহ্যকালীর পঞ্চায়তনী দীক্ষা নিষিদ্ধ নহে। প্রমাণ যথা বিশ্বসারতন্ত্রে।-- ভূপুর ও চতুষ্কোণে ক্রমে বিষ্ণু, শিব ও গণেশের পূজা করিবে। ৮।

গুপ্ত দীক্ষাতন্ত্রে দীক্ষাতে চক্রবিচার দোষ কথিত হইয়াছে। যথা,—যে দুরাচার দীক্ষাতে চক্রবিচার করে সে অধঃপতিত হয় এবং কৃমি হইয়া বিষ্ঠায় অবস্থান করে। ঋণীধনীচক্র, রাশিচক্র ও নক্ষত্রচক্র এই ত্রিবিধ চক্রদ্বারা মন্ত্রের সিদ্ধ সাধ্যত্বাদি বিচার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন। আগম-কল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে,—সংক্রান্তি দিবসে এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ে লগ্নাদি বিচার করিবে না। যামলে বলিয়াছেন,—শরৎঋতুতে, যুগাদ্যায়, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সময়ে এবং ভগবতীর বোধন হইলে কালাকাল বিচর করিবে না—অর্থাৎ কালশুদ্ধি না থাকিলেও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। মৎস্য সূক্তে বলিয়াছেন,—গ্রহণ-কালে ও মহাতীর্থে—"অর্থাৎ গঙ্গাতীর্থে" কালশুদ্ধির আবশ্যকতা

মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ। সোমগ্রহে বিষ্ণুমন্ত্রং সূর্য্যে শক্তিং ন চাচরেৎ॥ যামলে।—সূর্য্যগ্রহে শক্তিমন্ত্রং ন প্রদদ্যা-জ্জিজীবিষুঃ। ন গৃহ্লীয়াদপি তথা যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং। অত্র শক্তিপদং পঞ্চমীপরং। প্রকরণাদিত্যুদয়করঃ। অতএব—শ্রীকামকালীবীজানি লোপাদোর্গশ্চ যো মনুঃ। সূর্য্যস্যোপগ্রহে লব্ধো নৃণাং শীঘ্রফলপ্রদঃ। ইতি যামলবচনমপি সঙ্গচ্ছতে। পরাশ্রীকামবীজানীতি কুলমূলাবতারে পাঠঃ। পূর্ব্ববচনে শক্তি-মন্ত্রপদং শ্রীবীজাদ্যতিরিক্তমন্ত্রপরমিতি তু শিবদীক্ষাটীকাকৃতঃ। যামলে।—লগ্নে বাপ্যথবা লগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি। গুরোরা-জ্ঞানুরূপেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ। ন তিথিং ন ব্রতং পূজা ন স্নানং ন জপক্রিয়া। দীক্ষায়াঃ কারণং জ্ঞানং স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে চ সদ্গুরোঃ। সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। যস্মি

নাই। চন্দ্রগ্রহণে বিষ্ণুমন্ত্র এবং সূর্য্যগ্রহণে শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। যামলে বলিয়াছেন,—জীবনেচ্ছু ব্যক্তি সূর্য্য-গ্রহণে শক্তি মন্ত্র প্রদান বা গ্রহণ করিবে না। উক্ত সময়ে যে ব্যক্তি শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করে তাহার নানা অশুভ হয়। এখানে শক্তি শব্দে মাত্র ভৈরবী বুঝিতে হইবে, নতুবা বক্ষ্যমাণ যামল বচনের সহিত বিরোধ হয়। উক্ত বচনের বঙ্গানুবাদ এই,—শ্রীবীজ, কামবীজ এবং লোপাদোর্গবীজ সূর্য্যোপগ্রহে গ্রহণ করিলে মনুষ্য শীঘ্রই দীক্ষা গ্রহণের ফল লাভ করে। শিবদীক্ষা টীকাকার পূর্ব্ব বচনের শক্তিমন্ত্রপদ শ্রীবীজাদির অতিরিক্ত মন্ত্রপর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যামলে উক্ত হই-য়াছে, গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিথি, বার, গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি ও লগ্নাদি বিচার করিবে

হ্নগনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ। যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ॥ ৯॥

অথ মন্ত্রাণাং দশসংস্কারমাহ সারদায়াং,—জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং তথা। অথভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে মনোঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দ্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং। মাতৃকাবর্ণাস্তু।—অকারাদিক্ষকারান্তা মাতৃকার্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইতি তন্ত্রগন্ধর্ব্ববচনাৎ। মাতৃকাযন্ত্রলিখনমাহ।—ভূমৌ গোময়লিপ্তায়াং বিলিখ্যাষ্টদলান্বিতং। চন্দনাদ্যৈঃ কঠিন্যা বা তার্ত্তীয়ং কর্ণিকাগতং। দ্বির্দ্বিঃ স্বরান্ কেশরেষু বর্গানষ্টদলেষু চ। তস্মাচ্চ গন্ধপঙ্কেন ভূর্জ্জাদৌ যন্ত্রমুদ্ধরেৎ তার্ত্তীয়ং হেসৌঃ। কাদিমান্তাঃ পঞ্চবর্গামাতৃকাঃ ক্রমশোদিতাঃ।

না, অনুক্ত তিথ্যাদিতেও মন্ত্রগ্রহণ করিবে। সুপ্রসন্ন গুরুর অনুগ্রহে নিষিদ্ধ সময়ও শুভফল প্রদান করে। ৯।

অনন্তর মন্ত্রের সারদাতিলকোক্ত দশসংস্কার কথিত হইতেছে। যথা,—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি। মাতৃকা যন্ত্র হইতে মন্ত্রোদ্ধারের নাম জনন। মাতৃকা-বর্ণ যথা,—অকারাদিক্ষপর্য্যন্ত বর্ণ সমূহকে মাতৃকা বর্ণ বলে। ইহা গন্ধর্ব্ব তন্ত্রের বচনানুসারে। মাতৃকা যন্ত্র লিখন ক্রম কথিত হইতেছে। যথা,—গোময়লিপ্ত ভূমিতে চন্দনাদি-দ্বারা কিম্বা খড়ীদ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া কর্ণিকামধ্যে তার্ত্তীয় (হেসৌঃ) লিখিবে এবং প্রতি, কেশরে দুই দুই স্বর ও অষ্টদলে ক চ ট ত প য শ লাদি অষ্টবর্গ লিখিবে গন্ধ চন্দন দ্বারা ভূর্জ্জাদিপত্রে এই যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ইহাকেই মাতৃকা যন্ত্র বলে। অনন্তর প্রত্যেকটী মন্ত্রবর্ণকে প্রণবান্তরিত

যর্দিবান্তাঃ শাদিহান্তা লক্ষণে বিলিখেত্ততঃ। ইতি মাতৃকাযন্ত্রং। প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। এতজ্জীবনমিত্যাহুঃ সর্ব্বমন্ত্রবিশারদাঃ। দশধা শতধা বা জপঃ। যথা শ্বসারে,—পৃথক্শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। মন্ত্রর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা। প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতং। তাড়নং তাড়য়েদ্বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাম্ভসা। শতং বা দশধা বাপি বোধয়েত্তু মনুং ততঃ। বিলিখ্য মন্ত্রং তন্মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্যান্তেন বোধনং। যান্তেন রমিতি বীজেন। অশ্বত্থপল্লবৈর্ম্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে। মন্ত্রস্য চামুকং বর্ণমভিষিঞ্চামি হৃদ্যুতং। অভিষিঞ্চেদষ্টধা বা প্রত্যেকমভিষেচনং। কুশোদকেন দুগ্ধেন অভিষেকমুদাহৃতং। সাঞ্চন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ। মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণন্ত্বিদং। তারব্যোমাগ্নিমনুযুক্ দণ্ডীজ্যোতির্ম্মনুর্ম্মতঃ। মনুশ্চতুর্দ্দশস্বরো দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌঁ। কুশোদকেন

করিয়া দশ কিম্বা শতবার জপ করিবে। ইহা বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে। ইহাই মন্ত্রের জীবন। মন্ত্রবর্ণ পৃথগ্‌ভাবে লিখিয়া চন্দন-মিশ্রিত জলদ্বারা যং এই মন্ত্রে প্রত্যেকে দশ কিম্বা শতবার তাড়ন করিবে ইহাই তাড়ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক্‌রূপে লিখিয়া, মন্ত্রাক্ষর-সমসংখ্যক করবীর পুষ্পদ্বারা রং এই মন্ত্রে হনন করিবে, ইহাই বোধন। মন্ত্রের বর্ণ সকল লিখিয়া "মন্ত্রস্য অমুকং বর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ" এই মন্ত্রে কুশোদক ও দুগ্ধাপ্লুত অশ্বত্থপত্রদ্বারা প্রতি বর্ণে আটবার করিয়া অভিষেক করিবে, ইহাকে অভিষেক বলে। দেয় মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ম্মন্ত্রে—অর্থাৎ 'ওঁ হ্রৌঁ' এই মন্ত্রে

জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ। তেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ করণা-প্যায়নং মতং। অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নম ইত্যন্তসা চ তং। মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ। শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সমুদীরিতং। দশধা তর্পয়েত্তাবদিতি। বিশ্বসারে।—তারমায়ারমা-যোগে পুটিতেন জপেন্মনুং। শত অষ্টোত্তরেণৈব দীপয়েৎ সাধকো-ত্তমঃ। তন্ত্রান্তরে সপ্তধা দীপনমিতি। জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ন প্রকাশনং। ইতি মন্ত্রাণাং দশসংস্কারঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বসারে—গৃহীত্বা চ মহাবিদ্যাং জপেজ্জীবাবধি প্রিয়ে। মহাগুরুনিপাতাদৌ ন পূজায়াং বিকল্পনা। মোহাদ্বা যদি বা দৈবাৎ পূজয়েন্ন চ সাধকঃ। তস্য সর্ব্ববিনাশঃ স্যান্মারয়েত্তং

মন্ত্রের মলত্রয় দগ্ধ করিবে, ইহাকে বিমলীকরণ বলে। মন্ত্রবর্ণ সকলে পূর্ব্বলিখিত জ্যোতির্ম্মন্ত্রে কুশোদক প্রোক্ষণ করিবে, ইহাকে আপ্যায়ন বলে। 'অমুক মন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে জল-দ্বারা দশবার তর্পণ করিবে। শক্তি মন্ত্রে মধু দ্বারা, বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূরমিশ্রিত জল দ্বারা এবং শিবমন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ করিবে। ইহাকেই মন্ত্রতর্পণ বলে। তার—অর্থাৎ ওঁ, মায়া হ্রীঁ, রমা শ্রীঁ, এই মন্ত্র ত্রয়ে দেয় পুটিত করিয়া অষ্টাধিক শতবার জপ করিবে, ইহাই মন্ত্রের দীপন বলিয়া অভিহিত হই-য়াছে; তন্ত্রান্তরে দীপন সতবার লিখিত আছে। দেয় মন্ত্র অতি গোপনে রাখিবে, প্রকাশ করিবে না; ইহাই মন্ত্র শুদ্ধি। এই মন্ত্রের দশসংস্কার কথিত হইল। ১০।

বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।—দীক্ষা গ্রহণের পর যাবজ্জী-বন প্রত্যহ ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে, কদাচও অন্যথা করিবে না। এমন কি, পিতা মাতা প্রভৃতি মহাগুরুর বিনিপাতজন্য দেহাশুদ্ধি

সদাশিবঃ। অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ন্যত্র কার্য্যা বিচারণা। রুদ্রযামলে।— পূজয়েন্মৃতকেঽপি স্বাজ্জননে সরুজেঽপি বা। সর্ব্বত্রৈব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফল প্রদঃ॥ ১১॥

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাং। বাহ্যপূজা-ক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ। দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজা কর্ত্তব্যা বিশেষবিধানাৎ। তথাচোক্তং বরাহীতন্ত্রে।—তারায়াশ্চৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়াশ্চ সুব্রতে। সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেয়ু-র্জ্জপার্চ্চনং॥ যামলে।—অশুচির্ব্বা অশুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্

সত্বেও ইষ্ট মন্ত্র জপ অবশ্য কর্ত্তব্য। মোহ বশতঃ কিম্বা কোন প্রকার দৈবদুর্ঘনা বশতঃ যদি কোন সাধক নিত্য পূজা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় এবং সদাশিব তাঁহাকে বিনাশ করেন। অশুচি কিম্বা শুচি সকল অবস্থায়ই সর্ব্বদা পরা ভক্তির সহিত ইষ্ট পূজা করিবে, কদাচ ইহাতে বিকল্প করিবে না। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—জনন কিম্বা মরণ অশৌচে অথবা রোগযুক্ত হইলে ইষ্টপূজা করিবে। সর্ব্বাবস্থায় নিত্য ইষ্টপূজাকারী ব্যক্তি সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। ১১।

সম্প্রতি জননাশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির আগমোক্ত পূজা-ক্রম কথিত হইতেছে। যথা,—সূতকী ব্যক্তি বাহ্য-পূজার নিয়মানুসারে ধ্যানযোগে পূজা করিবে। কিন্তু দেবী-বিষয়ে বাহ্য-পূজা অবশ্যই করিবে। ইহার বিশেষ বিধান এই। বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন,— হে সুব্রতে! জনন কিম্বা মরণাশৌচে তারা, কালী ও ত্রিপুরা-সুন্দরীর জপ ও অর্চনা ত্যাগ করিবে না। যামলে বলিয়াছেন,— শুচি কিম্বা অশুচি, গতি কিম্বা স্থিতি, কিম্বা শয়ন ইহার যে কোন

স্বপন্নপি। ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বদা॥ বিশ্বসারে—জাগ্রৎশয়ান উত্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানো গমনেঽপি বা। সিদ্ধ-মন্ত্রে ন দোষঃ স্যাদশৌচনিয়মেঽপি চ। ন কল্পনা দিবারাত্রৌ ন চ সন্ধ্যাবসানকে॥ ১২॥

অথ গুরুমাহাত্ম্যং।—গুরুঃ সর্ব্বসুরাধীশো গুরুঃ সাক্ষী কৃতাকৃতে। সংপূজ্য সকলং কর্ম্ম কুর্য্যাত্তস্যাজ্ঞয়া সদা। গমনং পূজনং জাপং ভোজনং রমণন্তথা। গৃহীত্বাজ্ঞাং গুরোঃ কুর্য্যাত্তস্য সিদ্ধির্ব্বিনা জপাৎ। প্রত্যক্ষো বা পরক্ষো বা প্রত্যহং প্রণ-মেদ্‌গুরুং। একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুং। ক্রোশমাত্রং স্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ। অর্দ্ধযোজ-

অবস্থায়, সকল সময়ে, সকল স্থানে মানস জপে দোষ নাই। বিশ্বাসারে উক্ত হইয়াছে,—জাগ্রদবস্থায় কিম্বা শয়ন অবস্থায়, উত্থিতাবস্থায়, গমন কালে, কিম্বা ভোজন সময়ে, দিবা, রাত্রি, কিম্বা সায়ংকালে, অথবা অশুচি অবস্থায়, সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তির মানস জপ দোষাবহ নহে। ১২।

অধুনা গুরু-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে।—গুরু সর্ব্বদেবাধীশ্বর এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতের সাক্ষী, সুতরাং অর্চ্চনা দ্বারা গুরুদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা সকল কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পূজা, জপ, ভোজন, রমণ এবং গমনাদি সকল কর্ম্ম গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সম্পাদন করে, জপ বিনাও তাহার মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। গুরু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে থাকুন, প্রত্যহ তাঁহাকে নমস্কার করিবে। গুরু শিষ্যের এক গ্রামে অবস্থান করিলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহাকে নমস্কার করিবে। যদি গুরু ক্রোশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে প্রতিদিন একবার তাঁহার

মতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু। একযোজনমারভ্য যোজন-দ্বাদশাবধি। তত্তৎসংখ্যাগতৈর্ম্মাসৈঃ প্রণমেৎ শ্রীগুরুং প্রিয়ে। এবং যো নাচরেদ্দেবি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ। একত্র গুরুণা সার্দ্ধং স্বপিত্যুপবিশেচ্চ যঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। তন্ত্রে—গুরুমালোকিতঃ শিষ্য উত্তিষ্ঠন্নাসনং ত্যজেৎ। জাতিবিত্তাধনাঢ্যোঽপি দূরে দৃষ্ট্বা গুরুং মুদা। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদাগচ্ছন্তমনুব্রজেৎ। প্রণম্য প্রবসেৎ পার্শ্বে তদাগচ্ছেদনুজ্ঞয়া। মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাজ্ঞাদি-

নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিবে। গুরু অর্দ্ধ যোজন ব্যবধানে থাকিলে পঞ্চপর্ব্বে এবং একাবধি দ্বাদশ যোজনান্তরে থাকিলে যোজনসম সংখ্যক মাসাভ্যন্তরে একবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিবে। হে দেবি! যে এইরূপ আচরণ না করে, সে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি গুরুর সহিত একাসনে শয়ন ও উপবেশন করে, একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যত কাল স্বর্গাধিপত্য করেন ততকাল তাহার ঘোর নরক বাস হয়। গুরুর দর্শন মাত্র শিষ্য আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। শিষ্য আভিজাত্য সম্পন্ন, সুপণ্ডিত এবং ধনাঢ্য হইলেও গুরুদেবকে দর্শন মাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম এবং তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিবে। গুরুদেবকে স্বভবনে আসিতে দেখিলে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিবে, আর গুরু যখন গমন করেন, তখন কিছুপথ তাঁহার অনুগমন করিবে এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং গুরুর অনুমতি ব্যতীত সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিবে না। মুখপ্রেক্ষী হইয়া

মাদরাৎ। অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি। ঋণ-দানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং। ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো দেবি কথঞ্চন। গুরুর্ম্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবশ্চ সুহৃদ্‌-গুরুঃ। ইত্যাধায় মনো নিত্যং যজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুং। গুরো-রগ্রে পৃথক্ পূজা-মৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভু-ত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ। আসনং শয়নং বস্ত্রং ভূষণং পাদুকা-স্তথা। ছায়াং কলত্রমন্যত্র যদ্দৃষ্টং তং সুপূজয়েৎ। যথা দেবে তথা মন্ত্রে যথা মন্ত্রে তথা গুরৌ। যথা গুরৌ তথা স্বাত্মন্যেবং ভক্তিক্রমঃ স্মৃতঃ। গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।

গুরু-সেবা করিবে,—অর্থাৎ ইঙ্গিত মাত্র আদরের সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। গুরুর নিকট অসত্য বলিবে না, বহু ভাষিত্ব ত্যাগ করিবে। হে দেবি! শিষ্য গুরুকে ঋণ দান করিবে না, গুরুর নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ বা তাঁহার সহিত ক্রয় বিক্রয় করিবে না। গুরু মাতা, পিতা, স্বামী, বান্ধব এবং সুহৃৎ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যহ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে। গুরু সন্নিধানে অন্য দেবতার পূজা, ঔদ্ধত্য, দীক্ষাদান, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে। গুরুর আসন, শয্যা, বসন, ভূষণ, পাদুকা, ছায়া এবং কলত্রা-দিকে অতি আদরের সহিত পূজা করিবে। ইষ্টদেবতা, ইষ্ট মন্ত্র, গুরু ও স্বীয় আত্মা সমান ভক্তির পাত্র;—অর্থাৎ ইষ্টদেবকে যেরূপ ভক্তি করিবে, ইষ্ট মন্ত্রকেও তাদৃশ ভক্তি করিবে; ইষ্ট মন্ত্রকে যাদৃশ ভক্তি করিবে গুরুকেও সেই রূপ ভক্তি করিবে এবং গুরুকে যেরূপ ভক্তি করিবে, স্বীয় আত্মাকেও তাদৃশ ভক্তি করিবে। গুরুর শয্যা, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা ও চর্ম্মপাদুকা, স্নানোদক এবং

স্নানোদকং তথা চ্ছায়াঞ্চ লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥ অন্যত্রাপি—দেবচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং শক্তিচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ। যদি প্রমাদতো দেবি গুরোরগ্রে প্রপূজয়েৎ। স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ। রিক্তহস্তেন নোপেয়াদ্রাজানং দেবতাং গুরুং। ফলঞ্চ পুষ্পকাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ। ভক্ত্যা শক্ত্যানুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎ কৃতং। স্বল্পমেব মহত্তুল্যং ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ। গুর্ব্বর্থে কৃপণো দেবি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। গুরুবাক্যানৃতং কৃত্বা আত্মবাক্যন্তু স্থাপয়েৎ। গুরুং জেতুং মনোযস্য পচ্যতে নরকার্ণবে। গুরোর্নাম ন ভাষেত জপকালাদৃতে ক্বচিৎ। উত্তরকল্পে—সাক্ষাদ্বাপি পরোক্ষো বা গুরোরাজ্ঞাং সমাচরেৎ।

ছায়া এই সকল কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শাস্ত্রান্তরেও বলিয়াছেন,—দেবচ্ছায়া, গুরুচ্ছায়া এবং শক্তিচ্ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। হে দেবি! যদি অনবধানতা বশতঃ কোন ব্যক্তি গুরু নিকটে উপস্থিত থাকিলেও অন্য দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে সেই পূজক নরকে গমন করেন এবং তৎকৃত পূজা নিষ্ফল হয়। দেবতা, গুরু এবং রাজ-সমীপে শূন্য হস্তে উপস্থিত হইবে না, ফল পুষ্পাদি যথাশক্তি সংগ্রহ করিয়া নিবে। ধন কিম্বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দানে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তি শক্তি অনুসারে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু গুরুকে প্রদান করিলেও তাহার ফল ধনাঢ্য ব্যক্তির বহুমূল্য রত্নাদি দানের তুল্য হইবে। যে ব্যক্তি গুরুকে কোনও বস্তু প্রদান করিতে কৃপণতা করে, সে রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গুরুবাক্য ব্যর্থ করিয়া আত্ম বাক্য সংস্থাপন করে এবং গুরুকে পরাজিত করিতে যাহার অভিলাষ, ঈদৃশ ব্যক্তি নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। জপের সময় ভিন্ন অন্য

পরোক্ষে তদনুজ্ঞানং বিধানং শৃণু শঙ্করি। যস্তল্পং হি গুরো-র্দ্রব্যমদত্তং স্বীকরোত্যপি। তিরশ্চাং যোনিমাগচ্ছেৎ ক্রব্যাদৈর্ভ-ক্ষ্যতে সদা। সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ স্তুত্বা করপুটং কৃত্বা মনসা ধ্যানতৎপরঃ। মন্ত্রঃ,—বিহিতং বিদধে নাথ বিধেয়ং যৎ কৃপাকর। অবিরুদ্ধং ভবেত্তত্র তত্ত্বদীয়প্রসাদতঃ। ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ১৩॥

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে—শ্রীদেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব কৃপয়া পরমেশ্বর। গুরুপূজাবিধানং মে বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর। ঈশ্বর উবাচ।-দিব্যবীরস্ক চার্ব্বঙ্গি পূর্ব্বোক্তং বহুশঃ প্রিয়ে। মানসস্তু ক্রম

সময়ে কদাচ গুরুর নাম করিবে না। উত্তরকল্পে বলা হইয়াছে,—সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে. শিষ্য যদি অতি অকিঞ্চিৎকর কোন বস্তুও গুরুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে সে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয় এবং রাক্ষস তাহাকে ভক্ষণ করে। সহস্রারে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পূজা করিবে এবং স্তোত্রাদি পাঠ করিবে। তৎপর কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর পাদপদ্ম চিন্তা করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা প্রার্থনা করিবে এবং তৎপর সমস্ত কার্য্যারম্ভ করিবে। প্রার্থনা মন্ত্র যথা—"হে কৃপাময় প্রভো! সম্প্রতি আমি যে কার্য্যসম্পা-দনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এই কার্য্যটি যেন শ্রীপাদপদ্ম প্রসাদে ভব দীয় আজ্ঞায় অবিসংবাদী হয়"। ১৩।

মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রে দেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।—হে দেব-দেব! হে মহাদেব! হে পরমেশ্বর! হে শঙ্কর! কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট সবিস্তারে গুরুপূজার বিধান বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! দীব্য ও বীরভাবের পূজা-

দেবি সংক্ষেপাল্লিগদামি তে। গুরুঃ পরমগুরুশ্চৈব পরাপরগুরু-স্তথা। স্বগুরুঃ পরমেশানি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ। তৎপিতা পরম-গুরুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহে-শ্বরঃ। অতএব মহেশানি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো গুরুঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং সর্ব্বব্যাপিমহেশ্বরং। সর্ব্বেশং সর্ব্বদং দেবং প্রণমামি পুনঃপুনঃ। পুর-স্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তভ্যং নমোনমঃ। ত্রিসন্ধ্যং স্বগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ। ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণং। গুরুং বিনা বরারোহে নাস্তি সিদ্ধিঃ কদাচন। গুরুং স্মৃত্বা

ক্রম, পূর্ব্বে তোমার নিকট আমি বহুবার বর্ণন করিয়াছি, সম্প্রতি সংক্ষেপে মানস পূজাক্রম বলিতেছি;—গুরু ত্রিবিধ,—গুরু, পরম গুরু এবং পরাপর গুরু। হে পরমেশানি! স্বীয় গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার—অর্থাৎ গুরুর পিতা পরম গুরু, ইনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ এবং গুরুর পিতামহ পরাপর গুরু, ইনি সাক্ষাৎ মহেশ্বরেবর তুল্য। গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই দেবত্রয় হইতে অভিন্ন, অতএব তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে। গুরুকে এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে। যথা,—"যিনি অখণ্ড-মণ্ডলাকার, যিনি সর্ব্বভূতব্যাপী, যিনি নিত্যৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, যিনি সর্ব্বভূতের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, এবম্প্রকার গুরুদেবকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। হে গুরুদেব! তোমার পুরোভাগে, এবং পশ্চাদ্ভাগে ও উভয় পার্শ্বে আমি নমস্কার করিতেছি।" হে বরারোহে! ত্রিসন্ধ্যায়—অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ং সময়ে পরম কারুণিক গুরুর ধ্যান, অর্চ্চনা এবং চিন্তা করিবে। হে বরারোহে! গুরুর অনুগ্রহ ব্যতীত

মহেশানি দিবসে দিবসে প্রিয়ে। পূজয়েন্মানসৈর্গন্ধৈর্ধূপৈর্দ্দীপৈ-স্তথোত্তমৈঃ। ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈস্তথা পেয়ৈর্দ্দধিদুগ্ধৈরনেকধা। পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ তথা রম্ভাফলৈঃ প্রিয়ে॥ অন্নৈর্নানাবিধৈ-র্দ্দেবি পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে। স্বগুরুং হি বিনা দেবি নান্যঞ্চ গুরুমর্চ্চয়েৎ। মৎস্যৈর্ম্মাংসৈর্ম্মহেশানি পূজয়েদ্ভক্তিতঃ প্রিয়ে। গন্ধৈর্ম্মাল্যৈশ্চ চার্ব্বঙ্গি পূজয়েদ্ভক্তিতঃ সদা। স্বর্ণৈশ্চ পট্টবস্ত্রৈশ্চ তথা কার্পাসসম্ভবৈঃ। অবিচিত্রৈর্ব্বিচিত্রৈশ্চ অতিসূক্ষ্মৈর্ম্মনোহরৈঃ। অলঙ্কারৈস্তথা দেবি বিবিধৈঃ স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ। রাজতৈশ্চৈব চার্ব্বঙ্গি স্বগুরুং পূজয়েৎ সদা। আসনৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দেবি রক্তকম্বলসংযুতৈঃ। তথা নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ স্বগুরুং সদা। গুরোর্ম্মন্ত্রং মহে-শানি প্রজপেৎ সুরবন্দিতে। গুরোঃ পত্নীং মহেশানি পূজয়েদ্বি-ধিনামুনা। গুরুবদ্‌গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎসুতেষু চ। পূজয়েৎ প্রত্যহং ভক্ত্যা অমুনা বিধিনা প্রিয়ে। গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি

কদাচ মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। হে মহেশানি! প্রতিদিন গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া মানসিক উপচারে এবং গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, অতি সূক্ষ্ম ও নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যান্বিত মনোহর পট্ট ও কার্পাস-সম্ভব বস্ত্র, সুবর্ণ ও রজতাদি বিনির্ম্মিত অলঙ্কার, রক্তকম্বলাদি বিবিধ আসন, উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য, দধি দুগ্ধাদি পেয়, পনস এবং নারি-কেল রম্ভাদি ফল, নানাবিধ অন্ন এবং মৎস্য মাংস দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করিবে। হে দেবি! স্বগুরু ভিন্ন অন্য গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। দেবপূজিতে! প্রতিদিন গুরুমন্ত্র জপ করিবে। গুরুপত্নী, গুরুপুত্র এবং গুরুপৌত্রকেও উক্ত বিধানানুসারে প্রত্যহ ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজা করিবে। হে দেবেশি! গুরুর অভাব হইলে সাক্ষাৎ শিব-সদৃশ গুরুপুত্রের এবং গুরু পুত্রের

গুরুপুত্রং স্বয়ং শিব। তদভাবে বরারোহে গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ। তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি গুরুস্নুষাং প্রপূজয়েৎ। এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরোর্গোত্রং প্রপূজয়েৎ। গোত্রাভাবে বরারোহে তথা মাতামহস্য চ। মাতুলং মাতুলানীম্বা পুজয়েদ্বিধিনামুনা॥ ১৪॥

যদি দূরে চ চার্ব্বাঙ্গি শ্রীগুরুর্নগনন্দিনি। সম্বৎসরস্য মধ্যে তু পূজয়েদ্বিধিনামুনা। একধোত্তরায়ণে কালে একধা দক্ষিণায়নে। পূজয়েদ্ গুরুদেবঞ্চ বিধিনা চামুনা প্রিয়ে। যদি নো পূজয়েদ্দেবি অনেন বিধিনা প্রিয়ে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্দেবি তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ। সংবৎসরস্য মধ্যে তু ন গচ্ছেদ্‌যদি সাধকঃ। মন্দিরং গুরুদেবস্য সদা কাশীপুরীসমং। কাশীসমং মহেশানি য পশ্যেদ্‌গুরুমন্দিরং। শিবতুল্যো ভবেদ্দেবি তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ। গুরোর্গেহং সমাসাদ্য

অভাবে গুরু কন্যার ও তদভাবে গুরু-স্নুষার পূজা করিবে। ইহাঁদের সকলের অভাব হইলে গুরু-গোত্রীয়ের পূজা করিবে। গুরু-গোত্রেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে গুরুর মাতামহের, মাতামহের অভাবে গুরুর মাতুল অথবা মাতুলানীর পূজা করিবে। ১৪।

হে চারুদেহে! যদি গুরুদেব শিষ্যের বসতিস্থান হইতে অধিক দূরে বাস করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সংবৎসরের মধ্যে উত্তরায়ণে একবার ও দক্ষিণায়নে একবার—এই দুইবার অবশ্যই উক্ত বিধানানুসারে শ্রীগুরুর পূজা করিবে। যদি সাধক বৎসরের মধ্যে গুরুগৃহে গমন ও উক্ত বিধানানুসারে গুরুপূজা না করেন, তাহা হইলে সাধক প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। গুরুদেবের মন্দির সর্ব্বদাই কাশীপুরী সদৃশ। যে সাধক কাশীপুরীসদৃশ গুরু-

উচ্ছিষ্টভক্ষণঞ্চরেৎ। তদৈব সহসা সিদ্ধিঃ সাধকস্য ভবেৎ প্রিয়ে। অভোক্তা গুরুদেবস্য উচ্ছিষ্টং বরবর্ণিনি। বিদ্যাং বা পরমেশানি মন্ত্রং বা নগনন্দিনি। ন জপেত্তু কদাচিত্তু কুত্রচিৎ কচিদেব হি। তন্মুখং চঞ্চলাপাঙ্গি বিষ্ঠাকূপসমং প্রিয়ে। উচ্ছিষ্টভক্ষণাদেবি মুখস্য শোধনং প্রিয়ে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি। ভুঞ্জতে বিবুধা ভক্ত্যা গুরোরুচ্ছিষ্টমুত্তমং। গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নঞ্চ সদানন্দময়ং প্রিয়ে। গুরুং বা গুরুপুত্রং বা পত্নীং বা বরবর্ণিনি। বিলঙ্ঘ্য যদি চার্ব্বঙ্গি গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ। তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি নরকং চোত্তরোত্তরং। মন্দিরং গুরুদেবস্য কুটিরং যদি পার্ব্বতি। কৈলাসসদৃশাকারং তদেব নগনন্দিনি। যদ্যদিষ্টতমং লোকে সাধকস্য শুচিস্মিতে। তৎসর্ব্বং গুরবে দদ্যাদ্ভক্ত্যা পরমযত্নতঃ।

ভবন দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ শিবতুল্যতা প্রাপ্ত হয়। গুরুগেহে গমন করিয়া সাধক গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে, ইহা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়।

যে ব্যক্তি গুরুদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করে নাই, সে ইষ্টমন্ত্র জপে কিম্বা ইষ্টদেবতার নামোৎকীর্ত্তনে অধিকারী নহে। তাহার মুখ বিষ্ঠাকূপসদৃশ। হে শৈলসুতে! গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে শিষ্যানন পবিত্র হয় এবং ইষ্টমন্ত্রাদি জপে অধিকারিতা লাভ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণ ও দেবতাগণ পরা ভক্তির সহিত গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন। হে প্রিয়ে! গুরুর উচ্ছিষ্ট অন্ন সদানন্দময়। গুরু, গুরুপুত্র কিম্বা গুরুপত্নীকে লঙ্ঘন করিলে ঘোরতর নরকে গমন করিতে হয়। গুরুদেবের মন্দির পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর হইলেও শিষ্য তাহা কৈলাসসদৃশ জ্ঞান করিবে।

স্তদেব সহসা দেবি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে। গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় প্রজপেদনিশং যদি। তদৈব সহসা সিদ্ধিরষ্টসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরং। গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রো বা পত্নী বা বরবর্ণিনি। তদা পূজাং পরিত্যজ্য স্ব গুরুং পূজয়েৎ প্রিয়ে। দেবতাপূজনার্থঞ্চ যদ্বা পুষ্পাদিকং প্রিয়ে। তৎসর্ব্বং গুরবে দত্ত্বা পূজয়েন্নগনন্দিনি। তদৈব সহসা দেবি বরদা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ। রুদ্রযামলে,—গুরুর্ব্বা গুরুপত্নী বা পুত্রো বাপি সমাগতঃ। জ্যেষ্ঠো বাপ্যর্চ্চনামধ্যে শিষ্যঃ সর্ব্বার্চ্চনাং ত্যজেৎ। আজ্ঞয়া পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা

হে শুচিস্মিতে! যে সকল দ্রব্য নিজের অতি প্রিয়, সাধক তৎসমস্ত অতিশয় ভক্তির সহিত গুরুকে সমর্পণ করিবে। দেবি! তাহা করিলে সহসা মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করত যদি সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে অচিরে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ এবং অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অধীশ্বর হয়। হে সুন্দরি! শিষ্য ইষ্টদেবতার পূজা করিতে বসিয়াছে, এরূপ সময়ে যদি গুরু, গুরুপুত্র কিম্বা গুরুপত্নী শিষ্যভবনে আগমন করেন, তাহা হইলে শিষ্য ইষ্টপূজা ত্যাগ করিয়া ইষ্ট-পূজার নিমিত্ত যাহা কিছু ফল পুষ্প নৈবেদ্যাদির আয়োজন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ করিলে সাধকের প্রতি ইষ্টদেবতার প্রসন্নতা জন্মে এবং সাধক অচিরেই সিদ্ধিলাভ করে। রুদ্রযামলে কথিত আছে,—গুরু, গুরু-পত্নী ও গুরুপুত্র এই তিনই যদি এক সময়ে শিষ্যালয়ে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে শিষ্য প্রথমতঃ কাহারও অর্চ্চনা করিবে না, পরে গুরুর আজ্ঞানুসারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা

ধূপৈস্তথা নৈবেদ্যৈকৈরপি। পূজয়েদ্বিবিধৈর্ভক্ত্যা স্বগুরুং তৎসুতঞ্চ বা। গুরুদেবো হরঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী হরবল্লভা। গুরুপুত্রো গণেশঃ স্যাদ্বিভাব্য পূজনঞ্চরেৎ। গুরুপত্নী মহেশানি সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপিণী। গণেশসদৃশং দেবি গুরুপুত্রং বিভাবয়েৎ। শিষ্যস্য তদ্দিনং দেবি কোটিসূর্য্য-গ্রহৈঃ সমং। চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্দিনং বরবর্ণিনি। গুরোর্দ্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দানং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। স্বর্ণ-গো-তিল-বস্ত্রঞ্চ রজতঞ্চ বিশেষতঃ। গুরোঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। গুরোঃ প্রীতিং সমুৎপন্নে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ। দেবতাপ্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং। গুরোঃ সমীপে চার্ব্বঙ্গি ন মিথ্যা চোচ্চরেৎ ক্বচিৎ। গুরোরঙ্গে মহেশানি দেবতাকারমুত্তমং। গুরোঃ ক্রিয়া মহেশানি পূজামূলং মহৎ পদং। গুরোর্ব্বাক্যং মূলমন্ত্রং পরং-

ভক্তি-যুক্ত হইয়া গুরু কিম্বা গুরুপুত্রের অর্চ্চনা করিবে। গুরুদেবকে সাক্ষাৎ মহেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে এবং গুরুপত্নীকে মূর্ত্তিমতী মহেশ্বরী জ্ঞানে পূজা করিবে এবং গুরুপুত্রকে গণপতি জ্ঞানে পূজা করিবে। যে দিবসে গুরু শিষ্য-ভবনে আগমন করেন, সেই দিবসটি শিষ্যের পক্ষে কোটি সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সময় সদৃশ। গুরুর দর্শন মাত্র শিষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। গুরু শিষ্যভবনে আগমন করিলে, বিচক্ষণ শিষ্য গুরুর প্রীতি উদ্দেশ্যে স্বর্ণ, গো, তিল, বস্ত্র এবং রৌপ্য দান করিবে। গুরুদেব প্রসন্ন হইলে ইষ্টদেবতার প্রসন্নতা জন্মে এবং ইষ্টদেবতা প্রসন্না হইলে, নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধি হয়। গুরুর সমীপে কদাচ অসত্য কথা বলিবে না। হে মহাদেবি! গুরুর দেহে ইষ্টদেবতার আকৃতি চিন্তা করিবে। গুরুর ক্রিয়াই সকল পূজার মূল। গুরুর বাক্যই মন্ত্র এবং গুরু-

ব্রহ্ম স্বয়ং গুরুঃ। অনেন বিধিনা দেবি প্রত্যহং ভাবয়েদ্‌গুরুং। তদৈব মহা সিদ্ধির্জায়তে, কমলাননে ॥ ১৫ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং দীক্ষানির্ণয়ো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥

তৃতীয়োল্লাসঃ।

——§*§——

বিনা চোপাসনং দেবী ন দদাতী ফলং নৃণাং। তন্ত্রে,—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা। জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ। ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্ব্বর্গফলং ন সম্ভবতি। নির্গুণব্রহ্মণঃ কেন প্রকারেণ পূজাদিকং

দেব স্বয়ং পরংব্রহ্ম। হে দেবি! এইরূপ বিধি অনুসারে গুরুদেবকে প্রত্যহ ভাবনা করিবে, তাহা হইলে অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়। ১৫।

দ্বিতীয়োল্লাস সম্পূর্ণ।

উপসনা ব্যতীত দেবী মনুষ্যকে ফল প্রদান করেন না। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—সাধক জ্ঞানত বা অজ্ঞানত ঈশ্বরকে ধ্যান, স্মরণ, পূজা, স্তব অথবা প্রণাম করিলে, তিনি সাধককে মুক্তিফল প্রদান করেন। উক্ত শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, পূজাদি ব্যতীত চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয় না।

কার্য্যং শরীররহিতত্বাৎ। কেন প্রকারেণ মুক্ত্যাদিকং দাতুং শক্যতে। অতএব সাধকানাং হিতার্থায় সগুণনির্গুণভেদাৎ ব্রহ্মণো দ্বৈবিধ্যমাহ—শ্রীরামতাপনীয়শ্রুতৌ কুলার্ণবে চ॥ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। অস্যার্থঃ,—চিন্ময়স্য জ্ঞানময়স্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে,—চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। অদ্বিতীয়স্য একস্য। তথাচোক্তং যোগিনীহৃদয়ে—একোহি পরমং ব্রহ্ম নানাত্বেন নিরূপ্যতে। স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন পরংব্রহ্মস্বরূপিণী॥ গোপালতাপনীয়শ্রুতিরপি,—এক এব পরংব্রহ্ম মায়য়া চ চতুষ্টয়ং। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈব পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ মায়য়ৈব নটবদ্বহুধা ভবতি। বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া। ইতি

নির্গুণ ব্রহ্ম শরীর রহিত, সুতরাং কিরূপে তাঁহার পূজাদি বিহিত হইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা তিনি মুক্ত্যাদি প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন। এই সন্দেহ নিরাশার্থ শ্রীরামতাপনীয়ে এবং কুলার্ণবে বলিয়াছেন যে,—সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ রূপে দ্বৈবিধ্য কল্পিত হইয়াছে। চিৎস্বরূপ, দ্বিতীয়রহিত, মায়াপরিশূন্য এবং অশরীরী ব্রহ্ম উপাসকদিগের— অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপাসনাসৌকর্য্যার্থ শিব, দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতি নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়াছেন,—পরব্রহ্ম এক হইলেও স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে নানারূপে নিরূপিত হইয়াছেন। গোপালতাপনীয়ে কথিত হইয়াছে,—এক পরব্রহ্মই মায়াধিষ্ঠিত হইয়া মূর্ত্তি-চতুষ্টয় পরিগ্রহ করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্মই বহুরূপিণী মায়াসমাচ্ছন্ন হওয়ায়, নটের ন্যায় স্ত্রীপুরুষাদি বহুরূপে

শ্রুতেঃ। নিষ্কলস্য কলা মায়া তয়া রহিতস্য। আগ্নেয়পুরাণে— সকলো নিষ্কলোদেহবর্জ্জিতঃ। হরিরিত্যুপলক্ষণং। যামলে,— সগুণা নির্গুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা। সগুণা মায়য়া যুক্তা তয়া হীনা তু নির্গুণা। অশরীরিণঃ মুখহস্তপাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীররহিতস্য। ভূতশুদ্ধৌ—নিশ্চলং পরমং ব্রহ্ম কুতঃ প্রীতিঃ কুতঃ সুখং। নিরাকারং নিরীহঞ্চ রহিতন্ত্বিন্দ্রিয়েণ চ। জন্ম-কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মণো নাস্তি ভাবিনি। প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবি-নীতি পাঠশ্চ। উপাসকানাং জ্ঞানযোগভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ। লৈঙ্গে,—সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোর্দ্দিব্যপুঃ শুভং। সকলং ভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্কলং। যোগিনাং কর্ম্মযোগজ্ঞান-

প্রতিভাত হইয়াছেন। আগ্নেয় পুরাণে বলিয়াছেন,—হরি—অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং সকল (মায়াসমাচ্ছন্ন) ও নিষ্কল (মায়া পরিশূন্য)। ব্রহ্ম যখন দেহাশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে সকল বলা যায় এবং যখন দেহের সহিত সংশ্রব থাকে না, তখন তাঁহাকে নিষ্কল বলা হয়। যামলে বলিয়াছেন,—মহামায়া দ্বিবিধা,—সগুণা ও নির্গুণা। যিনি মায়া-যুক্তা তিনি সগুণা এবং যিনি মায়াবিরহিতা তিনি নির্গুণা বলিয়া অভিহিতা। ভূতশুদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে,—পরব্রহ্ম নিশ্চল—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিশূন্য, অতএব তাঁহার সুখ ও প্রীতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ব্রহ্ম নিরাকার, নিশ্চেষ্ট ও নিরিন্দ্রিয়। হে ভাবিনি! ব্রহ্মের জন্ম কর্ম্মাদি কিছুই নাই। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যদিগের ভাবনাযোগ্য ব্রহ্মের অতি সুন্দর শরীর আছে। যোগীদিগের—অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্রহ্ম-

যোগভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ। আগ্নেয়পুরাণে,—সাধূনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ। উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে। কার্য্যার্থং সাধকানাঞ্চ চতুর্ব্বর্গফলার্থদঃ। তথাচোক্তং মার্কণ্ডেয়-পুরাণে—আরাধিতা সৈব নৃনাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা। বৃহন্নারদীয়ে, —ভক্তানাং মোক্ষদানায় ভবতো মূর্ত্তিকল্পনা। আরাধনা চ ধ্যানঞ্চ পূজাভেদজ্ঞানাত্মিকা। ধ্যানভেদজ্ঞানার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ইত্যর্থঃ। ধ্যানন্ত তত্তদ্দেবতায়াস্তন্মন্ত্রঘটকীভূতং তত্তদ্বর্ণোৎ-পন্নমুখহস্তপদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্নশরীরজ্ঞানবিষয়ার্থমিতি তু নিষ্কর্ষার্থঃ। তথাচোক্তং গারুড়েঽপি,—অমূর্ত্তৌ চেৎ স্থিরো ন স্যাত্ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ। যামলেঽপি,—স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ধ্যানন্ত দ্বিবিধং

নিষ্কল। আগ্নেয় পুরাণে বলা হইয়াছে, প্রমাদশূন্য, সাধুশীল, ভক্ত সাধকদিগের উপাসনার সৌকর্য্যের নিমিত্ত ভক্তবৎসল নিরাকার পর ব্রহ্ম আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—সেই পরব্রহ্মরূপিণী মায়ার আরাধনা করিলে, তিনি মনুষ্যদিগকে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করেন। বৃহন্নরাদীয় পুরাণে বলিয়াছেন,—ভক্তদিগকে মোক্ষ প্রদানার্থ আপনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। পূর্ব্বশ্লোকে আরাধনা শব্দের উল্লেখ আছে, আরাধনা হইল ধ্যান ও পূজাত্মক, সুতরাং ধ্যানের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে। ধ্যেয় দেবতার মন্ত্রঘটকীভূত মন্ত্রীয় বর্ণোৎপন্ন মুখ-হস্ত-পদাদি অব-য়ববিশিষ্ট শরীরজ্ঞান যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে ধ্যান বলা যায়।

গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে,—অমূর্ত্ত পদার্থে চিত্ত স্থির হয় না, অতএব মূর্ত্তের—অর্থাৎ শরীরীরই চিন্তা করিবে। যামলে বলিয়াছেন,—ধ্যেয় বস্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ বশতঃ ধ্যানও

ভবেৎ। সূক্ষ্মমন্ত্রময়ং দেহং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনং। করপাদোদর-স্থাপি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহং। সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতেরূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতং। সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচিন্ন হি জায়তে। স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ১॥

যামলে,—দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবং। তত্তদ্বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। তদিষ্টং ভাবয়েদ্দেবি যথোক্তধ্যানযোগতঃ। বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাররূপিণী। বীজাৎ বর্ণাৎ। বীজপরিভাষামাহ কুলচূড়ামণৌ।—একাক্ষরং সমুদ্ধৃত্য পূর্ব্ববীজং পরং শক্তিরিতি। পূর্ব্বং কমিতি পরমীকারঃ রেফঞ্চ। গান্ধর্ব্বে।—নিত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরং

দ্বিবিধ। মন্ত্রময় সূক্ষ্মদেহ যে ধ্যানের বিষয় তাহাকে সূক্ষ্ম ধ্যান বলা যাইতে পারে এবং দেবতাদির বিগ্রহ যে ধ্যানের বিষয় তাহাকে স্থূল ধ্যান বলা যায়। করপাদোদরাদি রূপ স্থূল ধ্যেয় এবং জ্ঞানময় প্রকৃতির রূপ সূক্ষ্ম ধ্যেয়। হে মহেশ্বরি! সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করা কদাচও সম্ভাবিত নহে, অতএব স্থূলের ধ্যান করিয়াই লোক মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১।

যামলে কথিত হইয়াছে,—দেবতার শরীর বীজ—অর্থাৎ বর্ণ হইতে উৎপন্ন। তত্তদ্বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিলে সাধক ব্রহ্মময় হয়। যথোক্ত ধ্যানানুসারে ইষ্ট দেবতার আকৃতি স্থির করিবে। সেই বীজোৎপন্না দেবতা বর্ণময়ী বিধায় জগতের আধার-স্বরূপা। কুলচূড়ামণিতে বীজ-পরিভাষা কথিত হইয়াছে। যথা,—প্রথম একাক্ষর—অর্থাৎ ককারের সমুদ্ধারপূর্ব্বক তাহাতে পরের—অর্থাৎ রেফ ও সানুস্বার ঈকারের যোগ করিবে, ইহাতে 'ক্রীং' এই বীজ হইল। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—একাক্ষর বীজ

পরমং পদং। সকৃজ্জপ্ত্বাক্ষরং মন্ত্রং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। জপ্ত্বা তং সাধয়েৎ সর্ব্বং বহুজাপেন কিং ফলম্। স্থূলঃ সূক্ষ্ম এক এব। তথা-চোক্তং যামলে।—ঘৃতস্য দ্বিবিধং দেবি কাঠিন্যং স্বচ্ছতা যথা। কাঠিন্যে স্বচ্ছতায়াস্তু ঘৃতমেব ন সংশয়ঃ। পাদ্মেঽপি।—দীপা-দুৎপদ্যতে দীপো যথা তত্তদ্‌ভবিষ্যতি। ইতিবচনাৎ। অথবা পূজ্যপূজকয়োরভেদার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। তথাচোক্তং কৌর্ম্মে।—মন্যন্তে যে চ আত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ। ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ। ঈশ্বর ইত্যুপলক্ষণম্। তথাচোক্তং রুদ্রযামলে।—সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্। আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥ ২॥

নিত্য এবং ব্রহ্ম স্বরূপ। এই বীজ একবার জপ করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়, সুতরাং বহু জপের আবশ্যক করে না। দেবতার স্থূলরূপ ও সূক্ষ্মরূপ এতদুভয়ই প্রকৃতপক্ষে এক। এ বিষয়ে যামলে উক্ত হইয়াছে,— ঘৃত কাঠিন্য ও তারল্য রূপ অবস্থাদ্বয় ভেদে আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা যেমন উভয়াবস্থায় এক ঘৃতই, সন্দেহ নাই এবং কোন এক দীপ হইতে প্রজ্বলিত দীপও যেরূপ আপাতত পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয় এবং সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, সেই পৃথক্ প্রতীতি অপগত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ ভেদে প্রতী-য়মান দ্বৈবিধ্যও যোগশাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনায় অপগত হয়। অথবা পূজ্য ও পূজকের অভেদ-জ্ঞানার্থ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে,—কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন,—যাঁহারা আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন, তাঁহারা উপাস্য দেবের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহাদের উপাসনা বৃথা হয়। রুদ্রযামলে বলা

অথ প্রসঙ্গাদ্‌যোগজ্ঞানং লিখ্যতে। অথাপরং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্। ভবনাশনং জন্মনাশনমিত্যর্থঃ। হৃৎপদ্ম-কর্ণিকামধ্যে ধ্যায়েৎ সিংহং মনোহরম্। সিংহোপরিস্থিতং পদ্মং রক্তং তস্যোর্দ্ধগঃ শিবঃ। তস্যোপরি মহাদেবী রমতে কামরূপিণী। সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজঃ। (রক্তপ্রেতোঽপি পঙ্কজ ইতি বা পাঠঃ।) হরির্হরস্ত বিজ্ঞয়োবাহনানি মহৌজসঃ। ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি যথোক্তং ধ্যানযোগতঃ। দেব্যাত্মকং স্বমাত্মানং ভাবয়েদ্‌যতমানসঃ। তস্যাস্তরূপং যদ্‌যত্তৎ স্বকীয়মিতি ভাবয়েৎ। ঐক্যং সম্ভাবয়েন্নিত্যং স্বগুরুদেবতা-ত্মনাম্॥ শ্রীক্রমেঽপি।—আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং শক্তিমাত্মা-

হইয়াছে। পরমানন্দরূপিণী, সর্ব্বমন্ত্রাত্মিকা এবং সর্ব্বদেবস্বরূপিণী ইষ্ট-দেবতা হইতে আত্মাকে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। ২।

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে যোগজ্ঞান লিখিত হইতেছে। যথা,— অনন্তর জন্মনাশক সমাধি বলিতেছি।—হৃৎপদ্মান্তর্গত কর্ণিকা-মধ্যে মনোহর সিংহরূপ চিন্তা করিবে এবং ঐ সিংহের উপরি-ভাগে রক্তবর্ণ পঙ্কজের চিন্তা করিবে এবং তদুপরিভাগে শিবের চিন্তা করিবে এবং শিবের উপরিভাগে ক্রীড়মানা কামরূপিণী মহাদেবীর চিন্তা করিবে। এস্থলে মহাদেবকে সিত-প্রেত এবং রক্তপদ্মটিকে ব্রহ্মা জ্ঞান করিবে। এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে এই পরমারাধ্যার বাহনরূপে চিন্তা করিবে। হে পরমেশ্বরি! তৎপর যথোক্ত ধ্যানযোগে দেবীর ধ্যান করিবে এবং স্বীয় আত্মাকে ঐ দেবী হইতে অভিন্ন ভাবিবে। ঐ দেবীর অন্যান্য যে সকল মূর্ত্তি আছে, তাহাও আত্ম-দেবতা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা স্বীয় ইষ্টদেবতা, গুরু,

স্বরূপিণীম্। মনসা বচসা চৈব কায়িকেন চ চিন্তয়েৎ। অন্যত্রাপি—আত্মাভেহদেন সংচিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ। সোঽহমিত্যস্ত সততং চিন্তনাত্তন্ময়ো ভবেৎ। অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ। রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ। দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন চান্যথা। এবমভ্যস্যমানস্ত অহন্যহনি পার্ব্বতি। জরামরণদুঃখাদ্যৈর্ম্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। ধ্যানযোগপরস্যাস্য পূজ্যো নাস্তি কথঞ্চন। বিনা ন্যাসৈর্ব্বিনা পূজাং বিনা জপ্যৈঃ পুরক্রিয়াম্। ধ্যানযোগাদ্ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি। এতত্তে কথিতং দেবি ব্রহ্মজ্ঞানমিদং

এবং আত্মা, ইহাদিগের ঐক্য চিন্তা করিবে। শ্রীক্রমে বলা হইয়াছে,—আত্মাশক্তিরূপিণী দেবীকে বাক্য, মন এবং কায় দ্বারা অভেদাত্মরূপে আরাধনা করিবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে, ইষ্টদেবতাকে আত্মা হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা করিলে সাধক তৎস্বরূপতা লাভ করে। আমার ইষ্টদেবতা হইতে আমার আত্মা ভিন্ন নহে, উভয়ই এক পদার্থ এবং 'আমি দেবী, অন্য নহি, আমি মুক্ত, বদ্ধ নহি'; সাধক সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহাতে দেবতার সারূপ্য লাভ হয়। সাধক উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে শিবের চিন্তা করিলে শিবত্ব এবং বিষ্ণুর চিন্তা করিলে বিষ্ণুত্ব ও শক্তির চিন্তা করিলে শক্তিত্ব লাভ করে। হে পার্ব্বতি! দিন দিন এই প্রকার অভিন্ন চিন্তাভ্যাস করিতে পারিলে সাধক জরামরণাদি দুঃখপূর্ণ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। যে সাধক ধ্যান-যোগপরায়ণ তাহার পূজার আবশ্যক নাই। উক্ত সাধক ন্যাস, পূজা এবং জপাদি ব্যতীত কেবল ধ্যানযোগবলেই সিদ্ধি লাভ করে, ইহার অন্যথা হয় না।

মুহং। বিজ্ঞায় গুরুতো দেবি সংসারসাগরং তরেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ। সোঽহমিত্যেব সংচিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে। যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে। সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে ॥ ৩॥ ইতি গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত-যোগঃ।

তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে। বিষ্ণু-যামলে দেবীং প্রতি বিষ্ণুবচনম্।—মাতস্ত্বৎপরমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন। কাল্যাদ্যাঃ স্থূলযদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ। যামলে।—স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপং বা স্মরেৎ প্রিয়ে। স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্। স্তনযোস্তাদ্যবয়বাব-

---

হে দেবি! তোমার নিকট এই যে ব্রহ্মজ্ঞান কথিত হইল, ইহা গুরুর নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া সাধক সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমি 'ব্রহ্ম' এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞানের লয় হয়। অতএব সাধক সর্ব্বদা এই প্রকার চিন্তা করিবে। যে প্রকার ফেনা ও তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতে উত্থিত এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তদ্রূপ এই জগৎও আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই বিলীন হয়। ৩। এই যোগপ্রকরণ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে ব্রহ্ম সাধকের হিতের নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের রূপ ধারণ করেন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিষ্ণুযামলে দেবীর নিকট বিষ্ণু বলিয়াছেন,—"মাতঃ! তোমার সেই উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মরূপ কেহই অবগত নহে, দেবতারাও কাল্যাদি স্থূলরূপেরই অর্চ্চনা করেন।" যামলে কথিত হইয়াছে,—হে প্রিয়ে! দেবীর স্ত্রীরূপের কিম্বা পুংরূপের অথবা সচ্চিদানন্দরূপী

ছিন্নশরীরাঃ স্ত্রীরূপাবতারাঃ। তদ্‌যথা—কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা। বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ। কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলা-বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদঃ। অন্যত্রাপি—উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তির্লক্ষ্মীতি চাপরে। ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরী তথা। কৌমারী বৈষ্ণবী চৈব বারাহৈন্দ্রীতি চাপরে। ব্রাহ্মীতি বিদ্যা বিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে। প্রকৃতিশ্চাপরা চৈব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ৪॥

শিশ্নাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরাবচ্ছিন্নাবতারাঃ পুংরূপাঃ। যথা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। এবং। মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ। ইত্যাদি। নপুংসকং গৃহস্থৈরনুপাস্যমেব ফলাজনকত্বাৎ। গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে-

---

নিষ্কল ব্রহ্মরূপের আরাধনা করিবে। স্তন-যোন্যাদি অবয়বযুক্ত শরীরাবচ্ছিন্ন যে অবতার সমূহ, তাহাই দেবীর স্ত্রীরূপ। যথা,—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তকা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী। এই সকল বিদ্যা কলিকালে সম্পূর্ণ ফল প্রদান করেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ইহাকে উমা, শক্তি, লক্ষ্মী, ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি এবং অপরা বলিয়া থাকেন।৪।

শিশ্নাদি অবয়বযুক্ত শরীরাবচ্ছিন্ন যে অবতার সমূহ তাহাই দেবীর পুংরূপ, যথা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলরাম, পরশুরাম, শ্রীরাম, বুদ্ধ, এবং কল্কী ইত্যাদি। দেবীর

স্মার্ত্তঞ্চ বৈ ব্রহ্মচারিণাম্। গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুরিত্যুপাদানাৎ শিবদুর্গাবিষ্ণুপুরস্কারেণ উপাসনা কার্য্যা। তথাচ বিমলানন্দভাষ্যে কূর্ম্মপুরাণম্।—মনুষ্যাণামুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ। যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা। কিন্তু কার্য্যবিশেষেণ পূজিতা স্বেষ্টদা নৃণাম্। নৃণাং মনুষ্যাণাং অভেদেন পূজা কার্য্যা॥ ৫॥

শৈবে দেবীং প্রতি ঈশ্বরবাক্যম্। একং প্রশংসতে যস্তু সর্ব্বানেব প্রশংসতি। একং নিন্দতি যস্ত্বেবাং সর্ব্বানেব বিনিন্দতি। ঈশ্বরস্তু প্রশংসায়াং ন সুখং নিন্দায়াং বা ন দুঃখং সুখদুঃখরহিতত্বাৎ। কিন্তু নিন্দকস্য নরকমেব। তথাচোক্তং ভাষ্যে,—দেবীবিষ্ণুশিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ। ভেদকৃ-

---

নপুংসকরূপ ফলজনক নয় বিধায় গৃহস্থের উপাস্য নহে। গৃহস্থেরা শিব, দুর্গা, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা করিবে এবং ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মের আরাধনা করিবে। বিমলানন্দভাষ্যধৃত কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—উমা, বিষ্ণু, সদাশিব প্রভৃতি যে দেবতা যাহার অভিলষিত, সে তাঁহারই আরাধনা করিবে। কিন্তু কার্য্য বিশেষে দেবতা বিশেষের উপাসনা করিলে অভীষ্ট লাভ অতি শীঘ্র হয়। এ উপাসনাও অভিন্নজ্ঞানে করিতে হইবে। ৫॥

শিবতন্ত্রে দেবীর প্রতি ঈশ্বরবাক্য যথা।—দেবতাদিগের মধ্যে একের প্রশংসা করিলে সকলেরই প্রশংসা করা হয় এবং একের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়। দেবতারা প্রশংসায়ও সুখানুভব করেন না এবং নিন্দাও দুঃখিত হয়েন না। কারণ, তাঁহাদিগের সুখ দুঃখ নাই। কিন্তু নিন্দাকারী (দেবনিন্দাজনিত পাপে) নরকে গমন করে। ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—দেবী, বিষ্ণু এবং

নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্। আহূতসংপ্লবং প্রলয়কাল-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ॥ বারাহে।—যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ। এতত্ত্রয়মেকমেব ন পৃথগ্‌ভাবয়েৎ সুধীঃ। যোঽন্যথা ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ। স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপূরুষঃ॥ যামলে।—ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচি-ভেদাৎ পৃথগ্বিধং। তন্ত্রে।—একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমা-শ্রিতা। বিমোহনায় লোকানাং তস্মাৎ সমমনা ভবেৎ। প্রবৃত্তি-মার্গসঙ্গস্তু দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ। নিবৃত্তিমার্গমাণস্তু ভেদবাঞ্ছং বিবর্জ্জয়েৎ। শিববিষ্ণ্বাদ্যুপাসনাং ত্যক্ত্বা দেব্যা উপাসনা কর্ত্তব্যা

শিবাদি দেবতার একত্ব চিন্তা করিবে,—অর্থাৎ ইহাঁদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে বিভিন্ন জ্ঞান করে, প্রলয় কাল পর্য্যন্ত তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। বরাহতন্ত্রে বলিয়া-ছেন,—দুর্গা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাকে একজ্ঞান করিবে, পৃথক্ বলিয়া ভাবিবে না। যে মূঢ় পক্ষপাত বশতঃ এই দেবত্রয়ের মধ্যে একতমকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যতমকে তদপেক্ষায় নিকৃষ্ট জ্ঞান করে, সেই পুরুষ পাপ বশতঃ রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন করে। যামলে বলিয়াছেন,—রুচি-ভেদে সাধক ধ্যানযোগে পৃথক্ পৃথক্ আকৃতির আরাধনা করিবে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত আকৃতিই যে প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এই জ্ঞান দৃঢ় রাখিবে। তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—এক মহামায়াই লোকের বিমোহের নিমিত্ত, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম অবলম্বন করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহাঁরা ভিন্ন নহেন। অতএব সমমনা হইবে—অর্থাৎ ভিন্ন জ্ঞান পরিত্যাগ করিবে। প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী মনুষ্য দীক্ষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ দেব-তার আরাধনা করে। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গান্বেষী মনুষ্য পৃগগ্-

কোমলান্তঃকরণত্বাৎ। ভুক্তিমুক্তিদাতৃত্বাচ্চ। শিববিষ্ণোরুপাসনায়াং কায়ক্লেশেন মুক্তিমাত্রম্। তথাচ সারদায়াং ভুবনেশ্বরীস্তুতি শিববাক্যম্।—আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি। সময়াতন্ত্রে—কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কস্যচিদ্ভুক্তিরেব চ। এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তির্মুক্তিঃ করে স্থিতা। রুদ্রযামলে।—যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ। শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥ যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং

ভাব পরিত্যাগ করে। দেবীর অন্তঃকরণ অতীব কোমল, সুতরাং সাধকের দুর্গতি দেখিলে সহজেই দয়া-প্রবণ হয় এবং দেবী ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন, কিন্তু শিব ও বিষ্ণু অতি কঠোর তপস্যা করিলে মুক্তিমাত্র প্রদান করেন; অতএব শিব ও বিষ্ণুর আরাধনা না করিয়া দেবীর আরাধনাই অবশ্য কর্ত্তব্য। সারদাতিলকে ভুবনেশ্বরীকে শিব বলিয়াছেন,—হে শিবে! তুমি আদ্যা—অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের আদিভূতা, সুতরাং অতি প্রাচীনা হইয়াও নবযৌবনা এবং পর্ব্বতরাজতনয়া;—অর্থাৎ অতিশয় দৃঢ় পাষাণ হইতে উৎপন্না হইয়াও অতি কোমলা। সময়া তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—অন্য দেবতার উপাসকেরা কেহ বা মুক্তি লাভ করে, কেহ বা অতুল ভোগ-সুখ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেবীর উপাসকের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই করস্থিত—অর্থাৎ উভয়ই অনায়াসলভ্য। রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে,—অন্য দেবতার উপাসনা করিলে ভুক্তি কিম্বা মুক্তি ইহার একতর ফল লাভ করা যায়, কিন্তু যাঁহারা শিবসুন্দরীর পদাম্ভোজযুগলের আরাধনা করেন, ভুক্তি ও মুক্তি এতদুভয়ই তাঁহাদিগের করস্থিত।

মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি। স্বপ্নলব্ধধনেনৈব ধনবান্ স ভবেদ্যদি। শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়েত পার্ব্বতি। তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি॥ ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামভেদজ্ঞান-নির্ণয়ো নাম তৃতীয়োল্লাসঃ।

চতুর্থোল্লাসঃ।

যামলে।—প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ। তস্য পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায়

স্বপ্নলব্ধ ধনদ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ধনবান্ হইতে পারে, তাহা হইলে কোন সাধক ব্যক্তিও অন্যান্য দেবতার দর্শন দ্বারা ভুক্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে,—অর্থাৎ স্বপ্নলব্ধধনের দ্বারা ধনবান্ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেমন নিষ্ফল, অন্য দেবতার দর্শনদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্তির অভিলাষও তাদৃশ নিষ্ফল জানিবে। মনুষ্য যদ্রূপ ভ্রান্ত হইয়া রজতজ্ঞানে শুক্তি আহরণ করে, সাধকের অন্য দেবতার দর্শন দ্বারা ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্তির অভিলাষও তদ্রূপ ভ্রমমূলক।

তৃতীয়োল্লাস সম্পূর্ণ।

যামলে বলিয়াছেন।—যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তির সহিত দেবীর অর্চ্চনা করে, তাহার সেই পূজা শৌচ-বিহীন ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্ফল হয়। অতএব ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত

চিন্তয়েদ্‌গুরুদৈবতম্‌। স্বমূর্দ্ধনি সহস্রারে শিবাখ্যপরবিন্দুকে॥ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমাহ যামলে।—দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ॥ ১॥

ধ্যানং যথা,—শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্‌। শুক্লাম্বরধরশ্রীমচ্ছুক্লমাল্যানুলেপনং। বামোরৌ রক্তশক্ত্যা চ যুতং দেবাখ্যমব্যয়ম্‌। শিবেনৈক্যং সমুন্নায় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া॥ এবং ধ্যাত্বা পুনশ্চৈব পঞ্চভূতময়ৈর্যজেৎ। গন্ধতত্ত্বং পার্থিবন্তু কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ। শব্দময়ং মহাপুষ্পং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ। বায়ুরূপং মহাধূপং তর্জ্জনীভ্যাং নিযোজয়েৎ। তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমাদ্বয়যোগতঃ। অমৃতং ভোজনং তদ্বদমৃতাঙ্গুলি-

হইয়া স্বীয় মস্তকে সহস্রারস্থিত শিবাখ্য বিন্দুর অভ্যন্তরে গুরুদেবের চিন্তা করিবে। যামলে বলিয়াছেন।—রাত্রির শেষ দণ্ডদ্বয়কে ঋষিরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলেন। ১।

শ্রীগুরুর ধ্যান যথা।—যাঁহার শরীরপ্রভা দশসহস্র শশাঙ্কের প্রভার সমতুল এবং যিনি এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় দান করিতে উদ্যত, যিনি শুক্লাম্বরধারী, যাঁহার কণ্ঠদেশ শুভ্র মাল্যালঙ্কৃত, যাঁহার দেহ শ্বেত চন্দনানুলিপ্ত, যাঁহার বামোরুদেশে রক্তবর্ণা শক্তি উপনিষ্টা, ঈদৃশ অব্যয় গুরুদেবকে শিবের সহিত একতা সমন্বয়পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া পঞ্চভূতরূপ কল্পিত মানসিক গন্ধাদ্যুপহার দ্বারা শ্রীগুরুর অর্চ্চনা করিবে। যথা,—কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে ক্ষিতিরূপ গন্ধ অর্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ যোগে আকাশরূপ মহাপুষ্প প্রদান করিবে। বায়ুরূপ মহাধূপ তর্জ্জনীদ্বয়যোগে নিবেদন করিবে। তেজোরূপ মহাদীপ মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয়ের যোগে দিবে। অমৃতরূপ নৈবেদ্য

যোগতঃ। নমস্কারেণাঞ্জলিনা বাগ্‌ভবাত্তাম্বুলং স্মৃতম্। স্বস্ববীজেন সর্ব্বন্ত নমস্কারেণ যোজয়েৎ। গুরোর্ম্মন্ত্রং প্রযত্নেন প্রজপেৎ সুর-বন্দিতে ॥ ২ ॥

বাণী তু ভুবনেশানী রমা চৈব সুরেশ্বরি। তারত্রয়মিদং প্রোক্তং গুরুমন্ত্রং প্রতিষ্ঠিতম্। ততঃ স্বগুরুং নমোঽন্তেনানন্দনাথ-মালিখেৎ। রক্তশক্তিপদান্তে চ অম্বাপদমথালিখেৎ। শ্রীপাদুকাং সমুচ্চার্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ। তেজোরূপং সমর্প্যাথ স্তবেন তোষয়েদ্‌গুরুং। শ্যামারহস্যে,—মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সংপূজ্য বাগ্‌ভবং জপেৎ। কুব্জিকাতন্ত্রোক্তাং স্তুতিং কুর্য্যাৎ।—ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসার-

অনামাঙ্গুলীযোগে অর্পণ করিবে। বাগ্‌ভব মন্ত্রে সনমস্কার অঞ্জলিদ্বারা তাম্বুল প্রদান করিবে। সকল দ্রব্যই শ্রীগুরুর বীজ ও নমঃ শব্দের যোগপূর্ব্বক অর্পণ করিবে। যথা,—"এতৎ পৃথিব্যাত্মকগন্ধতত্ত্বং ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ" ইত্যাদি। অনন্তর যত্নের সহিত গুরুমন্ত্র জপ করিবে। ২। হে সুরেশ্বরি! প্রথমে বাণীবীজ ঐঁ, তৎপরে ভুবনেশানী বীজ হ্রীঁ, তৎপরে রমাবীজ শ্রীঁ, তৎপরে তারত্রয় ওঁ ওঁ ওঁ, (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ) ইহাই হইল গুরুমন্ত্র। অনন্তর 'অমুকানন্দনাথ গুরো! রক্তশক্তি অম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে তেজোরূপ জপফল সমর্পণ করিয়া স্তবদ্বারা গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। শ্যামারহস্যে উক্ত হইয়াছে।—মানস গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া, বাগ্‌ভববীজ—অর্থাৎ ঐং এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত স্তব পাঠ করিবে। যথা—"হে গুরুদেব! তুমি মহামন্ত্রদাতা, তুমি

দুঃখতারিণে। অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে। শিবতত্ত্ব-প্রকাশায় ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিনে। নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে। অনাচা-রাচারভাববাধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমূর্ত্তয়ে গুরবে নমঃ। (ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তশাক্তায় ইতি বা পাঠ্যম্।) নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ। শিবায় শক্তিনাথায় বিদ্যানাথায় সচ্চিদে। কাম-রূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে। কুলপূজোপদেশায় কুলা-র্ণবস্বরূপিণে। আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাববিভূতয়ে। (বামভাগ-

শিবরূপী, তোমা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তুমি ভববন্ধনচ্ছেদনকারী, তুমি অতি সৌম্য—অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তুমি দিব্য—অর্থাৎ দেবতাস্বরূপ, তুমি বীর, তুমি সাধকের অজ্ঞান নাশ কর, সুতরাং তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি কুলাচারপরায়ণের প্রভু, তুমি কুলকৌলিন্যদায়ী, তোমা হইতে শিবতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করি তেছ, সুতরাং তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি সাধক-দিগের অভয়দায়ী, তুমি অনাচার এবং আচার ভাবপ্রকাশক, তুমি ভাবের (দিব্যাদি ভাবের) হেতু, তুমি ভাবাভাব বিনির্ম্মুক্ত মূর্ত্তি, অতএব হে গুরুদেব ! তোমাকে নমস্কার। তুমি শম্ভু স্বরূপ, তুমি দিব্যভাব-প্রকাশক, তুমি জ্ঞানানন্দস্বরূপ, তুমি বিভু—অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ, অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি ; তুমি শিব, তুমি শক্তিনাথ, তুমি বিদ্যানাথ, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তুমি কামরূপী, তুমি কাম, তুমি কামকেলি-কলাত্মা, তুমি কুলবিহিত পূজার উপদেশক, তুমি কুলার্ণবস্বরূপী,

বিভূষিতে ইতি বা পাঠঃ।) নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো-নমঃ। ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো-গুরুদিঙ্মুখঃ। প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি। কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদম্। বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে॥ ৩॥ ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তশ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ইতি স্তুত্বা প্রণমেৎ।—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪॥

অথ প্রসঙ্গাৎ ষট্‌চক্রব্যবস্থা লিখ্যতে। তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়্যো মতাঃ। তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাসু তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ। প্রধানা মেরুদণ্ডোঽস্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী। ইড়া বামে

তোমার বামভাগ রক্তবর্ণশক্ত্যালঙ্কৃত, তুমি মহেশ্বরস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি। সাধক প্রাতরুত্থানসময়ে গুরুর প্রতি ভক্তিমান হইয়া নিত্য এই স্তোত্র পাঠ করিবে। তাহা হইলে ইষ্টদেবতা তাহার প্রতি প্রসন্না হইবেন। যে ব্যক্তি কৌল-পূজার প্রথমে উক্ত স্তব পাঠ না করে তাহার পূজা নিষ্ফল হয় এবং উক্ত পূজা তাহার অভিচারের নিমিত্ত কল্পিত হয়।" কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত গুরুস্তোত্র সমাপ্ত হইল॥ ৩॥

উক্ত স্তোত্র পাঠ করিয়া গুরুদেবকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—"অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপীয়া যিনি বিদ্যমান, যিনি তৎপদ—অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, ঈদৃশ গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছি"। ৪।

ইদানীং প্রসঙ্গক্রমে ষট্‌চক্রব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।—মনুষ্য-শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়িকা আছে। তন্মধ্যে দশটি মুখ্য এবং উক্ত দশটির মধ্যেও নাড়ীত্রয় প্রধান। এতন্নাড়ীত্রয়ের মধ্যেও

স্থিতা নাড়ী শুক্লা তু চন্দ্ররূপিণী। শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা। পিঙ্গলাখ্যা চ যা দক্ষে পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥ দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যা শিবাখ্যা চাপরা মতা। মেরুমধ্যস্থিতা যা তু মূলাদাব্রহ্মরন্ধ্রগা। সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী। সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা। সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা। তস্যা মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মৃণালতন্তুরূপিণী। ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তন্মধ্যে হরবক্ত্রাৎ সদাশিবম্। বামাবর্ত্তক্রমেণৈব বেষ্টিতং বিষতন্তুবৎ॥ ৫॥

মেরুদণ্ডাভ্যন্তরবর্ত্তিনী, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির ন্যায় প্রভাশালিনী নাড়ী সর্ব্বপ্রধানা। মেরুদণ্ডের বামভাগে যে নাড়ী অবস্থিতা উহার নাম ইড়া, উক্ত নাড়ী শুক্লবর্ণা এবং চন্দ্রতুল্য প্রভাশালিনী এবং শক্তিস্বরূপা ও অমৃতময়ী। মেরুদণ্ডের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নাড়ী পিঙ্গলা নামে অভিহিতা, উক্ত নাড়ী পুংরূপা এবং সূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্না, ইহার বর্ণ দাড়িমী-কুসুমের ন্যায় অতি লোহিত এবং ইহার নামান্তর শিবা। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী নাড়ী সুষুম্না নামে প্রসিদ্ধা। উক্ত সর্ব্বতেজোময়ী এবং বহ্নিরূপিণী নাড়ী, মূলাধার হইতে উৎপন্না হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে চিত্রা নাম্নী এক নাড়ী" আছে, এই নাড়ী কোটি শশাঙ্কসদৃশ প্রভাশালিনী এবং সর্ব্বদেবময়ী, ইনি যোগীদিগের অত্যন্ত প্রিয়া। উক্ত চিত্রা নাড়ীর মধ্যে মৃণালসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মা ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমানা, উক্ত ব্রহ্মনাড়ী আবার পদ্মস্থ শিবের মুখকুহর হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া তত্রস্থ সদাশিবকে বামাবর্ত্তক্রমে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে॥ ৫॥

সুষুম্নাগ্রন্থিসংস্থানি ষট্‌পদ্মানি যথাক্রমাৎ। আধারাখ্যং মূলচক্রমতিরক্তং চতুর্দ্দলম্। বাসান্তবর্ণসংযুক্তং রক্তবর্ণং মনোহরম্। কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী। তদ্যোনিঃ পরমেশানি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা। অপরাখ্যং হি কন্দর্পমাধারে তত্রিকোণকে। স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং পশ্চিমাননম্। ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি শিবং শ্যামল-সুন্দরম্। তেনমার্গেণ কুণ্ডলিনী যাতায়াতং করোতি হি। ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা পুরীং যাতি আয়াতি কুণ্ডলী সদা। তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা। শিবং বেষ্ট্য মহেশানি সর্ব্বদা পরিতিষ্ঠতি। যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারং নিরাময়ম্। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী। মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৬ ॥

সুষুম্না নাড়ীতে ক্রমে ছয়টি পদ্ম গ্রথিত আছে। তন্মধ্যে আধারাখ্য পদ্মই মূল চক্র, এই চক্র অতিশয় রক্তবর্ণ এবং চতুর্দ্দলযুক্ত; এই দলচতুষ্টয়ে ব শ ষ স এতদ্বর্ণ লিখিত আছে। এই পদ্মের কর্ণিকাতে পরমেশ্বরী কামাখ্যা-যোনি অবস্থিতা এবং যোনি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—এই শক্তিত্রয়াত্মিকা এবং এই আধারচক্রমধ্যস্থ ত্রিকোণ যন্ত্রে অপরাখ্যকন্দর্প অবস্থিত আছেন এবং তন্মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ পশ্চিমাস্য হইয়া উপবিষ্ট আছেন। সাধক উক্ত শ্যামল-সুন্দর শিবের ধ্যান করিবে। শিবের শরীরাভ্যন্তরস্থিত রন্ধ্রদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে যাতায়াত করেন। ইনি বিদ্যুল্লতাকারা এবং প্রসুপ্ত ভুজগের ন্যায় সার্দ্ধ বেষ্টনত্রয়ে শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। যে পথে নিরাময় ব্রহ্ম দ্বার যাওয়া যায়, সেই পথ

লিঙ্গমূলে মহাপদ্মে স্বাধিষ্ঠানস্ত ষড়্‌দলম্। বাদিলান্তার্ণ-সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূরকম্। ডাদিফান্তান্বিতদলৈররুণৈর্দ্দশ-ভির্যুতম্। হৃদয়ে দ্বাদশদলৈরনাহতসরোরুহম্। কাদিঠান্তদলৈ-র্দ্দেবি তপ্তহাটকসন্নিভম্। তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্ত সূর্য্যাযুতসমত্বিষম্। শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে। তেনাহতাখ্যং তৎপদ্মং যোগিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং ধূম্রবর্ণং মনো-হরম্। অকারাদিস্বরোপেতৈর্দ্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতং। বিশুদ্ধি-স্তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ। বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতং আকা-

অবরোধ করিয়া কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তা আছেন। এই চক্র অন্যান্য চক্রের মূল বলিয়া ইহাকে ঋষিরা মূলাধার চক্র বলেন। ৬।

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্টান পদ্ম, ইহার দল ছয়টিতে ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণ লিখিত আছে। নাভিতে অরুণবর্ণ মণিপূরক চক্র, এই চক্র দশদল বিশিষ্ট। ইহার এক এক দলে ক্রমে ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ সন্নিবেশিত আছে। হৃদয়ে অনাহত নামক দ্বাদশ দল চক্র অবস্থিত, ইহার দ্বাদশ দলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণের এক একটি ক্রমে লিখিত আছে, এই পদ্ম উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। উক্ত পদ্মের অভ্যন্তরে অযুত সূর্য্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন বাণাখ্য লিঙ্গ এবং অনাহ-তাখ্য বায়ু অধিষ্ঠিত। অনাহতবায়ুর স্থান বলিয়া এই পদ্ম অনা-হত নামে অভিহিত হয়। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্য ধূম্রবর্ণ পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম অতি মনোহর এবং অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরান্বিত ষোড়শ দলযুক্ত। এই পদ্মে হংসোপলব্ধি হওয়াতে জীবের অন্তঃশুদ্ধি জন্মে, অতএব যোগীরা ইহাকে বিশুদ্ধ নামে

শাখ্যং মহদ্ভুতম্। আজ্ঞানাম ভ্রুবোর্ম্মধ্যে চক্রঞ্চ দ্বিদলং পরম্। হক্ষদ্ব্যক্ষরসংযুক্তং নির্ম্মলং সুমনোহরম্। ইতরাখ্যং মহালিঙ্গং তন্মধ্যে কাঞ্চনপ্রভম্। আজ্ঞাসংক্রমণন্তত্র গুরোরাজ্ঞেতি বিশ্রু-তম্॥ ৭॥

কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ। তস্মাদূর্দ্ধ-মধোমুখং বিকশিতং পদ্মং সহস্রচ্ছদম্। সহস্রারং মহাপদ্মং নাদবিন্দুত্রয়ান্বিতম্। অকথাদিত্রিরেখাসু হলক্ষত্রয়কোণকে। তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। বামাবর্ত্তেন বিলিখেদ-কথাদিত্রিকোণকম্। শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাদিন্দুং পরমকুণ্ডলীম্। সার্দ্ধত্রিবলয়া কারা কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভা॥ যামলে।—বৃত্তং কুণ্ডলিনী শক্তির্গুণত্রয়সমন্বিতা। শূন্যভাগং মহাদেবি শিবশক্ত্যাত্মকং

অভিহিত করিয়াছেন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল, হ, ক্ষ, এই অক্ষ-রদ্বয়যুক্ত অতি নির্ম্মল ও মনোহর আজ্ঞা নামক মহৎ চক্র আছে। এতচ্চক্রাভ্যন্তরে ইতরাখ্য কাঞ্চনপ্রভ মহৎ লিঙ্গ অবস্থান করেন। ইহাতে গুরুর আজ্ঞা সংক্রমণ হয়, অতএব এই চক্রকে আজ্ঞাচক্র বলা যায়। ৭।

আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে কৈলাস এবং তদূর্দ্ধে বোধিনী। তাহার ঊর্দ্ধদেশে অধোমুখভাবে অবস্থিত প্রকাশমান সহস্রদল পদ্ম আছে, ইহাকে সহস্রার মহাপদ্ম বলে,, উক্ত পদ্ম নাদবিন্দু-ত্রয়াত্মক, ইহার ত্রিরেখায় অ, ক, থাদি এবং ত্রিকোণে হ, ল, ক্ষ, বর্ণ এবং তন্মধ্যে সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক পরবিন্দু আছে। অকথাদি ত্রিকোণ বামাবর্ত্তে লিখিবে। উক্ত পদ্মের অভ্যন্তরে পূর্ণচন্দ্র এবং তন্মধ্যে শূন্যময় শিব ও সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎ-তুল্য প্রভাশালিনী মহাকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। যামলে উক্ত

প্রিয়ে। সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য সর্ব্বদা তত্র সংস্থিতা। শিবশক্ত্যাত্মকং বিন্দুং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং। নাদরূপেণ সা দেবী যোনিরূপা সনাতনী ॥ ভূতশুদ্ধৌ।—শিববিষ্ণুব্রহ্মময়ং বিন্দুযোনিং শুচিস্মিতে। সর্ব্বোপরি মহেশানি বিন্দুং ব্রহ্মস্বরূপিণম্। ভবো বিন্দুরিতি খ্যাতো ভবনঞ্চ ত্রিকোণকম্। ভবনং ভবসম্বন্ধাজ্জায়তে ভুবনত্রয়ম্। ইতি গন্ধর্ব্বমালিকাবচনাৎ। পঞ্চভূতানি দেবেশি ষষ্ঠে মানসমীশ্বরি। ষট্‌চক্রেষু স্থিতান্যেব ক্রমাদ্দেবি বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮ ॥

সহস্রারং শিবপুরং সুখদুঃখবিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দ্দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলৈর্দ্রুমৈঃ। তত্র। সদাশিবপুরং রম্যং কল্পবৃক্ষসুশোভিতম্। পঞ্চভূতাত্মকং ব্রহ্ম গুণত্রয়সমন্বিতম্। চতুঃশাখ-

---

হইয়াছে। বৃত্তই গুণত্রয় সমন্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তি এবং শূন্যভাগ শিব ও শক্ত্যাত্মক। এই শক্তি সর্পাকারে শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা তথায় সংস্থিত আছেন। যোনিরূপা সনাতনী কুলকুণ্ডলিনী নাদরূপে ভুক্তি ও মুক্তিফল-প্রদ শিব ও শক্ত্যাত্মক বিন্দু বেষ্টন করিয়া অবস্থিতা আছেন। ভূতশুদ্ধিতে কথিত হইয়াছে,—হে মহেশ্বরি! বিন্দুযোনি কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক এবং বিন্দু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। ভব বিন্দুর নামান্তর, ত্রিকোণের অন্য নাম ভবন; উক্ত ভবন ও ভবের সংযোগে ভুবনত্রয়ের উৎপত্তি হয়। হে দেবি! ষট্‌চক্রে পঞ্চভূত ও মন ক্রমে অবস্থিত আছে, এরূপ চিন্তা করিবে। ৮।

সহস্রার পদ্ম শিবের ভবন, ইহা সুখ-দুঃখ পরিশূন্য ও সার্ব্বকালীন ফলপুষ্পালঙ্কৃত স্বর্গীয় তরু-পরিশোভিত। উক্ত ভবনাভ্যন্তরে সদাশিবের মনোহর মন্দির, এই মন্দিরে একটি কল্প পাদপ আছে, এই পাদপ পঞ্চভূতাত্মক, ব্রহ্ম ও গুণত্রয়সমন্বিত।

চতুর্ব্বেদনিত্যপুষ্পফলান্বিতম্। পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তপুষ্পঞ্চ পার্ব্বতি। হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পং মনোহরম্। এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্। তত্রোপরি চ পর্য্যঙ্কং নানারত্নোপশোভিতম্। মন্দারপুষ্পরচিতং নানাগন্ধানুমোদিতম্। তত্রোপরি মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি সুন্দরি। ধ্যায়েৎ সদাশিবং দেবং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্। বহুরত্নসমাকীর্ণং দীর্ঘবাহুং মনোহরম্। সুখপ্রসন্নয়নং স্মেরাস্যং সততং প্রিয়ে। শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং রত্নহারেণ শোভিতম্। শোণপদ্মসহস্রেণ মালয়া শোভিতং বপুঃ। অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং শিবং পদ্মদলেক্ষণম্। পাদয়োর্নূপুরং রম্যং শব্দব্রহ্মময়ং বপুঃ। এবং স্থূলবপুস্তস্য ভাবয়েৎ কমলেক্ষণে। পদ্মমধ্যে স্থিতং দেবং নিরীহং শব্দরূপবৎ। শব্দরূপমহাদেবকৃত্যং নাস্তি কদাচন। এবং সর্ব্বেষু চক্রেষু শক্তিরূপং বিচিন্তয়েৎ। ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯॥

চতুর্ব্বেদ ইহার শাখা এবং এই কল্পবৃক্ষ শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, হরিত বর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্রিত মনোহর নানাবিধ পুষ্পে বিশোভিত। উক্ত প্রকার কল্প বৃক্ষের ধ্যান করিয়া ইহার অধোভাগে রত্নবেদিকা, তাহার উপরিভাগে নানা রত্নালঙ্কৃত, নানা গন্ধানুমোদিত মন্দারপুষ্প বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক এবং তাহার উপরিভাগে, বিমল স্ফটিকধবলসুদীর্ঘভুজযুগলশালী, আনন্দবিস্ফারিতনেত্র,সততস্মেরমুখ, নানারত্নালঙ্কৃতদেহ, কুণ্ডলালঙ্কৃতকর্ণ, রত্নহার ও লোহিত সহস্রপদ্মস্রক্পরিশোভিতবক্ষঃস্থল, অষ্টবাহু, পদ্মপলাশত্রিলোচন, রম্যমঞ্জীরালঙ্কৃত চরণ, শব্দ-ব্রহ্মময় দেহ, দেবদেব শিবকে ধ্যান করিবে। উক্ত পদ্মমধ্যস্থ শিব শব্দরূপের ন্যায় নিরীহ, ইঁহার কোন কার্য্য নাই।

শক্তিমাহ,—বিশুদ্ধৌ ডাকিনী দেবি অনাহতে তু রাকিণী। লাকিনী মণিপূরস্থা কাকিনী লিঙ্গগোচরে। আধারে শাকিনী দেবী আজ্ঞায়াং হাকিনী তথা। আ-(যা) কিনী ব্রহ্মরন্ধ্রস্থা সর্ব্ব-কামফলপ্রদা। ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভূলিঙ্গসংস্থিতাম্। শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্। বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধরূপিণীম্। রক্তামিতি সুন্দরীবিষয়ে জ্ঞেয়ম্। হুঙ্কারবর্ণসম্ভূতা কুণ্ডলী পরদেবতা। বিভর্ত্তি কুণ্ডলী দেহমাত্মানং হংসমন্ত্রতঃ। প্রবৃদ্ধবহ্নিসংযোগে মনসা মারুতৈঃ সহ। উর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ডলিনীং জীবাত্মসহিতাং পরাম্। গচ্ছন্তি ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ভিত্ত্বা গ্রন্থিং চতুর্দ্দশ। ষট্‌চক্রসন্ধিমার্গেণ সুষুম্নাবর্ত্মনা তথা। হংসেন মনুনা দেবীং সহস্রারং সমানয়েৎ। সদাশিবো মহা-

এই প্রকার সকল চক্রেই শক্তিরও চিন্তা করিবে। ষট্‌চক্রে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব ইহঁাদিগেরও চিন্তা করিবে। ৯।

ষট্‌চক্রান্তর্গত শক্তির বিষয় বলা যাইতেছে।—হে দেবি! বিশুদ্ধ পদ্মে ডাকিনী, অনাহত পঙ্কজে রাকিণী, মণিপূরে লাকিনী, স্বাধিষ্ঠানচক্রে কাকিনী, আধারপদ্মে শাকিনী, আজ্ঞাচক্রে হাকিনী এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্ব্বকামফলপ্রদা আ(যা)কিনী শক্তি অবস্থিতি করেন। সাধক বক্ষ্যমাণরূপে কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান করিবে।—"কুণ্ডলিনী শক্তি শ্যামা, সূক্ষ্মা, সৃষ্টিরূপা, সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা, আধার" পদ্মস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ-সমাশ্রিতা, বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপিণী, উর্দ্ধবদনা, হুঙ্কারবর্ণসমুৎপন্না এবং হংসমন্ত্রাত্মিকা।" সাধক প্রবৃদ্ধবহ্নিসংযোগে বায়ুর সহিত মনদ্বারা জীবাত্মসহিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা চতুর্দ্দশ গ্রন্থি ভেদ করিয়া ষট্‌চক্রের

দেহো যত্রাস্তে পরমেশ্বরি। তত্র গত্বা মহাদেবী কুণ্ডলী পর-দেবতা। দেবীং রূপবতীং কামসমুল্লাসবিহারিণীম্। মুখার-বিন্দগন্ধেন মোদিতং পরমং শিবম্। প্রবোধ্য পরমেশানি তত্রো-পরি বসেৎ প্রিয়ে। শিবস্য মুখপদ্মং হি চুচুম্বে কুণ্ডলী শিবে। সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি। তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারস-সমোপমম্। তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলা-ধারং পুনঃ সুধীঃ। যাতায়াতং ক্রমেণৈবং তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্। এবমভ্যস্যমানস্ত অহন্যহনি পার্ব্বতি। জরামরণদুঃখাদ্যৈর্ম্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। ইত্যুক্তং পরমং যোগং যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধনম্॥ ১০॥

সন্ধিস্থানাবস্থিত সুষুম্না পথে হংস এই মন্ত্রের সহিত সহস্রারে আনয়ন করিবে। যে স্থানে দেবদেব সদাশিব অবস্থান করেন, পরা শক্তি কাম-সমুল্লাসবিহারিণী রূপবতী কুণ্ডলিনী দেবী তথায় গিয়া স্বীয় মুখারবিন্দের গন্ধে নিদ্রিত শিবকে প্রবোধিত করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করত শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করিবেন, এই প্রকারে কিছুক্ষণ ক্রীড়ায় লাক্ষারস সদৃশ মৃতের উৎপত্তি হয়। সাধক ঐ অমৃত দ্বারা পরা দেবতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ষট্‌চক্রান্তর্গত শক্তিগণকে পরিতৃপ্ত করত কুলকুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। সাধক নিবিষ্টচিত্তে প্রতিদিন এইপ্রকারে কুণ্ডলিনীর সহস্রারানয়ন ও তৎস্থান হইতে মূলাধারে পুনরানয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। উক্ত যোগ অভ্যস্ত হইলে সাধক জরামরণাদি দুঃখ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এই যোনিমুদ্রা-প্রবন্ধন পরমযোগ বলা হইল। ১০।

যামলে।—কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পুনরেব কুলং বিশেৎ। রমতে সেয়মব্যক্তা পুনরেকাকিনী সতী॥ সঙ্কেতপদ্ধত্যাম্—পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। রূপবিন্দুরিতি খ্যাতং রূপাতীতঞ্চ নিষ্কলম্॥ এতেন হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং দেব্যাঃ পাদপদ্মযুগং কৃত্বা ষট্‌চক্রভেদক্রমেণ সহস্রদলপদ্মে নীত্বা চন্দ্রমণ্ডলামৃতেনাপ্লাব্য তদমৃতেন ষট্‌চক্রক্রমস্থশিবশক্ত্যাদীনাপ্লাব্য সোঽহমিতি মন্ত্রেণ স্বস্থানে নয়েদিতি তু বাক্যার্থঃ। সোঽহমিতি চ মন্ত্রেণ স্বস্থানমানয়েৎ সুধীঃ। ইতি যামলবচনাৎ॥ ১১॥

দেব্যুবাচ।—দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক। মূর্দ্ধ্নি পদ্মসহস্রারং রক্তবর্ণমধোমুখম্। তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েদ্‌গুরুং

যামলে কথিত আছে,—কুলবধূ যেরূপ একবার কুলত্যাগ করিয়া গমন করে এবং পুনর্ব্বার সেই কুলে আগমন করে, তদ্রূপ কুণ্ডলিনী শক্তি একবার স্বাধিষ্ঠানস্থান মূলাধারচক্র ত্যাগ করিয়া সহস্রারে গমন করেন এবং পুনর্ব্বার মূলাধারে আগমন করেন। সঙ্কেত-পদ্ধতিতে কথিত আছে,—কুণ্ডলিনী শক্তি দেবীর পিণ্ড এবং হংস দেবীর পদ। বিন্দুরূপ নিষ্কলব্রহ্ম রূপাতীত। হংস এই অক্ষরদ্বয়কে দেবীর পাদপদ্মরূপে কল্পিত করিয়া ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক সহস্রদলপদ্মে আনয়ন করিবে এবং উক্ত চক্রের চন্দ্রমণ্ডল-ক্ষরিত অমৃতদ্বারা উল্লিখিত অক্ষরদ্বয়াত্মক দেবীর পাদপদ্ম এবং ষট্‌চক্রাবস্থিত শিবশক্ত্যাদিকে প্লাবিত করিয়া সোঽহং এই মন্ত্রে পুনঃ স্বস্থানে আনয়ন করিবে। এরূপ যামলে বলিয়াছেন। ১১।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিন্! মস্তকস্থিত, রক্তবর্ণ, সহস্রারাখ্য,

শান্তং সশক্তিকং। মূলাধারে মহাশক্তিং কুণ্ডলীরূপধারিণীম্। অধোবক্ত্রক্রমেণৈব সর্ব্বপদ্মেষু ভাবনা। তদা কথং ভবেত্তত্র চিন্তনং গুরুদেবয়োঃ। আধারে চেৎ স্থিতিস্তত্র অধোমুখে কথং ভবেৎ। অধোমুখে স্থিতস্যাপি চিন্তনং বা কথং ভবেৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।—যথাযুক্তং ত্বয়া দেবি কথিতং বীর-বন্দিতে। এবমেব তু সন্দেহো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। কথ্যতে পরমেশানি সন্দেহচ্ছেদকারণম্। তানি পদ্মানি দেবেশি সুষুম্নান্তঃস্থিতানি চ। তৎসর্ব্বং পঙ্কজং দেবি সর্ব্বতোমুখমেব চ। প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ। প্রবৃত্তি-মার্গসংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি। প্রবৃত্তির্ভাবাচন্তায়ামধো-বক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ। নিবৃত্তিযোগমার্গেষু সদেবোর্দ্ধমুখানি চ।

অধোমুখ পদ্মে শান্ত সশক্তিক গুরুর ধ্যান বিহিত হইয়াছে এবং মূলাধার পদ্মে মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর ধ্যানের বিধান লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সকল পদ্মেই অধোবক্ত্রক্রমে ভাবনার কথা লিখিত হইয়াছে, অতএব গুরু এবং দেবতা এতদুভয়ের চিন্তা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? আধার পদ্মে অধোমুখে অবস্থান এবং অধোমুখাবস্থিতের ধ্যান সর্ব্বথা অসম্ভব। ১২।

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তোমার প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই, আমি তোমার এই সন্দেহের নিরাশ করিতেছি। হে দেবেশি! যে ষট্‌পদ্মের বিষয় তোমার নিকট কথিত হইয়াছে সেই সকল পদ্ম সুষুম্না নাড়ীর অন্তঃস্থিত এবং সর্ব্বতোমুখ। জীবগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিভাবাপন্ন। প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী (সংসারী) সাধক অধোবক্ত্র এবং নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী (সংসার-

এবমেব ভাবভেদাদসন্দেহোঽভিজায়তে। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মম জ্ঞানবিলোকিতম্ ॥ ১৩ ॥

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহস্থানাঞ্চ সাধনম্। মূলাধারে। স্থিতং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্। ভোগকালে মহেশানি আজিহ্বান্তং বিভাব্য চ। শোধিতান্ মৎস্যমাংসাদীন্ সম্মুখে স্থাপয়েদ্বুধঃ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জুহোমি কুণ্ডলীমুখে। প্রতিগ্রাসে মহেশানি এবং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। ভোজনেচ্ছা ভবেত্তস্য নির্লিপ্তো জীবসংজ্ঞকঃ। এবমেব প্রকারেণ ঊর্দ্ধপদ্মং প্রজায়তে। গুরোঃ স্থিতিঞ্চ চার্ব্বঙ্গি তথা সম্যক্ প্রজায়তে।ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যতে। সর্ব্বসংশয়। গুর্ব্বাদিভাবনাদ্দেবি তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষান্নটতি দুর্গতিঃ। অতএব মহেশানি বাতুলত্বং প্রজায়তে। ইত্যেতৎ কথিতং সারং মম জ্ঞানবিলোকিতম্ ॥ ১৩ ॥

ত্যাগী) সাধক ঊর্দ্ধমুখ চক্রের চিন্তা করিবে। এই প্রকারে চিন্তা করিলে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারে না। ১৩।

ইদানীং গৃহস্থদিগের অন্যপ্রকার সাধনের বিষয় কথিত হইতেছে।—সাধক ভোগসময়ে মূলাধারস্থিত পরা দেবতা কুণ্ডলিনী দেবীর ধ্যান করিয়া শোধিত মৎস্য মাংসাদি দ্রব্য সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং তৎপর প্রতিগ্রাসে মূল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক "কুণ্ডলীমুখে জুহোমি" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে নির্লিপ্ত জীব ঊর্দ্ধপদ্মে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং গুরুদেবের অবস্থানের স্থান সম্যক্ অবগত হইতে পারে। ইহার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন ও সকল সংশয় ছিন্ন হয়, গুরু প্রভৃতির ধ্যানবলে সাধক সিদ্ধিলাভ করে। এই সিদ্ধি অবস্থায় সাধক স্বগৃহের পায়সান্ন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং ক্ষিপ্তপ্রায়

অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবময়ো ভবেৎ। মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রিয়ে। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধেত মন্ত্র-যন্ত্রার্চ্চনাদিকম্। স্বাপকালো বামবহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ। মন্ত্রিণাং স্বাপকালে তু জপোঽনর্থফলপ্রদঃ। প্রবোধকালং জানীয়াদুভয়োরপি পার্ব্বতি। জাগর্ত্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ। যোগ-যোগাদ্‌ভবেন্মুক্তির্ম্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা। সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ। সংসারোত্তারণং মুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে। প্রাণায়ামৈর্জপৈর্যাগৈ স্ত্যক্তনিদ্রা জগন্ময়ী॥ ১৫॥

হয়। হে দেবি! এই জ্ঞান-পর্য্যালোচিত সারযোগ তোমার নিকট বলিলাম। ১৪।

অনন্তর একটি যোগের বিষয় বলিতেছি, যে যোগাবলম্বন করিলে দেহী দেবময় হয়। হে প্রিয়ে! যে সময়ে কুণ্ডলিনী মূল পদ্মে নিদ্রিতা থাকেন, তৎসময়ে মন্ত্র এবং যন্ত্রার্চ্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। যে সময়ে বামনাসিকা দ্বারা নিশ্বাসবায়ু গতাগতি করে, সেইটিই কুণ্ডলিনীর নিদ্রার সময়। আর যে সময়ে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস হয় তাহা প্রবোধের সময়। নিদ্রা সময়ে জপ করিলে কোন ফল হয় না। প্রবোধ কালে কৃত জপ এবং অর্চ্চনা উভয়ই ফলপ্রদ হয়। বহু পুণ্যের বলে সে সময়ে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হয়েন, তৎকালকৃত জপার্চ্চনাদি নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হয়। উক্তবিধ যোগানুষ্ঠানে জীব মুক্ত হয় এবং মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, সিদ্ধমন্ত্র জীব-মুক্ত পুরুষ দেহান্তে নির্ব্বাণ লাভ করে। সংসার হইতে উত্তীর্ণ

চতুর্দ্দলং স্যাদাধারংং স্বাধিষ্ঠানস্তু ষড়্দলম্। নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যাদলং হৃদি। কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলস্তথা। সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রমহাপথে। মাতৃকাক্ষর-সংভূতং সহস্রারং সরোরুহম্। অধোবক্ত্রং শুক্লবর্ণং রক্তকিঞ্জল্ক-ভূষিতম্। ইতি বর্ণং সুন্দরীবিষয়ে বোধ্যং সময়াতন্ত্রোক্ত-ত্বাৎ। অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ডাকিনী রাকিণী চৈব শাকিনী লাকিনী তথা। কাকিনী হাকিনী চৈব শক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতাঃ। আধারে হৃৎপ্রদেশে চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বিশেষতঃ। স্বয়ম্ভূসংজ্ঞো বাণাখ্যস্তথৈবেতরসংজ্ঞকঃ। লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি প্রধানত্বেন চিন্তয়েৎ। মূলাধারে স্থিতা

হওয়াই মুক্তি। প্রাণায়াম, জপ এবং যাগাদি দ্বারা কুণ্ডলিনীর নিদ্রাপগম হয়। ১৫।

আধার পদ্ম চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষড়্দল, মণিপূরক পদ্ম দশদল, অনাহত পদ্ম দ্বাদশদল, কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম ষোড়শদল, আজ্ঞাচক্র দ্বিদল এবং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মাতৃকা-বর্ণোৎপন্ন সহস্রার-সরোরুহ সহস্র দল। উক্ত পদ্ম অধোবক্ত্র এবং শুক্লবর্ণ। ইহার কিঞ্জল্ক সকল রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণ কিঞ্জল্ক কেবল ত্রিপুরাসুন্দরী বিষয়ে জানিবে। সময়াতন্ত্রে'এই প্রকারই কথিত হইয়াছে, অন্যথা তন্ত্রা-ন্তরের সহিত বিরোধ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এবং পরশিব এই ষড়্বিধ শিব উক্ত আছে। শক্তিও ষড়্বিধা; যথা,— ডাকিনী, রাকিণী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী ও হাকিনী। হে মহেশানি! আধার পদ্মে স্বয়ম্ভূলিঙ্গের, হৃৎপদ্মে বাণাখ্য লিঙ্গের এবং ভ্রূমধ্যস্থ পদ্মে, ইতর নামক লিঙ্গের প্রাধান্য প্রযুক্ত তত্তৎ

ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে। মণিপূরে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মারুতস্তথা। বিশুদ্ধৌ তু মহেশানি, আকাশং কমলেক্ষণে। আজ্ঞাচক্রে মহেশানি মনঃ সর্ব্বার্থসাধকম্। তদূর্দ্ধে পরমেশানি পদ্মমূর্দ্ধমুখং সদা। তস্যোপরি মহেশানি ধ্যায়েৎ সদাশিবং প্রভুম্। উর্দ্ধমুখমিতি। অধোমুখসহস্রদলপদ্মান্তর্গত উর্দ্ধমুখ-দ্বাদশপদ্মোপরি শিবং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

তথাচোক্তং যামলে।— ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্। কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে॥ অহং দ্বাদশার্ণং দ্বাদশদলং সরসীরুহং পদ্মং ভজে। সরসীরুহং কিম্বিশিষ্টং কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং। মূলাধারবিভূষিতং পুনঃ কিম্ভূতং ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে সহস্রারপদ্মমধ্যে নিত্যমবিনাভাবসম্বন্ধেন লগ্নং পুনঃ কিম্ভূতং অবদাতং গৌরং পুনঃ কিম্ভূতং অদ্ভুতং মনোহরম্। পূর্ব্বোক্তক্রমেণ শিবং ধ্যায়েৎ। ষট্‌চক্রং পরমেশানি সদাশিবপুরং সমম্। শক্তিপুরং মহেশানি সদাশিবপুরোপরি॥ স এব নির্ব্বাণাখ্যকলোপরিগতনির্ব্বাণশক্তেঃ

স্থানে তাঁহাদিগের চিন্তা করিবে। মূলাধারে ভূমি, স্বাধিষ্ঠানে জল, মণিপূরে তেজ, অনাহতে বায়ু, বিশুদ্ধ পদ্মে আকাশ, আজ্ঞাচক্রে সর্ব্বার্থ সাধক মন এবং তদূর্দ্ধে অধোমুখ সহস্রদল পদ্মান্তর্গত উর্দ্ধমুখ দ্বাদশ দল পদ্মে উর্দ্ধমুখ সদাশিবের ধ্যান করিবে। ১৬।

যামলে উক্ত হইয়াছে,—সহস্রার পদ্মমধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, কুণ্ডলী-বিবর-কাণ্ডমণ্ডিত (মূলাধার-বিভূষিত), গৌরবর্ণ, মনোহর, দ্বাদশ দল সরোরুহের (পদ্মের) ধ্যান করিতেছি। এই প্রকারে এতৎ পদ্মস্থ শিবের ধ্যান করিবে। ষট্‌চক্র সদাশিবপুরের উপরিভাগে শক্তিপুর,—অর্থাৎ নির্ব্বাণাখ্য কলোপরি-

পুরম্। শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে। পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দ-রসিকা মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলম্॥ তেন হংস ইত্যক্ষরদ্বয়রূপং পাদপদ্মযুগলং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। রমিত্বা শম্ভুনা সার্দ্ধং কুণ্ডলী পরদেবতা। মূলাধারান্মহেশানি সহস্রারে সমানয়েৎ। শম্ভুগতাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ। ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনী তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্॥ ১৭॥

সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্। পূর্ণচন্দ্রনিভাং রক্তাং সদা চঞ্চললোচনাম্। নানারত্নযুতাং ধন্যাং পাদে নূপুরশোভিতাম্। কিঙ্কিণী চ তথা কট্যাং

গত নির্ব্বাণ-শক্তির পুর। এই স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্থান, বৈদান্তিকেরা হরিহর-পদ, শাক্তগণ দেবীর স্থান এবং অন্য মুনিগণ নির্ব্বাণ প্রকৃতি-পুরুষস্থান বলেন। কিন্তু এই প্রকার নানা ভাবে চিন্তা করিলেও সকলেই পরব্রহ্মের স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে হেতু সকলেই স্ব স্ব ইষ্ট দেবতাকে পরব্রহ্মস্বরূপ ভাবিয়া থাকেন। অতএব হংস এই অক্ষর দ্বয়রূপ দেবীর পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিবে। মূলাধারস্থ শম্ভুর সহিত ক্রীড়ায় সন্তুষ্টা পর-দেবতা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে সহস্রারে আনয়ন করিয়া ইষ্ট-দেবতারূপিণী কুণ্ডলিনীকে শম্ভুগতা পরা শক্তির সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে। ১৭।

সর্ব্বদা ষোড়শ বর্ষীয়া (স্থিরযৌবনা), পীন ও উন্নত পয়োধরশালিনী, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারপরিশোভিতা, পূর্ণশশধরসুন্দরমুখী, রক্তবর্ণা, সদা চঞ্চলনয়না, নানাবিধ রত্নালঙ্কৃতা,

রত্নকঙ্কণমণ্ডিতাম্। কন্দর্পকোটিলাবণ্যাং সদামধুরহাসিনীম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং শিবে। মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা আজ্ঞাচক্রং সমানয়েৎ। তত্রেতরে শিবলিঙ্গেন যোজয়েৎ কুণ্ডলীং পরাম্। ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। ততো বিশুদ্ধৌ তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ। তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টশতং প্রিয়ে। হৃৎপদ্মে তাং ততো নীত্বা বাণেন সহ যোজয়েৎ। দেবীরূপাঞ্চ ত্বাং নীত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্। মণিপূরে তু তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ। দেবীরূপাস্তু তাং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। স্বাধিষ্ঠানে ততো নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ। যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং দেবীং ধ্যাত্বা

নূপুরযুক্ত পাদপদ্মা, কিঙ্কিণীযুক্তকটিদেশা, রত্ন কঙ্কণমণ্ডিত-ভুজযুগল-শালিনী, কোটি কন্দর্প-সুন্দর-বিগ্রহা, সর্ব্বদা সুমধুরহাস্য-যুক্তবদনা, কুলকুণ্ডলিনী দেবীর ধ্যান করিয়া মাতৃকাবর্ণাত্মক মালায় ইষ্ট-মন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার জপ করত কুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে আনয়ন করিবে। সেই স্থানেও ইতরাখ্য শিবের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। তৎপরে বিশুদ্ধ পদ্মে আনয়ন করত তত্রস্থ শিবের সহিত সংযোজিত করিয়া ধ্যান করত অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। অনন্তর তৎস্থান হইতে হৃৎপদ্মে আনয়নপূর্ব্বক তৎপদ্মস্থ বাণাখ্য শিবের সহিত সংযোজিত করিয়া ইষ্ট দেবতাস্বরূপা উক্তদেবীর ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। তৎপর মণিপূরে আনয়ন করিয়া তত্রস্থ শিবের সহিত সংযোজিত করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। অনন্তর স্বাধিষ্ঠানপদ্মে অনয়ন করিয়া তত্রস্থ শিবের সহিত সংযোজিত করিয়া ধ্যান করত অষ্টোত্তরশত জপ

প্রিয়ম্বদে। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা মূলাধারে তু তাং নয়েৎ। তত্র লিঙ্গং স্বয়ম্ভূঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসমপ্রভম্। শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। নানারত্নযুতং রম্যং বলয়ান্বিতশোভিতম্। প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্। কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্ব্বভূষং কুন্দসমপ্রভম্। ষট্চক্রে পরমেশানি ধ্যাত্বা জগন্ময়ীং শিবাং। ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্। বিষতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্। অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে। ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। এবং দ্বাদশধা দেবি যাতায়াতং করোতি যঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মন্ত্রসিদ্ধির্নচান্যথা। যত্র তত্র মৃতশ্চায়ং গঙ্গায়াং শ্বপচালয়ে। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে নান্যথা প্রিয়ে॥ ১৮॥

করিবে। তৎপর মূলাধারে আনয়ন করত তত্রাবস্থিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যান করিবে।—স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কুন্দপুষ্প সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু যুক্ত, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, নানা রত্নালঙ্কৃত দেহ, সুন্দর, বলয়পরিশোভিত, প্রসন্নবদন, শান্ত, নীলকণ্ঠ, জটাজূটধারী এবং অত্যুজ্জ্বল সর্ব্ববিধ ভূষণে বিভূষিত। হে পরমেশানি! ষট্চক্রে জগন্ময়ী শিবশক্তি, ভুজঙ্গরূপিণী, নিত্যা, বিষতন্তুময়ী, সাক্ষাৎ অমৃতরূপিণী, অব্যক্তস্বরূপা, ধ্যানগম্যা, এইরূপ সুরসুন্দরী কুণ্ডলিনীর ধ্যান ও জপ করিলে সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়। যে সাধক (মূলাধার ও সহস্রার পদ্মে) এই প্রকারে দ্বাদশ বার যাতায়াত করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত বিধ সাধক যেখানে সেখানে—অর্থাৎ গঙ্গাতীর্থে কিম্বা চণ্ডালালয়ে দেহত্যাগ করিলেও নিশ্চয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। ১৮।

অথ প্রার্থনা।—অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্! পরদেব্যা হৃদিস্থেন প্রেরিতেন করোম্যহং। ন মে কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বাপি কৃত্যমস্তি জগত্রয়ে॥ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ীশ্বরেশি শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ এবং সংচিন্ত্য মনসা গৃহান্নির্গত্য সংযতঃ। আচম্য প্রয়তো মন্ত্রী দন্তধাবনমাচরেৎ॥ ১৯॥

অনন্তর প্রার্থনা করিবে। যথা।—"আমি দেবী, অন্য নহি, অমি ব্রহ্ম, আমি সচিদানন্দ স্বরূপ, আমি শোকে অভিভূত হই না, আমি সর্ব্বদা মুক্তস্বভাব। হৃদিস্থিত পরদেবতা যে কার্য্য করিতে প্রেরণ করিতেছেন অমি তাহাই করিতেছি, জগত্রয়ে আমার নিজের কোন কার্য্যই নাই। ধর্ম্ম-জনক কার্য্য যাহা কিছু আছে আমি তাহা সকলই জানি কিন্তু তাহাতেও আমর প্রবৃত্তি নাই, পাপ-জনক কার্য্য যাহা কিছু আছে তাহাও জানি, তাহাতেও আমার অপ্রবৃত্তি নাই; তথাপিও যাহা কিছু করিতেছি তাহা কেবল তোমার নিয়োগানুসারে মাত্র, আমার নিজের প্রবৃত্তিবশে নহে। হে ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি! হে ঈশ্বরের ঈশ্বরি! শ্রীপার্ব্বতি! আমি তোমার প্রীতি সম্পাদন নিমিত্তই তোমার শ্রীচরণারবিন্দের আজ্ঞানুসারে প্রত্যূষে সমুত্থিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।" এইরূপ চিন্তা করত সংযত ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আচমনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। ১৯।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে।—দন্তকাষ্ঠমথাদিত্বা পূজয়েদ্‌যস্তু দেবতাম্‌। তৎ-পূজা বিফলা দেবি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ॥ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে,—বিধয়াবশ্যকং শৌচমাচারং দন্তধাবনম্‌। মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ॥ অথ মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রঃ। দক্ষিণামূর্ত্তৌ,—ক্লীঁ কামদেবসর্ব্বজনপ্রিয়ায় নমঃ। ক্লীমাত্মকং কামদেবং সর্ব্বজন-মথালিখেৎ। প্রিয়ায় হৃদয়ান্তোঽয়ং মনুর্দ্দেহবিশুদ্ধয়ে। চতুর্দ্দ-শাক্ষরৈর্বক্ত্রং ক্ষালয়েৎ সিদ্ধিহেতবে॥ ২০॥

যামলে।—স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতা নৃণাং। তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনং॥ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে।—অরুণেনোদিতে মন্ত্রী তীর্থে বা বিমলে জলে। বৈদিকস্নানমাচর্য্য তান্ত্রিকস্নানমাচরেৎ॥ পরথাতে যৎকর্ত্তব্যং তদাহ বিশ্বসারে,—

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে অভিহিত আছে,—দন্তধাবন না করিয়া যে ব্যক্তি দেবার্চ্চনা করে, তাহার সেই দেবার্চ্চনা নিষ্ফল হয় ও সেই ব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে। মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে কথিত হইয়াছে,—আবশ্যক শৌচ, আচার, দন্তধাবন ও মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া পরে স্নান করিবে। "ক্লীঁ কামদেব সর্ব্ব-জন-প্রিয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিবে। এই মন্ত্র দক্ষিণামূর্ত্তি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। দেহশুদ্ধি ও অভীষ্ট-সিদ্ধিহেতু এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিবে। ২০।

যামলে কথিত হইয়াছে,—স্মৃত্যুক্ত ও শ্রৌত কার্য্য সকল স্নানানন্তর অনুষ্ঠেয়, অতএব শ্রী, পুষ্টি ও আরোগ্য বর্দ্ধক স্নান অবশ্যই করিবে। মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে কথিত হইয়াছে, মন্ত্রী অরুণোদয় কালে কোন তীর্থে অথবা নির্ম্মল সলিলে বৈদিক স্নান করিয়া পরে তান্ত্রিক স্নান করিবে। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত

পরখাতে তু কর্ত্তব্যং পঞ্চপিণ্ডোদ্ধরং সুধীঃ।। মন্ত্রমাহ,—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ। পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম॥ (ক) নীলতন্ত্রে,—পুনর্নিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পঞ্চ সমাচরেৎ। ততঃ সঙ্কল্প্য মতিমান্ নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। প্রীতয়ে স্বেষ্টদেবস্য স্নানং সর্ব্বত্র কারয়েৎ। ইষ্টদেবতাপূজার্থং স্নানং কার্য্যং জলাশয়ে॥ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে,—অস্ত্রেণানীয় মৃৎস্নাং বৈ ত্রিভাগং তত্র কারয়েৎ। শেষন্তু পাদনাভ্যন্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ॥ অঙ্গে ষড়ঙ্গং বিন্যস্য প্রাণায়ামপুরঃসরং। হৃন্মন্ত্রাঙ্কুশমন্ত্রাভ্যাং তীর্থমাবাহ্য মণ্ডলাৎ॥ ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি

হইয়াছে,—পরকীয় খাতে স্নান করিতে হইলে "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্কত্বং" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিবে। নীলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—পুনর্ব্বার স্নান করিয়া সঙ্কল্প করিবে, অনন্তর নাভি-পরিমিত জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইষ্টদেবতার প্রীতি কামনা করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে কথিত হইয়াছে,—ফট্ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া ঐ মৃত্তিকা তি ভাগ করিবে এবং তৃতীয়াংশদ্বারা পদতল হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন করিবে। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাসপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া হৃন্মন্ত্র ও অঙ্কুশমন্ত্র পাঠ করিয়া "ব্রহ্মাণ্ডে যানি" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকল আবাহন করিয়া আনিবে। মন্ত্রার্থ যথা,—"হে সূর্য্যদেব! ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ আছে তৎসমস্তই তোমার করস্পৃষ্ট, সুতরাং আজ্ঞাবহ, অতএব ইহারা যাহাতে আমার স্নানীয় তোয়ে আবির্ভূত হয় তাহা কর। হে দেবি গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি!

সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে॥ (ক) এবমাবাহ্য বিধিবন্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ। আমন্ত্র্যাম্ভসি সংযোজ্য সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলং। বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জন্মূলমুচ্চরন্। উত্থায়াচম্য তৎ পশ্চাৎ ষড়ঙ্গন্যাসসংযুতঃ॥ ২১॥

যামলে।—আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ। বহ্নি-জায়াং পরে দত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে॥ পাথসা জলেন। অভিমন্ত্র্য ততস্তোয়ং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। ক্ষালয়েত্তেন বপুষঃ কলুষং কুম্ভমুদ্রয়া। আত্মানাং দশধা সিঞ্চেন্মুদ্রয়া কলসাখ্যয়া। সপ্তকৃত্বোঽভিষিঞ্চেদ্বা মনুনা মন্ত্রিতৈর্জ্জলৈঃ॥ জ্ঞানার্ণবে।—বামহস্তে কৃতা মুষ্টির্দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি। কলসাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা॥ গৌতমীয়ে।—

হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! তোমরা এই জলে সন্নিহিতা হও। হে দেবি গঙ্গে! আমি স্নানার্থ তোমাকে আবাহন করিতেছি, তুমি এই স্থানে আগমন কর। হে সর্ব্বতীর্থ-সমন্বিতে! তোমাকে নমস্কার।" এই প্রকারে আবাহন করিয়া মূল মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর জলে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিমণ্ডল চিন্তা করিয়া মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রী স্নান করিবে। পরে জল হইতে উত্থিত হইবা পুনর্ব্বার আচমন-পূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ২১।

যামলে কথিত আছে,—সাধক "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রে শুদ্ধ জলের দ্বারা আচমন করিয়া মূল মন্ত্রে কুম্ভমুদ্রা দ্বারা শরীরে তজ্জল দশবার কিম্বা সপ্তবার সেক করত শারীরিক পাপ বিদূরিত করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—
—বাম করতলে দক্ষিণ করের মুষ্টি সংস্থাপন করিলেই কুম্ভমুদ্রা

পীড়য়িত্বাম্বরং চারু প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌যতঃ। ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরীধানোত্তরীয়কে। অচ্ছিন্নে সদশে শুদ্ধে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ। মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে দ্বে ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ॥ ২২ ॥

তিলকং রক্তগন্ধেন চন্দনেন চ বা প্রিয়ে। দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ভালে তারাবীজং ততো হৃদি। শক্তিং মধ্যগতাং কুর্য্যাৎ সাধকো নরপুঙ্গবঃ। দেব্যস্ত্রং স্বস্বোপাসিতদেব্যস্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ। ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাদ্যৎকিঞ্চিদ্বৈদিকীং ক্রিয়াং। সা নিষ্ফলা ভবেদ্ভূপ ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥ ইতি ভবিষ্যবচনাৎ। ধর্ম্মপুরাণে।—বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা। ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধোগতিং ॥ শিবধর্ম্মে।—সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাল্ললাটে

ক্ত। এই মুদ্রা সর্ব্বপাপবিনাশিনী এবং অতি শুভাবহা। গৌতমীয়ে বলা হইয়াছে,—স্নানান্তর প্রক্ষালিত বস্ত্র নিঙড়াইয়া আচমন করিবে। পরে অচ্ছিন্ন দশাযুক্ত শুদ্ধ অধোবস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আসনস্থ হইয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। মোক্ষার্থী ব্যক্তি রক্তবস্ত্রদ্বয় ও ভোগার্থী শ্বেতবস্ত্রদ্বয় ধারণ করিবে। ২২।

আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনের পর তিলক করিবে। তিলক রক্তবর্ণ গন্ধ কিম্বা চন্দন দ্বারা বিধেয়। ললাটে স্বীয় ইষ্টদেবতার অস্ত্রাকৃতি তিলক করিবে, হৃদয়ে স্ত্রীঁ বীজ এবং কণ্ঠে হ্রীঁ বীজ লিখিবে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কোন বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তাহাও নিষ্ফল হইবে। ধর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে,—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, অথবা সৌর যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হউক না কেন, ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করিয়া পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। শিবধর্ম্মে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ ভস্ম

যস্ত্রিপুণ্ড্রকং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে।
ভস্মোপলক্ষণং ভবিষ্যে।—সর্ব্বস্ত্রিপুণ্ড্রং বৈ কুর্য্যাদ্‌যজ্ঞভস্মেণ
সর্ব্বদা তদলাভে চন্দনেন মৃদা বা বারিণাপি বা।
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম বিনা বিপ্রস্ত্রিপুণ্ড্রকং। ব্যর্থমেব
ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। সচ্ছিদ্রং কুরুতে যস্ত পুণ্ড্রং
পাশুপতং দ্বিজঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু তস্য ছিদ্রং প্রজায়তে॥ ২৩॥
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
অশূন্যঞ্চ করং কুর্য্যাৎ সুবর্ণরজতৈঃ কুশৈঃ। সুবর্ণরজতৈশ্চৈব
জপপূজাদিকর্ম্মসু। এষ এব কুশঃ শাক্তো ন দর্ভো বনসম্ভবঃ।
তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া॥ ২৪॥

দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক রচনা করে সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হয়
এবং অন্তে শিবলোকে গমন করে। ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন,
—সকল সাধকই সর্ব্বদা যজ্ঞভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে, যজ্ঞভস্মের
অভাবে মৃত্তিকা, চন্দন এবং জল ইহার একতম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক
করিবে। ব্রাহ্মণ ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ না করিয়া যে কোন কার্য্য
করেন, তৎসমস্তই বন্ধ্যা-স্ত্রী-সঙ্গমের ন্যায় ব্যর্থ হয়। যে শিব-
সাধক ব্রাহ্মণ অসম্পূর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করেন, তাঁহার ধর্ম্মাদি
চতুর্ব্বর্গ লাভও অসম্পূর্ণ থাকে। ২৩।

অনন্তর সমাহিত হইয়া, বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে।
সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে সুবর্ণ, রজত ও কুশ-নির্ম্মিত
অঙ্গুরীয় হস্তে ধারণ করিবে। শক্তিসাধকের জপ-পূজাদি কার্য্যে
দর্ভাঙ্গুরীয় ধারণের আবশ্যক করে না, স্বর্ণ ও রৌপ্যই শাক্তদর্ভ।
রজতাঙ্গুরীয় তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে ও স্বর্ণাঙ্গুরীয় অনামা অঙ্গুলিতে
ধারণ করিবে। ২৪।

অথ সন্ধ্যাং প্রবক্ষ্যামি তান্ত্রিকীং সর্ব্বসিদ্ধিদাং। উপবিশ্যাচমেন্মন্ত্রী পয়োভির্হীনবুদ্বুদৈঃ। ততশ্চ আত্মতত্ত্বায় বিদ্যাতত্ত্বায় তৎপরং। শিবতত্ত্বায় বৈ প্রোক্ত্বা ক্রমেণ বহ্নিবল্লভা। মূলান্তমেভিরাচামেৎ পূর্ব্বোত্তরমুখঃ সুধীঃ। আচমনং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য জলে মূলং জপেত্ততঃ। কুশেন তজ্জলং ভূমৌ ত্রিধা মূর্দ্ধ্নি বিনিক্ষিপেৎ। মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি বামহস্তে জলং ততঃ। গৃহীত্বা তজ্জলং দেবি তত্র মূলং সমুচ্চরন্। শিববায়ুজলপৃথ্বীবহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ। অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া। গলিতাম্বু ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ। ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ। কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরে-

---

ইদানীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা বলিতেছি, - মন্ত্রী পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরাস্যে শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া বুদ্বুদশূন্য জলদ্বারা মূল ও ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, মূল ও ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, মূল ও ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে আচমন করিবে। পরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাসপূর্ব্বক জলে মূল মন্ত্র জপ করিয়া কুশ দ্বারা সেই জল মৃত্তিকায় ও স্বমস্তকে মূল মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। হে দেবেশি! অনন্তর সেই জল বাম হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক মূল মন্ত্রে ও হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে বারত্রয় অভিমন্ত্রিত করিয়া তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অঙ্গুলীচ্ছিদ্র-নির্গলিত জল সপ্তবার মস্তকে প্রদান করিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া ইড়া-নাড়ী দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পাপ ধৌত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ তজ্জল পিঙ্গলার দ্বারা পুনর্ব্বার দক্ষিণ হস্তে আনয়ন করিবে। অনন্তর পাপ-সংসর্গে কৃষ্ণবর্ণ ঐ জলকে সাক্ষাৎ পাপপুরুষস্বরূপ ভাবিয়া

চয়েৎ। দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ। পুরতো বজ্রপাষাণে প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রতঃ। জলে যন্ত্রং সমালিখ্য তর্পয়েৎ পরদেবতাং। পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পরিবারসমন্বিতাং। গুরুপঙ্ক্তীঃ প্রতর্প্যাথ তর্পয়েদিষ্টদেবতাং। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ। তৃপ্যতাং জগতাং মাতা ভৈরবস্তৃপ্যতাং তথা। মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরং। স্বাহান্ত-তর্পণং ত্বেবং পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া। তর্পণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত দ্বিতীয়ান্ত-মথোচ্চরন্। পঞ্চবিংশতিসংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা। একৈকাঞ্জলিতোয়েন পরিবারাংস্তু তর্পয়েৎ। দিনেশায় ক্ষিপেত্তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলিত্রয়ং। সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ওঁ হ্রীঁ হংস ইত্যপি। মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি প্রকাশশক্তিসংযুতং। ঙেন্তং সমুচ্চার্য্য গ্রহরাশি-যুতায় ঠদ্বয়ং। ত্রিধাঞ্জলিং ক্ষিপেন্মন্ত্রী কর্ম্মণাং সাঙ্গসিদ্ধয়ে। তোয়া-ঞ্জলিং পুনঃ ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাং। আদিত্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যায়েৎ

ফট্ এই মন্ত্রে পুরোবর্ত্তী প্রস্তরে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে জলে ইষ্টদেবতার যন্ত্র লিখিয়া গুরুপঙ্ক্তির ও ইষ্টদেবতার তর্পণ এবং পরিবারসমন্বিতা ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। ইষ্ট-দেবতার তর্পণ উত্তরাস্যে করিবে। তর্পণমন্ত্র যথা।—প্রথমে মূল, পরে দ্বিতীয়ান্ত নাম, তৎপর তর্পয়ামি, তৎপর স্বাহা—অর্থাৎ মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা। ইষ্টদেবতার তর্পণ পঞ্চবিংশতি বার, অথবা দশ বার কিম্বা তিন বার করিবে। পরিবারবর্গকে এক এক অঞ্জলি দিবে। দণ্ডায়-মান হইয়া সূর্য্যদেবকে "ওঁ হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশ-শক্তিসহিতায় গ্রহরাশিযুতায় এষোঽর্ঘঃ (সামবেদী হইলে ইদমর্ঘ্যং) স্বাহা" এই মন্ত্রে অঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিবে। অনন্তর

সূর্য্যস্বরূপিণীং। তদ্বদ্‌গায়ত্রীমুচ্চার্য্য বিসৃজেদনয়ার্ঘকং। গায়ত্রীং ভাব-য়েদ্দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ধ্যানং কৃত্বা জপেৎ সুধীঃ॥ বীজত্রয়রূপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা জপেদিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

কুণ্ডলিনী ত্রিধা দেবি তথা বীজত্রয়ং ত্রিধা। তুরীয়াং কুণ্ডলীং মূর্দ্ধ্নি নিত্যানন্দস্বরূপিণীং। বাগ্‌ভবং মূলদেশে চ দ্রবস্বর্ণনিভং স্মরেৎ বহ্নি কুণ্ডলিনীং নিত্যাং বালার্কসদৃশারুণাং। হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভং। সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র নিত্যানন্দস্বরূপিণীং। ভ্রূমধ্যে শক্তিবীজঞ্চ কোটিচন্দ্রসমপ্রভং। চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তত্র স্রবদমৃতবিগ্রহাং। বীজত্রয়ময়ীং বিন্দৌ তূর্য্যাং বিন্দুত্রয়াত্মিকাং। তূর্য্যকুণ্ডলিনীং দেবি কেবলাং জ্ঞানবিগ্রহাং। প্রাতঃকালে মূলাধারে।—বালার্কমণ্ডলাভাসাং ভানুবহ্নীন্দুলোচনাং। পাশাঙ্কুশৌ

"উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পরে চতুর্থ্যন্ত ইষ্টদেবতার নাম, তৎপর "এষোঽর্ঘঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে ইষ্টদেবতোদ্দেশে অর্ঘ প্রদান করিবে। অনন্তর সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যগতা, সূর্য্যাসনাশ্রয়া, সূর্য্যরূপিণী গায়ত্রীরূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করত জপ করিবে। ২৫।

হে দেবি! কুণ্ডলিনী ত্রিবিধা, বীজত্রয়ও ত্রিবিধ। মস্তকে—নিত্যানন্দস্বরূপা তুরীয় কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। মূল দেশে—দ্রব সুবর্ণ-ভাস্বর ঐঁ বীজ ও বালারুণসদৃশারুণবর্ণা, নিত্যা বহ্নি কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। হৃদয়ে—কোটি সূর্য্য-সমপ্রভ ক্লীঁ বীজ ও নিত্যানন্দস্বরূপা সূর্য্যকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। ভ্রূমধ্যে—হ্রীঁ বীজ ও অমৃতস্রাবিদেহা, কোটি চন্দ্রসমপ্রভা, চন্দ্রকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। বিন্দুতে—বীজত্রয়ময়ী বিন্দুত্রয়াত্মিকা, জ্ঞানময়দেহা তূর্য্য কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে—মূলাধারে, বালারুণ-

শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং স্মরেৎ। মধ্যাহ্নে হৃদয়পদ্মে।—মধ্যাহ্নে চিন্তয়েদ্দেবীং নবযৌবনশোভিতাং। সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে।—সায়াহ্নে চিন্তয়েদ্দেবীং ত্রৈলোক্যৈকপ্রভাময়ীং। নবযৌবনসম্পন্নামুজ্জ্বলাং পরমাং কলাং। রাত্রৌ সহস্রারে।—তামেব চিন্তয়েদ্রাত্রৌ ভোগী ভোগপরায়ণাং। গায়ত্রীং প্রজপেদ্বিদ্বানষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া। মনসা প্রজপেন্মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ বিশেষতঃ॥ ২৬॥

গন্ধর্ব্বে।—গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী তেন চোচ্যতে। মহাপাতকযুক্তোঽপি প্রজপেদ্দশধা যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবী মুক্তোভবতি তৎক্ষণাৎ। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রপতে যদি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ভবেৎ পূজাধিকারবান্। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা

বর্ণা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রা, পাশাঙ্কুশবাণচাপহস্তা শিবশক্তির ধ্যান করিবে। মধ্যাহ্নে—হৃদয়পদ্মে ঐরূপই ধ্যান করিবে। বিশেষ এই যে, "নবযৌবনসম্পন্না" এই বিশেষণটি উহার সহিত যোজিত করিয়া লইতে হইবে। সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে—নবযৌবনশোভিতা, লোকত্রয়ৈকসুন্দরী, উজ্জ্বলা, পরমা কলার ধ্যান করিবে। রাত্রিতে সহস্রারে,—সায়ং কালীন ধ্যানে "ভোগপরায়ণা" এই বিশেষণের যোগ করিয়া ধ্যান করিবে। পূর্ব্বে যে গায়ত্রী জপের বিষয় বলা হইয়াছে, ঐ জপ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক করিবে। জপের সময় জপ্যমান মন্ত্র বর্ণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিবে যে নিজেও শুনিতে না পায়। ২৬।

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—জপকারীকে পরিত্রাণ করেন বলিয়া ঋষিরা গায়ত্রীর গায়ত্রী নাম করিয়াছেন। হে মহাদেবি! মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি দশবার গায়ত্রী জপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পাপমুক্ত হইবে। অষ্টোত্তর শতবার গায়ত্রী

মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ॥ ২৭ ॥ আর্দ্রবস্ত্রেণ যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ যামলে। নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা দেবীমর্কগতাং স্মরন্। জপেদষ্টোত্তরশতং লভতে মহতীং শ্রিয়ং। সংহারমুদ্রয়া চৈব তীর্থমুদ্বাস্য বাগ্‌যতঃ। শক্তিসন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা কর্ত্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ। ততো মৌনী বিশুদ্ধাত্মা হৃদি বিন্ত্যাং পরামৃষন্। অবহির্ম্মানসো ভূত্বা যাগভূমিমথাবিশেৎ ॥ ২৮ ॥

সন্ধ্যায়াং পতিতায়াং বা গায়ত্রীং দশধা জপেৎ। সন্ধ্যাঞ্চ ত্রিকালং কুর্য্যাদ্‌যথা শৈবাগমেঽপি চ। প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়হ্নে সন্ধ্যাং কুর্য্যাচ্চ মন্ত্রবিৎ। সন্ধ্যায়াস্ত্বকরণে দোষমাহ লক্ষ্মীকুলার্ণবে।—সন্ধ্যায়াস্তু বিহীনায়াং ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ। তান্ত্রিকসন্ধ্যায়াং শূদ্রস্যা-

জপ করিলে সাধক পাপ মুক্ত হয় এবং পূজাধিকার লাভ করে। মূল মন্ত্র জপ অষ্টোত্তর শতবার করিবে। ২৭।

যামলে আর্দ্র বস্ত্রে কর্ত্তব্যতা বিষয়ে বলিয়াছেন।—নাভি-পরিমিত জলে দণ্ডায়মান হইয়া অর্কমণ্ডলস্থিত দেবীকে স্মরণ করত অষ্টোত্তরশত জপ করিলে, সাধক মহতী শ্রীলাভ করে। অনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা কিঞ্চিৎ জল উত্তোলন করিয়া মস্তকে দিবে। এই পর্য্যন্ত শক্তি-সন্ধ্যা কথিত হইল। সাধকেরা এই সন্ধ্যা অবশ্যই করিবে। অনন্তর মৌনী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনন্যমনে হৃদয়ে ইষ্টদেবতার চিন্তা করত যাগভূমিতে প্রবেশ করিবে। ২৮।

সন্ধ্যার বিহিত সময় অতিক্রান্ত হইলে পূর্ব্বে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পরে সন্ধ্যা করিবে। শৈবাগমে কথিত হইয়াছে, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালেই সন্ধ্যা করিবে। লক্ষ্মীকুলার্ণবে সন্ধ্যার অকরণে দোষ কথিত হইয়াছে। যথা।—

প্যাধিকারঃ। বিশুদ্ধেশ্বরে—সন্ধ্যাত্রয়ং সদা কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকং। তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং প্রাতঃকৃত্যনির্ণয়ো নাম চতুর্থোল্লাসঃ ॥

পঞ্চমোল্লাসঃ।

আসনীয়মাহ গৌরীযামলে,—সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং। তথাপ্যাসন আসীনো নোত্থিতস্তু তথাচরেৎ। আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে। আসনস্থো জপেৎ সম্যঙ্‌মন্ত্রার্থ-

সন্ধ্যা না করিলে যে উদ্দেশে দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। বিশুদ্ধেশ্বরে বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যাই যথা বিধি করিবে। শূদ্র কেবলমাত্র তান্ত্রিক সন্ধ্যাই যথা বিধি করিবে॥ ২৯ ॥

চতুর্থোল্লাস সম্পূর্ণ।

গৌরি-যামলে, বলিয়াছেন,—সলিলেও যদি দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়, তথাপিও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। জলে পূজা করিতে হইলে মানসিক আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রার্থ ভাবনা-

গতমানসঃ ॥ সম্মোহনতন্ত্রে,—রক্তাসনোপবিষ্টস্তু লাক্ষারুণগৃহে স্থিতঃ। মনঃকল্পিতরক্তো বা সাধকঃ স্থিরমানসঃ। কুশকম্বলবস্ত্রানাং সিংহব্যাঘ্রমৃগাজিনং। কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্যজ্ঞানবর্দ্ধনং। কৌষেয়ং বাথ চার্ম্মং বা চৈলতৌলমথাপি বা। শরপত্রং তালপত্রং কম্বলং দর্ভমাসনং। কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মুক্তিঃ শ্রীব্যাঘ্রচর্ম্মণি ॥১॥

কৃষ্ণাজিনে গৃহস্থানাং নাধিকারঃ। ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী। বিশেদ্‌যতির্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী তু ভিক্ষুকঃ। বস্ত্রাসনে ব্যাধিনাশঃ কম্বলে দুঃখনাশনং। জপধ্যানতপোহানির্ব্বস্ত্রাসনং করোতি যঃ। তত্র বস্ত্রনিষেধঃ কেবলবস্ত্রনিষেধঃ। অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ। কুশাসনে ভবেদায়ুর্ম্মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।

পূর্ব্বক জপ করিবে। সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া লাক্ষাতুল্য রক্তবর্ণ গৃহে রক্তাসনে অথবা মনঃকল্পিত রক্তাসনে কিম্বা কুশাসন, কম্বলাসন, বস্ত্রাসন, সিংহাজিনাসন, মৃগাজিনাসন, ব্যাঘ্রজিনাসন, কৌষেয়াসন, চর্ম্মাসন, চৈলাসন, তৌলাসন, শরপত্রাসন, তালপত্রাসন কিম্বা দর্ভাসন, ইহার যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য করিলে জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণাজিনাসনে জ্ঞান সিদ্ধি এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে মুক্তি ও সম্পৎপ্রাপ্তি হয়। ১।

দীক্ষিত গৃহী কৃষ্ণাজিনাসনে উপবেশন করিবে না। যতি, বনবাসী, ব্রহ্মচারী এবং ভিক্ষুকের পক্ষেই উক্ত আসন প্রশস্ত। বস্ত্রনির্ম্মিত আসনে ব্যাধিনাশ ও কম্বলাসনে দুঃখ দূর হয়। যে ব্যক্তি বস্ত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজাদি করে, তাহার জপ, ধ্যান এবং তপস্যা নষ্ট হয়। এখানে বস্ত্র পদে কেবলমাত্র বস্ত্র বুঝিতে হইবে, বস্ত্রনির্ম্মিত আসন নহে; নতুবা পূর্ব্বের

অজিনে চ ভবেৎ পুত্রী কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা। শান্তিকে ধবলঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বার্থং চিত্রকম্বলে। স্যাৎ পৌষ্টিকে তু কৌষেয়ং কম্বলৈ-র্দুঃখমোচনং। ত্রিপুরাপূজনে শস্তং রক্তকম্বলমাসনং ॥ ২ ॥

নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং। ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহে। আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং নচোচ্ছ্রিতং ॥ তন্ত্রগান্ধর্ব্বে,—ধরণ্যাং দুঃখসংভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুআসনে। আম্র-নিম্বকদম্বানামাসনং সর্ব্বনাশনং। বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হতশ্রিয়ং। বংশেষ্টকাশ্মধরণীতৃণবিল্বজনির্ম্মিতং। বর্জ্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং। গাম্ভারী নির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং। চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলং দীর্ঘং কুর্য্যাৎ কাষ্ঠাসনং শিবে। ষোড়-

সহিত বিরোধ হয়। কুশাসনে আয়ুর্বৃদ্ধি, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে মোক্ষলাভ, অন্যবিধ অজিনাসনে পুত্রলাভ ও কম্বলাসনে সিদ্ধি-লাভ হয়। শান্তি কর্ম্মে ধবল কম্বল প্রশস্ত। চিত্রকম্বলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, পুষ্টি কর্ম্মে কৌষেয়াসন শীঘ্র ফলপ্রদ। কম্বলাসনে সর্ব্ব দুঃখ দূর হয়। ত্রিপরাসুন্দরীর আরাধনায় রক্তকম্বল প্রশস্ত।২।

আসন দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ এবং দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত ও অঙ্গুলীত্রয়াধিক উচ্ছ্রিত করিবে না। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলা হইয়াছে, - মৃত্তিকায় উপবিষ্ট হইয়া পূজাদি করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য এবং আম্র, নিম্ব ও কদম্বকাষ্ঠনির্ম্মিত আসনে সর্ব্বনাশ হয়। বকুল, পলাশ এবং কণ্টকী (কাঁটাল) কাষ্ঠের আসনে শ্রীভ্রষ্ট হয়। বংশ (বাঁশ), ইষ্টক, প্রস্তর, মৃত্তিকা, তৃণ এবং বিল্ব বৃক্ষ, এই সকলের আসন দারিদ্র্য এবং ব্যাধি-দুঃখপ্রদ; অতএব এই সকল আসন ত্যাগ করিবে। কাষ্ঠাসনের মধ্যে গাম্ভারীর আসন প্রশস্ত, অন্য কাষ্ঠময় আসন নহে। কাষ্ঠাসন চতুর্ব্বিংশতি

শাঙ্গুলবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রায়ং চতুরঙ্গুলং। কম্বলং চর্ম্মজং চেলং মহামায়া-প্রপূজনে। প্রশস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যায়াস্তথৈব চ। ত্রিপুরা-য়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনং। তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ। যথোক্তমাসনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। ন যথেষ্টাসনোভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ॥ অন্যত্র।—বংশাশ্মধরণী-দারুতৃণপল্লবনির্ম্মিতং। বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং॥ তন্ত্রে।—কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগী বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ। শৈলাসনে চ বাগ্রোধঃ পল্লবে মতিবিভ্রমঃ॥ অন্যত্রাপি।—ধরণ্যাং শোকসংযুক্তঃ কাষ্ঠে ব্যর্থশ্রমো ভবেৎ॥ ৩॥

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা। বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকং। সব্যপাদমুপাদায় দক্ষোপরি ন্যসে-

অঙ্গুল দীর্ঘ, ষোড়শাঙ্গুল প্রশস্ত ও চতুরঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিবে। মহামায়ার পূজায় কম্বল নির্ম্মিত, চর্ম্মজ ও চৈলাসন প্রশস্ত। কামাখ্যা দেবীর পূজায়ও উক্ত আসন প্রশস্ত। ত্রিপুরা সুন্দরী, শিব এবং বিষ্ণুর পূজায় কুশাসন প্রশস্ত। তৃণাসনে যশোহানি এবং পল্লবাসনে চিত্তবিভ্রম হয়। সাধক পূজাদি কার্য্যে শাস্ত্রোক্ত আসনই ব্যবহার করিবে, যথেচ্ছ আসন ব্যবহার করিবে না। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—বংশ, প্রস্তর, দারু, মৃত্তিকা, তৃণ ও পল্লবনির্ম্মিত আসন দারিদ্র্য ও ব্যাধি-দুঃখপ্রদ, সুতরাং বর্জ্জনীয়। তন্ত্রে কথিত আছে,—কাষ্ঠাসনে রোগ, বংশাসনে বংশক্ষয়, শৈলাসনে বাগ্রোধ এবং পল্লবাসনে মতি বিভ্রম হয়। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—মৃত্তিকাসনে শোক এবং কাষ্ঠাসনে শ্রম ব্যর্থ হয়। ৩।

আসন পঞ্চবিধ; যথা,—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রা-

স্তুতঃ। তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরি চ বিধানবিৎ। পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং জপকর্ম্মসু শস্যতে। জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে। সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চিতং। বৃষণাধঃ পার্শ্বপাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং মুনিভিঃ পরিকল্পিতং। উভৌ পাদৌ ক্রমাদেব কুর্য্যাৎ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী॥ করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমং। একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ ততঃপরং। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতং। ঊর্দ্ধ্বপাদৌ স্থিতৌ দেবি শিরোঽধঃ পরিকীর্ত্তিতং। সর্ব্বাসনানাং শ্রেষ্ঠোঽয়ং দেবৈরপি সুদুর্লভং। ন যুক্তমন্যথা পাদদর্শনং সুরপূজনে॥ ৪॥

সন, বীরাসন। বামপদ দক্ষিণ পদের উপরিভাগে এবং দক্ষিণ পদ বাম পদের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া উপবেশনের নাম পদ্মাসন। এই আসন জপাদি কর্ম্মে প্রশস্ত। জানু এবং উরুদ্বয়ের অন্তরে উভয় পদতল স্থাপন করিয়া সবল শরীরে উপবেশনকে স্বস্তিকাসন কহে। স্বীয় অণ্ডকোষের অধোভাগে সীবনীর উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় স্থাপন করত উভয় হস্তে উভয় পদের পার্শ্বভাগ বন্ধন করিবে, এইরূপে নিশ্চলভাবে উপবেশন ভদ্রাসন বলিয়া অভিহিত হয়। পদদ্বয়ের অগ্রভাগ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া তাহাতে করদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করিবে। এই প্রকার উপবেশন বজ্রাসন নামে খ্যাত। দক্ষিণপদ বাম উরুতে এবং বামপদ দক্ষিণ উরুতে স্থাপনপূর্ব্বক সরল শরীরে উপবেশন করিবে, ইহাকে বীরাসন বলে। পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিগে এবং মস্তক অধোদিগে সংস্থাপন করিয়া অবস্থানও একপ্রকার আসন বিশেষ, এই

রুদ্রযামলে।—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতং॥ নীলতন্ত্রে।—নত্যসেবারতো মন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চ্চনং নৈমিত্তিকার্চ্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্যমথার্চ্চনং। উভয়োঃ কাম্যকর্ম্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥ রুদ্রযামলে।—রাত্রৌ পূজাং সদা কুর্য্যাৎ রাত্রৌ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। সফলা রজনীপূজা দিবাপূজা চ নিষ্ফলা। শক্তিমন্ত্রং জপেদ্রাত্রৌ বিনাপি পূজনং। শুচিঃ। বিশেষতো নিশীথে তু তত্রাতিফলদো জপঃ॥ বৃহত্তোড়লতন্ত্রে।—নিশায়াং যোঽর্চ্চয়েৎ কালীং তারাঞ্চ ভৈরবী-

আসন সকল আসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। দেবপূজার সময়ে অন্য প্রকারে পদ দর্শন অনুচিত॥ ৪॥

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য ভেদে পূজা ত্রিবিধা। নীলতন্ত্রে উক্ত ইহয়াছে,—নিত্য পূজা-পরায়ণ ব্যক্তি নৈমিত্তিক পূজা করিবে এবং নৈমিত্তিকার্চ্চনে সিদ্ধ—অর্থাৎ কৃতাভ্যাস হইলে কাম্যার্চ্চনা করিবে। শাস্ত্র-কারেরা বলেন,—কাম্য পূজাদি ইহকাল এবং পরকালের শুভা-বহ। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—সর্ব্বদাই রাত্রিতে পূজা করিবে, রাত্রিকৃত পূজা নিশ্চয়ই সিদ্ধি বিধান করে। রাত্রিকৃত পূজা সফলা—অর্থাৎ দিবাকৃত পূজা অপেক্ষা অধিক ফল-প্রদায়িনী। দিবসে যে পূজা করা হয় তাহাতে কোন ফল হয় না,—অর্থাৎ তাহাতে রাত্রিকৃত পূজা অপেক্ষা ফলের ন্যূনতা হয়। পূজা ব্যতীতও রাত্রিতে শক্তিমন্ত্র জপ করিবে; বিশেষতঃ নিশীথে জপ অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু নিশীথে জপ করিতে পারিলে অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃহত্তোরলতন্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি রাত্রিতে কালী, তারা এবং ভৈরবীর অর্চ্চনা করে সে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ

স্তথা। আসমুদ্রক্ষিতীশানাং শ্রেষ্ঠো ভবতি সর্ব্বদা॥ অন্যত্রাপি।— মাতঙ্গীঞ্চ তথা বালাং চামুণ্ডাং ছিন্নমস্তকাং। ভদ্রকালীঞ্চ দুর্গাঞ্চ জয়দুর্গাং তথৈব চ। আসাং জপশ্চ পূজা চ রাত্রৌ চেৎ ক্রিয়তে সদা। ভুক্ত্বা ভোগানশেষাংশ্চ সোঽবশ্যং যাতি রুদ্রতাং॥ সময়াতন্ত্রে।—দিবা প্রপূজনং দেবি যথোক্তফলদং ভবেৎ। পূজনং লক্ষগুণিতং নিশি নীরজলোচনে। অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব হি। সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা কৃতা তত্রাক্ষয়ো ভবেৎ॥ তন্ত্রে।—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি। নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ন হি। প্রকটে শক্তিমন্ত্রে চ হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরং। পশুসন্নিধিমাসাদ্য নিত্যপূজাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। পশোরগ্রে কৃতং যত্তু প্রমাদান্নিষ্ফলা ভবেৎ। নিজ-

---

সম্রাট্ হয়। অন্যত্রও লিখিত আছে—মাতঙ্গী, বালা, চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা, ভদ্রকালী, দুর্গা, জয়দুর্গা, এই সকল শক্তির জপও যদি সর্ব্বদা রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠানকারী নিশ্চয়ই ইহলোকে নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়া অন্তে রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—হে দেবি! দিবাকৃত পূজা যথোক্ত ফল প্রদান করে, কিন্তু রাত্রিকৃত পূজা তদপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদা। অর্দ্ধ রাত্রের পরে দ্বিমুহূর্ত্তাত্মক সময় মহারাত্রি বলিয়া অভিহিত হয়, ঐ সময় কৃত জপ-পূজাদি অক্ষয় ফল প্রসব করে। তন্ত্রে কথিত আছে,—রাত্রিতে প্রথম যামের পর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জপ করিবে, চতুর্থ প্রহরে করিবে না। ইষ্ট (শক্তি) মন্ত্র প্রকাশ করিলে উত্তরোত্তর হানি হয়। পশু নিকটে উপস্থিত থাকিলে নিত্য পূজাও করিবে না। যদি প্রমাদ বশতঃ পশু সন্নিকটে পূজা করা হয়, তাহা হইলে সেই পূজা নিষ্ফলা

সাধকমধ্যে তু ন গোপ্তব্যং কদাচন॥ সময়াতন্ত্রে।—স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি। কামরূপাচ্ছতগুণং সমুদীরিতমব্যয়ং॥ ৫॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামাসননির্ণয়ো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ।

ষষ্ঠোল্লাসঃ

আত্মস্থাং দেবতা ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে। করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া। প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং

হয়। স্বীয় ইষ্ট দেবতার উপাসকের নিকট মন্ত্রাদি গোপন করিবে না। সময়া তন্ত্রে কথিত আছে, হে পরমেশ্বরি! স্ত্রী-সমীপে কৃত জপ-পূজাদি কামরূপকৃত পূজা-জপাদি অপেক্ষাও শতগুণ ফলপ্রদ ও অক্ষয়॥ ৫॥

পঞ্চমোল্লাস সম্পূর্ণ।

আত্মস্থ—অর্থাৎ স্বশরীরস্থ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ দেবতার অনুসন্ধান করা করস্থ কৌস্তুভ মণিত্যাগ করিয়া কাচ-মণির প্রাপ্তীচ্ছায় ভ্রমণের তুল্য। অতএব হৃদয়ে ইষ্ট-দেবতা প্রত্যক্ষ করিয়া পরে বহিঃস্থ দেবতার পূজা করিবে।

পূজয়েচ্ছিবাং। যস্য যস্য চ দেবস্য যথা ভূষণবাহনং। তদেব পূজনে তস্য চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি ॥ ১ ॥

অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে যেন দেবময়ো ভবেৎ। সুখাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমং। রত্নদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময়ং। মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ। সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দ্দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলক্রমৈঃ। নানাসুগন্ধকুসুমগন্ধামোদিতদিঙ্মুখং। উৎফুল্লকুসুমামোদপ্রহৃষ্টভৃঙ্গসংকুলং। কুজৎকোকিলসঙ্ঘেন বাচালিতদিগন্তরং। সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজং। মৌক্তিকৈঃ কুসুমৈঃ স্রগ্‌ভির্দ্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোমরৈঃ। তন্মধ্যে

হে দেবি! যে দেবতার ভূষণবাহনাদি যাদৃশ উক্ত হইয়াছে, পূজা সময়ে সেই দেবতাকে তাদৃশ ভূষণ-বাহনাদ্যন্বিত ভাবে ধ্যান করিবে। ১।

অনন্তর অন্তর্যাগ প্রণালী কথিত হইতেছে। যদনুষ্ঠানে দেহী দেবময় হয়। শুভ আসনে পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয়হৃদয়ে উত্তম সুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং তন্মধ্যে সুবর্ণ বালুকাময়, বিকসিত কুসুমান্বিত মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্পবৃক্ষ পরিবৃত, সর্ব্বদাই যে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল জন্মে এবম্বিধ বৃক্ষযুক্ত রত্নদ্বীপ, যাহার চতুর্দ্দিক্ নানাবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত, যে স্থানে ভ্রমরকুল বিকসিত কুসুমামোদে প্রহৃষ্ট, যে স্থান সুমধুর কোকিল-গানে প্রতিধ্বনিত, বিকসিত স্বর্গীয় সুবর্ণ পঙ্কজ সকল যাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং যে স্থান মনোহর বস্ত্র, মৌক্তিকমালা ও কুসুমমালালঙ্কৃত স্বর্ণতোরণ-পরিশোভিত, এতাদৃশ রত্নদ্বীপের ধ্যান করিবে এ

সংস্মরেদ্দেবি কল্পবৃক্ষং মনোহরং। চতুঃশাখা চতুর্ব্বেদং গুণ-ত্রয়সমন্বিতং। পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ সুন্দরি। হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পবিরাজিতং। কোকিলৈর্ভ্রমরৈর্দ্দেবি শোভিতং বহুপক্ষিভিঃ। এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধোরত্ন-বেদিকাং। তত্রোপরি মহদ্ব্যাপ্তং চিন্তয়েদ্রক্তমণ্ডলং। উদ্যদা-দিত্যসঙ্কাশং রত্নসোপানমণ্ডিতং। ধ্বজাবলীসমাকীর্ণং চতুর্দ্বার-সমন্বিতং। নানারত্নাদিশোভাঢ্যং রত্নপ্রাকারমণ্ডিতং। স্বস্ব-স্থানস্থিতাবস্থৈর্লোকপালৈরধিষ্ঠিতং। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্ব্বিদ্যা-ধরমহোরগৈঃ। কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভিঃ পরিদিঙ্মুখং। নৃত্যবাদিত্রনিরতৈরমরস্ত্রীগণৈর্যুতং। কিঙ্কিণীজালসম্বদ্ধপতা-কাভিরলঙ্কৃতং। মহামাণিক্যবৈদূর্য্যরত্নচামরভূষিতং। স্থূল-মুক্তাফলোদ্দামলম্বমানৈরলঙ্কৃতং। চন্দনাগুরুকস্তূরীমৃগমদ-

সেই রত্নদ্বীপাভ্যন্তরে চতুর্ব্বেদরূপ চতুঃশাখবিশিষ্ট, সত্ত্বাদি গুণ-ত্রয় সমন্বিত, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিত এবং বিচিত্র বর্ণের পুষ্প বিরাজিত, কোকিল ভ্রমরাদি পক্ষিগণ বিমণ্ডিত কল্প-পাদপের ধ্যান করিবে। ঈদৃশ কল্পদ্রুমের ধ্যান করিয়া তদধোভাগে রত্নবেদিকার ধ্যান করিবে। অনন্তর উক্ত রক্ত-বেদিকার উপরিভাগে বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ, রত্ননির্ম্মিত সোপানাবলীযুক্ত, ধ্বজযুক্ত চতুর্দ্বারান্বিত, নানা রত্নালঙ্কৃত, রত্ন-নির্ম্মিত প্রাকারবেষ্টিত, স্বস্বস্থানস্থিত লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধি-ষ্ঠিত, ক্রীড়াশীল সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর এবং অপ্সরোগণ পরিব্যাপ্ত, নৃত্য এবং বাদ্যনিরত সুর-সুন্দরী-গণযুক্ত, কিঙ্কিণীজালযুক্ত, পতাকালঙ্কৃত, মহামাণিক্য, বৈদূর্য্য ও রত্নময়চামরভূষিত, লম্বমান স্থূলমুক্তাফলালঙ্কৃত, চন্দন, অগুরু,

বিলেপিতং। তন্মধ্যে সংস্মরেদ্দেবি মহামাণিক্যবেদিকাং।
উদ্যদর্কেন্দুকিরণৈশ্চতুষ্কোণপ্রশোভিতং। ধ্যায়েৎ সিংহাসনং
তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং। সিংহাসনে মহেশানি প্রসূনতূলিকাং
ন্যসেৎ। পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা সঙ্কল্পোক্তক্রমেণ তু। প্রেত-
পদ্মাসনে তত্র চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীং। আত্মনোঽভীষ্টদেবতা-
ধ্যানমিহোচ্যতে। শ্রীরত্নপাদুকে দত্ত্বা নীত্বা তাং স্নানমন্দিরে।
সিংহাসনোপবিষ্টায়ামুদ্বর্ত্তনং সমাচরেৎ। কর্পূরাগুরুকস্তূর্য্যা
যথা মৃগমদেন চ। রোচনাকুঙ্কুমমিশ্রৈর্নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ। দেব্যা
উদ্বর্ত্তনং কৃত্বা গন্ধতৈলং বিলেপয়েৎ। দেব্যাঃ শতসহস্রস্তু স্বর্ণ-
কুম্ভসহস্রকৈঃ। আনীয় বারিণা স্নাতাং চিন্তয়েৎ পরদেবতাং।
দুকূলৈর্ম্মার্জ্জিতং গাত্রং দুকুলে পরিধে তথা। কঙ্কত্যা কেশং

কস্তূরী ও মৃগমদ দ্বারা বিলিপ্ত সুমহৎ রক্তমণ্ডলের (রত্নমণ্ডপের) ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে মহামাণিক্য বেদিকার ধ্যান করিবে এবং এতদ্বেদিকাভ্যন্তরে উদ্যচ্চন্দ্র সূর্য্য-কিরণদ্বারা শোভিত, চতুষ্কোণযুক্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক সিংহাসনের ধ্যান করিবে। হে মহেশানি! উক্ত সিংহাসনে প্রসূন-তূলিকা ন্যাস করিবে। অনন্তর সংকল্পোক্ত পীঠপূজা করিয়া প্রেত-পদ্মাসনে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। তৎপরে ভগবতীকে রত্নপাদুকা প্রদান করত তাঁহাকে স্নান-মন্দিরে আনয়ন করিয়া সিংহাসনোপরি বসাইয়া কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, মৃগমদ, রোচনা ও কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধদ্রব্য-সুবাসিত জল দ্বারা দেবীর সর্ব্বশরীরোদ্বর্ত্তন করিয়া তাহাতে সুগন্ধ তৈল লেপন করিবে। অনন্তর শতসহস্র স্বর্ণকুম্ভপূর্ণ জলদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বারা গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে। পরে কঙ্কতিকা (চিরুণি) দ্বারা

সংস্কুর্য্যাদ্বিশিবদ্বন্ধনং তথা। পট্টগুচ্ছং কেশপাশে নানারত্নোপ-শোভিতং। ললাটে তিলকং দত্ত্বাৎ সিন্দূরং কেশমধ্যগে। নাগেন্দ্রদন্তরচিতং শঙ্খং দত্ত্বান্মনোহরং। হস্তে কেয়ূরকঞ্চৈব কঙ্কণং কটকন্তথা। পাদাঙ্গুরীয়কং দদ্যান্নানারত্নোপশোভিতং। পাদয়োর্নূপুরং দদ্যান্নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং। নিবেদয়েদ্যথাশক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূষণং। সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কুর্য্যাদ্গন্ধচন্দনসিহ্লকৈঃ। কাঞ্চনাঙ্কিতকঞ্চুলী শোভিতং হৃদয়োপরি সমাধৌ চিন্তয়ে-দ্দেবীং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিশেৎ। ন্যাসজালং বিধায়াথ সমাধৌ পূজয়েৎ সদা। ষোড়শৈরুপচারৈস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং। রত্নসিংহাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ॥ পাদ্যঞ্চ পাদয়ো-র্দ্দেবি শিরস্যর্ঘং নিবেদয়েৎ। পয়ামৃতমাচমনীয়ং প্রদত্ত্বান্মুখ-

কেশসংস্কার করিয়া কেশপাশে নানারত্নোপশোভিত পট্টগুচ্ছ বন্ধনপূর্ব্বক ললাটে তিলক, কেশ মধ্যে সিন্দূর, হস্তে হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত শঙ্খ, কেয়ূর, কঙ্কণ ও বলয়, পাদপদ্মে নানারত্ন বিনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ও নূপুর, নাসিকার অগ্রভাগে গজমুক্তা, কণ্ঠে সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গন্ধচন্দন ও সিহ্লক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) লেপন করিবে। হৃদয়োপরি নানালোরু-কার্য্যান্বিত সুবর্ণখচিত কঞ্চুলী পরিধান করাইবে। অনন্তর সমাহিত চিত্তে দেবীর চিন্তা করত ভূতশুদ্ধ্যাদি ও নানাবিধ ন্যাস করিয়া ষোড়শ উপচারে হৃদয়স্থিতা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। উপবেশনার্থ রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। হে দেবি! পাদ্য পাদপদ্মদ্বয়ের প্রদান করিবে, মস্তকে অর্ঘ্যাপণ করিবে। পয়ামৃতরূপ আচমনীয় মুখ সরোরুহে প্রদান করিবে। মধুপর্ক ও ত্রিধা আচমনীয় মুখে দান করিবে। সুবর্ণ পাত্রস্থ

পঙ্কজে। মধুপর্কং মুখে দদ্যাত্রিধা আচমনং মুখে। হেমপাত্র-গতং দিব্যং পরমান্নং পরিষ্কৃতং। কপিলাঘৃতসংযুক্তমন্নং ব্যঞ্জন সংযুতং। সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যরাশিং ফলানি চ। ভক্ষ্যং ভোজ্যং তথা লেহ্যং চর্ব্ব্যং চোষ্যন্তথৈব চ। সকর্পূরং তাম্বুলং মানসং পরিকল্পয়েৎ। আবরণন্ততো দেব্যাঃ পূজনং মনসৈব হি। ইত্থমন্তঃ সমারাধ্য মনসৈব জপেন্মনুং। সহস্রাদি জপং কৃত্বা দেব্যৈ সোদকমর্পয়েৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতদেব মহাদেব্যাঃ পর্য্যঙ্কং সমুদাহৃতং। পয়ঃফেন নিভাং শয্যাং নানাপুষ্পোপশোভিতাং। পুষ্পশয্যাঞ্চ সংস্থাপ্য তত্র দেবীং সুরেশ্বরীং। চিন্তয়েৎ সাধকো যোগী নানাসুখবিলাসিনীং। নৃত্যগীতৈঃ সবাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীং। ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত পূজাসার্থক্যহেতবে ॥ ২ ॥

অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং লভেৎ। অথাধারময়ে

পরিষ্কৃত পরমান্ন, কপিলাগোর ঘৃতযুক্ত সব্যঞ্জনান্ন, সাগর তুল্য অমেয় মদ্য, পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস, রাশীকৃত মৎস্য, নানাবিধ ফল, সুবাসিত জল এবং কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল প্রভৃতি চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় মানস উপচার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর দেবীর আবরণ দেবতার পূজাও মনসোপচারে করিবে। এইরূপে অন্তঃপূজা করিয়া জপ করিবে। সহস্র কিম্বা অষ্টোত্তর জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র, ঈশ সদাশিব এই দেবতাগণ দেবীর পর্য্যঙ্ক। উক্ত পর্য্যঙ্কে পুষ্প-বিনির্ম্মিত দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় দেবীকে সুখ... করিবে, তৎপর নৃত্য, গীত এবং বাদ্য দ্বারা দে... করিয়া পূজার সার্থকতার নিমিত্ত হোম করিবে। ২

কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ। অন্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ। এতদ্রূপস্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ। আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতং। অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ। বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ। সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিহস্তেন প্রকল্পয়েৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং। নাভৌ চৈতন্যরূপেঽগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।—জ্ঞানপ্রদীপিতেনিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহং। (ক) বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিং। মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং হোময়েন্মনুং। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হবির্দ্দীপ্তমাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা। সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যং ব্রহ্মবৃত্তির্জুহোম্যহং। (খ) বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দ্বিতীয়াহুতিমাদিশেৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং। প্রকাশাকাশ-হস্তাভ্যাং অবলম্ব্যাত্মনা স্রুচা। জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষ-

অনন্তর হোম বিধান বলিতেছি,—যাহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। আধার পদ্মে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা এতদাত্ম ত্রিতয়াত্মক, চতুষ্কোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয়যুক্ত, নাদবিন্দুরূপ যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। এতৎ কুণ্ডে দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামভাগে ইড়া এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কল্পিত হবির্দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে। প্রথমে মূল, তৎপরে “নাভৌ চৈতন্যরূপেঽগ্নৌ” ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, অনন্তর স্বাহা, এই মন্ত্রে প্রথমাহুতি দান করিবে। এইরূপ প্রথমে মূল, পরে “ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হবির্দীপ্তং” ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্র, তৎপর চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপর স্বাহা, এই

বৃত্তির্জ্জুহোম্যহং। (গ) বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং॥ অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ। কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানং॥ (ঘ) অনেন মনুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরং। ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপপরামৃতং। পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জহোম্যহং। (ঙ) বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাৎ পঞ্চাহুতিং প্রিয়ে। ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। এবমেব মহেশানি পূজয়ন্তীহ ঈশ্বরীং। যোগিনো মুনয়শ্চৈব পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে। কেবলং মানসেনৈব নৈবসিদ্ধো ভবেদ্‌গৃহী। সবাহ্যেন তু তত্ত্বেন সিদ্ধো ভবতি তদ্‌গৃহী॥৩॥

ভূতশুদ্ধৌ।—সর্ব্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।

মন্ত্রে দ্বিতীয়াহুতি প্রদান করিবে। তৎপর প্রথমে মূল, পরে "প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাং" ইত্যাদি (গ) চিহ্নিত মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে তৃতীয়াহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর মূলের পর "অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে" ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নত মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে চতুর্থাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর "ইদন্তু পাত্রভরিতং" ইত্যাদি (ঙ) চিহ্নিত মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। এই প্রকারে অন্তর্যাগ করিয়া দেহী ব্রহ্মময় হয়। হে মহেশ্বরি! যোগিগণ এবং মুনিগণ কেবল এই প্রকার মানস পূজাই করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহী কেবল মানস পূজা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। বাহ্য ও মানস এই উভয়বিধ পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ৩।

অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ ॥ সকৃৎ পূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ। কিং ,তস্য বাহ্যপূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থং কদর্থনং। উপচারাদ্যভাবে চ বাহ্যপূজা কদর্থনং। বিনোপচারৈর্ষা পূজা সা পূজা ন প্রসীদতি ॥ ৪ ॥

তন্ত্রান্তরে—যদি বাহ্যার্চ্চনাদ্রব্যসম্পত্তিরপি বর্ত্ততে। অন্তর্যাগং বিধায়েত্থং বহির্যাগবিধিঞ্চরেৎ ॥ যামলে—পূজাভাবে মহেশানি হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাং। সর্ব্বপূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে ॥ তন্ত্রগন্ধর্ব্বে,—মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি। যো নরো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ। মাল্যং পদ্মসহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি। কল্পকোটিসহস্রাণি

ভূতশুদ্ধি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—সর্ব্ববিধ বাহ্য পূজাতেই অন্তঃপূজার বিধান আছে—অর্থাৎ বাহ্য পূজা করিতে হইলেই অন্তঃপূজাও করিতে হইবে। হে মহেশ্বরি! একবার কৃত অন্তঃপূজা কোটি বাহ্য পূজার ফল প্রদান করে। যে হেতু উপচারাদির অভাবে বাহ্যপূজা নিষ্ফলা হয়, সুতরাং অন্তঃপূজাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য পূজা বিড়ম্বনা মাত্র। ৪।

তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে,—যদি বাহ্যপূজার উপযোগী দ্রব্যের অসদ্ভাব নাও হয়, তথাপি অন্তর্যাগ করিয়া পরে বাহ্য পূজা করিবে। যামলে বলিয়াছেন, হে মহেশানি! কোন কারণে বাহ্যপূজা করিতে না পারিলে হৃদয়ে ভগবতীর পূজা করিবে এবং ইহাতেই সাধক সকল পূজার ফল লাভ করিতে পারিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন, যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্য দ্বারাও পূজা করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। যে ব্যক্তি মনঃকল্পিত সহস্র পদ্মের মালা

কল্পকোটিশতানি চ। স্থিত্বা দেবীপুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ। মহামায়াং মহাদেবীমর্চ্চয়ামি চ ভক্তিতঃ। নানাবিধৈস্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ। নৈবেদ্যং দেহি দয়তমিতি যো ভাষতে মুহুঃ। সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৫ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামন্তর্যাগবিধিঃ ষষ্ঠোল্লাসঃ ॥

সপ্তমোল্লাসঃ।

—*—

অথানন্দময়ীপূজাং বক্ষ্যামি গুপ্ততান্ত্রিকীং। যাং কৃত্বা শিবসাযুজ্যং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ পূজাগৃহং সমাসাদ্য সাধকেন্দ্রো-

---

দেবীকে প্রদান করে, সে শতকোটি ও সহস্র কোটি কল্পকাল দেবীপুরে বাস করিয়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি "আমি ভক্তির সহিত নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা মহাদেবীর অর্চ্চনা করিব" এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া "নৈবেদ্য দেও" মুহুর্ম্মুহু এই কথা বলে, সে ব্যক্তি সকল লোক জয় করিয়া দেবীলোকে গমন করে। ৫।

ষষ্ঠোল্লাস সমাপ্ত।

অনন্তর গুপ্ততন্ত্রোক্ত আনন্দময়ী পূজার বিধান বলিতেছি;— যে পূজা করিয়া সাধক শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে মহেশ্বরি!

মহেশ্বরি। প্রথমং জলমানীয় পাদপ্রক্ষালনং চরেৎ। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পাদপ্রক্ষালনং চরেৎ। দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। দেবীপূজাং শিবস্যৈব সদা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য তদিতীতি পরন্ততঃ। সদিতি তু সমুচ্চার্য্য কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। স্মরণাৎ কর্ম্মণামাদৌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু তান্ত্রিকে বৈদিকে তথা। স্ববিদ্যাং সংস্মরন্ কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং সর্ব্বপ্রচোদিতাং ॥ ১ ॥

স্থানশোধনমাহ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে।—বীক্ষণং বর্ম্মবীজেন যজ্ঞভূমেঃ সমীরিতং। প্রোক্ষণঞ্চাস্ত্রমন্ত্রেণ যাগভূমেঃ সমাচরেৎ। অজ্ঞাতং দূষিতং স্থানং মার্জ্জনাদৌ চ যদ্ভবেৎ। এবমাদীনি সর্ব্বাণি তস্মাত্তল্লোকনাৎ প্রিয়ে। মধুকৈটভয়োর্ম্মেদঃসংঘাতৈর্দৃঢ়তাং

সাধক পূজা-গৃহে উপস্থিত হইয়া জল আনয়নপূর্ব্বক প্রথমে পাদপ্রক্ষালন করিবে। পাদপ্রক্ষালন উত্তরাস্য হইয়া করা কর্ত্তব্য। দেবীর অর্চ্চনা রাত্রিতে উত্তরাস্য ও দিবসে পূর্ব্বাস্য হইয়া করিবে, কিন্তু শিব পূজা সর্ব্বদাই উত্তরাস্য হইয়া করিবে। প্রথমে প্রণব, অনন্তর তৎ এবং তৎপরে সৎ—অর্থাৎ ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাধক অর্চ্চনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। সকল কার্য্যের পূর্ব্বে ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র স্মরণ করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। সর্ব্বসময়ে সর্ব্ববিধ তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে স্বীয় ইষ্টদেবতার চিন্তা করত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ১।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রানুসারে স্থানশোধন-প্রণালী কথিত হইতেছে,—বর্ম্ম বীজ (হুং) মন্ত্রে প্রথমে যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে যজ্ঞস্থান জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। হে প্রিয়ে! স্থানের যে সকল দোষ মার্জ্জনাদি দ্বারাও বিদূরিত

গতা। মেদিনী সর্ব্বদাহশুদ্ধা স্থরপূজাসু সর্ব্বতঃ। তস্য দোষস্য মোক্ষায় কামবীজং ক্ষিতৌ. লিখেৎ। পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রা নানাগন্ধ-সমন্বিতা। পুষ্পপ্রকরসংকীর্ণা ঘণ্টাচামরভূষিতা। বালার্ক-সদৃশী রম্যা মনঃসন্তোষকারিণী। এবং ভূমিং সমাশ্রিত্য পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং। মন্ত্রৈরাচমনং কুর্য্যাদ্দেবীং ধ্যাত্বা হৃদম্বুজে। আসনে উপবিশেদ্দেবি বদ্ধা বীরাসনাদিকং। উপবিশ্য ততো মন্ত্রী দ্রব্যাণি স্থাপয়েৎ পুরঃ। গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীংশ্চ দক্ষে দীপাংশ্চ সর্ব্বতঃ। নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ। ঘৃতদীপং দক্ষিণে তু তৈলদীপস্তু বামতঃ। বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা

না হয়, মন্ত্রাবলোকনে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধু ও কৈটভাসুরের মেদ-সঙ্ঘাতে এই পৃথিবী সুদৃঢ়া হইয়াছে, অতএব মেদিনী সর্ব্বদাই অপবিত্রা; সুতরাং দেবপূজার অযোগ্যা। উক্ত দোষ শান্তির নিমিত্ত মৃত্তিকায় কাম বীজ (ক্লীঁ) এই মন্ত্র লিখিবে। অনন্তর পূজা স্থান পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা বিচিত্রিত, নানা গন্ধ সম্বলিত, নানা সুগন্ধ পুষ্পাকীর্ণ, ঘণ্টা ও চামর ভূষিত, প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং মনঃসন্তোষজনক করিবে। উক্ত প্রকার স্থানে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রাচমন করত হৃদয়-পদ্মে দেবীর চিন্তা করিয়া বীরাদি আসন বন্ধনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিবে। অনন্তর পূজা-দ্রব্য যথাস্থানে সংস্থাপন করিবে। তাহার ক্রম কথিত হইতেছে।—গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত এবং দীপ দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিবে। নৈবেদ্য দক্ষিণ, বাম অথবা সম্মুখে স্থাপন করিবে, পশ্চাৎ ভাগে স্থাপন করিবে না। প্রদীপ ঘৃত প্রজ্বালিত হইলে দক্ষিণে এবং তৈল প্রজ্বালিত হইলে বামে স্থাপন করিবে। ধূপ বামভাগে কিম্বা পুরোভাগে স্থাপন করিবে,

নতু দক্ষিণে। নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধপুষ্পঞ্চ ভূষণং। সর্ব্বং স্বদক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেশয়েৎ। স্থাপয়েচ্চর্ব্ব্যচোষ্যাদি নৈবেদ্যাদীনি সন্নিধৌ ॥ করয়োঃ ক্ষালনার্থায় পৃষ্ঠে পাত্রং বিনির্দ্দিশেৎ। স্বস্ব শক্ত্যনুরূপেণ সর্ব্বং সম্পাদ্য যত্নতঃ। পূজা-দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্য-শুদ্ধিরিতীরিতা। অন্নং নৈবেদ্যাদিকন্তু পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। সর্ব্বমাচ্ছাদিতং কার্য্যং যাবদাবাহয়েৎ পরাং। রাক্ষসাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি নিরাচ্ছাদনকং যতঃ ॥ ২ ॥

অথ শান্তিকুম্ভপ্রমাণং।—ঐশান্যাং স্থাপয়েৎ কুম্ভং স্বর্ণ তাম্রাদিনির্ম্মিতং। দৈর্ঘ্যে বিশত্যাঙ্গুলন্তু গ্রীবাং বেদাঙ্গুলা-ন্বিতাং। কণ্ঠমর্দ্ধাঙ্গুলং প্রোক্তং মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং। দৃঢ়ং

দক্ষিণ ভাগে নহে। গন্ধ, পুষ্প এবং অলঙ্কার দেবতার পুরো-ভাগে নিবেদন করিবে। সমস্তই স্বদক্ষিণে স্থাপন করিবে, কেবলমাত্র অর্ঘ্য বামে স্থাপন করিবে। এই প্রকারে চর্ব্ব্য চোষ্যাদি নানাবিধ নিবেদনীয় দ্রব্য নিকট স্থাপন করিয়া কর-প্রক্ষালনার্থ পাত্র পৃষ্ঠভাগে স্থাপন করিবে। যত্নপূর্ব্বক স্বশক্ত্যনু-রূপ সকল আয়োজন করিয়া পূজার সমস্ত দ্রব্যে মূল মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ইহাই দ্রব্য শোধন। যাবৎ দেবীর আবাহন করা না হয়, তাবৎ অন্ন, নৈবেদ্য, পুষ্প ও গন্ধাদি সকল দ্রব্য আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, যেহেতু অনাচ্ছাদিত দ্রব্য রাক্ষসেরা গ্রহণ করে। ২।

অনন্তর শান্তি-কুম্ভ-প্রমাণ কথিত হইতেছে।—ঈশান কোণে স্বর্ণ কিম্বা তাম্রাদি নির্ম্মিত কুম্ভ স্থাপন করিবে। উক্ত কুম্ভের দৈর্ঘ্য বিংশতি অঙ্গুল, গ্রীবাদেশ চারি অঙ্গুল, কণ্ঠদেশ

সমতলং কার্য্যং মানঞ্চ তৎপরিকীর্ত্তিতং॥ কুম্ভবিধানন্তু গৌতমীয়ে।—হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ। বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনং। ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ॥ ৩॥

প্রোক্ষণীস্থাপনমাহ গন্ধর্ব্বে ;—পাত্রমস্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দক্ষিণে স্থাপয়েত্ততঃ। শুদ্ধোদকেন সংপূর্য্য মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। প্রোক্ষয়েত্তেন সকলং প্রোক্ষণীস্থেন বারিণা। আধারস্থ-জলশোধনমাহ গন্ধর্ব্বে,—মণ্ডলং বামতঃ কৃত্বা জলেন চতুরস্রকং। ওঁ বষট্‌ কারেণ মন্ত্রেণ মণ্ডলে স্থাপয়েদ্‌ঘটং। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলং

অর্দ্ধাঙ্গুল এবং মুখ অষ্টাঙ্গুল পরিমিত করিবে। এই কুম্ভ দৃঢ় ও সমতল করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিয়াছেন ;—উক্ত কুম্ভ ঐশ্বর্য্যানুসারে স্বর্ণ রৌপ্য বা মৃত্তিকা দ্বারা করিবে। শক্তি বিদ্যমানে কৃপণতা করিবে না ; কৃপণতা করিলে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। উক্ত কুম্ভ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুল, ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ করিবে, ইহার ন্যূন করিবে না। ৩।

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে প্রোক্ষণী স্থাপন বিষয়ে লিখিয়াছেন ,—ফট্‌ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণী-পাত্র জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া স্ব-দক্ষিণে স্থাপন করিবে। পরে ঐ পাত্র পবিত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে মূল মন্ত্র জপ করিবে এবং ঐ পাত্রস্থ জল দ্বারা সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এই প্রকারে আধারস্থ জল-শোধন কথিত হইয়াছে। যথা,—বাম ভাগে জল দ্বারা চতুরস্র মণ্ডল করিয়া ওঁ বষট্‌ এই মন্ত্রে মণ্ডলের উপরি-ভাগে ঘট স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐ ঘটে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিমণ্ডল,

সংপূজ্য পরমেশ্বরি। আনন্দভৈরবং তত্র যজেদানন্দভৈরবীং। যদন্যদ্দূষণং পাত্রে তোয়ে বাহজ্ঞানতো ভবেৎ। তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি পূজার্থং তজ্জলং ভবেৎ॥ ৪ ॥

অর্ঘবারি পরিষ্কৃত্য তৎক্রমং কথ্যতেহধুনা। অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ। মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং। স্মৃতং। প্রণবেন দশধা মন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ। ফট্‌কারেণ প্রোক্ষয়েচ্চ বীজেনাভ্যর্চ্চয়েৎ সুরান্। গাং বাং ক্ষাং যাঞ্চ বীজানি উক্তানি পরমেশ্বরি। গণেশবটুকক্ষেত্রপালাংশ্চ যোগিনীং যজেৎ। পূজয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ॥ বিশ্বসারে—এষাং পূজাং বিলঙ্ঘ্যাথ ন সিদ্ধিঃ স্যাদ্‌যুগে যুগে ॥ ৫ ॥

উত্তরাদিক্রমেণৈব দ্বারপালান্ সমর্চ্চয়েৎ। ব্রহ্মাণং বাস্তু-

আনন্দভৈরব এবং আনন্দভৈরবীর পূজা করিবে। যদি জলে কিম্বা তৎপাত্রে অজ্ঞান বশতঃ কোন দোষ থাকে তাহা উক্ত প্রক্রিয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং ঐ জল পূজোপযোগী হয়। ৪।

সম্প্রতি অর্ঘ্য স্থাপন কথিত হইতেছে। ফট্ এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে তৎপাত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। অনন্তর জলে ওঁ এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। তৎপরে চতুর্দ্বারে "গাং গণেশায় নমঃ, বাং বটুকায় নমঃ, ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, যাং যোগিন্যৈ নমঃ" এই চারি মন্ত্রে ক্রমে গণেশাদি দেবচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে, 'এই সকল দেবতার পূজা না করিয়া যুগযুগান্তরেও (বহু প্রয়াসে ও) সিদ্ধি লাভ হয় না। ৫।

অনন্তর উত্তরাদি ক্রমে দ্বারপালগণের অর্চ্চনা করিয়া

দেবঞ্চ পূজয়েদ্‌গৃহমধ্যতঃ। আসনে মণ্ডলং কৃত্বা সংপূজ্যা-বাহয়েৎ সুধীঃ। বিশোধ্য বাক্কায়চিত্তং ভূমিং সম্যগ্বিশোধয়েৎ। ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ। অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ উর্দ্ধোর্দ্ধমপ্যধ-স্তথা। দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রেণ চান্তরীক্ষগান্। পার্ষ্ণিঘাতৈ-স্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ॥ বিশ্বসারে—অনিমেষচক্ষুষা দৃষ্টির্দিব্যদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৬॥

করশুদ্ধির্যামলে।—প্রাগুদীচিমুখো বাপি সুপুষ্পৈর্মার্জয়েৎ করং। মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি তৎ পুষ্পং বামতস্ত্যজেৎ॥ মন্ত্রমাহ যামলে।—ভৌতিকঃ শশিকলাসমন্বিতো বহ্নিষোড়শকলাসমন্বিতঃ। ঙেন্তমন্ত্র-

গৃহমধ্যে ব্রহ্মা ও বাস্তুদেবের পূজা করত আসনে মণ্ডল করিয়া পূজা ও আবাহনাদি সমাপ্ত করত বাক্য, দেহ ও চিত্ত শোধনপূর্ব্বক "ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে যাগভূমি শোধন করিবে। অনন্তর সাধক নির্নিমেষ নয়নে উর্দ্ধোর্দ্ধ ও অধো দিকে দৃষ্টি করত "হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে দিব্য বিঘ্নোৎসারণ করিবে। 'ফট্' এই মন্ত্রে অন্ত-রীক্ষগত বিঘ্নোৎসারণ এবং মৃত্তিকায় বাম পাদের পার্ষ্ণি (পায়ের গোড়ালি) দ্বারা ভৌম বিঘ্নোৎসারণ করিবে। বিশ্ব-সার তন্ত্রে বলিয়াছেন,—অনিমেষ নয়নে দর্শনই ঋষিগণ কর্ত্তৃক দিব্য দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৬।

যামলে করশুদ্ধি বিষয়ে বলিয়াছেন,—হে দেবেশি! প্রাঙ্মুখ কিম্বা উদঙ্মুখ হইয়া সগন্ধ পুষ্প দ্বারা কর মার্জ্জন করত মূলমন্ত্রে সেই পুষ্প বামভাগে নিক্ষেপ করিবে। যামলে করশুদ্ধির মন্ত্র বলিয়াছেন। যথা,—প্রথমে নাদবিন্দুযুক্ত ঐকার, তৎপর রেফ,

অথ ফট্ সমন্বিতং শুদ্ধয়ে মনুরয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ। ভৌতিকঃ ঐকারঃ শশিকলা নাদবিন্দুর্ব্বহ্নীরেফস্তেন ঐঁ রঃ অস্ত্রায় ফট্। শুদ্ধয়ে করশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ॥ তন্ত্রগান্ধর্ব্বেঽপি—গৃহীত্বা রক্তপুষ্পঞ্চ সগন্ধং সাধকোত্তমঃ। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতং। সম্মার্জ্য সব্যহস্তেন বামেন পাণিনা ততঃ। নির্ম্মঞ্জ্য কামবীজেন চাঘ্রায় বাগ্ভবেন তু। ঐশান্যাং নিক্ষিপেদেতচ্ছরবীজেন পার্ব্বতি॥ তত্রৈব।—মর্দ্দনাৎ করয়োঃ শুদ্ধির্নির্ম্মঞ্জনাত্তু পৃষ্ঠয়োঃ। ঘ্রাণাদ্দেবাশ্চ তুষ্যন্তি তীর্থানাঞ্চ সমাগমঃ। ক্ষেপণাৎ সর্ব্ববিঘ্নানাং দূরসংস্থানমেব চ। দুর্গন্ধোচ্ছিষ্টসংস্পর্শদূষণং করয়োস্তু যৎ। অজ্ঞানরূপস্তৎ সর্ব্বং নাশয়েদ্বিধিনামুনা। করশুদ্ধিং সমাসাদ্য কুর্য্যাত্তালত্রয়ং ততঃ। উর্দ্ধোর্দ্ধমস্ত্রমন্ত্রেণ দিগ্বন্ধমপি দেশিকঃ। দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভির্দ্দশভিঃ কারয়েৎ সুধীঃ। বিঘ্নমুৎসারিতং কৃত্বা ততঃ

তৎপর বিসর্গ, তৎপর চতুর্থ্যান্ত অস্ত্র পদ, তৎপর ফট্, ইহাতে “ঐঁ রঃ অস্ত্রায় ফট্” এই মন্ত্র হইল। তন্ত্রগন্ধর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—সাধক সগন্ধ রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া ‘ঐঁ রঃ অস্ত্রায় ফট্’ এই মন্ত্রে হস্ত দ্বয় মার্জ্জন করিবে। অনন্তর ‘ক্লীঁ’ এই মন্ত্রে নির্ম্মঞ্জন করিয়া ‘ঐঁ’ মন্ত্রে সেই পুষ্প আঘ্রাণ করত ‘ঐঁ’ মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে নিঃক্ষেপ করিবে। পুষ্পের মর্দ্দনে করতলদ্বয়ের শুদ্ধি, নির্ম্মঞ্জনে করপৃষ্ঠের শুদ্ধি এবং ঘ্রাণে দেবগণের সন্তোষ ও তীর্থসমাগম হয়। পুষ্পক্ষেপণে সর্ব্ব বিঘ্ন বিদূরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় করের দুর্গন্ধ ও উচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শজনিত অজ্ঞাত দোষ সকল বিদূরিত করে। অনন্তর ‘ফট্’ এই মন্ত্রে ক্রমে উর্দ্ধোর্দ্ধে করতালিকা ত্রয় করিয়া ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করিবে। তৎপর পুষ্প শোধন করিবে। অনন্তর

পুষ্পং বিশোধয়েৎ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং নমেৎ॥ গুরুত্রয়মাহ তন্ত্রে,—গুরুং পরমগুরুঞ্চৈব পরাপরগুরুন্তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবীং নমেৎ প্রিয়ে॥ ৭॥

গন্ধর্ব্বে—ভূতশুদ্ধিশ্চর্ষিন্যাসঃ পীঠন্যাসস্তথৈব চ। করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাস এব চ। বিদ্যান্যাসো মহেশানি যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ। এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যঞ্চান্যৎ প্রকীর্ত্তিতং। দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ। ন দেবঃ পূজয়েদ্দেবং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ॥ বাশিষ্ঠরামায়ণে।—অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ। বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমহং বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ॥ ভারতে—নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ। নাবিষ্ণুঃ

কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে গুরুত্রয়ের নমস্কার করিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।—গুরু, পরম গুরু এবং পরাপর গুরু এই গুরুত্রয়। দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশকে এবং মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিবে। ৭।

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—ভূতশুদ্ধি, ঋষিন্যাস, পীঠন্যাস, করন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস, বিদ্যান্যাস,—এই সকল কার্য্য নিত্য এবং অন্য সকল কাম্য। এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে দেহী দেবময় হয়। উক্ত ভূতশুদ্ধ্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি দেবস্বরূপতা—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই দেবপূজায় অধিকারী। অদেব—অর্থাৎ উক্ত অনুষ্ঠান সকল দ্বারা যাহার চিত্ত শুদ্ধি জন্মে নাই, তাদৃশ ব্যক্তি দেব-পূজায় অধিকারী নহে। উক্ত ব্যক্তি দেব পূজা করিলে তাহা সফল হয় না। বাশিষ্ঠ-রামায়ণে কথিত হইয়াছে,—অবিষ্ণু বিষ্ণুপূজা করিলে পূজাফলভাগী হয় না, অতএব বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণু পূজা করিবে। ভারতে বলিয়াছেন,—অবিষ্ণু ব্যক্তি বিষ্ণুর

সংস্মরেদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ॥ ভবিষ্যে—নারুদ্রঃ সংস্মরে-দ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চয়েৎ। নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমা-প্নুয়াৎ। নাদেবী কীর্ত্তয়েদ্দেবীং নাদেবী তাং সমর্চ্চয়েৎ। ন্যাসা-ত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বা তু তাং যজেৎ॥ আগ্নেয়ে—রুদ্রস্য পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণুপূজনাৎ। সূর্য্যঃ স্যাৎ সূর্য্যপূজাতঃ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ। শক্তিপূজনাৎ শক্ত্যাদিপূজনাৎ। আদি-পদাদ্গাণেশাদিপরিগ্রহঃ। যেনৈব ন্যাসমাত্রেণ দেববজ্জায়তে নরঃ। প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈন্যাসৈর্দ্দেবশরীরভৃৎ। ন্যাসানাং প্রচুরত্বেন ফলানামপি ভূরিতা॥ ৮॥

তন্ত্রগান্ধর্ব্বে।—স্বভাবতঃ সদাঽশুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ। মল-

---

নাম ও গুণাদ্যংকীর্ত্তন করিবে না, বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না এবং বিষ্ণু স্মরণ করিবে না; সুতরাং তাহার বিষ্ণু প্রাপ্তিও হইবে না। ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন,—অরুদ্র ব্যক্তি রুদ্রস্মরণ, রুদ্রপূজা ও রুদ্র নাম-গুনাদি কীর্ত্তন করিবে না এবং তাহার রুদ্রপ্রাপ্তিও হইবে না। অদেবী দেবীর নাম-গুণাদি কীর্ত্তন এবং দেবীর পূজাকার্য্যে অধিকারী নহে। ন্যাসাদি দ্বারা যে তন্ময় হইতে—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, পূর্ব্বোক্ত অবিষ্ণ্বাদি শব্দে তাহাকেই বুঝাইয়াছে। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে,—সাধক রুদ্রের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণুত্ব, সূর্য্যের অর্চ্চনা করিলে সূর্য্যত্ব এবং শক্ত্যাদির অর্চ্চনা করিলে শক্ত্যাদিদেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এইস্থলে শক্ত্যাদি পদের, আদি শব্দ দ্বারা গণেশাদি পদও গ্রাহ্য হইয়াছে। ন্যাস, প্রাণায়াম এবং ধ্যান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ন্যাসের প্রাচুর্য্যে ফলাধিক্য হয়। ৮।

মূত্রসমাযুক্তং সর্ব্বদৈব মহেশ্বরি। তস্যৈব হি বিশুদ্ধ্যর্থং বায়ুগ্নি-সলিলাক্ষরৈঃ। চন্দ্রবীজেন দেবেশি পৃথ্বীবীজেন দেশিকঃ। শোষদাহৌ তথা ভস্মপ্রোৎসারণামৃতবর্ষণং। আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ। শরীরাকারভূতানাং মলানাং যদ্বিশোধনং। অব্যক্তব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং শিবে। ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থমর্ঘ্যাদি-স্থাপনঞ্চরেৎ। বিদধ্যান্মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাসমনন্তরং। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদৃষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ। ন্যাসৌ করাঙ্গয়োঃ কৃত্বাত্মানং ভগবতীং স্মরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাত্তত্ত্বত্রয়মিদং স্মৃতং। অর্ঘ্যং সংস্থাপ-য়েন্মন্ত্রী যথান্যাসং বিধানতঃ। ত্রিকোণষট্‌কোণবৃত্তচতুরস্রাণি কার-য়েৎ। পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রী তত্রাধারং নিবেশয়েৎ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। পূজয়িত্বার্ঘ্যপাত্রন্তু তত্রৈব স্থাপয়েদ্‌বুধঃ।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—হে মহেশ্বরি! পঞ্চভূতাত্মক, মল ও মূত্র সমাযুক্ত দেহ স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই অপবিত্র, অতএব ইহার বিশুদ্ধির নিমিত্ত "যং রং বং ঠং লং" এই সকল মন্ত্রে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিয়া দেহের শোষণ, দাহ, ভস্মপ্রোৎসারণ, অমৃত বর্ষণ এবং আপ্লাবন করিবে। অব্যক্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর ব্রহ্মের সংস্পর্শে দেহাত্মক পঞ্চভূতের মল বিশোধনই ভূতশুদ্ধি। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিয়া অর্ঘ্য স্থাপনাদি করিবে। অনন্তর মাতৃকা-ন্যাস এবং তৎপর মন্ত্রন্যাস, তৎপর প্রাণায়াম, তৎপর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। অনন্তর করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিয়া আপনাকে ভগবতী বলিয়া মনে করিবে। অতঃপর প্রাণায়ামত্রয় করিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। যথা,—প্রথমে পুরোভাগে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে এবং ঐ ত্রিকোণ-বহির্ভাগে ষট্‌কোণ, তদ্বহির্ভাগে বৃত্ত এবং তদ্বহির্ভাগে চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলা-

ফড়িতি প্রক্ষালনং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নম ইত্যাদি চ পূজয়েৎ। মূলেনাপূর্য্য দেবেশি বিমলেন জলেন তু। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। তত্রাক্ষতানি পুষ্পাণি দূর্ব্বাদি চ বিনিক্ষিপেৎ। মূলমন্ত্রং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা অঙ্গমন্ত্রং প্রবিন্যসেৎ। হৃন্মন্ত্রেণাভিসংপূজ্য হস্তাভ্যাং ছাদয়েদপঃ। হস্তাভ্যামিতি মৎস্যমুদ্রয়া ইত্যর্থঃ। অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ। ধেনুমুদ্রাং সমাসাদ্য বোধয়েচ্চক্রমুদ্রয়া। অমৃতং তজ্জলং চিন্ত্য দ্রব্যসংপ্রোক্ষণঞ্চরেৎ। গন্ধপুষ্পাক্ষতযবাঃ কুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ। সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীরিতং। শিববিষয়ে গৃহিণাং সগর্ভৈব দূর্ব্বা যথা।—

ত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে মণ্ডলে পূজা করত ‘ফট্’ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র মণ্ডলে সংস্থাপন করিয়া “অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র নির্ম্মল জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া জলে “উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপর অক্ষত (আতপচাউল) পুষ্প ও দূর্ব্বাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক তজ্জল স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপর অঙ্গমন্ত্র ন্যাসপূর্ব্বক “নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া মৎস্য মুদ্রা দ্বারা তজ্জল আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর “ফট্” এই মন্ত্রে সংরক্ষণ এবং ‘হুঁ’ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক চক্রমুদ্রা দ্বারা তজ্জল প্রবোধিত করিবে। অনন্তর তজ্জল অমৃতস্বরূপ চিন্তা করিয়া তদ্দ্বারা সকল পূজোপকরণ-সামগ্রী প্রোক্ষণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা সকল দেবতাকেই অর্ঘ্য

অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যান্মচ্ছিরোপরি। জন্মন্যত্র দরিদ্রঃ স্যাদন্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ৯॥

অর্ঘ্যপাত্রস্থিতৈস্তোয়ৈর্ব্বিনা যত্তু নিবেদনং। দেবেভ্যো দীয়তে যদ্যত্তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ। অর্ঘ্যস্যোত্তরতঃ কার্য্যং পাদ্যমাচনীয়কং। সামান্যার্ঘ্যক্রমেণৈব পাত্রসংস্থাপনঞ্চরেৎ। তৎপার্শ্বে মধুপর্কঞ্চ দদ্যাত্তু মধুমিশ্রিতং। এতৎশ্যামাকদূর্ব্বাজবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতং। পাদ্যং পাত্রে চ দাতব্যমর্ঘ্যঞ্চৈবার্ঘ্যপাত্রকে। জাতীলবঙ্গককোলৈর্দ্দদ্যাদাচমনীয়কে। সামান্যার্ঘ্যক্রমেণৈব পাত্রসংস্থাপনঞ্চরেৎ॥ ১০॥

অথ মাতৃকান্যাসঃ।—আদৌ দ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পশ্চাত্তন্ত্রো-

প্রদান করিবে। মহাদেবকে গৃহীরা সগর্ভ দূর্ব্বাই প্রদান করিবে, অন্তঃশূন্য দূর্ব্বা প্রদান করিবে না। এ বিষয়ে শিবের উক্তি যথা,—অন্তঃশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা যে আমার মস্তকে অর্পণ করে সে বর্ত্তমান জন্মে দরিদ্র হইয়া অন্তে নরকে গমন করে। ৯।

অর্ঘ্য-পাত্রস্থ জল মিশ্রিত না করিয়া যে কোন দ্রব্য দেবতাকে অর্পণ করা হয় তৎ সমস্তই নিষ্ফল জানিবে। অর্ঘ্য পাত্রের উত্তরদেশে পাদ্য ও আচমনীয় পাত্র (অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন ক্রমানুসারে) স্থাপন করিবে। পাদ্য ও আচমনীয়ের পার্শ্বে মধুমিশ্রিত মধুপর্ক স্থাপন করিবে। শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্মপুষ্প, কিম্বা অপরাজিতা পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে। জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোলচূর্ণযুক্ত জল দ্বারা আচমনীয় প্রদান করিবে। পাদ্য ও পাত্রাভ্যন্তরে সংস্থাপন করিবে। সকল পাত্র সামান্যার্ঘ্যপাত্র স্থাপনক্রমে—অর্থাৎ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে স্থাপন করিবে। ১০।

দিতান্ ন্যসেৎ। মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা। সুষুম্নান্তঃ পরা জ্ঞেয়া অপরা দেহমাশ্রিতা ॥ ১১ ॥

অথ মাতৃকাষড়ঙ্গন্যাসঃ। জ্ঞানার্ণবে,—অং আং মধ্যে কবর্গন্তু ইং ঈং মধ্যে চবর্গকম্। উং ঊং মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকং। ওং ঔং মধ্যে পবর্গন্তু অং অঃ মধ্যে যবর্গকং। মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং ধ্যায়েদ্দেবীং চিদাত্মিকাম্। বিন্দুশ্রুতসুধাসারৈস্তর্পয়ন্মাতৃকাং ন্যসেৎ। অথান্তর্মাতৃকান্যাসং শৃণুষ্ব কমলাননে। দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ। দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ। দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকরাদী-

---

মাতৃকান্যাস।—প্রথমে পূজোপকরণ দ্রব্য সংস্কার করিয়া পরে মাতৃকান্যাস করিবে। মাতৃকা দ্বিবিধা,—পরা এবং অপরা। যিনি সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিতা, যোগিগণ তাঁহাকে পরা বলেন। আর যিনি শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অপরা নামে অভিহিতা। ১১।

মাতৃকা ষড়ঙ্গন্যাস। জ্ঞানার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই প্রকার ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত ব্যাপিনী কুণ্ডলিনীর ধ্যান করত বিন্দুশ্রুত অমৃত ধারা দ্বারা দেবীর তর্পণ করত মাতৃকান্যাস করিবে। হে কমলাননে! সম্প্রতি অন্তর্মাতৃকা ন্যাস শ্রবণ কর। কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল কমলে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবে। দ্বাদশদল হৃৎসরোরুহে কাদি দ্বাদশ বর্ণ ন্যাস করিবে। দশপত্রান্বিত নাভি-

ন্যস্তেদ্দশ। ষট্‌পত্রলিঙ্গমধ্যস্থে বকারাদীন্ন্যসেচ্চ ষট্। আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্বাদীন্ চতুর্দ্দলে। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। একৈকবর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাদ্‌ভ্রুবান্তিকম্। নমোন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ভ্রুবান্তিকমিত্যর্থঃ। সারদায়াং—বাহ্যং বৈ মাতৃকান্যাসং শৃণুষ্বাবহিতা মম। ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েংসকে। ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বপাণিপাদযুগে তথা। জঠরাননয়োর্ন্যস্তেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্॥ মাতৃকান্যাসমুদ্রামাহ মানসোল্লাসে—মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈরেবাথবা ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগান্ন্যসেদ্বা সর্ব্বকর্ম্মসু॥ গৌতমীয়ে—চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবল

কমলে ডকারাদি দশ বর্ণ ন্যাস করিবে। লিঙ্গমধ্যস্থ ষট্‌পত্র পদ্মে বকারাদি ষড়্‌বর্ণ ন্যাস করিবে। চতুর্দ্দল আধার পদ্মে বকারাদি বর্ণ চতুষ্টয় ন্যাস করিবে। ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল সরোরুহে হ ক্ষ এই বর্ণ দ্বয় ন্যাস করিবে। ক্রম যথা,—এক একটি বর্ণোচ্চারণ করিয়া তদন্তে 'নমঃ' এই মন্ত্র যোগ করত—অং নমঃ, আং নমঃ, ইত্যাদি রূপে মূলাধার হইতে ভ্রূর সমীপ পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ইহাই আন্তর মাতৃকান্যাস। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে,—বাহ্যমাতৃকান্যাস বলিতেছি, অবহিতা হইয়া শ্রবণ কর। ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখ, হস্তপাদ সন্ধি ও হস্ত-পাদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, বামবাহু-মূল, ককুদ, দক্ষবাহু মূল, হৃদাদি পাদ, হৃদাদি হস্ত ও হৃদাদি মুখ এই সকল স্থানে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিবে। মাতৃকান্যাসমুদ্রা মানসোল্লাসে কথিত আছে,—মনে মনে কিম্বা পুষ্প দ্বারা, অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও

বিন্দুসংযুতা। সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং কথয়ামি তে। বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়কা। সবিসর্গা পুত্রদাত্রী সবিন্দুর্ব্বিন্দু দায়িনী। বিন্দুদায়িনী মোক্ষদায়িনীত্যর্থঃ। ধনং যশস্তথায়ুষ্যং কলিক ল্মষনাশনম্। যঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসং স এব শ্রীসদাশিবঃ॥ ১২॥

অথ বিদ্যান্যাসঃ। নবরত্নেশ্বরে,—মূর্দ্ধ্নি মূলে চ হৃদয়ে নেত্র-ত্রিতয় এব চ। শ্রোত্রয়োর্যুগলে দেবী মুখে চ ভুজয়োঃ পুনঃ। পৃষ্ঠে জান্বোস্তথা নাভৌ বিদ্যান্যাসং সমাচরেৎ। এবং ন্যাসকৃতঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পশুপতিঃ স্বয়ম্। ফেৎকারিণীতন্ত্রে—ওঁকারসংপুটী-কৃত্য মূলেন ব্যাপকং ন্যসেৎ। পঞ্চধা নবধা বাপি ন্যসেদ্বা সপ্তধা যথা। মূলমুচ্চার্য্য শিরআদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিশিরোঽন্তং হৃদাদি-মুখান্তং ব্যাপকং ন্যসেদিত্যর্থঃ। ইতি বিদ্যান্যাসঃ॥ ১৩॥

অনামিকা দ্বারা ন্যাস করিবে। গৌতমীয়ে কথিত আছে,—মাতৃকা চারি প্রকার।—কেবলা, বিন্দুসংযুতা, সবিসর্গা, সোভয়া। কেবলা মাতৃকা বিদ্যা, সোভয়া ভোগ, সবিসর্গা পুত্র এবং বিন্দু সংযুতা মাতৃকা মোক্ষ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি মাতৃকান্যাস করে, তাহার ধন, যশঃ ও আয়ুর্বৃদ্ধি এবং কলুষক্ষয় হয়। সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ সদাশিব তুল্য। ১২।

অনন্তর বিদ্যান্যাস কথিত হইতেছে। নবরত্নেশ্বরে বলিয়া-ছেন,—মস্তক, মূলাধার, হৃদয়, নেত্রত্রয়, কর্ণযুগল, মুখ, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, জানুদ্বয় এবং নাভিতে বিদ্যান্যাস করিবে। উক্ত ন্যাসে কৃতা-ভ্যাস হইলে পশুও পশুপতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ফেৎকারিণী তন্ত্রে কথিত আছে,—ওঁকার পুটিত মূল মন্ত্রে—অর্থাৎ মূলমন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে ওঁকার যোগ করিয়া শির অবধি পাদ পর্য্যন্ত, পাদাবধি শিরঃ

বিশুদ্ধেশ্বরে—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাদ্বিত্থয়া তদনন্তরম্। পূরকং বামনাড্যাস্তু কুর্য্যাৎ ষোড়শধা জপৈঃ। কুম্ভকং মধ্যনাড্যাস্তু চতুঃষষ্টিজপাত্ততঃ। রেচকং পিঙ্গলায়াস্তু তদৰ্দ্ধজপসংখ্যয়া। বিপরীতং ততঃ কুর্য্যাদ্যথাশক্ত্যা তু সাধকঃ। তদশক্তৌ চতুর্থ্যাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ। চতুর্থ্যাপীতি মূলবিদ্যায়াশ্চতুৰ্ব্বারজপেন পূরকং, ষোড়শবারজপেন কুম্ভকমষ্টবারজপেন রেচকমিত্যর্থঃ। তত্রাপ্যশক্তৌ সময়াঙ্কমাতৃকায়াম্।—ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং সকৃচ্চ মূলবিদ্যয়া। মধ্যনাড্যা কুম্ভয়েচ্চ বেদসংখ্যা বরাননে। নেত্রসংখ্যাক্রমেণৈব চেরয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা। পুনঃপুনঃ ক্রমেণৈব

পর্য্যন্ত এবং হৃদয়াবধি মুখ পর্য্যন্ত নয় বার, সাত বার, কিম্বা পাঁচ বার ব্যাপকন্যাস করিবে। ১৩।

প্রাণায়াম। বিশুদ্ধেশ্বরে কথিত হইয়াছে,—ইষ্ট মন্ত্রে তিন বার প্রাণায়াম করিবে। যথা,—দেবতার মূল মন্ত্র ষোড়শ বার জপ দ্বারা বাম নাড়ীতে বায়ু পূরণ করিবে, তৎপরে চতুঃষষ্টি বার জপ দ্বারা মধ্য নাড়ীতে কুম্ভক করিবে এবং তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ বার জপ দ্বারা পিঙ্গলা নাড়ীতে রেচন করিবে। পুনর্ব্বার ষোড়শ বার জপ দ্বারা পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ুর পূরণ করিবে, তৎপরে চতুঃষষ্টি বার জপ দ্বারা মধ্য নাড়ীতে কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার জপ দ্বারা বাম নাড়ীতে বায়ুর রেচন করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে চারিবার জপ দ্বারা পূরক, ষোড়শ বার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং আট বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। সময়াঙ্ক মাতৃকায় উক্ত হইয়াছে,—যদি ইহাতেও অশক্ত হয় তাহা হইলে একবার জপ দ্বারা পূরক, চারিবার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দুই বার জপ দ্বারা রেচন করিবে। সর্ব্ববিধ

যথা বারত্রয়ং ভবেৎ। বাহ্যাদাপূরণং বায়োরুদরে পূরকং ভবেৎ। সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্দ্ধারণং কুম্ভকো ভবেৎ। বহির্যদ্রেচনং বায়োরুদরাদ্রেচকো হি সঃ॥ জ্ঞানার্ণবে—কনিষ্ঠানামিকা-ঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারনম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা। প্রাণায়ামং বিনা দেবি পূজনে নাস্তি যোগ্যতা॥ ১৪॥

যামলে,—ঋষিন্যাসং মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কেজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিন্তু পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ। ঋষিচ্ছন্দো দেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদা। জপ্যতে সাধকোপ্যেষ তত্র তন্ন ফলং লভেৎ। তত্তৎ প্রকরণীয়মৃষিচ্ছন্দ ইত্যাদিকং ন্যসেদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

করাঙ্গন্যাসমাহ সারদায়াং,—অঙ্গুষ্ঠাদিষঙ্গুলীষু ন্যসেদঙ্গৈঃ সজাতিভিঃ। সঙ্গৈস্তত্তৎকল্পোক্তমন্ত্রৈঃ সজাতিভিঃ নম আদিভিঃ।

প্রাণায়ামই তিন বার করিবে। বহির্ভাগ হইতে উদরে বায়ু পূরণের নাম পূরক, পূর্ণকুম্ভবৎ বায়ু ধারণ করার নাম কুম্ভক, উদর হইতে বহির্ভাগে যে বায়ুর রেচন তাহাকে রেচক বলে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যে নাসা পুট ধারণ তাহাই প্রাণায়াম জানিবে। হে দেবি! প্রাণায়াম না করিলে দেবার্চ্চনে যোগ্যতা জন্মে না। ১৪।

যামলে বলিয়াছেন,—ঋষিন্যাস মস্তকে, ছন্দ মুখে, দেবতা হৃদয়ে, বীজ গুহ্যদেশে, শক্তি পাদযুগলে এবং কীলকন্যাস সর্ব্বাঙ্গে করিবে। ঋষি, ছন্দ এবং দেবতান্যাস না করিয়া জপ করিলে তাহা সফল হয় না। ঋষ্যাদি ন্যাস তত্তদ্দেবতা-প্রকরণ অনুসারে কর্ত্তব্য। ১৫।

অথ করাঙ্গন্যাস। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—তত্তৎ দেবতা-

জ্ঞানার্ণবে,—নমঃ স্বাহা বষট্ হুং বৌষট্ ফড়ন্তাঃ সজাতয়ঃ। হৃচ্ছিরঃ শিখাকবচনেত্রত্রয়ং তথাস্ত্রকম্। সারদায়াম্,—অস্ত্রং তত্তলয়োর্ন্যস্য কুর্য্যাত্তালত্রয়াদিকম্। দিশস্তেনৈব বধ্নীয়াচ্ছোটিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥১৬॥

অথাঙ্গন্যাসঃ। হৃদয়াদিষু সংন্যস্যেদঙ্গমন্ত্রাংস্তথা সুধীঃ। হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা। শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গমন্ত্রমিত্যুক্তং ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ॥ রুদ্রযামলে—হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা। দভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গকৢপ্তিরিয়ং মতেতি। তিসৃভিরিতি তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়

প্রকরণোক্ত মন্ত্রে সজাতি মন্ত্র—অর্থাৎ নমঃ, স্বাহা, বষট্ ইত্যাদি মন্ত্র যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে বলিয়াছেন,—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্, ইহারা সজাতি মন্ত্র। হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় ও করতল এই সকল স্থানে ন্যাস করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—অস্ত্র-মন্ত্রে উভয় করতলে ন্যাস করিয়া তালত্রয় প্রদান করিবে এবং সেই মন্ত্রে ছোটিকাসমূহ দ্বারা দিক্‌বন্ধন করিবে। ১৬।

অথ অঙ্গন্যাস।—সাধক অঙ্গমন্ত্রে হৃদয়াদি অঙ্গে অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অস্ত্রায় ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—হৃদয়ে মধ্যমা, অনামা এবং তর্জ্জনী দ্বারা, মস্তকে মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা, শিখাতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, কবচে দশাঙ্গুলি দ্বারা, নেত্রে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনা-

ক্রমাৎ। ভৈরবতন্ত্রে—ষড়ঙ্গানি ন্যসেন্মন্ত্রী ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাক্রমম্। তন্ত্রে—অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া দীর্ঘয়াচরেৎ ॥ সারাবল্যাং।—যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা। কুলচূড়ামণৌ।—একাক্ষরমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং বীজং পরং শক্তিরিতি। ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গাদিকল্পনা॥ কালীবিদ্যায়াং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে।—স্বরং বিহায় বীজে তু দীর্ঘষট্কানি যোজয়েৎ। ষড়ঙ্গানি বিধেয়ানি সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ। পূজাজপার্চ্চনহোমাঃ সিদ্ধমন্ত্রাহুতা অপি। অঙ্গন্যাসেন বিহীনা ন দাস্যন্তি ফলান্যমী॥ ১৭॥ ইতি নিত্যন্যাসঃ॥

স্বস্বকল্পোক্তষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ। ষোঢ়ান্যাসশরীরস্তু ভবেদ্-

মিকা দ্বারা, করতলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ন্যাস করিবে। ভৈরবতন্ত্রে বলিয়াছেন,—ষড়ঙ্গন্যাস যথাক্রমে তিনবার অথবা একবার করিবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,— মায়াজীবের সহিত দীর্ঘস্বর সংযোগ করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। সারাবলীতে বলিয়াছেন,—যে দেবতার যাহা আদি বীজ তদ্দ্বারাই করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। কুলচূড়ামণিতে কথিত হইয়াছে,—একাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বভাগ বীজ, পরভাগ শক্তি; অতএব বীজ—অর্থাৎ মন্ত্রের স্বর পরিত্যাগ করিলে যাহা থাকে, তাহাতে দীর্ঘস্বর সংযোগ করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। কালীবিদ্যা বিষয়ে স্বচ্ছন্দসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে,—বীজের স্বর পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে ছয়টী দীর্ঘস্বর সংযোগ করিবে। সকল দেবপূজাতেই এইরূপ বিধান জানিবে। অঙ্গন্যাস না করিয়া পূজা, জপ এবং হোমাদি করিলে কোন ফলই হয় না। ১৭।

অথ ষোঢ়ান্যাস।—পূজা ও জপ করিতে না পারিলেও ষোঢ়া-

গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্। অবশ্যং প্রত্যহং কার্য্যং ন পূজা ন জপস্তথা। কৃতেঽপি সাধকশ্রেষ্ঠো মহাদেবসমো ভবেৎ। কৃতন্যাসোঽকৃতন্যাসং প্রণমেদ্‌যদি পার্ব্বতি। তৎক্ষণাদকৃতন্যাসো বিদীর্ণহৃদয়ো ভবেৎ। যং নমন্তি মহাদেবি ষোঢ়াপুটিতবিগ্রহাঃ। অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া। ন্যাসং নিবর্ত্তয়েদ্দেবি ষোঢ়ান্যাসপুরঃসরম্ ॥ ১৮ ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে।—আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্দিব্যস্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্। দিব্যমূর্দ্ধ্নি মহাচ্ছত্রং সহস্রদলনির্ম্মিতম্। রত্নাসনোপবিষ্টন্তু লাক্ষারুণগৃহস্থিতম্। তাম্বুলরক্তবদনং নানাগন্ধসমন্বিতম্। চন্দনাগুরুলিপ্তাঙ্গং রক্তচন্দনভূষিতং। সর্ব্বালঙ্কারভূষাঢ্যং দেবীরূপকৃতবিগ্রহং। সুগন্ধিপুষ্পাভরণবস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতং। তস্য হস্তগতা

ন্যাস প্রত্যহ অবশ্য করিবে। সর্ব্বদা ষোঢ়ান্যাস করিলে সাধক শিবতুল্যতা প্রাপ্ত হয়। ষোঢ়ান্যাস স্বস্বকল্লোক্ত করিবে। যদি কৃতন্যাস ব্যক্তি অকৃতন্যাস ব্যক্তিকে প্রণাম করে তাহা হইলে অকৃতন্যাস ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণহৃদয় হয়। হে দেবি! ষোঢ়াপুটিত দেহ সাধক যাহাকে নমস্কার করে সে তৎক্ষণাৎ ক্ষীণায়ু হয়। দেবতারাও ইহাঁর ভয়ে কম্পিত হয়েন। সর্ব্ববিধ ন্যাসের পূর্ব্বে ষোঢ়ান্যাস করিবে। ১৮।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে কথিত আছে, যে সাধক শ্বেত ও রক্তচন্দন, অগুরু, সুগন্ধি পুষ্প, উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত হইয়া দেবীরূপ ধারণে সুরসুন্দরীগণ-পরিবেষ্টিত, সহস্রদলছত্র-পরিশোভিতমস্তক, লাক্ষারসারুণবর্ণ-নিকেতনে রত্ন-বিনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট, তাম্বূলরাগে রক্তাধর, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য সংলিপ্তদেহ পরামাত্মার ধ্যান করেন, অচিরে তাহাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি

সিদ্ধির্নান্যস্য চ কদাচন। ততো দেবীং হৃদম্ভোজে ধ্যায়েত্তদ্গত-মানসঃ। পুষ্পং গৃহীত্বা দেবেশি মুদ্রয়া তু ত্রিখণ্ডয়া। তাং কুর্য্যাদ্ধৃদয়াসন্নে নিমীল্য লোচনদ্বয়ম্। সমকায়শিরো গ্রীবো ভূত্বা স্থিরতরো বুধঃ। ধ্যানং সমাচরেন্মন্ত্রী সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। ততো হৃৎপদ্মকে দেবীং গন্ধাদিভিঃ সমর্চ্চয়েৎ। এনাস্তু মানসৈর্ভোগৈ-র্গন্ধপুষ্পপ্রদীপকৈঃ। নৈবেদ্যৈর্ব্বলিযুক্তৈশ্চ পূজয়েদ্বৈ যথাবিধি। ততো বৈ মানসং জাপং কুর্য্যাদ্ধোমাদিমেব চ। নমস্কৃত্য তথা স্তুত্বা বহির্যজনমাচরেৎ। ততো হৃদয়পদ্মান্তঃ স্ফুরন্তীং পরমেশ্বরীম্। সুষুম্নাবর্ত্মনা নীত্বা শিবস্থানে মহেশ্বরীম্। তত্রানন্দেন সংযোজ্য কেবলানন্দরূপিণীং। ততো বৈ হৃদয়াসন্নে পুষ্পস্থানে সমানয়েৎ। তামাজ্ঞাস্থানমানীয় বহন্নাড্যা বিরেচয়েৎ। নাসয়া দক্ষয়া দেবি বায়ুবীজেন মন্ত্রবিৎ। করস্থকুসুমে দেবীং স্থাপয়েদাসনোপরি।

উক্ত প্রকারে ধ্যান না করেন, তাঁহার কদাচ সিদ্ধিলাভ হয় না। অনন্তর তদ্গত-চিত্ত হইয়া হৃৎসরোরুহে দেবীর ধ্যান করিবে। হে দেবেশি! ত্রিখণ্ডী মুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশ সমভাবাবস্থিত করিয়া স্থিরচিত্ত ও মুদ্রিতনেত্রে দেবীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে ধ্যান করিলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। অনন্তর হৃৎপঙ্কজে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বলি প্রভৃতি মানস উপচার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া মানস-হোম, জপ, নমস্কার ও স্তুতি পাঠপূর্ব্বক বহির্যজন আরম্ভ করিবে। যথা।—হৃৎপদ্মাভ্যন্তরে প্রকাশমানা দেবীকে সুষুম্নাপথে শিবস্থানে নয়নপূর্ব্বক তত্রত্য আনন্দের সহিত সংযোজিত করিয়া কেবলানন্দরূপিণীকে হৃদয়াসন্ন পুষ্পস্থানে আনয়ন করিবে। অনন্তর তৎস্থান হইতে আজ্ঞাচক্রে আনয়ন-

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে। যোগিনীভিঃ সমং দেবি রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা। দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্বাং পূজয়ামীশে তাবত্বং সুস্থিরা ভব দেবীং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য তত্তন্মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ॥ তত্তন্মুদ্রাঃ আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রাঃ॥ ১৯॥

শালগ্রামে মণৌ চাপ্সু বহ্নৌ মনসি পুষ্পকে। এষু চাবাহনং নাস্তি অত্র দেবাঃ সদা স্থিতাঃ॥ যামলে।—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়ং সমুচ্চরেৎ। সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদস্ততঃ। তৎকল্পোক্তক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্। নার্চ্চয়েদেকহস্তেন পঞ্চানাং নখদর্শনম্। নিষ্ফলা কীর্ত্তিতা সা হি সর্ব্বত্রাপি ন শোভতে॥

পূর্ব্বক দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ুবীজে করস্থকুসুমে সংক্রামিত করিয়া আসনে স্থাপন করিবে। অনন্তর "হে জননি! ভগবতি! হে ভক্তমনোরথ-সিদ্ধ্যর্থ শরীরধারিণি! তুমি আমার রক্ষাবিধানার্থ যোগিণীগণের সহিত এই স্থানে আগমন কর। হে সুরেশ্বরি! হে ভক্তিসুলভে! হে পরিবারসমন্বিতে! যাবৎ আমি তোমার পূজা করি তাবৎ স্থিরভাবে এই স্থানে অবস্থান কর।" উক্ত প্রকারে ধ্যান ও আবাহন করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১৯।

শালগ্রাম, মণি, জল, অগ্নি, মন ও পুষ্পে আবাহন করিবে না; এ সমস্তে দেবগণ সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। যামলে কথিত হইয়াছে,—অগ্রে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে দেয়দ্রব্য, তৎপরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে, অনন্তর ত্যাগার্থক পদ—অর্থাৎ নমঃ ইত্যাদি পদ তাহাতে যোজিত করিলে যে মন্ত্র হইবে তদ্দ্বারা তৎকল্পোক্তক্রমে দেবীর পূজা করিবে। পঞ্চনখ-দর্শনহেতু একহস্তে অর্চ্চনা করিবে না, উক্তবিধ পূজা

চরণাধারনাভ্যন্তর্ব্বক্ষোমৌলিষু পঞ্চসু। পঞ্চাঞ্জলীন্ প্রসূনৈশ্চ বিকীর্য্যাথ মহেশ্বরি। দেবীপদাম্বুজদ্বন্দ্বে ত্রিভিঃ পুষ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপেৎ। শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি ত্রিধা পুষ্পং বিনিক্ষিপেৎ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী-যোগাদ্দক্ষে পুষ্পাণি পাতনং। তর্পণন্তু মুখে দত্ত্বাত্রিবারং মূলবিদ্যয়া। অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাচ্ছিবশক্ত্যাত্মকং পরম্। তয়োঃ সংযোগমাত্রেণ দ্রব্যং স্যাদমৃতোপমম্। তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং। ষড়ঙ্গং পূজয়েত্তত্র দেব্যা দেহেঽথবা পুনঃ। হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গন্তু শিরোঽঙ্গং শিরসি তথা। শিখায়ান্তু শিখা প্রোক্তা কবচং সর্ব্বদেহকে। নেত্রে নেত্রত্রয়ং প্রোক্তং দিশামস্ত্রমুদীরয়েৎ। নমঃ স্বাহা বষট্ হুঞ্চ বৌষট্ ফড়্জাতিসংযুতম্। ষড়ঙ্গযুবতীত্যাদি দেব্যা দেহেষু সংস্থিতা॥ তন্ত্রে।—ইষ্টা হৃদয়মাগ্নেয্যামৈশান্যান্তু শিরো যজেৎ। নৈর্ঋত্যাঞ্চ

নিষ্ফলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবীর চরণ, আধারপদ্ম, নাভি-কমল, বক্ষঃস্থল ও মস্তক,—এই পঞ্চস্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া চরণাম্বুজযুগলে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিবে। "শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি" এই মন্ত্রে বারত্রয় পুষ্প অর্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণভাগে পুষ্পার্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাঙ্গুলী যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দেবতার মুখে মূলমন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। এই অঙ্গুলীদ্বয়ের সংযোগে দ্রব্য অমৃত তুল্য হয়, উক্ত দিব্যামৃত দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করিবে। দেবীর শরীরে অথবা স্বদেহে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। হৃদয়ে—হৃদয়ায়, শিরে—শিরসি, শিখা স্থানে—শিখায়, সর্ব্বদেহে—কবচায়, নেত্রে—নেত্রত্রয়ায় এবং দিগ্বলয়ে—অস্ত্রায় বলিয়া, পরে যথাক্রমে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই সকল জাতি মন্ত্র যুক্ত করিয়া পূজা করিবে। উক্ত জাতিসংযুক্ত ষড়ঙ্গ যুবতী দেবীদেহে

শিখা পূজ্যা বায়ব্যাং কবচং যজেৎ। অভ্যর্চ্চ্যা পুরতো নেত্রং দিক্ষু চাস্ত্রং যথার্চ্চয়েৎ। প্রধানতনুরূপাণি ষড়ঙ্গানি প্রপূজয়েৎ॥ সারদা-টীকায়াম্।—বায়ব্যাদিশিপর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং সমর্চ্চয়েৎ। গুরু-পঙ্‌ক্ত্যজ্ঞানে যামলে।—অবিজ্ঞাত গুরুর্দ্দেবি গুরুঞ্চ পরমং গুরুম্। পরাপরগুরুঞ্চৈব পরমেষ্ঠিগুরুস্তথা॥ ২০॥

আগ্নেয়াদিকোণমাহ তন্ত্রগন্ধর্ব্বে।—ঈশানমগ্নিকোণং স্যাদ্বায়ু-কোণং তথেশকম্। রাক্ষসং বায়ুকোণং স্যাদগ্নিশ্চ রাক্ষসং ভবেৎ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে।—অথবা রশ্ময়ঃ সর্ব্বা দেবীরূপং বিচি-ন্তয়েৎ। নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিম্বান্মরীচয়ঃ। দেব্যস্তথা সমুৎপন্না মহাদেব্যাঃ শরীরতঃ। শ্রীপাত্রামৃততোয়েন রশ্মিবৃন্দং

অবস্থান করেন। তন্ত্রে কথিত আছে,—অগ্নিকোণে—হৃদয়ের, ঈশান কোণে—শিরের, নৈর্ঋত কোণে—শিখার, বায়ু কোণে—কবচের, পুরোভাগে—নেত্রের এবং দিগ্বলয়ে—অস্ত্রের পূজা করিবে। ষড়ঙ্গ প্রধান তনুস্বরূপ, অতএব ইহাদিগের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। সারদাতিলকের টীকায় বলিয়াছেন, বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। যামলে বলিয়াছেন, গুরুপঙ্‌ক্তি অবিজ্ঞাত হইলে গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু,—এই গুরুচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। ২০।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে আগ্নেয়াদি কোণ কথিত হইয়াছে।—তন্ত্রে দেবীর সম্মুখভাগ (দক্ষিণদিক্) পূর্ব্বদিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, অগ্নিকোণ ঈশান কোণ, ঈশান কোণ বায়ুকোণ, বায়ুকোণ নৈর্ঋত কোণ এবং নৈর্ঋত কোণ অগ্নি কোণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলিয়াছেন,—রশ্মি সকল দেবীর স্বরূপ এই প্রকার চিন্তা করিবে। যে প্রকার সূর্য্যমণ্ডল হইতে সর্ব্বদা

প্রতর্পয়েৎ। প্রাচীং দিশং বিজানীয়াৎ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। স্বস্থানমাশ্রিতা দেবাঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাঃ। স্বস্থানবর্জ্জিতা দেবাঃ শোকদুঃখফলপ্রদাঃ। প্রাচ্যাদিদিশমাহ নবরত্নেশ্বরে।—পূজ্যপূজকমধ্যে তু পূর্ব্বাশৈব ব্যবস্থিতা। পূজ্যস্থ দক্ষিণে দক্ষা চোত্তরে চোত্তরা তথা। পশ্চিমে পশ্চিমা জ্ঞেয়া পূজায়াং সর্ব্বতঃ শিবে। সর্ব্বত ইতি ষড়ঙ্গপূজায়াম্। আত্মনঃ সম্মুখঞ্চৈব দেবতায়াশ্চ সম্মুখম্। দেবস্থ মস্তকং কুর্য্যাৎ কুসুমেনাচিতং সদা। পূজাকালে দেবতায়া নোপরিভ্রাময়েৎ করম্॥ ২১॥

ত্রিপুরাবিষয়ে।—পুরন্দরমুখো মন্ত্রী পূজয়েত্ত্রিপুরাং যদি।

রশ্মি বিনির্গত হয়, তদ্রূপ মহাদেবীর শরীর হইতে অন্য দেব-দেবীগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রীপাত্রস্থ অমৃতরূপ বারি দ্বারা রশ্মিবৃন্দের তর্পণ করিবে। পূর্ব্বাদি দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। যেহেতু স্বস্থানে অবস্থিত থাকিলে দেবতারা পূজিত হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন, আর স্বস্থান বর্জ্জিত হইলে—অর্থাৎ যাঁহার নিয়ত বাসস্থান যাহা নহে সেই স্থানে তাঁহার পূজা করিলে শোক ও দুঃখ প্রদান করেন। পূর্ব্বাদিদিক্ নবরত্নেশ্বরে বলিয়াছেন,—পূজ্য পূজক এতদুভয়মধ্যবর্ত্তী দিক্ পূর্ব্ব-দিক্ বলিয়াই ব্যবস্থিত এবং পূজ্যের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত দিক দক্ষিণ, পশ্চাদ্বর্ত্তী দিক্ পশ্চিম এবং বামদেশবর্ত্তী দিক্ উত্তর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রকার দিগ্বিভাগ কেবল ষড়ঙ্গ-পূজায় জানিবে। স্বীয় সম্মুখবর্ত্তী ও দেবতার পুরোবর্ত্তী স্থান দেবতার মস্তক স্বরূপ, এই স্থান পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পূজা সময়ে দেবতার মস্তকোপরি কদাচ হস্ত ভ্রমণ করিবে না। ২১।

দেবীপৃষ্ঠং ভবেৎ প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরাপুরঃ। কৃতাঞ্জলিঃ।—শ্রীমত্যমুকি দেবি আবরণাংস্তে পূজয়ামীত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা আবরণং পূজয়েৎ। পদ্মপত্রে ততশ্চক্রে দেব্যা অগ্রদলাদিতঃ। বামাবর্ত্তেন দেবেশি ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ। স্বকল্পোক্তক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ। কুলার্ণবে।—ত্রিবারং পূজয়েদ্বাপি সকৃদ্বাপি যথেচ্ছয়া। যামলে।—দেব্যস্ত্রং পূজয়েদ্দিক্ষু পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। সবাহনাঃ সবর্ণাঢ্যাঃ পরিবারাস্ততঃ পরং। সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজিতাঃ সন্ত্বিতি মনুং জপেৎ। ততঃ সন্তোষ্য দেবেশীং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। বিশেষার্ঘ্যেণ সন্তর্প্য পরমানন্দভাববান। ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিদ্যাজাপং সমাচরেৎ। মন্ত্রার্থস্মৃতি-

ত্রিপুরা বিষয়ে বলিয়াছেন,—সাধক যদি পূর্ব্বাস্য হইয়া ত্রিপুরা দেবীর অর্চ্চনা করেন তাহা হইলে দেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী স্থান পূর্ব্বদিক্ হইবে এবং পুরোবর্ত্তী স্থান পশ্চিমদিক্ হইবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া "শ্রীমতি অমুকি দেবি! আমি তোমার আবরণ-দেবতাগণের পূজা করিব" এই বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করত পদ্মপত্রে অগ্রদলাদিক্রমে, তৎপর চক্রে বামাবর্ত্তক্রমে আবরণ দেবতার পূজা করিবে। কুলার্ণব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—দেবীকে ইচ্ছানুসারে তিনবার অথবা একবার পূজা করিবে। যামল বলিয়াছেন, দিক্ সকলে দেবীর অস্ত্রবর্গের পূজা করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "সবাহন সবর্ণ দেবীর পরিবারবর্গ সর্ব্বোপচার দ্বারা পূজিত হউন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত এবং বিশেষার্ঘ্য দ্বারা দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়া দেহে কামকলা ধ্যান ও মন্ত্রার্থ স্মৃতিপূর্ব্বক সহস্র কিম্বা অষ্টোত্তর শত জপ করিবে।

পর্ব্বস্তু সহস্রাদিজপঞ্চরেৎ। বৃহচ্ছ্রীক্রমে। — ন জপেত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্তু কদাচন। তন্ত্রে। — সহস্রং বা শতং বাপি দশ বাপি জপস্তথা কুর্য্যাদষ্টাধিকং তেষামিতি জপ্যবিধিঃ স্মৃতঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেবি গন্ধপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ। তেজোময়ং জপং দেব্যা বামহস্তে নিবেদয়েৎ। গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিতি মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। ততো নীরাজনং কুর্য্যা-দ্দশবারস্তু দীপকৈঃ। স্তবন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি॥২২॥

আত্মার্পণেন মন্থনা কুর্য্যাদাত্মার্পণং প্রিয়ে। তদুক্তং যামলে।— ইতঃ পূর্ব্বমিতি প্রোচ্য প্রাণবুদ্ধীতি চোচ্চরেৎ। দেহধর্ম্মাধিকার-তোঽপি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু। সর্ব্বাবস্থাসু মনসা বাচা চ কর্ম্মণেতি চ। হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাঞ্চ তথোদরেণ সংস্মরেৎ। শিশ্না যৎ কৃতমিত্যেতদ্-যদুক্তং যৎ স্মৃতং তথা। সর্ব্বমিত্যপি তদ্ব্রহ্মার্পণমস্ত্বগ্নিবল্লভা। প্রণ-বঞ্চ মদীয়ং মাং সকলাং সাধ্যদেবতাং। ভেস্তাং সমর্পিতং তারং তৎ-

বৃহৎ শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—সাধক কদাচ ত্রিংশৎ বারের ন্যূন জপ করিবে না। তন্ত্রে বলিয়াছেন—দশবার, শতবার কিম্বা সহস্রবার জপ করিলেও অষ্টাধিক করিতে হইবে। গন্ধ, পুষ্প এবং অর্ঘ্যবারি দ্বারা "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে তেজো-ময় জপ দেবীর বাম হস্তে সমর্পণ করিবে। অনন্তর দীপাবলী দ্বারা দশবার নীরাজনা করিবে। অনন্তর স্তব পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে। ২২।

তৎপরে আত্মসমর্পণ মন্ত্রে আত্ম সমর্পণ করিবে। যামলে আত্মসমর্পণ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। যথা,—"ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ-ধর্ম্মাধিকারতোঽপি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু সর্ব্বাবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা। ওঁ মদীয়ং মাং সকলং অমুকদেব-

সদিত্যপি সংস্মরেৎ। অর্ঘ্যোদকাক্ষতৈর্ম্মূলৈর্দ্দেব্যৈ পূজাং সমর্পয়েৎ। পূজিতাস্ত্বিত্যনেনৈব দেব্যৈ পূজাং সমর্পয়েৎ। দেব্যা গৃহীতমিত্যেবং ভাবয়েদ্‌যতমানসঃ। বিশ্বসারে।—অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যন্ন্যূনমতিরিক্তম্বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি। দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতং। তৎ সর্ব্বং কৃপয়া দেবি ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে। যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম মহদ্বা স্বল্পমেব চ। তৎ সর্ব্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি ক্ষন্তব্যময়মঞ্জলিঃ॥ কুলার্ণবে।—কৃতাঞ্জলির্মহেশানি রক্ষামন্ত্রং পঠেৎ সুধীঃ। ওঁ কালী বিদধ্যান্মমপুত্ররক্ষাং তথা করালী মম দেহরক্ষাং। দুর্গাট্টহাসৈর্মম শত্রুনাশনং করোতু তারা বিদধাতু রাজ্যং॥ স্তোত্রৈঃ

তাস্যৈ সমর্পিতং অস্তু॥" অনন্তর 'ওঁ তৎসৎ' এই মন্ত্র স্মরণ করিবে। অর্ঘ্যোদক ও অক্ষত দ্বারা দেবীসমীপে মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুকী দেবী পূজিতা অস্তু" এই মন্ত্রে পূজা সমর্পণ করিবে এবং সংযতচিত্ত হইয়া 'দেবী সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিবে। বিশ্বসারে কথিত হইয়াছে,—"হে দেবি! অজ্ঞান, প্রমাদ অথবা সাধনবৈকল্য বশতঃ অর্চ্চনায় যাহা কিছু ন্যূনতা বা অতিরিক্ততা হইয়া থাকে তৎসমস্ত ক্ষমা কর। হে দেবি দয়াময়ি! তোমর অর্চ্চনায় দ্রব্য, অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রভৃতির যে কিছু ন্যূনতা হইয়াছে তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা কর। হে জগদ্ধাত্রি! মৎকৃত কার্য্যে যে কোন অতিরিক্ততা বা ন্যূনতা ঘটিয়াছে তাহা তুমি ক্ষমা কর, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।" কুলার্ণবে বলিয়াছেন, সাধক কৃতাঞ্জলি হইয়া রক্ষা-মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—"কালিকে! আমার অপত্যগণকে রক্ষা কর, দুর্গে! অট্টহাস্য দ্বারা আমার শত্রুনাশ

স্তুত্বা পঠেদ্দেবি কবচং সর্ব্বকামদং। পঠেৎ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং মোক্ষস্য সাধনং। কবচং হি বিনা দেবি শূদ্রস্য জপমাচরেৎ। কবচং হি বিনা স্বাহাপ্রণবযুক্তং কবচং বিনেত্যর্থঃ। দেবীং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্বা বিসর্জ্জয়েৎ। বিধায় পশ্চাৎ স্বাং বিদ্যাং স্বীয়হৃৎসরসীরুহে। সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়েত্ততঃ। ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ হৃদি দেবীং বিসর্জ্জয়েৎ। ভৈরবতন্ত্রে।—সংহারমুদ্রয়া দেবি ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ। তন্নৈবেদ্যাং শতাংশম্বা সহস্রাংশঞ্চ ভৈরবি। দদ্যাদুচ্ছিষ্টচাণ্ডাল্যৈ স্বাহেতি মনুনা ততঃ। অথবা।—নির্ম্মাল্যেন যজেদ্দেবীমীশে নির্ম্মাল্যবাসিনীং। নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনং। নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে। শতাভিমন্ত্রিতং

কর, করালি! আমার দেহ রক্ষা কর, তারাদেবি! আমাকে রাজ্য প্রদান কর।" অনন্তর সহস্র নাম স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিবে। দেবীকবচ স্বাহা ও প্রণবযুক্ত হইলে শূদ্র কবচ পাঠ না করিয়াই জপ করিবে। দেবীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরে বিসর্জ্জন করিবে। পুষ্পাঘ্রাণপূর্ব্বক সুষুম্না পথে স্বীয় বিদ্যাকে হৃৎসরসীরুহে আনয়ন করিয়া 'ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে দেবীকে হৃদয়ে বিসর্জ্জন করিবে। ভৈরব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—সংহার মুদ্রা দ্বারা 'ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর নিবেদিত নৈবেদ্যের শততম কিম্বা সহস্রতম অংশ উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালীকে "স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। অথবা ঈশান কোণে নির্ম্মাল্য দ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিবে। অনন্তর মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে ও সর্ব্বাঙ্গে প্রসাদীকৃত চন্দন লেপন করিবে। নৈবেদ্য দেবীভক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া নিজে কিছু ভক্ষণ

পুষ্পং চন্দনং মূর্দ্ধ্নি ভালতঃ। ধৃত্বাবশ্যং নয়েদ্বশ্যং ত্রৈলোক্যমপি দর্শনাৎ। যং যং গচ্ছামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ। অনেন তিলকং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যমপি মোহয়েৎ। সদ্যঃ পর্য্যুষিতং বাপি নির্ম্মাল্যং ন প্রদুষ্যতি। ব্রহ্মরন্ধ্রে গুপ্তস্থানে যন্ত্রলেপন্তু ধারয়েৎ। উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যঞ্চ বিসর্জয়েৎ॥ রুদ্রযামলে।—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্জ্ঞাত্বৈনাং পরদেবতাং। যো ভজেদ্ভক্তিমাত্রেণ তস্য শ্রীসম্পদাং পদং। যৎপূজারাধনমাত্রেণ জীবন্মুক্তিঃ প্রজায়তে। ইতি বচনাৎ। দেব্যাঃ পূজা দ্বিধা প্রোক্তা স্থূলমাভ্যন্তরন্তথা। স্থূলং মন্ত্রময়ং পূজা স্থূলবিগ্রহচিন্তনং। মানসৈরুপচারৈস্তু যা পূজাভ্যন্তরং প্রিয়ে। কর্ম্মযোগং বিনা দেবি জ্ঞানযোগং ন সিধ্যতি। জ্ঞানেন কর্ম্মণা বাপি সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা॥ ২৩॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং নিত্যপূজাপ্রমাণনির্ণয়ঃ সপ্তমোল্লাসঃ।

করিবে। মূলমন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত পুষ্প মস্তকে ও চন্দন ললাটে ধারণ করিলে সাধক দর্শন মাত্র ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারে। "আমি যাহার যাহার নিকটে যাইব এবং যাহাকে যাহাকে দেখিব শক্র তুল্য হইলেও তাহারা আমার বশীভূত হউক।" এই মন্ত্রে তিলক করিলে ত্রিলোক মুগ্ধ করিতে পারে। নির্ম্মাল্য পর্য্যুষিত হইলেও দূষিত হইবে না। সুগুপ্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে যন্ত্রলেপ ধারণ করিবে। জলে কিম্বা কোন বৃক্ষমূলে নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিবে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে দেবতা পরিজ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করে সে প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর ও জীবন্মুক্ত হয়। দেবীর পূজা স্থূল ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। যে পূজা মন্ত্রময় ও যাহাতে স্থূল বিগ্রহের চিন্তা করিতে হয় তাহা

স্থূল পূজা। আর যে পূজা মানস উপচারদ্বারা সম্পন্ন হয় তাহা আভ্যন্তর পূজা। হে দেবি! কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ উভয় অবলম্বন করিলে অবশ্য সিদ্ধি-লাভ হয়। ২৩।

সপ্তমোল্লাস সমাপ্ত।

অষ্টমোল্লাসঃ।

অথবক্ষ্যে মহেশানি মালায়াঃ পরিনির্ণয়ং। নিত্যং জপং করে কুর্য্যান্ন তু কাম্যং কদাচন। কাম্যমপি করে কুর্য্যান্মালা-ভাবে চ সুন্দরি ॥ ১ ॥

হে মহেশানি! অনন্তর মালা নির্ণয় বলিতেছি। হে দেবি! করে নিত্য জপ মাত্র করিবে, কদাচ কাম্য জপ করিবে না; কাম্য জপ মালা দ্বারা করিবে, কিন্তু মালার অভাব হইলে করেও কাম্য জপ করিতে পারিবে। ১।

অথকরমালা যামলে।—অনমায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা। মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি। প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণৈব জপেদ্দশসু পর্ব্বসু। শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা। পর্ব্বদ্বয়ন্ত তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি। তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেত্তত্র মানবঃ।

অথ করমালা। যামলে বলিয়াছেন,—অনামা অঙ্গুলীর ত্রিপর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ত্রিপর্ব্ব, মধ্যমাঙ্গুলীর ত্রিপর্ব্ব এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূল পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে জপ করিবে। ইহা

চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলং। শ্রীবিদ্যায়াং।—অনামামধ্যময়োশ্চ মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ং কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব মহেশ্বরি। অনামায়া মধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্দ্বিতয়ং স্মৃতং। প্রাদক্ষিণ্যক্রমাদ্দেবি জপেত্ত্রিপুরসুন্দরীং। হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ। অঙ্গুলীং ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে। অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ শ্রবতে জপঃ। অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে। পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ যামলে।—গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেত্তজ্জপং যতঃ। গৃহ্ণন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥

শক্তিমালা বলিয়া বিখ্যাত। তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পর্ব্বদ্বয় মেরু নামে খ্যাত। যে ব্যক্তি তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্র ও মধ্যপর্ব্বে জপ করে তাহার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল,—এই চতুষ্টয় বিনাশ পায়। শ্রীবিদ্যা বিষয়ে বলা হইয়াছে, অনামা ও মধ্যমার মূল দুই পর্ব্ব ও অগ্র দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই, দশ পর্ব্বে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে ত্রিপুরাসুন্দরীর জপ করিবে। অনামা ও মধ্যমার মধ্যপর্ব্বদ্বয় মেরু। করাঙ্গুলী সকল ঈষৎ বক্র এবং হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত দ্বারা জপ করিবে। জপকালে অঙ্গুলী সকল বিয়োজিত করিবে না। অঙ্গুলী বিয়োজিত করিলে ছিদ্রপথে জপ নিঃসৃত হয়—অর্থাৎ জপ নিষ্ফল হয়। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ও পর্ব্বসন্ধিতে এবং মেরু লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে জপ করা হয়, তাহা নিষ্ফল জানিবে। যামলে বলিয়াছেন,—গণনাবিধির উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক—অর্থাৎ অসংখ্যাতভাবে যে জপ করা হয়, তাহা রাক্ষসেরা গ্রহণ করে; সুতরাং কদাচ অসংখ্যাত জপ করিবে

নাক্ষাতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈর্ম্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ। লাক্ষাং কুশীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকং। বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥ ২॥

যামলে মণিনিয়মমাহ।—অষ্টোত্তরশতমণিভির্নির্ম্মিতা যা তু মালিকা। রাজ্যং বিতনুতে নিত্যং দেহান্তে মোক্ষদায়িনী। পঞ্চবিংশতিভির্ম্মোক্ষং ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধয়ে। চতুর্দ্দশময়ী মোক্ষদায়িনী ভোগবর্দ্ধিনী। সর্ব্বেঽর্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চবিংশত্যাভিচারকে। (পঞ্চদশ্যাভিচারকে ইত্যপি পাঠঃ।) পঞ্চাশদ্ভিঃ কার্য্যসিদ্ধিস্তথা চ চতুরুত্তরৈঃ। অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ। ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈরক্তচন্দনৈঃ॥ ভৈরবীবিষয়ে বারাহীতন্ত্রে।—সুবর্ণমণিভির্মালাং স্ফাটিকীং শঙ্খনির্ম্মিতাং। প্রবালৈরেব

না। অক্ষত (আতপ চাউল), হস্তপর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, মৃত্তিকা কিম্বা চন্দন দ্বারা জপসংখ্যা রাখিবে না। লাক্ষা, কুশীদ (রক্ত-চন্দন), সিন্দূর কিম্বা শুষ্ক গোময় বিলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করত জপসংখ্যা রাখিবে। ২।

যামলে মণি নির্ণয় বলিয়াছেন,—অষ্টোত্তর শত মণি নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে সর্ব্বদা রাজ্যসুখভোগ ও দেহান্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। পঞ্চবিংশতি মণি-নির্ম্মিতা মালা মোক্ষ এবং ত্রিংশন্মণি-নির্ম্মিতা মালা ধন ও মোক্ষ প্রদান করে। চতুর্দ্দশ মণি-নির্ম্মিতা মালা মোক্ষদায়িনী ও ভোগবর্দ্ধিনী। যোগীরা বলেন, সর্ব্বার্থ সাধন বিষয়ে সপ্তবিংশতি মণিময়, কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে চতুরধিক পঞ্চাশন্মণিময় এবং সর্ব্বসিদ্ধি বিষয়ে অষ্টোত্তর শত মণিময় মালা প্রশস্ত। ত্রিপুরাসুন্দরীর জপে রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দন নির্ম্মিত মালা-প্রশস্ত। ভৈরবী বিষয়ে বারাহী তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সুবর্ণমণি,

বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জ্জয়েৎ। শ্মশানধুস্তূরৈর্মালাং কুর্য্যাদ্ধূমাবতীবিধৌ। রক্তেন চন্দনেনাপি বালামালাং প্রকল্পয়েৎ। দন্তেন কালিকায়াস্তু রাজদন্তেন মেরুণা। উগ্রতারাজপে শস্তা মহাশঙ্খস্য মালিকা। উন্মুখ্যাশ্চ তথা জ্ঞেয়া মালিকা সিদ্ধিদায়িকা। শাক্তানাং স্ফাটিকী মালা রক্তচন্দনসম্ভবা। রুদ্রাক্ষমালিকা নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। নির্ম্মিতা রূপ্যমণিভির্জ্জপমালেপ্সিতপ্রদা। হিরণ্ময়ৈরচিতা মালা সর্ব্বান্ কামান্ প্রয়চ্ছতি। প্রবালৈর্ব্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্বিপুলং ধনং। সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্ব্বিহিতা তথা। নির্ম্মিতা শঙ্খমণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমব্যয়াং। সর্ব্বৈ- (বর্ণৈঃ) র্ব্বিরচিতা মালা সদা ভুক্তয়ে নৃণাং। গোপনীয়ানিশং দেবি জপমালেপ্সিতাপ্তয়ে॥ মুণ্ডমালায়াং।

স্ফটিক, শঙ্খ, অথবা প্রবাল দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে। জীবপুত্রিকা মালা দ্বারা ভৈরবী মন্ত্র জপ করিবে না। ধূমাবতী বিষয়ে শ্মশান-ধুস্তূরের মালা প্রশস্ত। রক্তচন্দন দ্বারা ষোড়শীর জপমালা নির্ম্মাণ করিবে। রাজদন্ত-নির্ম্মিত মেরুযুক্ত দন্তনির্ম্মিত মালা কালিকা-মন্ত্র জপে প্রশস্ত। উগ্রতারা জপে মহাশঙ্খের মালা প্রশস্ত। উন্মুখীর মন্ত্রজপেও মহাশঙ্খের মালা সিদ্ধিপ্রদা জানিবে। স্ফটিক, রক্তচন্দন এবং রুদ্রাক্ষ এই সকলের মালা শাক্তদিগকে চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে। রৌপ্য ও মণি নির্ম্মিত মালা ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। সুবর্ণের মালা সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ করে। প্রবালের মালা বিপুল ধন প্রদান করে। স্ফটিক ও মুক্তা নির্ম্মিত মালা সৌভাগ্য, শঙ্খ ও মণি নির্ম্মিত মালা অক্ষয় কীর্ত্তি এবং সর্ব্ববর্ণ বিনির্ম্মিত মালা মুক্তি প্রদান করে। হে দেবি! ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তির জন্য জপমালা সর্ব্বদা অতি গোপনে রক্ষা

—রুদ্রাক্ষৈর্ব্বা যদি জপেদিন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথা॥ নাত্মমধ্যে প্রকর্ত্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চরেৎ। যস্তুন্যান্তু প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি। তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ নো দদাতি প্রিয়ঙ্করী॥ ৩॥

যামলে।—রুদ্রাক্ষৈঃ শক্তিমন্ত্রঞ্চ মন্ত্রী যঃ প্রজপেৎ প্রিয়ে। স দুর্গতিমবাপ্নোতি নিলফস্তস্য সংজপঃ॥ বিশেষমাহ তত্রৈব।—কালিকা ছিন্নমস্তা চ ত্রিপুরা তারিণী তথা। এতাঃ সর্ব্বা ন দুষ্যন্তি জপাদ্রুদ্রাক্ষমালয়া। রুদ্রযামলে।—দিবা নৈব চ জপ্তব্যং রুদ্রাক্ষমালয়া ক্বচিৎ। পুরশ্চর্য্যাদৃতে চাত্র দূষণঞ্চ বরাননে। অরুদ্রাক্ষধরো ভূত্বা যদ্যৎ কর্ম্ম চ বৈদিকং। করোতি জপহোমাদি তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ। ফলমাহ মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াং।—পর্ব্বাদষ্টগুণং বিদ্যাৎ পুত্রজীবৈর্দ্দশাধিকং। শতং

করিবে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন,—রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ ও স্ফটিক নির্ম্মিত মালাতে জীবপুত্রিকাদি যোগ করিবে না, যদি করে তাহা হইলে দেবী তাহাকে কাম কিম্বা মোক্ষ কিছুই প্রদান করেন না। ৩।

যামলে কথিত হইয়াছে,—হে প্রিয়ে! যে মন্ত্রী রুদ্রাক্ষ মালায় শক্তিমন্ত্র জপ করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তৎকৃত জপ নিষ্ফল হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে, কালিকা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী এবং তারিণী এই সকল দেবতার মন্ত্র জপে রুদ্রাক্ষ মালা দোষাবহ নহে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—পুরশ্চরণ ব্যতীত দিবাভাগে রুদ্রাক্ষ মালা দ্বারা কদাচ জপ করিবে না। উক্ত জপ দোষাবহ। রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া জপ হোমাদি কোন বৈদিক কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। রুদ্রাক্ষ ধারণ-ফল মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাতে বলিয়াছেন। যথা,—পুত্রজীব মালায় পর্ব্ব

স্যাচ্ছঙ্খমালাভিঃ প্রবালৈশ্চ সহস্রকং। স্ফাটিকৈর্দ্দশসাহস্রং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে। পদ্মাক্ষৈর্দ্দশলক্ষন্তু সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে। কুশগ্রন্থ্যা চ রুদ্রাক্ষৈরনন্তগুণিতং ভবেৎ। শ্বেতপদ্মাক্ষমালাভির্জপে স্যাদমিতং ফলং ॥ ৪ ॥

সমাসেনাক্ষমালানাং বিধানমিহ কথ্যতে। যথা লাভং যথা বুদ্ধিঃ প্রক্ষাল্য বিধিপূর্ব্বকং। অন্যোন্যসমরূপাণি নাতিস্থূলকৃশানি চ। কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণানি কদাচন। গব্যৈশ্চ পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষাল্য চ পৃথক্ পৃথক্। দ্বিজস্ত্রীনির্ম্মিতং সূত্রং শুভ্রং গ্রন্থিবিবর্জ্জিতং। কার্পাসনির্ম্মিতং বাপি পট্টসূত্রেণ বা পুনঃ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্ব্বেপ্সিতং ভবেৎ। কার্পাসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং। ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েচ্ছিল্প-

---

জপ অপেক্ষায় অষ্টাদশ গুণ অধিক ফল হয়। শঙ্খ মালায় শত গুণ অধিক, প্রবাল মালায় সহস্র গুণ অধিক, স্ফটিক মালায় দশ সহস্র গুণ অধিক, মৌক্তিক মালায় লক্ষগুণ অধিক, পদ্মবীজ মালায় দশ লক্ষ গুণ, সুবর্ণ মালায় কোটিগুণ, কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষ মালায় অনন্ত গুণ ও শ্বেত-পদ্মবীজ নির্ম্মিত মালায় অমিত ফল হয়। ৪।

সংক্ষেপে অক্ষমালা বিধান কথিত হইতেছে।—নানাবিধ মালার বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেটি জপ করিতে সাধকের রুচি হয় এবং যেটি সুলভ, সেই মালাই জপ করিবে। পরস্পর সমান, অনতিস্থূল, অনতিকৃশ, কীটানুবেধ-রহিত এবং অজীর্ণ,—অর্থাৎ নূতন মালা সকল বিধিপূর্ব্বক জলদ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা পুনঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালিত করিবে। অনন্তর দ্বিজ-স্ত্রী দ্বারা বিনির্ম্মিত গ্রন্থিবিবর্জ্জিত ত্রিগুণীকৃত শুভ্র

শাস্ত্রতঃ। মূলাস্ত্রেণ পঠন্ সূত্রং বীজং প্রক্ষালয়েত্ততঃ। মণিমেকৈকমাদায় সূত্রং তত্র তু যোজয়েৎ। মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ। তৎস্বজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ। একৈকমণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ। গ্রথয়েন্মালিকাঞ্চৈব হৃদি তারমনুং স্মরন্। স্বয়মেব জপেন্মন্ত্রমন্যঃ প্রণবমুচ্চরেৎ। সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন গ্রন্থিং কুর্য্যাদথো দৃঢ়ং। ব্রহ্মগ্রন্থিং ততো দদ্যান্নাগপাশমথাপি বা। গোপুচ্ছসদৃশীং কুর্য্যাদথ সর্পাকৃতির্ভবেৎ। গ্রন্থিহীনং ন কর্ত্তব্যং মেরুপৃষ্ঠে ন দূষ্যতি। দূষণং যত্র নাস্ত্যেব গ্রন্থিহীনৈরনিত্যশঃ। কালিকাত্বরিতয়োশ্চ রুদ্রাক্ষঃ ষট্কভেদকঃ।

কার্পাস সূত্র অথবা পট্টসূত্র পুনঃ ত্রিগুণিত করিয়া তাহাতে মণি সকল গ্রন্থন করিবে। কার্পাস সূত্র ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ প্রদান করে। রক্তবর্ণে সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মূল মন্ত্র ও ফট্ উচ্চারণ করিয়া এক একটি মণি গ্রহণ করত প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে সূত্র যোজনা করিবে। মালা এরূপভাবে গাঁথিতে হইবে, যেন পরস্পরের মুখের সহিত পরস্পরের মুখ এবং পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ সংযোজিত থাকে। সজাতীয় একটি অক্ষ দ্বারা মেরু—অর্থাৎ মধ্যমণি করিবে। অনন্তর এক একটি মণি গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে 'ওঁ' এই মন্ত্র স্মরণ করত তাহাতে গ্রন্থি প্রদান করিবে। স্বয়ং গ্রহণ করিলে ইষ্টমন্ত্রই স্মরণ করিবে. অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে প্রণব স্মরণ করিবে। সার্দ্ধদ্বয় আবর্ত্তন করিয়া দৃঢ়রূপে ব্রহ্মগ্রন্থি অথবা নাগপাশ গ্রন্থি প্রদান করিবে। এরূপভাবে মণি বিন্যাস করিবে যাহাতে মালা সর্পাকৃতি অথবা গোপুচ্ছসদৃশী হয়। গ্রন্থিহীন করিবে না, কিন্তু মেরুতে গ্রন্থি প্রদান করিলে কোন দোষ হইবে না।

তোড়লাবনবাসিন্যা বারাহ্যাশ্চ বিশেষতঃ। অন্যস্যাশ্চণ্ডিকাদেব্যা গ্রন্থিহীনা বিধীয়তে। এবং নির্ম্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্মুনি-সত্তমঃ। অপ্রতিষ্ঠিতমালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ। সর্ব্বং তদ্বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা॥ ৫॥

অথোচ্যতে প্রতিষ্ঠা হি মালায়াস্তন্ত্রবর্ত্মনা। গুরুং ততঃ প্রণম্যাদৌ সংস্কুর্য্যাজ্জপমালিকাং। শুভে লগ্নে শুভে বারে শুভ-র্ক্ষে চ শুভে তিথৌ। প্রতিষ্ঠাং কারয়েন্মন্ত্রী স্বয়ং বা গুরুণাপি বা। নিত্যং কর্ম্ম ততঃ কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ। পঞ্চগব্যে ক্ষিপেন্মালাং শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ। শিবমন্ত্রমাহ যামলে।—শান্তং শক্রস্বরারূঢ়ং নাদবিন্দুবিভূষিতং। কথিতং শিবমন্ত্রঞ্চ সাধকানাং হিতায় চ। শান্তং হকারঃ শক্রস্বর ঔকারঃ। শীতলেন জলেনৈব স্নাপয়েত্তদনন্তরং। ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন মার্জ্জয়েৎ। সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেঽনা-

কালিকা, ত্বরিতা, তোড়লা, বনবাসিনী, বারাহী এবং চণ্ডিকার মন্ত্র গ্রন্থিহীন মালা দ্বারা জপ করিলেও কোন দোষ হইবে না। এই প্রকারে মালা গ্রথিত করিয়া তাহার শোধন করিবে। যে ব্যক্তি অপ্রতিষ্ঠিত মালা দ্বারা জপ করে, তাহার প্রতি চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হয়েন এবং তৎকৃত জপ নিষ্ফল হয়। ৫।

অনন্তর তন্ত্রানুসারে মালা প্রতিষ্ঠা কথিত হইতেছে।—গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া জপমালা প্রতিষ্ঠা করিবে। শুভ তিথি, শুভ বার, শুভ নক্ষত্র এবং শুভ লগ্নে গুরু দ্বারা অথবা স্বয়ং মালা সংস্কার করিবে। সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সামা-ন্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া শিবমন্ত্র—অর্থাৎ 'হৌ' এই মন্ত্রে পঞ্চ-গব্যমধ্যে মালা নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে শীতল জল দ্বারা

দিভবে ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ। (ক) ক্ষালয়েদীশসূক্তেন লিম্পে-ত্তৎপুরুষেণ তু। গন্ধৈরনল্পৈর্স্মৃতিমানঘোরেণ তু ধূপয়েৎ। অঘো-রেণ তু সূক্তেন শতাবৃানস্তু মন্ত্রয়েৎ। বামদেবেন মন্ত্রেণ সমী-কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। অশ্বত্থপত্রৈর্নবকৈঃ পদ্মকারং প্রকল্পয়েৎ। তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্। সংস্কৃত্যৈনাং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র স্থাপয়েৎ। তৎপ্রাণান্ আরাধ্যদেবতা-প্রাণান্। তত্র দেবীং প্রপূজ্যৈব পরিবারগণৈঃ সহ। অনুলোম-বিলোমেন মাতৃকার্ণেন মন্ত্রয়েৎ। মেরুং প্রেতেন সংমন্ত্র্য ভাবয়ে-দ্দেবতাত্মিকাং। প্রেতেন প্রেতবীজেনেত্যর্থঃ হসৌঃ ইতি বীজেন। বহ্নিং সংস্কৃত্য বিধিবদষ্টোত্তরশতং হুনেৎ। হুতশেষং প্রতি-হুতৌ প্রদদ্যাদ্দেবতাধিয়া। হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ।

স্নান করাইয়া "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে পঞ্চ-গব্য দ্বারা মার্জ্জন করিবে। তৎপর ঈশ-সূক্তে ক্ষালন করিয়া পুরুষ-সূক্ত পাঠে প্রভূত গন্ধ দ্বারা লেপন করিবে। অনন্তর সধূপ বহ্নি সন্তাপে অঘোরমন্ত্রে মালার আর্দ্রভাব অপনোদনপূর্ব্বক অঘোরসূক্তে অন্যূন শতবার মালাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া বামদেবমন্ত্রে সমীকরণ করিবে। তৎপর নয়টি অশ্বত্থ পত্রদ্বারা পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকা ও মূল উচ্চারণপূর্ব্বক মালা স্থাপন করিবে। অনন্তর মালাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত তাহাতে পরিবারগণের সহিত দেবীর পূজা করিয়া মাতৃকা বর্ণদ্বারা অনুলোম বিলোমে মালা অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর 'হসৌঃ' এই মন্ত্রে মেরু অভি-মন্ত্রিত করিয়া তাহাকে দেবতা-স্বরূপ চিন্তা করিবে। তৎপর অগ্নির সংস্কার করিয়া অষ্টোত্তরশত হোম করিবে এবং হুত-

তাঁরাক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে। সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিনীতি সাধয় দ্বিতয়ন্ততঃ। সর্ব্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা। ইত্থং সুসংস্কৃতা মালা জপকর্ম্মণি সর্ব্বদা। অভীষ্টকং দদাত্যর্থং সর্ব্বকামফলপ্রদং। গুরুং সংপূজ্য তদ্বক্ত্রাদ্‌গৃহ্নীয়াদক্ষমালিকাং ॥ ৬॥

জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ। ঐঁ হ্রীঁ অক্ষমালিকায়ৈ হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূজয়েৎ। পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে করে। হৃৎসমীপে সমানীয় ন তু বামেন সংস্পৃশেৎ। মধ্যমায়া মধ্যভাগে স্থাপয়িত্বা সমাহিতঃ। অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমালাং চালয়েন্মধ্যমাগ্রতঃ। অঙ্গুষ্ঠেন ভবেত্তস্য নিষ্ফলস্তজ্জপঃ সদা। অশুচির্ন স্পৃশেন্মালাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ। শব্দে জাতে ভবে-

---

শেষ দ্বারা দেবতা উদ্দেশ্যে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। হোমকার্য্যে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। অনন্তর "ওঁ অক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিনি সাধয় সাধয় সর্ব্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা" এই প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে সংস্কৃত মালা দ্বারা জপ করিলে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। অনন্তর গুরুর পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিবে। ৬।

জপ করিবার পূর্ব্বে মালাতে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া "ঐঁ হ্রীঁ অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। তৎপর দক্ষিণ হস্তে মালা গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়সমীপে আনয়ন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগে সমাহিতচিত্তে স্থাপন করিবে। মালার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী স্থাপন করিবে। যদি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মালা চালন করা হয়, তাহা হইলে জপ নিষ্ফল হয়। বামকর দ্বারা অথবা তর্জ্জনী দ্বারা কিম্বা অশুচি অবস্থায় মালা প্রদ-

স্রাগঃ করাদ্‌ভ্রষ্টে বিনাশকৃৎ। ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্‌যত্নপরো ভবেৎ। তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং গুরোরপি ন দর্শয়েৎ। ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা পুষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ। একৈকস্তু জপৈশ্চৈব চালয়েদ্দেশিকোত্তমঃ। জপ্ত্বাক্ষমালাং সকলাং ভ্রাময়েদখিলান্‌ মণীন্‌। প্রদক্ষিণং পুনঃ কৃত্বা প্রারম্ভ্যৈবং সমাচরেৎ। আদাবেকং ততঃ সপ্ত সপ্তসপ্তক্রমেণ তু। এবং ক্রমেণ দেবেশি জপেদষ্টোত্তরং শতং। স্থূলাবধি জপেন্মন্ত্রং সূক্ষ্মভাগে সমর্পয়েৎ। হস্তৌ চ বাসসাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন সদা জপেৎ। এবং সূক্ষ্মাবধি স্থূলান্তং জপঃ সংহারঃ। ন স্বয়ং বামহস্তেন জপমালান্তু সংস্পৃ-

---

করিবে না এবং যাহাতে করভ্রষ্ট না হয় তাহা করিবে। জপ কালে মালাতে শব্দ হইলে জপকর্ত্তার রোগ হয়, করভ্রষ্ট হইলে জপকর্ত্তা বিনষ্ট হয় এবং সূত্র ছিন্ন হইলে জপকর্ত্তার মৃত্যু হয়। গুরুদেবকেও মালা প্রদর্শন করিবে না। ভুক্তি, মুক্তি ও পুষ্টি কামনায় মধ্যমাঙ্গুলিতে জপ করিবে। এক এক বার জপ করিয়া এক একটি মালা চালন করিবে। এইরূপে সমস্ত অক্ষমালা জপ করিয়া মণিসমূহ ভ্রামিত করিবে। পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া আদিতে এক, তৎপর সপ্ত, তৎপর সপ্ত, তৎপর সপ্ত, এই রূপে করিয়া অবশিষ্ট মালা এক একটী ক্রমে জপ করিবে। এই রূপে অষ্টোত্তর শত বার জপ করিবে। বস্ত্রদ্বারা হস্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে সর্ব্বদা জপ করিবে। মালার যে অংশের মণি স্থূল সেই অংশের প্রথম মণিতে জপ আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মাংশের শেষ মণিতে জপ সমাপ্ত করিবে। এই প্রকারে সূক্ষ্মাবধি স্থূলান্ত জপ সংহার নামে অভিহিত হয় স্বয়ং বাম হস্তে জপমালাস্পর্শ করিবে না। জপাবসানে পবিত্র-

শেৎ। জপকালে জপ্তং কৃত্বা শুদ্ধস্থানে সদা ন্যসেৎ। জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ। মূলমন্ত্রং শতং জপেদিত্যর্থঃ। অদীক্ষিতদ্বিজেনাপি স্পৃষ্টা চেৎ শুদ্ধিমাচরেৎ। ন ধারয়েৎ করে কণ্ঠে মূর্দ্ধ্নি চ জপমালিকাং। উরুপাদাধরস্পৃষ্টা চাপসব্যপ্রচালিতা। আগুপ্তা চালিতা বাপি পুনঃ সংস্কারমর্হতি। জপমালা ময়া দেবি কথিতা ভুবি দুর্ল্লভা। সদা গোপ্যা প্রযত্নেন যদি ত্বং মম বল্লভা ॥ ৭ ॥

অথ বর্ণমালা। মালা পঞ্চাশিকা প্রোক্তা সূত্রং শক্তিশিবাত্মকং। কুণ্ডলীগ্রথিতা শক্তিঃ কলান্তে মেরুসংস্থিতিঃ। চিত্রিণী বিষতন্তাভা ব্রহ্মনাড়ীগতান্তরা। তয়া সংগ্রথিতা মধ্যে সাক্ষাজ্জাৎগ্রৎস্বরূপিণী। অন্তর্বিক্রমভাসমানভুজগীং সুপ্তোত্থবর্ণোজ্জ্বলাং। আরোহপ্রতি-

---

স্থানে মালা স্থাপন করিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার নূতন সূত্রে গ্রন্থন করিয়া শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণও যদি মালা স্পর্শ করে তাহা হইলেও মালার পুনঃ শোধন করিবে। করিবে। কর, কণ্ঠ, কিম্বা মস্তকে জপমালা ধারণ করিবে না। যদি মালা উরু, চরণ কিম্বা অধরে সংলগ্ন হয় অথবা বাম হস্ত দ্বারা কিম্বা অগুপ্তভাবে পরিচালিতা হয় তাহা হইলে ঐ মালার পুনর্ব্বার সংস্কার করিবে। হে মহাদেবি! সর্ব্বজন-সুদুর্ল্লভ জপমালা বিধান আমি তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম, ইহা সর্ব্বদা অতি যত্নে গোপন করিয়া রাখিবে। ৭।

৮ অথ বর্ণমালা।—অকারাদি হ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণকে বর্ণমালা বলা যায়। ক্ষ ইহার মেরু। শিবশক্ত্যাত্মিকা কুণ্ডলী সূত্রে ইহা গ্রথিতা। ব্রহ্মনাড়ী মধ্যবর্ত্তিনী, মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মা ও শুভ্রবর্ণা, চিত্রিনী নাড়ী এই মালার গ্রন্থিস্বরূপা। প্রবালের

রোহতঃ শতময়ীং বর্গাষ্টকাষ্টোত্তরাং। অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ। মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতং মনুং। কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্রপ্রকাশিনীং। চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ সুধীঃ। বর্ণানামষ্টবর্গেন অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ। অকচটতপযশা ইত্যেবঞ্চাষ্টবর্গকঃ ॥ ৮॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং মালানির্ণয়ো নামাষ্টমোল্লাসঃ।

ন্তায় ভাসমানা সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী যে সর্পাকার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, তঁহার আরোহণ অবরোহণে শতসংখ্যা এবং অষ্টবর্গে অষ্ট সংখ্যা হয় বলিয়া ইহা অষ্টোত্তরশতময়ী। এই মালাতে একবার মন্ত্রদ্বারা বর্ণ অন্তরিত করিয়া,—অর্থাৎ মন্ত্রের পরে সানুস্বার এক একটি বর্ণোচ্চারণপূর্ব্বক আবার বর্ণদ্বারা মন্ত্র অন্তরিত করিয়া—অর্থাৎ সানুস্বার এক একটি বর্ণের পরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অনুলোম বিলোম সর্ব্বমন্ত্রপ্রকাশিনী বর্ণমালা জপ করিবে। মেরুরূপ চরম বর্ণ (ক্ষ) কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। সবিন্দু বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। জপ অষ্টোত্তর শতবার করিবে। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মালায় বার দ্বয়ে শতবার এবং অষ্টবর্গে অষ্টবার জপ করিলেই অষ্টোত্তর শতবার হইবে। অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ ইহাকে অষ্টবর্গ বলে।

অষ্টমোল্লাস সম্পূর্ণ।

নবমোল্লাসঃ

জপবিধিমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে। জপার্থং সর্ব্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপিং বিনা। কৃতং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাত্তস্মাদাদৌ ন্যসেৎ প্রিয়ে। জপাদৌ চ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। বিশুদ্ধেশ্বরে।—জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্ম্মানসোপাংশুবাচিকা। নিজকর্ণাগোচরো যো মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। নিগদস্তু জনৈর্ব্বেদ্যস্ত্রিবিধো জপ ঈরিতঃ। অন্যত্রাপি।—যত্নুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ। উচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষৎ কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্। কিঞ্চিচ্ছব্দময়ং ব্রূয়াদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ। ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণা-

---

হে কমলাননে! জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রিয়ে! ন্যাস না করিয়া জপ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়, অতএব অগ্রে ন্যাস করিবে। জপের আদি ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে। বিশুদ্ধেশ্বরে বলিয়াছেন,—জপ শব্দের অর্থ মন্ত্রাক্ষরের আবৃত্তি। উক্ত জপ ত্রিবিধ;—মানস, উপাংশু এবং বাচিক। যে জপ নিজ কর্ণেরও অগোচর, তাহা মানস এবং যে জপ নিজ কর্ণেরই কেবল গোচর তাহা উপাংশু, আর যে জপ অন্যেরও শ্রুতি-গোচর হয়, তাহা বাচিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যত্রও লিখিয়াছেন,—যে জপে উচ্চ ও নীচ ভাবে অক্ষরাবৃত্তি দ্বারা স্পষ্ট শব্দের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ ব্যক্ত হয়, তাহা বাচিক জপ এবং যে জপে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ সঞ্চালিত হয় এবং অস্পষ্টভাবে—অর্থাৎ অন্যে শুনিতে না পায় এরূপ ভাবে কিঞ্চিৎ শব্দময় মন্ত্রোচ্চারণ

দ্বর্ণং পদাৎ পরং। শব্দানুচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ। উচ্চৈর্জ্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ। তস্মাদপি বিশিষ্টঃ স্যাৎ সহস্রং মানসোজপঃ। দেবতাং চিন্তগাং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিরং। ওষ্ঠৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ। ধ্যায়েচ্চ মনসা বর্ণান্ জিহ্বৌষ্ঠৌ ন বিচালয়েৎ। ন কম্পয়েচ্ছিরোগ্রীবাং দন্তা- নৈব প্রকাশয়েৎ। মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব মন্ত্রং জপতি সাধকঃ। তদা সিদ্ধিং বিজানীত ন সিদ্ধিশ্চান্যথা ভবেৎ। মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব মন্ত্র- ঘটকীভূতস্বরব্যঞ্জনবর্ণজ্ঞানক্রমেণেত্যর্থঃ। এবকারোঽবধারণার্থঃ। আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যান্তে মনুং জপেৎ। ধ্যানমন্ত্রসমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিধ্যতি সাধকঃ। কুলার্ণবে।— মনসা পঠিতং স্তোত্রং বাচা বাপি মনুং জপেৎ। উভয়োর্নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং

হয়, তাহাকে উপাংশু জপ বলে। মনে মনে মন্ত্রের বর্ণের পর বর্ণ এবং পদের পর শব্দানুচিন্তনাভ্যাস মানস জপ বলিয়া অভি- হিত হইয়াছে। বাচিক জপাপেক্ষা উপাংশু জপ দশগুণ এবং মানস জপ উপাংশু জপাপেক্ষাও সহস্র গুণ উৎকৃষ্ট। সাধক স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া দেবতার চিন্তা করত ওষ্ঠদ্বয় সম্পুট করিয়া মনদ্বারা মন্ত্র-বর্ণ চিন্তা করিবে। জপ সময়ে জিহ্বা কিম্বা ওষ্ঠদ্বয়ের চালনা করিবে না, গ্রীবা ও মস্তক স্থির ভাবে রাখিবে এবং দন্ত সকল যাহাতে প্রকাশিত না হয় তাহা করিবে। সাধক মন্ত্রোদ্ধারক্রমেই—অর্থাৎ মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অনুভূতিপূর্ব্বক জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। অগ্রে ধ্যান ও পরে মন্ত্র জপ করিবে, ধ্যান ও মন্ত্র- সমাযুক্ত সাধক অচিরে সিদ্ধিলাভ করে। কুলার্ণবে বলিয়া-

যথা। ভূতশুদ্ধৌ।—যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা। চিন্তয়িত্বা তদাকারং মনসা জপমাচরেৎ। শনৈঃ শনৈরবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং। ক্রমৈণোচ্চারয়েদ্বর্ণানাস্তক্রমযোগতঃ। অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ। অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেৎ-মৌক্তিকহারবৎ॥ কুলার্ণবে।—তন্নিষ্ঠস্তদ্গতপ্রাণস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ। তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্ব্বন্মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে॥ ১॥

রুদ্রযামলে।—কথং মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি মন্ত্রার্থাজ্ঞানিনঃ প্রিয়ে। পশুভাববিহীনস্য ন তস্য ভজতে ফলং। মন্ত্রার্থানভিজ্ঞো দেবি ন জপস্য ফলমশ্নুতে। মন্ত্রার্থঃ মন্ত্রদেবতয়োরভেদজ্ঞানং। তথা-চোক্তং যামলে।—মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি।

ছেন,—মনঃ-পঠিত স্তোত্র ও বাক্‌কৃত জপ উভয়েই ভগ্নপাত্র-রক্ষিত জলের ন্যায় নিষ্ফল। ভূতশুদ্ধিতে বলিয়াছেন; যে দেবতা যে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য,সেই দেবতার আকার চিন্তা—অর্থাৎ ধ্যানপূর্ব্বক মনে মনে জপ করিবে। অদ্রুত ও অবিলম্বিত ভাবে অন্তের অশ্রুতরূপে ক্রমে মন্ত্র বর্ণোচ্চারণ করিবে। অতি ধীরে জপ করিলে ব্যাধি জন্মে এবং অতিদ্রুত ভাবে জপ করিলে ধনক্ষয় হয়, অতএব মৌক্তিক হারের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে যোগ করিয়া জপ করিবে। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসক সে তন্নিষ্ঠ, তদ্গতপ্রাণ, তচ্চিত্ত এবং তৎপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। ১।

রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ জানে না, তাহার কি প্রকারে সিদ্ধি হইবে। যে প্রকার পশুভাব-বিহীন ব্যক্তি পশুভাবের ফল ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্রার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিও জপফল প্রাপ্ত হয় না। মন্ত্র ও দেবতার

মন্ত্রার্থকস্য দেহস্থ মন্ত্রবাচ্যেন দেবতা। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ। মন্ত্রবাচ্যা দেবতা হি মন্ত্রো হি বাচকঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি। প্রকারান্তরমাহ ভূতশুদ্ধৌ।—মন্ত্রার্থং পরমেশানি সাবধানা-বধারয়। আধারে চিন্তয়েদ্বিদ্যাং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভাম্। বন্ধূক-রুচিরাং লিঙ্গে নাভৌ স্ফটিকসন্নিভাং। হৃদি মারকতশ্যামাং হরি-দ্বর্ণাং বিশুদ্ধকে। আজ্ঞায়াং চিন্তয়েদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্ণানুরঞ্জিতাং। ষট্‌চক্রে পরমেশানি ধ্যানাৎ সাধকসত্তমঃ॥ ২॥

রুদ্রযামলে—মন্ত্রং নীত্বা গুরোঃ পার্শ্বে গুরুভক্তিপুরঃসরঃ। মন্ত্রস্য শ্রোত্রাস্যহৃন্নেত্রপ্রাণান্ বিজ্ঞায় যত্নতঃ। মন্ত্রাণাং কীলকং

অভেদ জ্ঞানই মন্ত্রার্থ। যামলে কথিত হইয়াছে,—হে পরমেশ্বরি! দেবতার রূপ চিন্তনই মন্ত্রার্থ। মন্ত্র ও দেবতা বাচ্য বাচক; ভাবে অভিন্ন, দেবতা মন্ত্রবাচ্য এবং মন্ত্র দেবতার বাচক; সুতরাং বাচক বিজ্ঞাত হইলে বাচ্য প্রসন্ন হয়েন। ভূতশুদ্ধিতে প্রকারান্তর বলিয়াছেন। যথা,—হে পরমেশ্বরি! সাবধানা হইয়া মন্ত্রার্থ অবধারণ কর। আধারে নির্ম্মল স্ফটিকসদৃশ শুভ্রবর্ণা, লিঙ্গমূলে বন্ধূক-কুসুমারুণবর্ণা, নাভি মূলে স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, হৃদয়ে মরকত মণি সদৃশ শ্যামবর্ণা, বিশুদ্ধ পদ্মে হরিদ্বর্ণা, আজ্ঞাচক্রে উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ানুরঞ্জিতা দেবীকে ধ্যান করিবে। ষট্‌চক্রে দেবীকে এই প্রকারে ধ্যান করিলে সাধক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে। ২।

রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—মন্ত্র গ্রহণানন্তর গুরুদেবের নিকট হইতে ভক্তিযুক্ত হইয়া যত্নের সহিত গৃহীত মন্ত্রের মুখ, নেত্র, কর্ণ, হৃদয় ও প্রাণ জানিয়া লইবে এবং মন্ত্রের কীলক পরিজ্ঞাত হইয়া

জ্ঞাত্বা কুর্য্যান্মন্ত্রং পুরস্ক্রিয়াং। ন চৈতদ্বচনং পুরশ্চরণবিষয়মে-
বেতি বোদ্ধব্যং। শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রজাপমাত্রনিষেধাৎ।
তথাচোক্তং মন্ত্রকোষে।—শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রজাপং
করোতি যঃ। দারিদ্র্যঞ্চ বিপত্তিঞ্চ নরকং প্রাপ্নুয়াত্তু সঃ।
অন্যত্রাপি।—হৃন্নেত্রবিহীনো মন্ত্রো দারিদ্র্যক্লেশদায়কঃ। তন্ত্রান্তরে
—শ্রোত্রাস্যহৃদয়নেত্রজ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। সদ্যঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্ব-
বিধা স্যাৎ সাক্ষাচ্ছিব এব সঃ॥ ৩॥

ভূতডামরে।—ইন্দ্রিয়মনোবিশুদ্ধিমনোস্তদাস্যাদিকং বক্ষ্যে।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কালীমন্ত্রমনুক্রমাৎ। বিন্দুঃ শ্রোত্রং নাদ
আস্যং ককারং হৃদয়ং বিদুঃ। বহ্নির্নেত্রং কীলকঞ্চ দীর্ঘীকারং
প্রিয়ম্বদে। তকারং তারিণীমন্ত্রে হৃদয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি। হকারং

মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে। এই বচন কেবল পুরশ্চরণ বিষয়ে
বলিয়া বুঝিবে না। শ্রোত্রাদি জ্ঞান না থাকিলে মন্ত্রজপ মাত্র
নিষিদ্ধ। মন্ত্রকোষে কথিত হইয়াছে,—যাহার শ্রোত্রাদি জ্ঞান
নাই, ঈদৃশ ব্যক্তি মন্ত্র জপ করিলে দারিদ্র্য, বিপত্তি এবং নরক
প্রাপ্ত হইবে। অন্যত্র কথিত আছে, হৃদয় ও নেত্র রহিত মন্ত্র
প্রজপ্ত হইলে দারিদ্র্য ও ক্লেশদায়ক হয়। তন্ত্রান্তরে কথিত
হইয়াছে,—মন্ত্রের শ্রোত্র, মুখ, নেত্র এবং হৃদয় জ্ঞাত হইলে
সাধক তৎক্ষণেই সর্ব্ববিধ সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করে এবং সে ব্যক্তি
সাক্ষাৎ শিবতুল্য। ৩।

ভূতডামরে বলিয়াছেন,—হে দেবি! ইন্দ্রিয় শোধন, মনঃ-
শোধন ও মন্ত্রের আস্যাদি কালিকা-মন্ত্রানুক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।
কালিকা মন্ত্রের কর্ণ বিন্দু, নাদ মুখ, ককার হৃদয়, রেফ নেত্র
এবং দীর্ঘ ঈকার কীলক। তারিণী মন্ত্রের হৃদয় তকার এবং হকার

বিদ্ধি সর্ব্বত্র শক্তিপক্ষে সুরেশ্বরি। উত্তরতন্ত্রে।—প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা সা বিদ্যা মুক্তিদায়িকা। শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরী বিদ্যায়াং বিশেষমাহ উত্তরতন্ত্রে,—ক্রীঁকারো মস্তকং দেবি ক্রীঁকারশ্চ ললাটকং। নেত্রত্রয়ং ক্রীঁকারেণ হূঁকারেণ চ নাসিকা। হূঁকারো মুখপদ্মং স্যাৎ হ্রীঁকারং কর্ণযুগ্মকং। হ্রীঁকারেণ ভবেদ্‌গ্রীবা দকারশ্চিবুকং ভবেৎ। ক্ষিকারেণ ভবেদ্দন্তো ণেকারেণৌষ্ঠযুগ্মকং। কাকারেণ স্তনদ্বন্দ্বং লিকারঃ পৃষ্ঠদেশকঃ। কেকারেণ ভবেদ্বাহুঃ ক্রীঁকারেণোদরো ভবেৎ। ক্রীঁকারো নাভিদেশঃ স্যাৎ ক্রীঁকারশ্চ নিতম্বকঃ। হূঁকারো যোনিরূপঃ স্যাৎ হূঁকারেণোরুযুগ্মকং। হ্রীঁকারো জানুযুগ্মং স্যাৎ হ্রীঁকারো গুল্‌ফদেশকঃ। স্বাশব্দেন পদদ্বন্দ্বং হাকারেণ নখস্তথা॥ ৪॥

তারাবিদ্যায়ং যামলে।—বাগ্‌দেব্যাঃ সমুদায়ঃ স্যাদাহৃতিঃ প্রণবো মুখং। মায়া অধঃস্থিতৌ বিন্দূ লোচনে সমুদাহৃতৌ। হসকারৌ শ্রুতী দীর্ঘস্বরৌ হৃদয়রূপিণৌ। ফট্‌কারৌ যোন্যুদরৌ

সমস্ত শক্তি-মন্ত্রের হৃদয় জানিবে। উত্তর তন্ত্রে বলিয়াছেন, প্রাণ-বিদ্যা জীবদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। শ্যামার দ্বাবিংশত্যক্ষরী মন্ত্রে মস্তকাদি সম্বন্ধে উত্তরতন্ত্রে বিশেষ বলিয়াছেন। যথা।—ক্রীঁকার উক্ত মন্ত্রের মস্তক, ক্রীঁ ললাট, ক্রীঁ নেত্রত্রয়, হূঁ নাসিকা, হূঁ মুখপদ্ম, হ্রীঁ কর্ণযুগল, হ্রীঁ গ্রীবা, দকার চিবুক, ক্ষি দন্ত, ণে ওষ্ঠযুগল, কা স্তনদ্বয়, লি পৃষ্ঠদেশ, কে বাহুদ্বয়, ক্রীঁ উদর, ক্রীঁ নাভিদেশ, ক্রীঁ নিতম্ব, হূঁ যোনি, হূঁ উরু যুগল, হ্রীঁ জানু-যুগল, হ্রীং গুল্‌ফ দেশ, স্বা পদদ্বয়, হা নখ। ৪।

তারা বিদ্যা বিষয়ে যামলে বলিয়াছেন,—সম্পূর্ণ মন্ত্র বাগ্দেবীর মস্তক, প্রনব মুখ, হ্রীঁ নাসিকা, অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয় লোচন,

অকারেণ স্তনদ্বয়ং। রেফযুগ্মং পদদ্বন্দ্বং তকারং ভাললোচনং। ভুজদেবস্বরূপঞ্চ নাদযুগ্মমুদাহৃতং। কূর্চ্চং প্রাণা একজটায়াঃ শরীরং সর্ব্বমিষ্যতে। কূর্চ্চং মুখন্তু বিজ্ঞেয়মন্যমন্ত্রেষু পার্ব্বতি। মহো-গ্রায়াঃ প্রণবং মুখমন্যমন্ত্রেষু প্রণবরহিতমন্ত্রেষু। একজটায়াঃ কূর্চ্চং মুখং তেন তত্তন্মন্ত্রঘটকীভূততত্তদ্বর্ণোৎপন্নমুখনাসৌষ্ঠদন্তা-বলীহস্তপাদস্তনযোন্যাদ্যবয়বাবচ্ছিন্নশরীরং ধ্যানবিষয়ীকৃত্য জপে-দিত্যর্থঃ॥ ৫॥

কামধেনুতন্ত্রে।—অথাদ্ভুতং সংপ্রবক্ষ্যামি কামিনীতত্ত্বমদ্ভুতং। শৃণু তত্ত্বং মহেশানি ককারস্যাতিদুর্ল্লভং। রহস্যং পরমাশ্চর্য্যং ত্রিকোণানাঞ্চ সংশৃণু। বামেরেখা ভবেদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দ্দক্ষিণরেখিকা। অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী। অঙ্কুশা কুণ্ডলী স্যাত্তু কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ। কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদা-

---

হ্‌সকার কর্ণযুগল, ঔকার হৃদয়, ফট্‌দ্বয় যোনি ও উদর, অকার স্তনদ্বয়, রেফযুগল পদদ্বয়, তকার ললাটস্থ নেত্র, নাদযুগ্ম ভুজ-চতুষ্টয়। এক জটার প্রাণ কূর্চ্চ, সমস্ত মন্ত্র শরীর, প্রণব মুখ, প্রণব রহিত মন্ত্রে কূর্চ্চ মুখ। মন্ত্রের মুখ নাসিকাদি অবগত হইয়া মন্ত্র-বর্ণোৎপন্ন মুখ নাসিকাদি অবয়ববাচ্ছিন্ন দেবী-শরীর ধ্যান-পূর্ব্বক জপ করিবে। ৫।

কামধেনু তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—অনন্তর অত্যদ্ভুত কামিনী-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহেশানি! ককারের ও ককারীয় ত্রিকোণের সুদুর্ল্লভ রহস্য শ্রবণ কর। ককারের বাম রেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণ রেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র এবং মাত্রা-সাক্ষাৎ সরস্বতী। ককারের অঙ্কুশ কোটি বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী

শিবঃ। জবাযাবকসঙ্কাশা বামরেখা বরাননে। শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশা দক্ষ-রেখা চ মূর্ত্তিমান্। তন্ত্রান্তরে।—অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রো মহামরকতঃ দ্যুতিঃ। শঙ্খদুগ্ধসমাভাসা মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী। অঙ্কুশা কুণ্ডলী যাতু কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ। কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং মধ্যশূন্যং সদা-শিবঃ। অঙ্কুশা কুণ্ডলী যাতু পরা শক্তিশ্চ মূর্ত্তিমান্। শূন্যেষু পরমেশানি সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ। ঈশ্বরো যস্ত দেবেশি কলাচতুষ্টয়াত্মকং। ইচ্ছাশক্তির্ভবেদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত জ্ঞানশক্তিমান্। ক্রিয়াশক্তির্ভবেদ্রুদ্রঃ সর্ব্বপ্রকৃতিমূর্ত্তিমান্। আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ সদাশিবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। শূন্যেষু সংস্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী। মর্দ্দিনী সংস্থিতা তস্য দক্ষভাগে চ মূর্ত্তিমান্। বামভাগে স্থিতা লক্ষ্মীশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী।

শক্তি এবং মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান সদাশিব। হে বরাননে! বাম রেখা জবাকুসুমসদৃশ প্রভা-সম্পন্না, দক্ষ রেখা শারদ শশধর-তুল্য কান্তিমতী। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—অধোরেখা সাক্ষাৎ রুদ্র এবং মহামরকতদ্যুতিবিশিষ্টা। মরকত সদৃশী প্রভাশালিনী মাত্রা শঙ্খ ও দুগ্ধতুল্য শুভ্রবর্ণা, সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপা, অঙ্কুশ কোটি-বিদ্যুদ্দাম-সদৃশী কান্তি-সম্পন্না কুণ্ডলী শক্তি মধ্যশূন্য কোটি চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন সদাশিব। ককারের অঙ্কুশ মূর্ত্তিমতী পরা শক্তি কুণ্ডলিনী, শূন্য স্থানে কলা-চতুষ্টয়াত্মক সর্ব্বব্যাপী সদাশিব বর্ত্তমান। বাম রেখাত্মক ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তিমান্, দক্ষিণ রেখাত্মক বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্ এবং অধোরেখাত্মক রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্ এবং সদাশিব সর্ব্ববিধ প্রকৃতি মূর্ত্তি সম্পন্ন এবং আত্মতত্ত্ব, বিদ্যা-তত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব সংযুক্ত। ককারের শূন্যে কালী সংস্থিতা, কালীর দক্ষিণ ভাগে মর্দ্দিনী ও বামভাগে চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী লক্ষ্মী

তাসাং গর্ভে স্থিতা সা চ সুন্দরী পরদেবতা। ত্রয়াণাং গর্ভসম্ভূতা ত্রিপুরা অতএব হি। পরমাত্মস্বরূপত্বাত্তাসাং গর্ভে প্রতিষ্ঠিতা। অন্যাশ্চ ভেদবৎ সর্ব্বাঃ কালিকাদ্যাশ্চ পার্ব্বতি। অত্র স্থিত্বা সৃজেদ্‌-ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালনতৎপরঃ। রুদ্রঃ সংহারকর্ত্তা চ ঈশ্বরস্তু সদাশিবঃ। ঈশ্বর যন্তু দেবেশি ত্রিকোণে তস্য সংস্থিতিঃ। ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুত্তমং। ককারাজ্জায়তে দেবি সর্ব্বঞ্চ বরবর্ণিনি। ককা-রাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং কামং কৈবল্যমেব চ। অর্থবজ্জায়তে দেবি তথা ধর্ম্মবলাদ্‌যথা। সর্ব্বাসাং দেবতানাঞ্চ ককারং মূলমেব চ। আসনং ত্রিপুরাদেব্যাঃ ককারং পঞ্চদৈবতং। ককারাৎ কামদা কাম-রূপিণী স্ফুরদব্যয়া। মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্যপদদায়িনী। কৈবল্যং প্রপদে যস্যাঃ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা। জবাযাবকসিন্দূর-সদৃশীং কামিনীং পরাং। চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ বাহুবল্লীবিরা-

---

বর্ত্তমানা। এতত্রিতয়ের অভ্যন্তরে সুন্দরী পরদেবতা অবস্থিতা। ইনি শক্তিত্রয়ের গর্ভসম্ভূতা বিধায় ত্রিপুরা নামে অভিহিতা, উক্ত দেবী পরমাত্মস্বরূপে কাল্যাদি শক্তিত্রয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। এই ককারে থাকিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন এবং রুদ্র সংহার করেন। উক্ত ত্রিকোণে ঈশ্বর সর্ব্বদা অবস্থিত। হে দেবেশি! এই ত্রিকোণ যোনিমণ্ডল কথিত হইল। ককার হইতে কাম, কৈবল্য, ধর্ম্ম ও অর্থ বলের ফলে সমস্তেরই উৎপত্তি হয়, ককার সর্ব্ব দেবতার মূল। ককার ত্রিপুরা দেবীর ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতাত্মক আসন, ককার হইতে কামদা কামরূপিণী সর্ব্ব-দেবজননী নিত্যা কৈবল্যদায়িনীর উৎপত্তি হইয়াছে। কৈবল্য প্রদান করেন বিধায় ইনি কামিনী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। জবা, যাবক ও সিন্দূর সদৃশ. রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, বাহুবল্লীবিরা-

জিতাং। কদম্বকোরকাকারস্তনদ্বয়বিভূষিতাং। শঙ্খকনককেয়ূরৈরঙ্গদৈরুপশোভিতাং। রত্নাহারৈঃ পুষ্পহারৈঃ শোভিতাং পরমেশ্বরীং। এবং হি কামিনীং ধ্যাত্বা ককারং দশধা জপেৎ। প্রফুল্লঞ্চ ততো জপ্ত্বা জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৬॥

এতত্তে কথিতং দেবি ককারতত্ত্বমদ্ভুতং। এতত্তু কালিকা-বীজং প্রফুল্লং শৃণু সুন্দরি। পৃথ্বীবীজং ততো ধৃত্বা বামাক্ষি-সংযুতং কুরু। বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতো ভূত্বা প্রফুল্লং ভবতি প্রিয়ে। লকারঃ পৃথিবী সাক্ষাৎ সর্ব্বরত্নপ্রদায়িনী। পীতাঙ্গীং পীতবাসনাং পীতবিদ্যুল্ল-তাকৃতিং। সুখপ্রসন্নবদনাং রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাং। এবং হি সংস্মরেদ্বীজং তদূর্দ্ধে কামিনীং পরাং। লকারসংযুতং কৃত্বা প্রফুল্লং ভাবয়েৎ প্রিয়ে। মর্দ্দিনী যা মহেশানি সা বামা পরমেশ্বরী। প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং

জিতা কদম্ব-কোরক সদৃশ স্তনযুগলশালিনী; শঙ্খ, সুবর্ণ কেয়ূর এবং সুবর্ণাঙ্গদ বিশিষ্টা, রত্নহার ও পুষ্পহার দ্বারা পরিশোভিতা পরাশক্তি পরমেশ্বরী কামিনীর ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিবে। তৎপর প্রফুল্লবীজ জপ করিলে সাধক জপের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬।

হে দেবি! তোমার নিকট এই অদ্ভুত ককারতত্ত্ব কথিত হইল; এতদ্বর্ণাত্মক কালিকার প্রফুল্লবীজ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ককারের পর পৃথ্বীবীজ লকার, তৎপর বামাক্ষি ঈকার, তৎপর অর্দ্ধ চন্দ্র, ইহাতে ক্লীঁ এই মন্ত্র হইল। ইহার নাম প্রফুল্লবীজ। লকার সর্ব্বরত্ন-প্রদায়িনী পৃথিবী স্বরূপ। পীতাঙ্গী, পীতবসনা, পীত বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা, প্রসন্নবদনা, রত্নকুণ্ড-লালঙ্কৃতা, ক্লীঁ বীজময়ী দেবতার ধ্যান করিয়া তদূর্দ্ধে পরা কামিনীর ধ্যান করিবে। লকার সংযুক্ত করিয়া প্রফুল্লের ভাবনা

দশবাহুসমন্বিতাং। ত্রিভঙ্গললিতাকারাং জটাজূটবিভূষিতাং। ত্রিলোচনাং চন্দ্ররেখাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। সিংহাসনগতাং দেবীং ভাবয়েদ্বৈষ্ণবোত্তমঃ। বহুরূপময়ীং দেবীং ককারকামিনীং পরাং। শুক্লবর্ণাং রক্তবর্ণাং (পীতবর্ণাং) পীতচম্পকহাসিনীং। হরিদ্বর্ণাং কৃষ্ণবর্ণাং নানাচিত্রস্বরূপিণীং। উৎপত্তেঃ কারণং ভূমের্দ্দেবানাঞ্চৈব পার্ব্বতি। বীজমেতন্মহাগুহ্যং বিষ্ণোর্জ্জন্মস্থলং সদা। তদূর্দ্ধে নাদরূপঞ্চ যোনিরূপাং সনাতনীং। প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং ত্রিকোণাং শশিশেখরাং। শৃঙ্গাররসসন্দোহৈঃ পূজিতাং পরমেশ্বরীং। তদূর্দ্ধে ভাবয়েদ্বিন্দুং শিবশক্তিময়ং সদা। শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ বিন্দুঃ পরমকুণ্ডলী। শূন্যভাগং কলাযুক্তং বিন্দুঞ্চ মোক্ষমব্যয়ং। সার্দ্ধত্রিবলয়াকারং কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভং। সর্পাকারং

করিবে। বাম ভাগে যে মর্দ্দিনী শক্তির কথা বলা হইয়াছে, উক্ত শক্তি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, দশবাহু-সমন্বিতা, ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃতি, জটাজূটমণ্ডিতা, ত্রিলোচনা, শশধরকলাসদৃশী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী এবং সিংহাসনে আসীনা। বৈষ্ণব সাধক এই দেবীর ধ্যান করিবে। পরা দেবী ককারকামিনী বহুরূপময়ী—অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা, রক্তবর্ণা, চম্পক সদৃশ পীতবর্ণা, হরিদ্বর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, সুতরাং চিত্ররূপিণী,। ইনি দেবগণ ও পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ। এই বীজ অতি গুহ্য, ইহা বিষ্ণুর জন্মস্থান। ইহার উর্দ্ধে নাদাত্মক যোনিরূপা, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, ত্রিকোণা, শশি-শেখরা, শৃঙ্গার-রসভারপূজিতা নিত্যা দেবীর ধ্যান করিবে। ইহার উর্দ্ধে শিব-শক্তিময় বিন্দুর ভাবনা করিবে। বিন্দুর শূন্যভাগ শিব ও বিন্দু কুণ্ড-লিনী শক্তি। ইনি শূন্যভাগাত্মক, কলাযুক্ত, মোক্ষপ্রদ, নিত্য, কোটি বিদ্যুৎ-সমপ্রভ, সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি সর্পাকার শিবকে বেষ্টন

শিবং বেষ্ট্য তত্রৈব সংস্থিতং সদা। এবং হি সংস্মরেদ্ভক্ত্যা বীজশক্তিং সমাশ্রয়েৎ। বীজাত্তু জায়তে ব্রহ্মা জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ। শব্দ-ব্রহ্মময়ো ভূত্বা ঈশ্বরঃ কার্য্যকারণং। কৃষ্ণস্য চঞ্চলাপাঙ্গি মাতা সা কামিনী পরা। বীজাত্তু অঙ্কুরে জাতে বীজন্নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ। এতদ্বীজং বরারোহে সদা সারময়ো বিভুঃ। লকারসংযুতো ভূত্বা প্রসূতে হরিমব্যয়ং। স্বয়ং শক্তির্হরির্ভূত্বা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। ককারসংযুতো ভূত্বা শক্তিরাশিরভূৎ স্বয়ং। জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেরন্তি ভাবিনি। জপে ধ্যানে চ পূজায়াং প্রকৃতিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৭॥

ককারস্যোর্দ্ধকোণেষু প্রাণো বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। অপানো বামভাগে চ সংস্থিতশ্চ সদা প্রিয়ে। সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধ-

করিয়া সেই স্থানেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ ভক্তি-পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বীজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বীজ হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, জ্ঞানাত্মা এবং সকল কার্য্যের কারণ রূপ ঈশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। ককারকামিনী কৃষ্ণের জননী। সাধারণ বীজ অঙ্কুরোৎপত্তির পরে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু এই বীজ সর্ব্বদাই সারময়। এই লকার সংযুক্ত বীজ হইতে হরির উৎপত্তি হই য়াছে। শক্তিই স্বয়ং হরিরূপ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ককার সংযুক্ত বীজ হইতে শক্তিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। হে ভাবিনি! প্রকৃতি দেবীর জন্ম কর্ম্মাদি সকলই আছে। জপ, ধ্যান এবং পূজায় প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিতা। ৭।

ককারের ঊর্দ্ধকোণে প্রাণবায়ু, বামভাগে অপান বায়ু, দক্ষিণ কোণে শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ সমান বায়ু, অঙ্কুশে উদান বায়ু এবং মাত্রাতে ব্যানবায়ু অবস্থিত। হে দেবি! তোমার নিকট এই অদ্ভুত

স্ফটিকসন্নিভঃ। উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব চ। এতত্তে কথিতং দেবি ককারতত্ত্বমদ্ভুতং। নবতত্ত্বং ককারস্য জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে জপং। তজ্জপং চঞ্চলাপাঙ্গি জপ এব ন সংশয়ঃ। এতত্তত্ত্বমবিজ্ঞায় প্রজপেদ্যদি কোটিধা। ন তজ্জপ্তং বরারোহে সদাত্মাবর্ত্তনং ভবেৎ। দেবতত্ত্বং প্রাণতত্ত্বং বিন্দুতত্ত্বঞ্চ সুন্দরি। জ্ঞানতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বং যোনিতত্ত্বং তথৈব হি। অঙ্গতত্ত্বং রূপতত্ত্বং সর্ব্বতত্ত্বং তথৈব চ। গর্ভতত্ত্বং সমাখ্যাতং নবতত্ত্বং বরাননে। নবতত্ত্বমিদং প্রোক্তং কামধেনুমতং প্রিয়ে। কীলিতং নহি দেবশি বিদ্যামন্ত্রঞ্চ এব বা। ন শপ্তং পরমেশানি ন বিদ্ধং বরবর্ণিনি। সর্ব্বেষাং জঙ্গমাদীনাং স্থাবরাণাঞ্চ যোগিনী। দেবতা মাতৃকা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। একাক্ষরবিহীনাদ্বা ব্রহ্মহত্যা বরাননে। কস্য স্যাদ্বশগা দেবি হৃদয়ে ভাবয়েৎ প্রিয়ে। ভাবনাদক্ষরশ্রেণ্যাঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম ন

ককারতত্ত্ব কথিত হইল। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যে ব্যক্তি ককারের নবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জপ করে, তাহার জপই প্রকৃত জপ। আর ককারতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া যদি কোটিবারও জপ করে, তথাপি হে বরারোহে! তৎকৃত জপ জপই নহে; তাহার জপপরিশ্রম নিষ্ফল। নবতত্ত্ব যথা।—দেবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, যোনিতত্ত্ব, অঙ্গতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, সর্ব্বতত্ত্ব এবং গর্ভতত্ত্ব। উক্ত নবতত্ত্ব কামধেনুতন্ত্র সম্মত। হে বরবর্ণিনি! বিদ্যা ও মন্ত্র কদাচ কীলিত, শপ্ত কিম্বা বিদ্ধ নহে। যোগিনী, দেবতা, মাতৃকা এবং মায়া ইহারা সকল স্থাবর ও জঙ্গমের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশকারিণী। জপসময়ে মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলে জপকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়েন। অক্ষর-শ্রেণীর ধ্যান করিলে দেহী ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। হে কমলাননে! মন্ত্রাক্ষরে শপ্তাদি দোষ

সংশয়ঃ। অক্ষরে দূষণং নাস্তি শঙ্খাদি, কমলাননে। দূষণং যৎকৃতং দেবি হৃদয়ে ভাবয়েৎ প্রিয়ে। রক্ষার্থং সুরগণানাঞ্চ আত্মনো গোপনায় চ। মানবাঃ পরমেশানি বরাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ। মানবস্থ চ রক্ষার্থং রক্ষার্থং পন্নগস্য চ। অতএব মহেশানি অসুরাঃ ক্ষয়মাগতাঃ। ন কদাচিন্মহেশানি বিদ্যামন্ত্রৌ চ কীলিতৌ। ন শঙ্খঞ্চ তথা বিদ্ধং কীলিতং নহি কামিনি। সন্দেহং ত্যজ চার্ব্বঙ্গি শঙ্খাদিষু বরাননে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জপং কুরু বরাননে॥ ৮॥

যামলে—দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবং। ভূতশুদ্ধৌ—ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতং। তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি। মন্ত্রস্থানমাহ তন্ত্রে—স্থানস্থা বরদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ। ধ্যানস্থানবিনির্ম্মুক্তাঃ সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ। মন্ত্রঘটকীভূতস্বরব্যঞ্জনভেদেন বর্ণচিন্তনমেব ধ্যান-

স্পর্শিতে পারে না। হে পরমেশানি! দেবগণের রক্ষার্থ, আত্মরক্ষার্থ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি দীন মনুষ্যগণের রক্ষার্থ এবং পন্নগগণের রক্ষার্থ জপ ধ্যানাদি করিবে। এইরূপ করিলে অসুরগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে মহেশানি! বিদ্যা ও মন্ত্রে কদাচ কীলিতাদি দোষ স্পর্শে না, অতএব দোষাশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে জপ কর। ৮।

যামলে বলিয়াছেন,—দেবতার শরীর বীজ হইতে উৎপন্ন। ভূতশুদ্ধিতে কথিত হইয়াছে,—হে পরমেশ্বরি! ধ্যানদ্বারা যে রূপের উপস্থিতি হয়, তাহাই মন্ত্রার্থ জানিবে। তন্ত্রে মন্ত্রস্থান বলিয়াছেন। স্থানস্থিত মন্ত্র বরদ ও ধ্যানস্থিত মন্ত্র অভীষ্ট ফল প্রদান করে। স্থান ও ধ্যানবিহীন মন্ত্র সুসিদ্ধ হইলেও অশুভ ফল প্রদান

মিত্যর্থঃ। মন্ত্রস্থানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি বরাননে। সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং তথা সকলনিষ্কলং। কলাভিন্নং কলাতীতং ঘোঢ়ামন্ত্রং শিবোঽব্রবীৎ। সকলং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং তদধো বিদ্ধি নিষ্কলং। মানসং সূক্ষ্মমাত্মানং হৃৎস্থং সকলনিষ্কলং। বিন্দুস্থিতং কলাভিন্নং কলাতীতং তদূর্দ্ধতঃ। কলা কুণ্ডলিনী চৈব নাদশক্তিঃ শিবোদিতা। ষট্‌সু স্থানস্থিতা মন্ত্রাঃ স্থানস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯॥

ভূতশুদ্ধৌ—চৈতন্যরহিতং মন্ত্রং যো জপেৎ স চ পাপকৃৎ। মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধকরাঃ স্মৃতাঃ। চৈতন্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং শৃণুষ্ব কমলাননে। সহস্রারং শিবপুরং কল্পবৃক্ষমনোহরং। চতুঃ শাখা চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতং। পীতং রক্তং তথা শ্বেতং কৃষ্ণঞ্চ

করে। মন্ত্রঘটকীভূত স্বর ব্যঞ্জন ভেদে বর্ণ চিন্তনকেই ধ্যান বলা যায়। হে দেবি! মন্ত্রস্থান বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মরন্ধ্র, তদধোভাগ, মন, হৃদয়, বিন্দু এবং তদূর্দ্ধ ভাগ,—এই ষড়্‌বিধ মন্ত্রস্থান কথিত হইয়াছে, উক্ত ষট্‌স্থানস্থিত মন্ত্র ক্রমে সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, সকলনিষ্কল, কলাভিন্ন এবং কলাতীত,—এই ছয় নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মন্ত্র সকল, তদধোভাগস্থ নিষ্কল, মনঃস্থ সূক্ষ্ম, হৃদয়স্থ সকলনিষ্কল, বিন্দুস্থিত কলাভিন্ন এবং তদূর্দ্ধভাগস্থ মন্ত্রকে কলাতীত বলা হয়। শিব বলিয়াছেন, কলা ও কুণ্ডলিনী এই উভয়ই নাদশক্তি। উক্ত ব্রহ্মরন্ধ্রাদি ষট্‌স্থানে অবস্থিত মন্ত্রকে স্থানস্থ মন্ত্র বলা যায়। ৯।

ভূতশুদ্ধিতে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি চৈতন্য রহিত মন্ত্র জপ করে, তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়। চৈতন্য সহিত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। হে কমলাননে! সর্ব্ববিধ মন্ত্রচৈতন্য শ্রবণ কর। সহস্রাররূপ শিবপুরে চতুর্ব্বেদাত্মক শাখা-চতুষ্টয় যুক্ত,

হরিতন্তথা। ভ্রমরৈঃ কোকিলৈর্দ্দেবি বহুপুষ্পোপশোভিতং। এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাং। তত্রোপরি মহেশানি পর্য্যঙ্কং সুমনোহরং। নানাপুষ্পসংযুতেন রচিতং হেমমালয়া। তত্রোপরি মহাদেবং মহাকুণ্ডলিনীযুতং। এবং বিভাব্য জপেন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা দেবীং ত্রিবর্গদাং। আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি। ইত্যেতৎ কথিতং দেবি মন্ত্রচৈতন্যমুত্তমং। বিষ্ণুমন্ত্রে তথা শৈবশক্তিমন্ত্রে সুরেশ্বরি। মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যত্নতঃ সমুপাচরেৎ ॥ ১০ ॥

যোনিমুদ্রামাহ। মন্ত্রমুক্তাবল্যাং—উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যদঙ্মুখঃ। ষট্‌চক্রং চিন্তয়েৎ দেবি প্রাণায়ামপুরঃসরং ॥ চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্‌দলং। নাভৌ দশদলং পদ্মং

পীত, রক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ এবং হরিদ্বর্ণ অম্লান পুষ্প-পরিশোভিত, নিত্য ফলান্বিত, ভ্রমর ও কোকিল নিনাদিত মনোহর কল্প-বৃক্ষের এবং তদধোভাগে রত্নবেদিকা ও তদুপরি পুষ্পশয্যান্বিত মনোহর পর্য্যঙ্কের চিন্তা করিয়া এই পর্য্যঙ্কে মহাকুণ্ডলিনী সমন্বিত মহাদেবের চিন্তা করিবে। তৎপর ত্রিবর্গদায়িনী ইষ্ট-দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিবে। উক্তপ্রকারে জপ করিলে আনন্দাশ্রুপাত, রোমাঞ্চ এবং দেহাবেশ (নিদ্রাবেশ) হয়। ইহাকেই মন্ত্রচৈতন্য বলে। হে সুরেশ্বরি! বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র এবং শক্তিমন্ত্র জপে মন্ত্রার্থ জ্ঞান ও মন্ত্রচৈতন্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। ১০।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে যোনিমুদ্রা বলিয়াছেন। যথা,—মন্ত্রী পূর্ব্বমুখ কিম্বা উত্তর মুখ হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া ষট্‌চক্রের চিন্তা করিবে। ষট্‌চক্রের অবস্থিতির স্থান ও আকৃতি

সূর্য্যসংখ্যাদলং হৃদি।, কণ্ঠে স্যাং ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলন্তথা। সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপথে। আধারে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরং। ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি কামবীজং সুলক্ষণং। কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভূলিঙ্গমুত্তমং। তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েচ্চিৎ-কলাং হংসমাশ্রিতাং। ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবে-ষ্টিতাং। চিৎকলায়াং কুণ্ডলিনীং তেজোরূপাং জগন্ময়ীং। আধা-রাদীনি পদ্মানি ভিত্বা তেজঃস্বরূপিণীং। হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ। সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে। অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি। তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারসসমন্বিতং। তেনামৃতেন দেবেশি তর্পয়েৎ পরদেবতাং। ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আন-

কথিত হইয়াছে। যথা,—মূলাধারে আধারপদ্ম অবস্থিত, ইহা চতুর্দ্দল; লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ইহা ষড়্দল; নাভিতে মণিপূরক পদ্ম, ইহা দশদল; হৃদয়ে অনাহত পদ্ম, ইহা দ্বাদশ দল; কণ্ঠে বিশুদ্ধ্যাখ্য পদ্ম, ইহা ষোড়শদল; ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা পদ্ম, ইহা দ্বিদল এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্ম, ইহা সহস্রদল। আধার পদ্মের কন্দমধ্যে ত্রিকোণ, তন্মধ্যে সুলক্ষণ কামবীজ, তন্মধ্যে কাম-বীজোদ্ভূত মনোহর স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, তদুপরিভাগে হংসাশ্রিতা চিৎকলা, তন্মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ-বেষ্টিতা তেজোরূপা জগন্ময়ী কুণ্ডলী শক্তির ধ্যান করিবে। অনন্তর মন্ত্রী আধারাদি ষট্পদ্ম ভেদ করিয়া তেজোরূপা কুণ্ডলিনী দেবীকে "হংস" এই মন্ত্রে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে আনয়ন করত তত্রস্থ সদাশিবের সহিত ক্ষণমাত্র উপগত চিন্তা করিয়া উক্ত শিব ও কুণ্ডলিনী-সংযোগোৎপন্ন লাক্ষারস-সন্নিভ অমৃত দ্বারা ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। তৎপরে ঐ

য়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ। ততস্তু পরমেশানি অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ। চিত্রিণী বিষতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ীগতান্তরা। তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়া সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী। অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ। মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতং মনুং। কুর্য্যাদ্বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্রপ্রকাশিনী। চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ। বর্ণানামষ্টবর্গেণ অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ। অ ক চ ট ত প য শা ইত্যেবঞ্চাষ্টবর্গকাঃ। যোনি-মুদ্রা মহেশানি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা। মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥ ১১॥ ইতি যোনিমুদ্রা।

মন্ত্রশিখামাহ। যামলে—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বজ্ঞানো-

অমৃত দ্বারা ষট্‌চক্রস্থ দেবতা সকলের তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্তপথে কুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার মূলধারে আনয়ন করিবে। অনন্তর ব্রহ্ম-নাড়ীমধ্যগতা মৃণালসূত্রসন্নিভ চিত্রিণী নাড়ী-গ্রথিত অক্ষ মালার চিন্তা করিয়া মন্ত্র দ্বারা সবিন্দু বর্ণ ও সবিন্দু বর্ণ দ্বারা মন্ত্র অন্তরিত করিয়া অনুলোম বিলোমে জপ করিবে। উক্ত প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণে শতবার এবং অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্ট-বর্গে অষ্টবার, এই অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। জপ সময়ে ক্ষকাররূপ মেরু কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। হে দেবি! স্নেহ-প্রণোদিত হইয়া তোমার নিকট যোনিমুদ্রা প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানে, শতকোটি জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি হইবে না। ১১।

যামলোক্ত মন্ত্রশিখা কথিত হইতেছে।—হে দেবি! তোমার

ত্তমোত্তমং। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ক্ষিপ্রং বিদ্যা প্রসীদতি। মূলকন্দে তু যা দেবী ভুজগাকাররূপিণী। তদ্ভ্রমাবর্ত্তবাতো যঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ত্রিশিরাব্যক্তমধুরা কুজতী সততোত্থিতা। গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তী স্বকেতনং। যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ং। তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিতা। তমঃপূর্ণে গৃহে যদ্বৎ ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে। শিখাহীনাস্তথা মন্ত্রা ন সিধ্যন্তি কদাচন। শিখোপদেশঃ সর্ব্বত্র গোপিতঃ পরমেশ্বরি। বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যাদ্বর্ষকোটিশতৈরপি। তস্মাত্ত্বয়াপি গিরিজে গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। রুদ্রযামলে—জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকং। সূতকদ্বয়সংসক্তো ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ। জপাদৌ চ জপান্তে চ সূতকদ্বয়মিত্যর্থঃ। যামলে।—ব্রহ্মবীজং মনোর্দ্দত্ত্বা চাদ্যন্তে

নিকট সর্ব্বোত্তম জ্ঞানোপদেশ বলিতেছি, শ্রবণ কর; যাহার বিজ্ঞানমাত্রে ইষ্টদেবতা প্রসন্না হয়েন। মূলাধারে সর্পাকৃতি যে দেবী অবস্থান করেন, তাঁহার ভ্রমাবর্ত্তোত্থিত বায়ুকে প্রাণবায়ু বলা হয়। ত্রিশিরা অব্যক্ত মধুরশব্দ-কারিণী কুণ্ডলিনীর ব্রহ্মরন্ধ্র ও মূলাধারে যাতায়াত ক্রমে তাহাতে মনোলয় করিবে। ইহাতেই মন্ত্রশিখার উৎপত্তি হয়। মন্ত্রশিখা সর্ব্ববিধ মন্ত্রের উদ্দীপিকা। যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে কোন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ শিখাহীন মন্ত্র কদাচ সিদ্ধ হয় না। হে দেবেশি! শিখোপদেশ অতি যত্নপূর্ব্বক গোপনে রাখিবে, ইহা অন্য কাহার নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। শিখোপদেশ ব্যতীত শতকোটি বৎসর জপ করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—জপারম্ভে মন্ত্রের জননা শৌচ ও জপ সমাপ্তিতে মরণাশৌচ জন্মে। অশৌচযুক্ত মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। যামলে বলিয়াছেন,—

পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে। সূতকদ্বয়মুক্তয়ে মনোরান্তন্তে ব্রহ্মবীজং প্রণবং দত্ত্বা সপ্তবারং জপাদৌ জপান্তে চ জপেদিত্যর্থঃ। সূতকদ্বয়মুক্তো যঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। চতুর্দ্দশস্বরং পুণ্যং দীর্ঘং প্রণবমুচ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বত্র শূদ্রস্য স এব পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বিশেষমাহ তন্ত্রে—বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ। বৈশ্যানান্তু ফড়র্ণঃ স্যান্মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে। ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াং সুরেশ্বরি। প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১২॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং জপলক্ষণাদি-
নির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ।

অশৌচ মুক্তির জন্য জপের অগ্রে ও পরিশেষে মন্ত্রের আদি ও অন্তে ব্রহ্মবীজ (প্রণব) যোগ করিয়া সপ্তবার মন্ত্রজপ করিবে। সূতকদ্বয়মুক্ত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। উক্ত প্রণব শূদ্রের সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মন্ত্রসেতু প্রণব, বৈশ্যের ফট্ এবং শূদ্রের হ্রীঁ বীজ। ভূতশুদ্ধিতে কথিত হইয়াছে,—শূদ্র তন্ত্রোক্তপ্রণব (ওঁ) ও বহ্নিজায়া (স্বাহা) সতত জপ করিতে পারিবে। ১২।

নবমোল্লাস সম্পূর্ণ।

দশমোল্লাসঃ

-৩০*৩০-

মহাসেতুং বিনা দেবি যো জপেৎ তু পাপভাক্। আদৌ জপ্ত্বা মহাসেতুং ততঃ সেতুং ততো মনুং। এবং ক্রমৈর্ব্বরারোহে যথেষ্টং জপমাচরেৎ॥ সেতুমাহ মঙ্গলতন্ত্রে,—যো জপেৎ পরমেশানি বিনা সেতুং মহামনুং। তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যান্মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ॥ যামলে,—মহাসেতুশ্চ দেবেশি সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী। কালিকায়াঃ স্ববীজঞ্চ তারায়াঃ কূর্চ্চ উচ্যতে। অন্যাসান্তু বধূবীজং মহাসেতুর্ব্বরাননে॥ বধূবীজমাহ রুদ্রযামলে—আকাশান্তং চতুর্থান্তং যকারান্তং সবিন্দুকং। লক্ষ্মীযুক্তঞ্চ দেবেশি বধূবীজমুদাহৃতং। আকাশান্তং সকারঃ চতুর্থান্তং তকারঃ যকারান্তং রেফঃ এতত্রিয়যুক্তঞ্চ ততো

হে দেবি! যে ব্যক্তি মহাসেতু ব্যতীত জপ করে, তাহার পাপস্পর্শ হয়। অগ্রে মহাসেতু, তৎপর সেতু এবং তদনন্তর মন্ত্র জপ করিবে। মঙ্গলতন্ত্রে বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি সেতু জপ না করিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহার সর্ব্বার্থ হানি হয় এবং সে অন্তে নরকে গমন করে। যামলে বলিয়াছেন—ত্রিপুরাসুন্দরীর মহাসেতু ভুবনেশ্বরী—অর্থাৎ হ্রীঁ বীজ। কালিকার মহাসেতু স্ববীজ—অর্থাৎ ক্রীঁ বীজ। তারার মহাসেতু কূর্চ্চ—অর্থাৎ হুঁ বীজ, অন্য দেবতার মহাসেতু বধূবীজ—অর্থাৎ স্ত্রীঁ বীজ। রুদ্রযামলে বধূ বীজোদ্ধার কথিত হইয়াছে। যথা,—অগ্রে আকাশান্ত (স), অনন্তর চতুর্থান্ত (ত), তৎপর যকারান্ত (র), তৎপর দীর্ঘ ঈকার এবং তৎপর বিন্দু, ইহাতে স্ত্রীঁ বীজ হইল,

লক্ষ্মীযুক্তং এতৈস্ত্রীমিতি। মহাসেতুং বিনা দেবি ন জপ্তব্যং কদাচন। শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে। সেতুমন্ত্রং মহেশানি সর্ব্বেষাং কুল্লুকাং শৃণু। সেতুং বিদ্ধি মহেশানি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণীং। আদাবন্তে চ দেবেশি সেতুং জপ্ত্বা জপেন্মনুং। ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্দেবি মন্ত্রবিদ্যাবিশেষতঃ। অন্যথা বিফলং দেবি নিশ্চয়ং বচনং মম। পার্শ্বয়োঃ সেতুমাদায় জপকর্ম্ম সমাচরেৎ। নিঃসেতুঞ্চ যথা তোয়ং ক্ষণান্নিম্নং প্রসর্পতি। নিঃসেতুশ্চ তথা মন্ত্রঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাং॥ যামলে—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সুন্দর্য্যাঃ সেতুমুত্তমং। মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সৌভাগ্যঞ্চ ততঃ পরং। পুনর্ম্মায়াং সমুদ্ধৃত্য বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরী পরা। সুন্দরীবিষয়ে সেতুঃ কথিতঃ পরমেশ্বরি। মন্ত্রো যথা,—হ্রীং সৌং হ্রীং॥ ১॥

ইহাই বধূবীজ। হে দেবি! মহাসেতু জপ বিনা কদাচ জপ করিবে না; যে ব্যক্তি মহাসেতু জপ বিনা জপ করে, শত কোটি জপেও তাহার সিদ্ধি হয় না। হে মহেশানি! সকল দেবতার সেতু ও কুল্লুকা শ্রবণ কর। হে দেবি! সেতুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। জপের অগ্রে এবং অন্তে সেতু জপ করত মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। এই প্রকারে—অর্থাৎ সেতুজপ করত জপ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করে, আর সেতু জপ ব্যতীত জপ করিলে সেই জপ নিষ্ফল হয়। অবাধ সলিল যদ্রূপ ক্ষণকাল মধ্যে নিম্ন স্থানে গমন করে, সাধকের সেতুশূন্য জপ তদ্রূপ ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষরিত হয়; অতএব পার্শ্বদ্বয়ে—অর্থাৎ আদি ও অন্তে সেতু জপ করত জপ করিবে। যামলে বলিয়াছেন,—হে দেবি! ত্রিপুরাসুন্দরীর সেতু বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে মায়াবীজ,—অর্থাৎ হ্রীঁ এই মন্ত্রোদ্ধার করিয়া পরে সৌভাগ্যবীজ—অর্থাৎ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি ভৈরব্যাঃ সেতুমুত্তমং। হরিপ্রিয়াং সমুদ্ধৃত্য স্মরসারং ততঃ পরং। ঔর্দ্ধ্যসংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কুরু। ইয়ং বিদ্যা বরারোহে ভৈরব্যাঃ সেতুরূপিণী। মন্ত্রো যথা—হ্‌সৌঃ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা তদনন্তরং। এষা চ দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা তরায়াঃ সেতুরুচ্যতে। মন্ত্রো যথা,—ওঁ হ্রীঁ। শ্যামায়াঃ।—ঐশ্বর্য্যবীজমুদ্ধৃত্য বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কুরু। কূর্চ্চবীজং ততো দেবি পুনরৈশ্বর্য্যমুদ্ধরেৎ। সেতুরেষা মহেশানি শ্যামায়াঃ পরিকীর্ত্তিতা। মন্ত্রো যথা,—ঐঁ হুঁ ঐঁ। ভুবনেশ্বর্য্যাঃ।—প্রণবং প্রথমং দেবি হৃল্লেখা দ্বিতয়ং ততঃ। ততশ্চ পরেশানি প্রণবদ্বয়মুচ্যতে। এষা বিদ্যা মহেশানি ভুবনেশ্যাঃ সেতুরু-

---

সৌঁ এই মন্ত্রোদ্ধার করিবে, তৎপর পুনর্ব্বার মায়াবীজ—অর্থাৎ হ্রীঁ মন্ত্রোদ্ধার করিবে, ইহাতে হ্রীঁ সৌঁ হ্রীঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র হইল, ইহা ত্রিপুরাসুন্দরীর সেতু জানিবে। ১।

হে মহেশানি! অধুনা ভৈরবীর সেতু কথিত হইতেছে। প্রথমে হরিপ্রিয়া বীজ উদ্ধৃত করিয়া পরে স্মরসার বীজোদ্ধার করিবে, এই বীজদ্বয় ঔর্দ্ধ্য ও অর্দ্ধবিন্দুযুক্ত করিবে, ইহাতে হ্‌সৌঁঃ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, এই বিদ্যা ভৈরবী দেবীর সেতুরূপিণী জানিবে। প্রথমে প্রণব—অর্থাৎ ওঁ এই মন্ত্রোদ্ধার করিয়া পশ্চাৎ হৃল্লেখা—অর্থাৎ হ্রীঁ এই বীজোদ্ধার করিবে। ওঁ হ্রীঁ এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র তারার সেতু। ঐশ্বর্য্য বীজ—অর্থাৎ ঐকার উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে অর্দ্ধবিন্দু (অনুস্বার) সংযুক্ত করিবে, অনন্তর কূর্চ্চবীজ (হুঁ) উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার অর্দ্ধবিন্দু যুক্ত ঐশ্বর্য্য বীজ (ঐঁ) উদ্ধৃত করিবে। ইহাতে ঐঁ হুঁ ঐঁ এই মন্ত্র হইল, এই মন্ত্র শ্যামার সেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি! প্রথমে প্রণব (ওঁ), অনন্তর হৃল্লেখাদ্বয় (হ্রীঁ হ্রীঁ),

চ্যতে। মন্ত্রো যথা,—ওঁ হ্রীঁ হ্রী ওঁ ওঁ। অথ বক্ষ্যে মহেশানি চান্নদাসেতুমুত্তমম্। আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিজায়াং সমুদ্ধরেৎ। মন্ত্রো যথা,—হ্রীঁ স্বাহা। অন্যেষু দেবীদেবেষু প্রণবং সেতুরূপিণং। সর্ব্বেষাং শূদ্রজাতীনাং ওঁকারঃ সেতুরুচ্যতে॥ ২॥

অথ কবচসেতুঃ। যত্র যত্র বিনির্দ্দিষ্টং সেতুমন্ত্রং শুচিস্মিতে। তন্মন্ত্রং ত্রিগুণং কৃত্বা সেতুমন্ত্রং কুরু প্রিয়ে। কবচস্য মহেশানি সেতুর্ভবতি সুন্দরি। সেতুং বিনা মহেশানি কবচং যঃ পঠেন্নরঃ। স ভক্ষ্যো জায়তে দেবি যোগিনীনাং শুচিস্মিতে। বৈষ্ণবে গাণপত্যে চ শৈবে শাক্তে শুচিস্মিতে। আদাবন্তে মহাসেতুং দত্ত্বা সুকবচং পঠেৎ॥ ৩॥

রুদ্রযামলে—অজ্ঞাত্বা কুল্লুকাং দেবি মহামন্ত্রং জপেত্তু যঃ।

তৎপরে প্রণবদ্বয় (ওঁ ওঁ) উদ্ধৃত করিবে, ইহাতে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ এই মন্ত্র হইল। এই বিদ্যা ভুবনেশ্বরীর সেতু। অগ্রে মায়া বীজ তৎপর বহ্নিজায়া উদ্ধৃত করিবে; ইহাতে হ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্র হইল। ইহা অন্নদার সেতু। হে দেবি! অন্য সকল দেবতার মন্ত্রের সেতু প্রণব জানিবে। শূদ্রজাতিদের পক্ষে সকল দেবতার সেতুই ওঁকার। ২।

সম্প্রতি কবচসেতু কথিত হইতেছে।—যে দেবতার সেতুমন্ত্র যাহা কথিত হইয়াছে, ঐ মন্ত্র ত্রিগুণিত করিলে যাহা হইবে সেই মন্ত্রই তদ্দেবতার কবচ-সেতু জানিবে। হে শুচিস্মিতে! যে মনুষ্য সেতুমন্ত্র জপ না করিয়া কবচ পাঠ করে, সে যোগিনীদিগের ভক্ষ্য হইবে। বৈষ্ণব, গাণপত, শৈব কিম্বা শাক্ত সকল সম্প্রদায়ের সাধকই আদি ও অন্তে মহাসেতু জপ করত কবচ-পাঠ করিবে। ৩।

চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশোবলং॥ বারাহীতন্ত্রে—জপং সমারভেন্মন্ত্রী কুল্লুকাত্তং যথাবিধি। জপপূজাং সমাপ্যৈব স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি মহনীল-সরস্বতী। পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। কালী কূর্চ্চং বধূর্মায়া ফড়ন্তাঃ পরিকীর্ত্তিতা। ছিন্নামস্তে মহেশানি কুল্লু-কাষ্টাক্ষরী ভবেৎ। বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম্মপ্রকীর্ত্তয়েৎ। প্রাসাদবীজং শম্ভোস্তু মঞ্জুঘোষে ষড়ক্ষরী। ললাটরচনশ্চৈব ধীচ চন্দ্র-যুতং স্মরেৎ। ভুবনেশ্যাশ্চ হ্রীঁ বীজং বিষ্ণোর্ব্বৈ চাষ্টবর্ণিকা। নমো নারায়ণায়েতি প্রণবাদ্যা চ কুল্লুকা। বর্ম্মবীজন্ত ভৈরব্যাঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। শ্রীমত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাক্ষরী।

রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি কুল্লুকা না জানিয়া মহামন্ত্র জপ করে, তাহার আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল, এই চারিটিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বারাহী তন্ত্রে বলা হইয়াছে, মন্ত্রী অগ্রে কুল্লুকা জপ করিয়া পরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে এবং জপ ও পূজা সমাপন করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে ও তৎপরে কবচ পাঠ করিবে। বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে বলিয়াছেন,—তারাদেবীর কুল্লুকা মহানীল সরস্বতী—অর্থাৎ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ। কালী (ক্রীঁ), কূর্চ্চ (হূঁ), বধূ (স্ত্রীঁ), মায়া (হ্রীং) ও ফট্ (ক্রীং হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্) এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র কালিকার কুল্লুকা। প্রথমে বজ্রবৈরোচনীয়ে, তৎপর বর্ম্ম বীজ (হুং)—অর্থাৎ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ছিন্নমস্তার কুল্লুকা। প্রাসাদ বীজ—অর্থাৎ হৌং এই মন্ত্র শম্ভুর কুল্লুকা। মঞ্জুঘোষের 'অরবচনধীং' মন্ত্রই কুল্লুকা। হ্রীং এই বীজ ভুবনেশ্বরী দেবীর কুল্লুকা। ওঁ নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বিষ্ণুর কুল্লুকা। বর্ম্মবীজ—অর্থাৎ হুং এই মন্ত্র ভৈরবী

বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ লজ্জাঞ্চ ত্রিপুরে, ততঃ। ভগবতি পদং পশ্চাদন্তে ঠদ্বয়মুদ্ধরেৎ। বাগ্‌ভবং প্রথমং বীজং কামবীজমনন্তরং। লজ্জাবীজং ক্রোধবীজং ফড়ন্তশ্চ সমুদ্ধরেৎ। অথবা কামরাজাখ্যা কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। সরস্বত্যা বাগ্‌ভবঞ্চ অন্নদায়াস্ত্বনঙ্গকং। মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মায়া ধূমাবতীং প্রতি। বগলায়া বধূবীজং, লক্ষ্যাশ্চ নিজবীজকং। ধনদায়া বধূবীজং কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। অপরাসাং দেবতানাং মন্ত্রমেব পরিকীর্ত্তিতং। অন্যাসান্তু পরাবীজং কুল্লুকা পরমেশ্বরি। ইত্যেতৎ কথিতা দেবি সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া। সেতুমঙ্গল তন্ত্রে,—বাগ্‌ভবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মন্মথং তদনন্তরং। ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য মনুস্বরযুতং কুরু। সুন্দরীবিষয়ে বোধ্যং কুল্লুকেয়ং মহেশ্বরি। মন্ত্রো যথা,—ঐং ক্লীং সৌং। কামধেনুং সমুদ্ধৃত্য

দেবীর কুল্লুকা। প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ (ঐং), অনন্তর কাম বীজ (ক্লীঁ), পরে লজ্জাবীজ (হ্রীঁ), তৎপর ত্রিপুরে ভগবতি এই পদ, তৎপর ক্রোধ বীজ (হূঁ) এবং তৎপর ফট্—অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। অথবা ঐঁ ক্লীঁ হ্রীং হূং ফট্ কিম্বা কএঈল হ্রীং, ইহাই ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর কুল্লুকা। বাগ্‌ভব বীজ—অর্থাৎ ঐঁ সরস্বতীর এবং অন্নদার অনঙ্গবীজ—অর্থাৎ ক্লীঁ, মাতঙ্গীর ওঁ, ধূমাবতীর হ্রীং, বগলার স্ত্রীং, লক্ষ্মীর শ্রীং, ধনদার স্ত্রীং এই বীজ কুল্লুকা। অন্যান্য দেবতার স্বীয় স্বীয় মন্ত্রই কুল্লুকা। অপর দেবীদিগের হ্রীং বীজ কুল্লুকা। হে দেবি! তোমার নিকট সংক্ষেপে সর্ব্বদেবতার কুল্লুকা কথিত হইল। সেতুমঙ্গল তন্ত্রে বলিয়াছেন,—প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) উদ্ধৃত করিয়া অনন্তর মন্মথ বীজ (ক্লীং) উদ্ধৃত করিবে, তৎপরে মনু-স্বর (ঔকার) যুক্ত ভৃগু বীজ (স) সমুদ্ধৃত করিবে, ইহাতে

লোকবাদ্যাং ততঃ পরং। রমণীয়কবীজন্ত পুনরুদ্ধৃত্য সুন্দরি। ইতি বীজযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কুরু। কুল্লুকেয়ং মহাবিদ্যা। ভৈরব্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা। কীং লীং বীং। তারায়াঃ—মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য ততশ্চ প্রণবদ্বয়ং। পুনর্ম্মায়াং সমুদ্ধৃত্য কুল্লুকা জপমাচরেৎ। কুল্লুকা জপমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। মন্ত্রো যথা,—হ্রীং ওঁ ওঁ হ্রীং। অথ ভুবনেশ্যাঃ।—কালকূটপ্রশমনী বীজমুদ্ধৃত্য সুন্দরি। কামনীয়কবীজেন সংযুতং কুরু সুন্দরি। বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কৃত্বা ত্রিগুণং কুরু সুন্দরি। এষা বিদ্যা মহেশানি কুল্লুকা বিষ্ণুপূজিতা। মন্ত্রো যথা।—ওঁ হ্রীং ওঁ হ্রীং ওঁ হ্রীং। আদ্যন্তে পরমেশানি কূর্চ্চবীজং কুরু কুরু। তদা ভবতি বিদ্যেয়ং মর্দ্দিন্যাঃ কুল্লুকা প্রিয়ে। আদ্যন্তে ওঁ হূং কুরু কুরু ওঁ হূং আদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ। এবং কৃতে মহেশানি মন্ত্রবীরমতং স্মৃতং। অন্যথা পশুবদ্দেবি ন জপেত্তু কদাচন॥ ৪॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং সেতুমহাসেতুকুল্লুকা-
নির্ণয়ো নাম দশমোল্লাসঃ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ এই মন্ত্র হইল, এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র ত্রিপুরাসুন্দরীর কুল্লুকা। প্রথমে অর্দ্ধবিন্দু যুক্ত কামধেনু বীজ (কীঁ) অনন্তর ঐ প্রকার লোকবাদ্যা বীজ (লীঁ) এবং তৎপরে পূর্ব্বপ্রকার রমণীয়ক বীজ (বীঁ)—অর্থাৎ কীঁ লীঁ বীঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র মহাবিদ্যা ভৈরবীদেবীর কুল্লুকা। হ্রীঁ ওঁ ওঁ হ্রীং এই মন্ত্র তারাদেবীর কুল্লুকা। ইহা জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয়। ওঁ হ্রী ওঁ হ্রীং ওঁ হ্রীং ইহা ভুবনেশ্বরীর কুল্লুকা। ওঁ হূং কুরু কুরু ওঁ হূং, এই মন্ত্র মহিষমর্দ্দিনীর কুল্লুকা। পশুভাবে স্থিত মন্ত্রসমূহ কেবল বর্ণ-

একাদশোল্লাসঃ

মুখশোধনমাহ সরস্বতীতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি মুখশোধনমুত্তমং। যন্ন কৃত্বা বরারোহে জপপূজা বৃথা ভবেৎ। অশুদ্ধজিহ্বয়া দেবি যো জপেৎ স তু পাপভাক্। দশধা প্রজপিত্বা বৈ মুখশোধনমাচরেৎ। মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ ষোড়শীবিদ্যায়া ইতি। ত্রিপুরায়া মহেশানি মুখস্য শোধনং শৃণু। শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ শ্রী ওঁ। ইতি ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সুন্দর্য্যা দশধা জপেৎ। বালায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি মুখশোধনমুত্তমং। ঐং হ্রীং ঐং। ভৈরব্যাঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি মুখশোধনমুত্তমং। ওঁ হসৌঃ ওঁ—ইমং ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং দশধা প্রথমং জপেৎ। শৃণু সুন্দরি শ্যামায়া মুখশোধনমুত্তমং। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীং

রূপী মাত্র, কুল্লুকাদি অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্র বীরভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পশুবৎ মন্ত্র কদাচ জপ করিবে না॥ ৪॥

দশমোল্লাস সম্পূর্ণ।

অথ মুখশোধন। সারস্বত তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—হে মহেশ্বরি! অধুনা মুখশোধন বলিতেছি। অকৃতমুখশোধন ব্যক্তির কৃত জপ ও পূজা নিষ্ফল জানিবে। দশবার জপ দ্বারা মুখ শোধন করিবে। ত্রিপুরাসুন্দরীর—অর্থাৎ ষোড়শী বিদ্যার মুখশোধন বলিতেছি, শ্রবণ কর।—ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর উপাসক শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দশবার জপ করিলে তাহার মুখশুদ্ধি হইবে। বালার মুখশোনমন্ত্র ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। ভৈরবীর উপাসক ওঁ হসৌঃ ওঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে।

ক্রীং এষা নবাক্ষরী বিদ্যা মুখশোধনকারিণী। তারায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি অপূর্ব্বমুখশোধনং। হ্রীং হ্রীং হ্রীং—এষা ত্র্যক্ষরীবিদ্যা জিহ্বাগ্রেঽমৃতবর্ষিণী। ভুবনেশ্যাঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি মুখশোধনমুত্তমং। ঐং ঐং ঐং। ত্র্যক্ষরীয়ং সমাখ্যাতা নানাসুখবিলাসিনী। দশধা প্রজপিত্বা বৈ ভুবনেশীং জপেৎ সুধীঃ। অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি বগলামুখীশোধনং। ঐং হ্রীং ঐং। এষা তু ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সদাঽমৃতময়ী প্রিয়ে। মাতঙ্গীশোধনং দেবি কথয়ামি বরাননে। ক্রৌং ঐং ফেং। ত্র্যক্ষরীয়ং সমাখ্যাতা মুখশোধনদুর্ল্ভা। অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি সিংহবাহিনী শোধনং। ঐং হ্রীং ঐং দুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐং ঐং ইয়ং দশাক্ষরী বিদ্যা সদা মম হৃদি স্থিতা। অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি ধনদামুখশোধনং। ওঁ হ্রীং দ্ব্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা ধনদায়াঃ প্রকীর্ত্তিতা। ওঁ ধূং ওঁ। ইয়ন্তু ত্র্যক্ষরী বিদ্যা ধূমাবত্যাশ্চ

শ্যামার উপাসক ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ এই নবাক্ষর মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে। তারার উপাসক হ্রীং হ্রীং হ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে। উক্ত ত্র্যক্ষরী বিদ্যা জিহ্বাগ্রে অমৃত বর্ষণ করে। ভুবনেশ্বরীর সাধক ঐং ঐং ঐং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে। উক্ত ত্র্যক্ষর মুখশোধন মন্ত্র নানাবিধ ভোগ ও সুখপ্রদ। ঐং হ্রীং ঐং এই অমৃতময়ী ত্র্যক্ষরী বিদ্যা দ্বারা বগলামুখীর সাধক মুখশোধন করিবে। ক্রৌঁ ঐঁ ফেঁ এই ত্র্যক্ষর মাতঙ্গীদেবীর সাধকের মুখশোধন মন্ত্র। ঐঁ হ্রীং ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীং ঐঁ ঐঁ এই দশাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করে—অর্থাৎ এই বিদ্যা আমার অতি প্রিয়তরা। সিংহবাহিনীর সাধক এই মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে। ধনদার উপাসক ওঁ হ্রীঁ এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র

শোধনং। অন্যেষু সর্ব্বদেবেষু দেবীষু চ বরাননে। দশধা প্রণবঞ্চৈব মুখশোধনমাচরেৎ। মুখশোধনমন্ত্রেণ জিহ্বামৃতময়ী ভবেৎ। অন্যথা বিষসংযুক্তা জিহ্বা ভবতি সর্ব্বদা। ভক্ষণে দূষিতা। জিহ্বা নানাদোষেণ দূষিতা। তৎকথং পামরো লোকে জিহ্বায়াং প্রজপেন্মন্তুং। সংশোধনমনাচর্য্য ন জপেৎ পামরঃ ক্বচিৎ। শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি গাণপঃ সৌর এব বা। শৈবো বা অন্যভক্তো বা কারয়েন্মুখশোধনং। দেবো যদি জপেন্মন্ত্রং মোহেন যদি ভাবিনি। সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে। তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি জিহ্বাশোধনমাচরেৎ। অন্যথা প্রজপেন্মন্ত্রং অকৃত্বা মুখশোধনং। পতনং তস্য দেবেশি যো জপেৎ স চ পাপভাক্। তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি জিহ্বাশোধনমাচরেৎ॥ ইতি সারস্বততন্ত্রোক্তমুখশোধনবিধানং॥ ১॥

দ্বারা মুখশোধন করিবে। ধূমাবতীর উপাসক ওঁ ধূঁ ওঁ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা মুখশোধন করিবে। অন্য দেব-দেবীর উপাসক দশবার প্রণব জপ দ্বারা মুখশোধন করিবে। মুখশোধন মাত্রে জিহ্বা অমৃতময়ী হয়। মুখশোধন না করিলে জিহ্বা বিষসংদিগ্ধ থাকে। নানাবিধ দ্রব্য ভক্ষণজন্য দোষে দূষিত জিহ্বার শোধন করিয়া পরে জপপূজাদি করিবে। জিহ্বা শোধন না করিয়া কদাচ জপ করিবে না। শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত, সৌর, শৈব, কিম্বা অন্য দেবতাভক্ত সকলই অবশ্য মুখশোধন করিবে। দেবতাও যদি মোহ বশতঃ মুখ শোধন না করিয়া জপ করেন, তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হইবে। মন্ত্র সিদ্ধি হইবে না। অতএব যত্নপূর্ব্বক জিহ্বা শোধন করিবে। যে মনুষ্য মুখ শোধন না করিয়া মন্ত্র জপ করে, সে পাপভাগী এবং অধঃপতিত হয়। হে দেবি!

দেব্যুবাচ,—পূজাকালে মহেশ্বর যদি নিদ্রাতুরো মনুঃ। তৎ কথং সিধ্যতে মন্ত্রঃ কিং কর্ত্তব্যং তদা প্রভো। প্রজপেৎ কেন বিধিনা ন জপেদ্বা বদ প্রভো। নিদ্রায়াশ্চৈব দেবেশ লক্ষণং বদ মে প্রভো॥ ঈশ্বর উবাচ।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। ইড়ায়াঞ্চ গতে রাত্রৌ শক্তিমন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে। রাত্রৌ জপেকমন্ত্রেণ চণ্ডিকা বরদা ভবেৎ। রুদ্রযামলে,—পিঙ্গ-লয়া গতে রাত্রৌ বিষ্ণ্যা নিদ্রাতুরা প্রিয়ে। ইড়ায়াঞ্চ গতে বায়ো-

অতএব যত্নপূর্ব্বক জিহ্বা শোধন করিবে। সারস্বত তন্ত্রোক্ত মুখশোধন বিধান সম্পূর্ণ। ১।

দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে মহেশ্বর! যদি পূজা সময়ে মন্ত্র নিদ্রাতুর হয়েন, তাহা হইলে কি প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে? তৎকালে কি কর্ত্তব্য? জপ করা উচিত, না জপ হইতে বিরত থাকা বিধেয় এবং জপ করিতে হইলে কোন্ বিধানানুসারে কর্ত্তব্য এবং নিদ্রার লক্ষণই বা কি? আমার নিকট বলুন। ঈশ্বর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দেবি! তুমি আমার নিকট যে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। রাত্রিকালে ইড়ানাড়ীতে প্রাণবায়ু গমন করিলে,—অর্থাৎ যে সময়ে বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হইতে থাকে, সেই সময়ে শক্তিমন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিতে মন্ত্র একবার জপ করিলে চণ্ডিকা বরপ্রদানোন্মুখী হয়েন। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—রাত্রিকালে পিঙ্গলা-নাড়ীতে প্রাণবায়ু গমন করিলে—অর্থাৎ যে সময়ে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হয়, সেই সময়ে বিষ্ণ্যা নিদ্রিতা থাকেন, আর ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু গমন করিলে—অর্থাৎ যে সময়ে বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া

স্তদাহনিদ্রাতুরো মন্ত্রঃ। এবা স্তে কথিতা দেবি নিদ্রায়া লক্ষণং প্রিয়ে। প্রজপেদ্‌যদি নিদ্রায়াং কিং তস্য জপপূজনে। সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি অরণ্যে রোদনং যথা। রহস্যানেন চার্ব্বঙ্গি ত্যক্তা নিদ্রা সনাতনী। আদৌ কামকলা বীজং স্বমন্ত্রান্তে তু তং জপেৎ। প্রায়-শ্চিত্তমিদং দেবি কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্‌যদি। কিং তস্য দক্ষিণো বায়ুস্তস্য নিদ্রাতুরেণ কিং॥ ২॥

বিশ্বসারে—পুংমন্ত্রা দেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাস্ত্রীদেবতা স্মৃতা। পুংমন্ত্রা হুংফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ। নপুংসকা নমোন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা॥ ৩॥

দীপনীমাহ তন্ত্রে—যোনিমন্ত্রং মনোর্দ্দত্বা চাদ্যন্তে পরমে-শ্বরি। সপ্তবারং জপিত্বা তু দীপনীয়ং প্রকীর্ত্তিতা। যোনি-

হয়, সেই সময়ে মন্ত্র জাগ্রত হয়েন। হে দেবি। তোমার নিকট এই নিদ্রালক্ষণ কথিত হইল। নিদ্রাকালে যে জপ ও পূজা করা হয়, তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল। বক্ষ্যমাণ প্রক্রিয়া দ্বারা ভগবতীকে জাগরিতা করিয়া তৎপরে জপ পূজাদি করিবে। যথা,—জপ্য মন্ত্রে আদির ও অন্তে কামকলাবীজ (ঈং) যুক্ত করিয়া জপ করিলে ভগবতীর নিদ্রা বিদূরিতা হয়, জপের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্তাত্মক জপ করিলে প্রতিকূল বায়ুও জপকারীর অনিষ্টকর হইবে না। ২।

বিশ্বসারে বলা হইয়াছে,—মন্ত্র পুং, স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে ত্রিবিধ, যথা—হুংফড়ন্ত মন্ত্র পুং মন্ত্র, দ্বিঠান্ত—অর্থাৎ স্বাহান্ত মন্ত্র স্ত্রীমন্ত্র এবং নমোন্ত মন্ত্র ক্লীব মন্ত্র॥ ৩॥

তন্ত্রে দীপনী কথিত হইয়াছে। যথা।—মন্ত্রের আদি ও অন্তে

মন্ত্র ঈঙ্কারঃ। তন্ত্রে,—যোনিমন্ত্রেণাবয়বং সকলন্তু বিভাবয়েৎ। স্বকীয়াত্মানং কামকলাং বিভাব্য জপপূজাদিকং কার্য্যং। ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিদ্যাজাপং সমাচরেৎ। ধ্যাত্বা কামকলারূপং আত্মানং চিন্তয়েৎ সদা। তন্ত্রে—ঊর্দ্ধবিন্দ্বাত্মকং বক্তুং অধোবিন্দু-স্তনদ্বয়ং। হকারার্দ্ধং কামপুরং তথাত্মানং বিচিন্তয়েৎ। এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ। নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভ-ক্তায় কদাচন। লোভান্মোহাচ্চ দেবেশি যত্র কুত্র প্রকাশয়েৎ। সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রাঘাতবিষাদিভিঃ। যোনিমন্ত্রমাহ যামলে।—তুর্য্যস্বরং বিন্দুযুতং নাদেন পরিভূষিতং। কামকলামহা-মন্ত্রং মহাকালেন কীর্ত্তিতং। তস্মাৎ স্বকীয়মাত্মানং ধ্যায়েদ্দেব্যাঃ স্বরূপকং॥ ৪॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং মুখশোধননির্ণয়ো নাম একাদশোল্লাসঃ।

যোনিমন্ত্র—অর্থাৎ ঈঙ্কার যুক্ত করিয়া সপ্তবার জপ করিবে, ইহাই দীপনী। যোনিমন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বাবয়ব চিন্তা করত স্বকীয় আত্মাকে কামকলা স্বরূপ চিন্তা করিয়া জপপূজাদি করিবে। দেহে কাম-কলার ধ্যান করিয়া বিদ্যা জপ করিবে। কামকলারূপ ধ্যান করত সর্ব্বদা আত্মচিন্তা করিবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—কামকলা মহামন্ত্রের ঊর্দ্ধবিন্দুকে মুখ, অধোবিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় এবং হকারার্দ্ধকে কামপুরস্বরূপ চিন্তা করিবে। এই কামকলা ধ্যান অতি গোপনীয়, ইহা কদাচ অভক্তের নিকট প্রকাশ করিবে না; ভক্ত হইলেও যে শিষ্য নহে, তাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। লোভ-কি মোহ পরতন্ত্র হইয়া নিষিদ্ধ ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিলে শস্ত্রাঘাত কিম্বা বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা অচিরে প্রকাশকের মৃত্যু হইবে। যামলে যোনিমন্ত্র কথিত হইয়াছে। যথা।—নাদবিন্দুপরি-

দ্বাদশোল্লাসঃ।

অথ পুরশ্চরণং। পুরশ্চরণলক্ষণমাহ হংসমাহেশ্বরে—জপো হোমস্তর্পণঞ্চাভিষেকো ব্রাহ্মণভোজনং। পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে। যামলে—পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে শাক্তবৈষ্ণব-ভেদতঃ। জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া। কিং হোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিং মন্ত্রন্যাসবিস্তরৈঃ। রহন্যানাঞ্চ মন্ত্রাণাং যদি ন স্যাৎ পুরস্ক্রিয়া। পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং জীব উচ্যতে॥ ১॥

ভূষিত—অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত,তূর্য্য স্বর—অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকার (ঈং) মহা-কাল কর্ত্তৃক কামকলা মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব স্বকীয় আত্মাকে উক্ত কামকলা দেবীস্বরূপ চিন্তা করিবে। ৪।

একাদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

অথ পুরশ্চরণ।—হংসমাহেশ্বরে পুরশ্চরণলক্ষণ কথিত হই-য়াছে। যথা।—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকে পুরশ্চরণ বলে। যামলে বলা হইয়াছে, পঞ্চাঙ্গ উপাসনা শাক্ত বৈষ্ণব ভেদে বিভিন্ন। যেমন জীবহীন দেহ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ জপফল প্রদান করিতে পারে না; অতএব মন্ত্রজ্ঞ সাধক সিদ্ধি-লাভার্থ পুরশ্চরণ করিবে। পুরশ্চরণ না করিলে জপ, হোম এবং ন্যাসাদিতে কি ফল? পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান জীবন। ১।

পুরশ্চরণপূর্ব্বদিনকৃত্যং।—হবিষ্যেণৈব ভোক্তব্যং কৃত্বা দেহবিশোধনং। প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্রীং জপেৎ পঞ্চসহস্রকং। ত্রিসহস্রং সহস্রং বা জপেদষ্টোত্তরং শুচিঃ। জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ। বিপ্রান্ সন্তোষয়েদন্নভোজনাচ্ছাদনাসনৈঃ। বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—আদাবমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে। ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রো মে সিধ্যতামিতি। ভূমেঃ পরিগ্রহং কৃত্বা পরিমাণঞ্চ সর্ব্বশঃ। গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মিতং। নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা। আহারাদিবিহারর্থং তাবতীং ভুবমাশ্রয়ে। দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফলপ্রদং। নির্ম্মায় বিধিবৎ কুর্য্যাৎ জপং তত্র শুভে দিনে। চন্দ্র-

অথ পুরশ্চরণ পূর্ব্বদিন কৃত্য।—মন্ত্রী পুরশ্চরণের পূর্ব্বদিবসে দেহ শোধন ও হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ-প্রশমনার্থ শুদ্ধ চিত্তে অষ্টাধিক পঞ্চ সহস্র কিম্বা ত্রিসহস্র অথবা একসহস্র সাবিত্রী জপ করিবে। তৎপর ভোজ্য দ্রব্য, বসন ও আসন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। বৈশম্পায়ন সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—প্রথমে "অমুক মন্ত্রের পুরশ্চরণ সিদ্ধার্থ আমি এই ভূমি গ্রহণ করিতেছি, আমার মন্ত্র সিদ্ধ হউক" এই মন্ত্রে ভূমি পরিগ্রহ করিবে। পুরশ্চরণ গ্রামে করিলে আহার বিহারাদির নিমিত্ত বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে ক্রোশ পরিমিত স্থান এবং নগরে করিলে ক্রোশ কিম্বা ক্রোশদ্বয় পরিমিত স্থান গ্রহণ করিবে; আর যদি নদী-হ্রদাদির তীরে করা হয়, তাহা হইলে পুরশ্চরণকর্ত্তা ইচ্ছানুসারে স্থান গ্রহণ করিবেন। অনন্তর কূর্ম্মচক্রানুসারে দীপস্থান নির্ম্মিত করিয়া যথাবিধি জপ করিবে। পুরশ্চরণ কাল কথিত হইতেছে।—পুরশ্চরণকর্ত্তার চন্দ্র-তারা শুদ্ধি

তারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেঽহনি। আরভেন্মকরাদৌ চ সুপ্তে দেবে জপেন্ন চ। যদ্দক্ষিণায়ননিষিদ্ধমুক্তং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং। শক্তিবিষয়ে দক্ষিণায়নেঽপি পুরশ্চরণং কর্ত্তব্যং। তথাচোক্তং যামলে। শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণ-তৎপরঃ। অন্যত্রাপি।—শরৎকালে চতুর্থ্যাদি নবম্যন্তং বিশেষতঃ। ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ চাষ্টসহস্রকং। একাকী নির্জ্জনে দেশে জপেচ্চ তিমিরালয়ে॥ ২॥

অথ পুরশ্চরণদিনকৃত্যং।—বহুভির্ব্বস্ত্রভূষাভিঃ সম্পূজ্য গুরু-মাত্মনঃ। আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞাপুরঃসরা। প্রাতঃ স্নাত্বা মহেশানি কীলানাদায় সাধকঃ। কুটীনিকটমাগত্য কুর্য্যাত্তন্ত্রোদিতাং

সময়ে শুক্ল পক্ষে শুভ দিনে মাঘাদি মাসে পুরশ্চরণারম্ভ করিবে। হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। দক্ষিণায়নে যে পুরশ্চণ নিষিদ্ধ বলা হইল, সেই নিষেধ কেবল বিষ্ণু বিষয়ে জানিবে। শক্তিমন্ত্র-পুরশ্চরণ দক্ষিণায়নেও করিতে পারিবে। এই বিষয়ে যামলে কথিত হইয়াছে, শরৎকালে যে পক্ষে বার্ষিকী মহাপূজা—অর্থাৎ ভগবতী দুর্গা দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, সেই পক্ষ পুরশ্চরণে অতি প্রশস্ত। অন্যত্র কথিত হইয়াছে, শরৎকালের দেবীপক্ষে চতুর্থী অবধি নবমী পর্য্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিতে নির্জ্জন ও তিমিরাবৃত গৃহে একাকী অষ্ট সহস্র জপ করিবে। ২।

অথ পুরশ্চরণ দিনকৃত্য।—শিষ্য বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত জপ আরম্ভ করিবে। হে মহেশানি! সাধক প্রাতঃস্নান করিয়া ক্ষীরিবৃক্ষ-নির্ম্মিত কীলক গ্রহণ করত ফট্ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া

ক্রিয়াং। ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলান্ অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্। নিখনেদ্দশ-দিগ্ভাগে তেষস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ। ক্ষেত্রে তু কীলিতে মন্ত্রী ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে। অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষবটাশ্চ ক্ষীরশাখিনঃ। ক্ষেত্র-পালান্ পূজয়িত্বা বলিং দত্ত্বাদ্বিধানতঃ। দিক্‌পতিভ্যো বলিং দত্ত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ। ক্ষেত্রপালমন্ত্রমাহ তন্ত্রে।—বর্ণান্ত-মৌকারবিন্দুযুক্তং শ্রীক্ষেত্রপালায় ততোঽপি দেয়ং। তারাদ্যো বসু-বর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য কীর্ত্তিতঃ। মন্ত্রঃ—ওঁ ক্ষৌং শ্রীক্ষেত্রপালায় নমঃ। ষড় দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ। নীলাঞ্জনাদ্রিনিভ-মূর্দ্ধপিশঙ্গকেশং বৃত্তোগ্রলোচনমুপাত্তগদাকপালং। আশাম্বরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং। ক্ষেত্রেশমদ্ভুতমহং প্রণমামি দেবং। ইতি ধ্যাত্বা ক্ষেত্রপালমাবাহ্য অষ্টদলপদ্মে পূজয়েৎ। অনলাখ্যমগ্নি-

---

মণ্ডপের নিকট দশদিগ্‌ভাগে তাহা প্রোথিত করিবে এবং উক্ত কীলকোপরি অস্ত্র পূজা করিবে। ক্ষেত্র কীলিত হইলে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। অশ্বত্থ, উডুম্বর, প্লক্ষ ও বট ইহারা ক্ষিরী বৃক্ষ। অনন্তর ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিয়া যথাবিধি বলি প্রদানপূর্ব্বক দিগীশবৃন্দের বলি অর্পণ করত ক্ষেত্র আশ্রয় করিবে। ক্ষেত্রপাল মন্ত্র যথা,—প্রথমে ঔকার ও বিন্দু সংযুক্ত অন্ত্যবর্ণ (ক্ষ), তৎপর ক্ষেত্রপালায় এই পদ এবং আদিতে তার (ওঁ) ইহাতে "ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইল। ক্ষকারে আকারাদি দীর্ঘ স্বর ও বিন্দুযুক্ত করিয়া, অঙ্গন্যাস করিবে এবং পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—'যাঁহার দেহ নীলাঞ্জনাদ্রি সন্নিভ, কেশ-কলাপ পিঙ্গলবর্ণ ও ঊর্দ্ধমুখ, লোচনদ্বয় বৃত্ত, বাহু সদালঙ্কৃত এবং যিনি দিগম্বর, যাঁহার ভূষণ ভুজঙ্গ, দশন অতি ভীষণ, ঈদৃশ অদ্ভুত ক্ষেত্রেশ্বর দেবকে আমি

কেশং করালং তদনন্তরং। ঘণ্টারবং মহাকোপং পিশিতাশন-মন্তরং। পিঙ্গলাক্ষমূর্দ্ধকেশং পত্রেষু পরিতোঽর্চ্চয়েৎ। লোকপা-লাংস্তদস্ত্রাণি যথাপূর্ব্বং প্রপূজয়েৎ। ততো মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ। মন্ত্রমাহ সারদায়াং।—পূর্ব্বমেতি বলিং পশ্চাদ্বিতুষি স্যাৎ কুরুদ্বয়ং। ভঞ্জয়দ্বিতয়ং ভূয়োনর্ত্তয়দ্বিতয়ং পুনঃ। ততো বিঘ্নপদদ্বন্দ্বং মহা-ভৈরবতৎপরং। ক্ষেত্রপালবলিং গৃহ্ণদ্বয়ং পাবকসুন্দরী। বলিমন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। বদ্ধাঞ্জলিঃ।— ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্তে দহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি। (ক) ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ পূজয়িত্বা মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ। কুটীনিকটমাগত্য সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ। দ্বারপূজাং বিধায়াথ জপস্থানং বিশোধয়েৎ ॥ ৩ ॥

প্রণাম করি। উক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া আবাহন করত অষ্টদল পদ্মমধ্যে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। অনন্তর পদ্মের অষ্টদলে ক্রমে অনলাখ্য, অগ্নিকেশ, করাল, ঘণ্টারব, মহাকোপ, পিশিতাশন, পিঙ্গলাক্ষ এবং ঊর্দ্ধকেশ, এই অষ্ট ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া লোকপাল পূজা ও তদস্ত্রপূজা করিবে। অনন্তর মাষ-ভক্ত বলি প্রদান করিবে। সারদাতিলকে মাষভক্তবলি মন্ত্র কথিত হইয়াছে। যথা,—"ঐ বলিং কুরু কুরু ভঞ্জয় ভঞ্জয় নর্ত্তয় নর্ত্তয় বিঘ্নান্ নাশয় নাশয় মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা"। এই বলিমন্ত্র সর্ব্বকামফলপ্রদ। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায়" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ইন্দ্রাদি দিগধিপতিদিগের পূজাপূর্ব্বক মাষভক্ত-বলি প্রদান করিবে। অনন্তর মণ্ডপসমীপে আগমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ও দ্বার পূজা করত জপস্থান শোধন করিবে।৩।

বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতং। তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্ব্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং মতং। সনৎকুমারসংহিতায়াং—প্রণবং তৎসদদ্যেতি মাসপক্ষতিথীরপি। অমুকগোত্রোঽহমুকোঽহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপরং। সিদ্ধিকামোঽহস্য মন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যজপস্ততঃ। দশাংশং হবনং হোমাৎ দশাংশং তর্পণং ততঃ। দশাংশমার্জ্জনং তস্মাদ্দশাংশবিপ্রভোজনং। পুরশ্চরণমেবং হি করিষ্যে প্রাগুদঙ্মুখঃ। ভূতশুদ্ধিং বিধায়াদৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ঋষ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা কল্পোক্তন্যাসমাচরেৎ। শনৈঃ শনৈরবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং। ক্রমেণোচ্চারিতান্ বর্ণানাদ্যন্তক্রমযোগতঃ। দেবতাং চিত্তগাং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিরং। প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি। কুলার্ণবে।—যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তজ্জপ্তব্যং

প্রথমে মূলমন্ত্রে জপস্থানাবলোকন করিয়া, পরে 'ফট্' এই মন্ত্রে তৎস্থান প্রোক্ষণ ও কুশদ্বারা তাড়ন এবং হুঁ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। সনৎ কুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—অনন্তর পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—"ওঁ তৎ সদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং অমুক-মন্ত্রসিদ্ধিকামঃ অস্য মন্ত্রস্যেয়ৎসংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ তদ্দশাংশ-মার্জ্জন-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনরূপং পুরশ্চরণং করিষ্যে।" অনন্তর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া তত্তদ্দেবতার ঋষ্যাদি প্রভৃতি ন্যাস করিবে। তৎপরে অবিচালিতচিত্তে ইষ্টদেবতার চিন্তায় দৃঢ়ভাবে মন সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে। জপ সময়ে মন্ত্রাক্ষর সকল অন্যে শুনিতে না পায় এরূপ ভাবে নাতিদ্রুত ও নাতিবিলম্বিত রূপে এবং আদ্যন্ত ক্রমযোগে উচ্চারণ করিবে। কুলার্ণব তন্ত্রে কথিত

দিনে দিনে। ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ। ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন। স্নানং ত্রিসবনং প্রোক্তমশক্তৌ দ্বিঃ সকৃত্তথা। মন্ত্রং সাধয়মানস্তু ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ। ত্রিকালমেককালস্থা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ। উপচারৈর্যথাশক্তি দেবতামন্বহং যজেৎ। ন ক্ষুৎজৃম্ভণহিক্কাদিবিকলীকৃতমানসঃ। মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্‌যত্নপরো ভবেৎ। যদি দৈবাৎ জৃম্ভণাদিকং ভবতি তদাচম্য প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা শেষং জপেৎ। সূর্য্যং দৃষ্ট্বা বা জপেৎ। যথা যোগিনীহৃদয়ে।—পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে ক্ষুতে। ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপ-

---

হইয়াছে,—জপ প্রতি দিন সমান সংখ্যায় করিবে, কোন দিবসে ন্যূন কিম্বা কোন দিবসে অধিক করিবে না এবং আরম্ভাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত মধ্যে এক দিবস ও জপ বন্ধ করিবে না। যেহেতু ন্যূনাতিরিক্তাদি দোষ-দুষ্ট কোন কার্য্যই সফল হয় না। পুরশ্চরণ সময়ে ত্রিসন্ধ্যায়ই স্নান করিবে, যদি ত্রিসন্ধ্যায় স্নানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিবে, যদি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল প্রাতঃকালেই স্নান করিবে। পুরশ্চরণের প্রত্যেক দিবসেই সন্ধ্যাত্রয়ে বারত্রয় কিম্বা একবার যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা অবশ্যই করিবে। পূজা না করিয়া কেবল মন্ত্র জপ করিবে না। জপকালে ক্ষুৎ, জৃম্ভণ ও হিক্কাদি অতি দোষাবহ। যদি দৈবাৎ ক্ষুৎ কিম্বা জৃম্ভাদি হয়, তাহা হইলে আচমনপূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস কিম্বা সূর্য্যদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। যোগিনীহৃদয়ে কথিত হইয়াছে,—জপসময়ে পতিত কিম্বা অন্ত্যজ জাতির দর্শন কিম্বা তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিলে এবং ক্ষুৎ, অধোবায়ু-নিঃসরণ ও জৃম্ভা হইলে আচমনপূর্ব্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস

মুৎসৃজেৎ। তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকং। কৃত্বা সম্যগ্‌জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনং। আদিপদাৎ দেবব্রাহ্মণাদীনাং গ্রহণং। শয়নং দর্ভশয্যায়াং বিন্যসেদ্ভুবি চাত্মনঃ। তদ্বাসঃ ক্ষালয়েন্নিত্যং অন্যথা বিঘ্নমাচরেৎ। ন দিবা শয়নং কুর্য্যাৎ কুক্কুরাদীন্ন সংস্পৃশেৎ। ন সেবেত স্ত্রিয়ং মাংসং মধু বা সাধকোত্তমঃ। এতানি সেবমানস্য ন সিধ্যন্তি পুরস্ক্রিয়াঃ। ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকঞ্চ বিহিতং তথা। ক্ষীরাহারী ফলাশী বা শাকাশী বা হবিষ্যভুক্। ভিক্ষাশী বা জপেদ্‌যদ্বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকৃৎ। আম্রমামলকঞ্চৈব ফলং কেশরিসম্ভবং। রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কদলীনাগরঙ্গকং। ফলান্যেতানি ভোজ্যানি তদন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪॥

বিহিতশাকং যথা।—কলায়ং কালশাকঞ্চ বাস্তুকং হিলমো-

অথবা সূর্য্য, ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। পুরশ্চরণ সময়ে মৃত্তিকাতে কুশনির্ম্মিত শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে। প্রতিদিন পরিহিত বস্ত্র বিশুদ্ধ জলে প্রক্ষালন করিবে। দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। কুক্কুরাদি স্পর্শ করিবে না। মদ্য, মাংস ও স্ত্রীসেবা পরিত্যাগ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে না। হবিষ্যান্ন, বিহিত শাক, দুগ্ধ অথবা ফল ভক্ষণ করিবে। অন্য কোন প্রকারে এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া লইবে, তথাপি অবিহিত দ্রব্য ভোজন করিবে না। ফলের মধ্যে কদলী, তেঁতুল, আম্র, আমলকী, কেশর ও নাগরঙ্গ এই সকলই ভক্ষণীয়, অন্য নহে। ৪।

বিহিত শাক যথা,—কলায় শাক, কালশাক, বাস্তুক (বেথুয়া)

চিকা॥ হবিষ্যান্নং যথা।—হৈমন্তিকং সিতাসিন্নং ধান্যমুদ্গাস্তিলা যবাঃ। মূলং কেকমুকেন্দূনাং বর্জ্জয়েৎ বিহিতং মুনে। ঘৃতং দধি ফলং বাপি নারিকেলং যথোচিতং। হবিষ্যান্নং তথাশ্নীয়াচ্ছক্তুং যবসমুদ্ভবং। নেন্দ্রিয়ানাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ। গৃহস্থানাং বদান্যানাং ভিক্ষাশিনোঽগ্রজন্মনাং। পুরশ্চরণমধ্যে তু যদি স্যান্মৃতসূতকং। তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ। স্বকল্পোক্তক্রমেণৈব জপং কৃত্বা বরাননে। হোময়েত্তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন তর্পণং। তর্পণস্য দশাংশেন অভিষিঞ্চেজ্জগন্ময়ীং। অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনং। গুরবে দক্ষিণান্দত্বা দীনান্ধকৃপণান্ বহূন্। জ্ঞাতীন্ দ্বিজান্ পরান্ ভক্ত্যা ভোজয়েচ্চ যথেপ্সিতান্। এবং কৃতপুরশ্চর্য্যঃ সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ। গোতমীয়ে—

শাক এবং হিলমোচিকা (হিলঞ্চা) শাক। হবিষ্যান্ন যথা,—হৈমন্তিক শালি ধান্য, মুগ, তিল, যব এবং কেমুক ও কেন্দু ভিন্ন মূল, ঘৃত, দধি, নারিকেল ফল ও যবচূর্ণ। যাহাতে ইন্দ্রিয়গণের অত্যধিক পুষ্টি না হয়, এই প্রকার দ্রব্য ভোজন করিবে। বদান্য গৃহস্থ কিম্বা ভিক্ষাশী ব্রাহ্মণ কেহই পুরশ্চরণ কালে মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ উপস্থিত হইলেও সঙ্কল্পিত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে না। স্বকল্পোক্তক্রমে জপ করিয়া জপাবসানে জপের দশাংশ হোম,হোমের দশাংশ-তর্পণ ও তর্পণ-দশাংশ অভিষেক করিয়া অভিষেক-দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অনন্তর গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ, দীন, অন্ধ, কৃপণ ও অন্যান্যকে ভক্তিপূর্ব্বক যথোচিত ভোজন করাইবে। উক্তপ্রকারে পুরশ্চরণ করিলে সাধক ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোতমীয় তন্ত্রে বলা

জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোমযেত্তদ্দশাংশতঃ। তর্পণঞ্চাভিষেকশ্চ তদ্দশাংশস্ততো মুনে। প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্যপ্রশান্তয়ে। অথবা হেমপাত্রাদৌ যন্ত্রং কৃত্বা ততঃ পরং। পূজয়িত্বা ততো দেবীং পরিবারসমন্বিতাং। তর্পয়েত্তাং পরাং দেবীং তৎপ্রকারমিহোচ্যতে। তর্পয়িত্বা গুরূনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ। মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরং। স্বাহান্তে তর্পয়েন্মন্ত্রী যথাসংখ্যাবিধানতঃ। যোগিনীহৃদয়ে।—তর্পণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত দ্বিতীয়ান্তমথোচ্চরন্। একৈকমঞ্জলিং কৃত্বা সন্তর্প্য রশ্মিবৃন্দকং॥ ৫॥

তর্পণদ্রব্যমাহ বিশুদ্ধেশ্বরে।—তর্পণঞ্চেন্দুমত্তোয়ৈস্তীর্থতোয়ৈস্তথা পুনঃ। গুরূপদিষ্টবিধিনা মধুনাবাথ তর্পয়েৎ। তন্ত্রান্তরে।—তীর্থতোয়েন দুগ্ধেন সর্পিষা মধুনাপি বা। গন্ধোদকেন বা কুর্য্যাৎ

হইয়াছে, মন্ত্রী প্রতিদিন, অনুষ্ঠেয় কার্য্যের ন্যূনাতিরিক্ততা দোষ শান্তির নিমিত্ত, জপাবসানে দশাংশক্রমে হোম, তর্পণ ও অভিষেক করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অথবা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত পাত্রে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পরিবারসমন্বিতা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া, সেই পরা দেবীর তর্পণ করিবে। তর্পণ-প্রণালী কথিত হইতেছে,—প্রথমে মূল, তদন্তে দ্বিতীয়ান্ত নাম, তৎপরে তর্পয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে যথাবিধি সংখ্যানুসারে গুরুপঙ্ক্তির তর্পণ করিয়া মূল দেবতার তর্পণ করিবে। যোগিনীহৃদয়ে কথিত হইয়াছে, দ্বিতীয়ান্ত নামোচ্চারণ করত এক এক অঞ্জলি দ্বারা রশ্মিবৃন্দের তর্পণ করিয়া মূলদেবতার তর্পণ করিবে। ৫।

বিশুদ্ধেশ্বরে কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা তর্পণ করিবে, তাহা কথিত হইয়াছে। যথা,—কর্পূরযুক্ত জল, তীর্থজল অথবা গুরূপদিষ্ট বিধানানুসারে তর্পণ করিবে। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে,

সর্ব্বত্র সাধকোত্তমঃ। কালাগুরুদ্রবৈরেতৈর্ব্বশয়েজ্জগদাদিকং। সচন্দনেন তোয়েন সৌভাগ্যং লভতে নরঃ। তোয়ৈঃ কুঙ্কুম-মিশ্রৈশ্চ ক্ষুভয়েদখিলং জগৎ। সিতামিশ্রিততোয়েন বৃহস্পতি-সমো ভবেৎ। কর্পূরাক্তজলেনৈব আকর্ষয়ন্নরঃ সুরান্। রোচনা-যুততোয়েন মুচ্যতে সর্ব্ববিগ্রহাৎ। ধ্যাত্বা দেবীং মুখে তস্যা-স্তর্পণঞ্চ সমাচরেৎ। সর্ব্বশাস্ত্রেষু কথিতং তর্পণং শুভদায়কং। এতত্তু তর্পণং কৃত্বাভিষেকস্তু দশাংশকঃ। আত্মানং দেববুদ্ধ্যা তু সম্পূজ্য তন্ময়ঃ সুধীঃ। মূলবিদ্যাং সমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতা-ভিধাং। তদন্তে চাভিষিঞ্চামি নমোঽন্তে চাভিষেচনং। ইত্যু-চ্চার্য্য স্বমূর্দ্ধ্নি তু চিন্তয়িত্বা স্বমন্ত্রকং। অভিষেকং স্বীয়সংখ্যং

তীর্থ-জল, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু অথবা গন্ধোদক দ্বারা তর্পণ করিবে। উক্ত দ্রব্য সকলের সহিত কালাগুরু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তর্পণ করিলে সাধক জগৎ বশীভূত করিতে পারে। চন্দন-মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। কুঙ্কুম-মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে নিখিল জগৎ বাধ্য হয়। শর্করামিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে সাধক বৃহস্পতি সমতা প্রাপ্ত হয়। কর্পূরমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণ করিলে দেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। রোচনাযুক্ত জলদ্বারা তর্পণ করিলে সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করে। দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার মুখে তর্পণ করিবে। তর্পণ সকল শাস্ত্রেই শুভদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত প্রকারে তর্পণ করিলে তদ্দশাংশ অভিষেক করিবে। অভিষেক যথা,—আপনাকে ইষ্টদেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া ও তন্ময় চিন্তা করিয়া প্রথমে মূল মন্ত্র, তদন্তে দ্বিতীয়ান্ত দেবতার নাম, তদন্তে অভিষিঞ্চামি নমঃ (মূল মন্ত্রের পর অমুকীং দেবীং অমুকং

বিধায় তদনন্তরং। তত্র সংচিন্তয়েদ্দেবীং সাঙ্গাবরণদেবতাং। ক্ষিপেত্তোয়ং যথাসংখ্যং প্রাণান্ সিঞ্চেৎ সকৃৎ সকৃৎ। অভিষেকং সমাপ্যৈবং অভিষেকদশাংশতঃ। ব্রাহ্মণান্ দেববুদ্ধ্যা চ ভোজয়েৎ সাধকোত্তমঃ। যামলে,—ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দেবি তথৈব চ কুমারিকাঃ। সাধকঃ পশুতামেতি কুমারীভোজনাদৃতে। তত্তন্মন্ত্রযুতান্ বিপ্রান্ ভোজয়েদ্দেবতাধিয়া।, ততঃ সংপূজয়েদ্ভক্ত্যা সম্ভারৈর্বিবিধৈর্গুরুং। দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদ্‌যথাবিভবাবস্তরৈঃ। দত্ত্বা চ সাধকশ্রেষ্ঠো মহাপূজাং সমাচরেৎ। সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তন্ত্রে।—বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্বিধি-

দেবং বা অভিষিঞ্চামি নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা মস্তকে মূল মন্ত্র চিন্তা করত স্বদেহে স্বীয়সংখ্যা অভিষেক করিবে। অনন্তর স্বদেহে অপদেবতা ও আবরণ দেবতার সহিত দেবীর চিন্তা করিয়া যথাসংখ্যক্রমে অভিষেক করিবেক। তৎপরে এক একবার প্রাণাদি বায়ুতে অভিষেক করিবেক। এইরূপে অভিষেক পরিসমাপ্ত করিয়া তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদিগকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যামলে বলিয়াছেন,—তত্তন্মন্ত্রযুত—অর্থাৎ যে দেবতার পুরশ্চরণ করা হয়, সেই দেবতার উপাসক ব্রাহ্মণদিগকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভোজন করাইবে এবং কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। কুমারী ভোজন না করাইলে সাধক অন্তে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া গুরুপূজা করিবে। তৎপরে বিভব ও বিধানানুসারে গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া মহাপূজা করিবে। এইপ্রকারে পুরশ্চরণ করিলে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।, তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও

বিস্তরৈঃ। নৈতৎ ফলমবাপ্নোতি দেবদ্রোহী স উচ্যতে। মুণ্ড-মালায়াং—যদ্‌যদঙ্গবিহীনং স্যাৎ তত্তস্য দ্বিগুণো জপঃ। কর্ত্তব্যং সাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ। রুদ্রযামলে।—হোমকর্ম্মণ্য-শক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণা-দিসমীরিতং ॥ ৬ ॥

যোগিনীহৃদয়ে—হোমাশক্তৌ জপং কুর্য্যাদ্ধোমস্য দ্বিগুণো জপঃ। ব্রাহ্মণাদিত্রিবর্ণানাং স্ত্রীণাং সংখ্যা বিধীয়তে। যং বর্ণ-মাশ্রিতঃ শূদ্রো দীক্ষাং কুর্য্যাদ্‌যথেপ্সিতং। তস্য স্ত্রীণান্তু যা সংখ্যা সা সংখ্যা তস্য বিদ্যতে। শূদ্রস্য যাদৃশী সংখ্যা দ্বিগুণা সা স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ে। অন্যত্রাপি।—শূদ্রস্য বিপ্রভৃতস্য তৎপত্নীসদৃশো জপঃ।

যে ব্যক্তি যথাবিধি কার্য্য না করে—অর্থাৎ ব্যয়বাহুল্য ভয়ে বিধেয়ানুষ্ঠানের সঙ্কোচ করে, সে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঈদৃশ ব্যক্তিকে মুনিগণ দেবদ্রোহী বলেন। মুণ্ডমালা তন্ত্রে বলিয়াছেন, যদি অসামর্থ্য বশতঃ পুরশ্চ-রণের কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান করা না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক জপ করিবে। এইরূপ করিলে কার্য্য অঙ্গহীন হইবে না। রুদ্রযামলে কথত হইয়াছে, হোম-কর্ম্মাশক্ত ব্রাহ্মণ দ্বিগুণ জপ করিবে এবং হোম-কর্ম্মাশক্ত ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ক্রমে এক এক গুণ অধিক জপ করিবে। ৬।

যোগিনীহৃদয়ে কথিত হইয়াছে, হোম করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় ও তৎস্ত্রীগণ হোমসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। শূদ্র যে বর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে, সেই বর্ণের স্ত্রীর যাদৃশ জপসংখ্যা বিহিত আছে, শূদ্র তত সংখ্যক জপ করিবে। শূদ্রপত্নী শূদ্রের জপসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। অন্যত্রও

হোমশূন্যস্য বিপ্রস্য যো জপঃ স তু তৎস্ত্রিয়াঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্ত্রিগুণা চতুর্গুণা চ বোধ্যা। শূদ্রস্য দ্বিগুণং শক্তি-বিষয়ে জ্ঞেয়ং। বৈষ্ণবানাং চতুর্ব্বর্ণানাং চতুর্গুণষড়্গুণাষ্টগুণং বোদ্ধব্যং। অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ কুত্রাপি দ্বিগুণাদি কুত্রাপি চতুর্গুণাদি ইত্যসঙ্গতেরিতি। তথা চোক্তং গৌতমীয়ে।—হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাচতুর্গুণঃ। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যা চতুর্গুণঃ। বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাকমেষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ। ইতি বচনাৎ। যামলে—যদি হোমে ন শক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা। তাবৎসংখ্যজপেনৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে। যামলে—কুত্রাপি যদি হীনং স্যাদ্দশকস্যাঙ্গকর্ম্মণি। তত্ত-

কথিত হইয়াছে, বিপ্রের নিকট দীক্ষিত শূদ্র বিপ্রপত্নীর জপের তুল্য সংখ্যায় জপ করিবে। হোমাশক্ত ব্রাহ্মণ যাবৎ সংখ্যক জপ করিবে, তৎপত্নীও তাবৎসংখ্যক জপ করিবে। ক্ষত্রিয়-পত্নী ত্রিগুণ ও বৈশ্য-পত্নী চতুর্গুণ জপ করিবে। শূদ্র-পত্নীর যে শূদ্রের দ্বিগুণ জপ বিহিত হইয়াছে, তাহা শক্তিবিষয়ে জানিবে। বিষ্ণূপাসক ব্রাহ্মণাদির চতুর্গুণ, ষড়্গুণ এবং অষ্টগুণ জপ বিধেয় জানিবে। অন্যথা কোন স্থলে দ্বিগুণ ও কোন স্থলে চতুর্গুণ জপ বিহিত হওয়ায় বিরোধ সংঘটিত হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, হোম করিতে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মাণ হোম-সংখ্যার চতুর্গুণ জপ করিবে। ক্ষত্রিয় ষড়্গুণ এবং বৈশ্য অষ্টগুণ জপ করিবে। ইহাদিগের পত্নীগণ ইহাদিগের সমসংখ্যক জপ করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে, যদি হোম, তর্পণ, কিম্বা পূজায় অশক্ত হয়, তাহা হইলে তাবৎসংখ্যক জপ করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। যামলে ইহাও বলা হইয়াছে, যদি পুরশ্চরণের কোন অঙ্গ হীন

দ্দশৈব কার্য্যাণি দশশূন্যং ন কারয়েৎ.। যামলে—লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্বান্ হবিষ্যাশী সদা শুচিঃ। ততস্তু তদ্দশাংশেন হোমরেদ্ধবিষা প্রিয়ে। তর্পয়েত্তদ্দশাংশেন তীর্থতোয়েন পার্ব্বতি। দেবীঞ্চাভিষিঞ্চেত্তোয়ৈস্তর্পণস্য দশাংশতঃ। তদ্দশাংশং হবিষ্যা-ন্নৈর্ভক্তিতো ভোজয়েদ্দ্বিজান্। গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্‌যথাবিভব-বিস্তরৈঃ। পাশবং কথিতং কল্পং শৃণু বীরমতঃপরং॥ ৭॥

মুণ্ডমালায়াং—মৎস্যমাংসাশনে শক্তঃ কুর্য্যান্মন্ত্রপুরস্ক্রিয়াং। রাত্রৌ প্রাগাস্যঃ শয্যায়াং প্রজপেল্লক্ষমানতঃ। ততস্তু তদ্দশাংশেন হোমরেদ্ধবিষানলে। দশাংশং তর্পয়েদ্দিব্যৈর্ম্মাংসমিশ্রৈঃ সুসাধকঃ। তর্পণস্য দশাংশেন অভিষিঞ্চেজ্জগন্ময়ীং। দশাংশং

হয়—অর্থাৎ অসামর্থ্যবশতঃ সাধক হোমাদ্যনুষ্ঠান করিতে না পারে, তাহা হইলে বিহিত জপ দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে, অঙ্গহীন করিবে না। জপ-বিধিজ্ঞ সাধক সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত ও হবিষ্যাশী হইয়া এক লক্ষ জপ করিবে। অনন্তর ঘৃত দ্বারা জপদশাংশ হোম, তীর্থজল দ্বারা হোম-দশাংশ তর্পণ ও জলদ্বারা তর্পণদশাংশ অভি-ষেক করিবে। তৎপরে হবিষ্যান্ন দ্বারা, ভক্তিযুক্ত হইয়া অভি-ষেক-দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অনন্তর বিভবানুরূপ দক্ষিণা দ্বারা গুরুদেবকে পরিতুষ্ট করিবে। এইটি পশুভাবের পুরশ্চরণবিধান কথিত হইল; অতঃপর বীরভাবোচিত পুরশ্চরণ-বিধান শ্রবণ কর। ৭।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—বীর-সাধক পুরশ্চরণ সময়ে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। রাত্রিকালে পূর্ব্বাস্য হইয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক এক লক্ষ জপ করিবে। তৎপর ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে জপদশাংশ হোম হোম-দশাংশ মাংসমিশ্রিত তর্পণ ও তর্পণ-

ভোজয়েদ্দেবি সাধকং, দেবতাপ্রিয়ং। মধুমাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ চর্ব্ব-ণঞ্চ প্রদাপয়েৎ। ততস্তু তোষয়েদ্ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে॥ এতৎ কল্পদ্বয়াদ্দেবি মন্ত্রং সিধ্যতি নিশ্চয়ং। অত্র লক্ষপদং স্বস্ব-কল্পোক্তসংখ্যাপরং॥ তথাচোক্তং কুমারীতন্ত্রে।—তস্মিন্ কালে পুরশ্চরণকালে। যত্তু কুমারীতন্ত্রে।—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবি-ষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ। ইতি বচনাৎ বিশিষ্ট-পুরশ্চরণে লক্ষদ্বয়জপ ইতি বদন্তি। তন্ন মনোরমম্। যদ্দিনে হবি-ষ্যাশী তদ্দিনে মৎস্যাশনে হবিষ্যান্নব্যাঘাতত্বান্নানাচারবত্ত্বঞ্চ। তথাচোক্তং যামলে।—নানাচারো ন কর্ত্তব্যো নানাচারমিতস্ততঃ॥

দশাংশ অভিষেক করিবে। অনন্তর মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদি দ্বারা অভিষেক-দশাংশ দেবতা প্রিয় সাধক ব্রাহ্মণ ভোজন করা-ইবে। তৎপর স্বর্ণাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে। উক্ত বিধানদ্বয়ানুসারে পুরশ্চরণ করিলে, সাধক নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষপদ স্বস্বকল্পোক্ত সংখ্যাপর জানিবে। কুমারী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—সাধক দিবসে হবিষ্যাশী ও শুচি হইয়া এক লক্ষ জপ করিবে এবং রাত্রিতে তাম্বূলপূর্ণ মুখে শয্যায় সমাসীন হইয়া একলক্ষ জপ করিবে। এই প্রকারে দ্বিলক্ষ জপ করিয়া তদ্দশাংশ হোমাদি করিবে। কুমারী তন্ত্রোক্ত প্রমাণ দ্বারা 'বিশিষ্ট পুরশ্চরণে দ্বিলক্ষ জপ করিবে' ইহা প্রতিপাদিত হইল, কিন্তু এই মতটি যুক্তিযুক্ত নহে; যে হেতু ইহা দ্বারা এক দিনেই হবিষ্যান্ন ভক্ষণ ও মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ বিহিত হওয়ায় হবি-ষ্যান্নের ব্যাঘাত ও সাধকের বিবিধাচারপরতা প্রতিপাদিত হই-তেছে। যামলে "নানাচারো ন কর্ত্তব্যঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা বিবিধ-

ইতি বচনাৎ। তস্মাৎ কুমারীতন্ত্রোক্তবচনস্থ পুরশ্চরণদ্বয়ে তাৎপর্য্যং। এতৎ কল্পদ্বয়ং দিব্যবীরয়োঃ কর্ত্তব্যং। দিব্যস্তু তত্ত্বজ্ঞানী সন্মানসক্রিয়াবান্। বীরস্তু তত্ত্বজ্ঞানী স ন বাহ্যান্তরক্রিয়াবান্ ঊর্দ্ধমানসত্বাৎ সর্ব্বং গ্রাহ্যং। দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ। কামক্রোধলোভমোহরাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। পূজাপমানে সন্তুষ্টোহপ্যধিকারী স এব হি। যোগিনীহৃদয়ে—সর্ব্বহিংসাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতেরতঃ। সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাত্তদন্যো ভ্রষ্টসাধকঃ। পশুস্তু সংশয়জ্ঞানী সন্ ক্রিয়াবান্। মৎস্যমাংসাদিকং ন গ্রাহ্যং ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ। ন তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ কিন্তু হবিষ্যান্নং ভক্ষয়েৎ। ঋতুকালং বিনা ন স্ত্রিয়-

চার পরতাকে দোষাবহ বলিয়াছেন, অতএব কুমারী তন্ত্রোক্ত বচন পুরশ্চরণদ্বয়-পর বুঝিতে হইবে। এই যে পুরশ্চরণে দুইটি কল্প কথিত হইল, ইহা দিব্য ও বীরের কর্ত্তব্য। দিব্য সাধক তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন। বীর সাধকও তত্ত্বজ্ঞানী, কিন্তু ঊর্দ্ধমনা বিধায় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া শূন্য দিব্য সাধক দেবতুল্য স্বভাবসম্পন্ন এবং বীরসাধক উদ্ধতমনা। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ. রাগ ও দ্বেষ পরিশূন্য,. যিনি সন্মান ও অপমানকে সমান জ্ঞান করেন. তাদৃশ ব্যক্তিই পুরশ্চরণে অধিকারী। যোগিনীহৃদয়ে কথিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার হিংসা পরিশূন্য, সকল প্রাণি হিতসাধনে তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিই এই শাস্ত্রে অধিকারী. তদ্বিপরীত স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অধিকারী নহে। পশুভাবাপন্ন সাধক সংশয়জ্ঞানী হইয়া ক্রিয়া করে, অতএব মৎস্য ও মাংসাদি তাহার ভোজনীয় নহে; তাম্বূল ভক্ষণও ইহার পক্ষে নিষিদ্ধ। উক্ত সাধক স্ত্রীচিন্তা

ন্যপি গচ্ছেৎ। দক্ষিণমার্গেণ পূজা কর্ত্তব্যা। তথাচোক্তং যামলে—যো দাক্ষিণ্যং বিনা দেবি মহামায়াং সমর্চ্চতি। স পাপঃ সর্ব্বলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি নান্যথা। দিব্যবীরবিষয়েঽপি দিবাবিষয়ে বোধ্যং॥ তথাচোক্তং রুদ্রযামলে।—দিবা দক্ষিণমার্গেণ বামেন চ তথা নিশি। যদি তূর্ণং ফলাবাপ্তৌ যুষ্মাকং মতমেব চ। ইতি বচনাৎ॥ ৮॥

অথ গ্রহণপুরশ্চরণং। শ্রীনীলার্ণবতন্ত্রে ষোড়শপটলে দেবীং প্রতি শিববাক্যং।—একদা পরমেশানি কামখ্যায়াং মহেশ্বরি। দৃষ্ট্বোপরাগং যৎকার্য্যং তৎশৃণুষ্ব বরাননে। যেনৈব বিধিনা দেবি সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। কুতঃ স্নানং কুতঃ সন্ধ্যা প্রাণায়ামঃ কুতঃ প্রিয়ে। ভূতশুদ্ধিঃ কুতো ভদ্রে কুতঃ পূজা বরাননে। কালাতীত-

---

পর্য্যন্তও ত্যাগ করিবে। হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় পত্নীতেও উপগত হইবে না এবং দক্ষিণাচারে পূজা করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে,—হে দেবি! যে ব্যক্তি দাক্ষিণ্য ব্যতীত মহামায়ার অর্চ্চনা করে, সেই পাপিষ্ঠ সকল লোক হইতে পরিচ্যুত হয়। দিব্য এবং বীর সাধকও দিবসে দক্ষিণাচারে পূজা করিবে। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—যদি শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে দিবসে দক্ষিণাচার এবং রাত্রিতে বামাচারে পূজা করিবে। ৮।

অথ গ্রহণপুরশ্চরণ। শ্রীনীলার্ণবতন্ত্রে ষোড়শ পটলে দেবীকে মহাদেব বলিয়াছেন,—হে পরমেশানি! কামাখ্যাক্ষেত্রে গ্রহণ দর্শন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। যাহাতে সাধক নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। হে বরাননে! গ্রহণ সময়ে স্নান, সন্ধ্যা, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি এবং পূজা কিছুরই প্রয়োজন

ভয়াদ্দেবি সর্ব্বং ত্যজতি কামিনি। সঙ্কল্পং মানসং কৃত্বা জপং কৃত্বা বরাননে। পঞ্চাঙ্গৈস্তু বিহীনোঽপি সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। মন্ত্রং বিদ্যা মহেশানি কবচং স্তবমেব বা। ধ্যানং বা পরমেশানি ন্যাসম্বা কমলেক্ষণে। একোচ্চারেণ দেবেশি ভবন্তি দশকোটয়ঃ। অসংখ্যং তজ্জপং দেবি গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। তৎ কথ পরমেশানি ক্রিয়তে জপসংখ্যকং। অতএব মহেশানি হোমো নাস্তি শুচিস্মিতে। অভিষেকশ্চ দেবেশি তথা তর্পণমেব চ। ভোজনঞ্চ মহেশানি তথা বৈ কমলাননে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি পঞ্চাঙ্গং নাস্তি কামিনি। পঞ্চাঙ্গবিহীনো দেবি সিদ্ধো ভবতি নান্যথা। সঙ্কল্পং বিদ্ধি দেবেশি মানসং যদুপস্থিতং। তৎসঙ্কল্পং বিজানীয়াৎ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। তস্মাত্তু চঞ্চলাপাঙ্গি সঙ্কল্পং নৈব কারয়েৎ। সঙ্কল্পং মানসং দেবি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং। ততো হি মানসং দেবি মুখ্যং সঙ্কল্পমীরিতং। বাচং স্থূলং হি সঙ্কল্পং

নাই। কালাতীত ভয়ে সকলই ত্যাগ করিবে। মানস সংকল্প করিয়া পঞ্চাঙ্গবিহীন জপ করিলেও নিশ্চিত সিদ্ধি হইবে। হে কমলেক্ষণে! গ্রহণ সময়ে মন্ত্র, বিদ্যা, কবচ, স্তব, ধ্যান এবং ন্যাস এই সকলের একবার উচ্চারণেই দশকোটিগুণ ফল হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে অল্পসংখ্যক জপও অসংখ্য বলিয়া জানিবে, সুতরাং গ্রহণসময়ে জপসংখ্যা রাখিবার আবশ্যক কি। গ্রহণ সময়ে হোম, অভিষেক, তর্পণ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন পুরশ্চরণের অঙ্গ নহে। এই সকলের অনুষ্ঠান ব্যতীতও সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। হে দেবেশি! মানসিক কামনাই সঙ্কল্প নামে অভিহিত হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে মানসিক সঙ্কল্পই করিবে, বাচনিক সঙ্কল্প করিবে না। মানস সঙ্কল্প চতুর্ব্বর্গ ফল

গ্রহণে পরিকীর্ত্তিতং। সঙ্কল্পেন বিনা দেবি যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে সুধীঃ। ব্যর্থমেব হি দেবেশি তৎ সর্ব্বং মানসং পরং। প্রথম-প্রহরে ভদ্রে চন্দ্রগ্রাসো যদা ভবেৎ। তদৈব দিবসে ভুক্ত্বা সম্বরং নরকং ব্রজেৎ। নিশীথে চ মহেশানি যদৈব গ্রহণং ভবেৎ। তদৈব দিবসে ভুক্ত্বা পীত্বানন্দময়ো ভবেৎ। চন্দ্র-গ্রহণকালে তু জপযজ্ঞাদিকঞ্চরেৎ। সর্ব্বেষু বিষ্ণুমন্ত্রেষু শৈবে গাণপতে তথা। শক্তিমন্ত্রে মহেশানি প্রশস্তং সততং জপঃ। ইতি বীজার্ণবে তন্ত্রে শিবেনৈব প্রকীর্ত্তিতং। এতৎ সর্ব্বং জ্ঞানিনামেব কর্ত্তব্যং। অজ্ঞানিনামপি পশূনাং কর্ত্তব্যমাহ গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে।—অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। গ্রহণেঽর্কস্য

প্রদানে সমর্থ। হে দেবি, অতএব মানস সঙ্কল্পকে মুখ্য সঙ্কল্প বলা হইয়াছে। গ্রহণ সময়ে স্থূল (বাচনিক) সঙ্কল্প বৃথা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। "সঙ্কল্প না করিয়া যে কোন কার্য্য করা হয় তাহা ব্যর্থ,"—এই প্রমাণ দ্বারা যে সঙ্কল্পের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা মানসিক সঙ্কল্প, বাচিক সঙ্কল্প সম্বন্ধে নহে। হে ভদ্রে! যে দিবসে রাত্রির প্রথম প্রহরে চন্দ্র গ্রহণ হয়, সেই দিবসে দিবাভাগে ভোজন করিলে ভোক্তা নরকে গমন করে। আর যে দিবসে অর্দ্ধরাত্রে—অর্থাৎ প্রথম প্রহর অতীত হইলে চন্দ্র গ্রহণ হয়, সেই দিবসে দিবাভাগে ভোজন ও পান দোষাবহ নহে। চন্দ্র গ্রহণকালে জপ-যজ্ঞাদি করিবে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ও গাণপত, সকলেরই তৎকালে জপ অতি প্রশস্ত। বীজার্ণব তন্ত্রে শিব এই প্রকার বলিয়াছেন। উক্ত বিধান জ্ঞানীর পক্ষেই জানিবে। গ্রহণ সময়ে জ্ঞানশূন্য পশুদিগের পুরশ্চরণ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে

চন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভি-মাত্রোদকস্থিতঃ। গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সুসঙ্কল্পো বিমোক্ষান্তং জপং চরেৎ। জপস্য দশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্‌যথা বিধি। হোমার্থং দ্বিগুণং বাপি জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। হোমস্য তু দশাংশেন তর্পণং সমুপাচরেৎ। তর্পণস্য দশাংশেন অভিষেকং সমাচরেৎ। অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনং। তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ভক্ত্যা বিপ্রান্‌ প্রতর্পয়েৎ॥ ৯॥

শ্যামাবিদ্যায়াং বিশেষমাহ কালীতন্ত্রে।—অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব গ্রাসাবধি বিমুক্তিতঃ। যাবৎসংখ্যং মন্ত্রং জপ্ত্বা তাবদ্ধোমাদিকঞ্চরেৎ। যদি নক্রাদি-

---

বলিয়াছেন। যথা,—সাধক পূর্ব্ব দিবসে উপবাস করিয়া শুচি হইয়া সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র গ্রহণ সময়ে সমুদ্রগামিনী নদীর নাভি পরিমিত জলে অবস্থান করত সমাহিতচিত্তে গ্রহণারম্ভাবধি বিমুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে। গ্রহণ দর্শনমাত্র স্নান করিয়া সঙ্কল্প করত জপারম্ভ করিবে। জপানন্তর হোম-বিধানানুসারে জপ-সংখ্যার দশমাংশ সংখ্যক হোম করিবে। হোম করিতে অসমর্থ হইলে হোমসিদ্ধার্থ হোমসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করিবে। অনন্তর হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণ-দশাংশ অভিষেক করিয়া অভি-ষেক-দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তদনন্তর সাধক মহতী পূজা করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণগণের পরিতোষ বিধান করিবে। ৯।

কালীতন্ত্রে শ্যামাবিদ্যা বিষয়ে বলিয়াছেন,—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গ্রাসাবধি বিমুক্তি পর্য্যন্ত যত সংখ্যক জপ করিতে পারে,

দূষিতা নদী ভবতি সমুদ্রগামিনী বা ন ভবতি তদা কিং কর্ত্তব্যং তদাহ রুদ্রযামলে।—অপি শুদ্ধোদকৈঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রহণান্মুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। ইতি কৃত্বা ন সন্দেহো জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ। গ্রহণপূর্ব্বদিনে উপবাসাশক্ত্যা হবিষ্যান্নং ফলং দুগ্ধং বা ভুঞ্জতে তন্ন মনোরমং প্রমাণাভাবাৎ। উপবাসস্যাবশ্যকত্বাৎ। যে তু বদন্তি অত্র শ্রাদ্ধমকুর্ব্বাণঃ পঙ্কে গৌরিব সীদতি। ইতি নিন্দাবাদশ্রবণাৎ শ্রাদ্ধস্যাবশ্যকত্বং ন জপস্যেতি। তন্ন সনৎকুমারতন্ত্রে।—যঃ শ্রাদ্ধাদ্যনুরোধেন যদি জাপং ত্যজে-

তাহা করিয়া তত সংখ্যক হোমাদি করিবে। পুরশ্চরণে সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভি পরিমিত জলে অবস্থান করত জপ করিবে, এইরূপ বিধান আছে; কিন্তু নদী যদি কুম্ভীরাদি সঙ্কুল হয়, অথবা সমুদ্র-গামিনী না হয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য, রুদ্রযামলে তাহা বলিয়াছেন, যথা—বিহিত নদীর অভাব হইলে পবিত্র জলে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া অনন্য-চিত্তে গ্রাসাবধি বিমুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে। ইহাতে সাধকের পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রহণের পূর্ব্ব দিবসে উপবাসে অসমর্থ হইলে হবিষ্যান্ন, ফল কিম্বা দুগ্ধ ভোজনের যে ব্যবহার দেখা যায়, ইহা সমীচীন নহে, যেহেতু এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত উপবাসের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদক যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বলেন,—"গ্রহণ সময়ে শ্রাদ্ধ না করিলে কর্দ্দম-পতিত গোগণের ন্যায় মনুষ্যগণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতি থাকাতে শ্রাদ্ধেরই অবশ্য কর্ত্তব্যতা, জপের নহে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। যেহেতু সনৎকুমার তন্ত্রে বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে গ্রহণ

নরঃ। স ভবেদ্দেবতাদ্রোহী পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ। মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে,—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে জপ্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ। অকৃত্বা মন্ত্রজাপঞ্চ সত্বরং নরকং ব্রজেৎ। গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে।—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি সম্যগ্‌জাপং ন চাচরেৎ। স দুষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠঃ সহসা শূকরো ভবেৎ। তস্যান্নমুদকং দেবি মূত্রশোণিতবিট্‌সমং। জায়তে নাত্র সন্দেহো মম বাক্যং বরাননে॥ অন্যত্রাপি।—জপযজ্ঞং বিনা দেবি যঃ করোত্যন্যচিন্তনং। স ভবেদ্রৌরবে মগ্নো যাবদাহূতসংপ্লবং। রৌরবাৎ পুনরাগত্য পাপযোনিষু জায়তে। নিষ্কৃতির্নাস্তি চার্ব্বঙ্গি তস্যাপি চ কদাচন। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চন্দ্রপর্ব্বে জপঞ্চরেৎ। সূর্য্যপর্ব্বং তথা দেবি চন্দ্রপর্ব্বং তথা প্রিয়ে। সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মহেশানি জপপূজাং সমাচরেৎ। ইত্যাদি নানাতন্ত্রে ভোজননিদ্রাশ্রুতের্জ্জপস্যৈবাবশ্যকত্বং॥ ১০॥

সময়ে জপ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দেবতাদ্রোহী হয় এবং পিত্রাদি সপ্তপুরুষ অধঃপতিত করে। মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সময়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং জপ না করিলে নরকে গমন করে। গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে বলিয়াছেন, হে দেবি! যে ব্যক্তি গ্রহণ সময়ে যথাবিধি জপ না করে, সেই পাপিষ্ঠের শূকরযোনি প্রাপ্তি হয়, তাহার অন্ন ও জল মূত্র, শোণিত এবং বিষ্ঠা সদৃশ। হে বরাননে! ইহা আমার বাক্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র করিবে না। অন্যত্রও বলা হইয়াছে,—হে দেবি! গ্রহণ সময়ে জপ ও যজ্ঞ না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য চিন্তা করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত রৌরব নরকে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। হে চার্ব্বঙ্গি! কদাচ তাহার নিষ্কৃতি হয় না।

রাশ্যাদিগণনায়াং দোষমাহ যামলে—অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ রাশ্যাদিগণনাং প্রিয়ে। বিচার্য্য চঞ্চলাপাঙ্গি ন পশ্যেদ্গ্রহণং যদি। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। চন্দ্রপর্ব্বং সূর্য্যপর্ব্বং ন বিচার্য্যং কদাচন। সূর্য্যপর্ব্বং বরারোহে ন পশ্যেদ্যদি পামরঃ। অস্ত যাবৎ পরোধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি। যামলে।—জন্মসপ্তাষ্টশাপ.ফাঙ্কদশমস্থে নিশাকরে। দৃষ্টো রিষ্টপ্রদো রাহুর্জ্জপপূজাং বিনা ভবেৎ। ভৈরবতন্ত্রে।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচানাং পুরস্ক্রিয়াং। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পুরশ্চর্য্যাং সমাচরেৎ। দশাংশতোঽঙ্গকর্ম্মাণি

অতএব চন্দ্র-পর্ব্ব ও সূর্য্য-পর্ব্বে অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জপ ও পূজা করিবে। ইত্যাদি নানা তন্ত্রে ভোজনের নিন্দনীয়তা শ্রুতি দ্বারাই জপের অবশ্য কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে। ১০।

যামলে গ্রহণ দর্শন বিষয়ে রাশ্যাদি বিচারের দোষাবহতা বলিতেছেন। যথা—হে প্রিয়ে! ভ্রম কিম্বা অজ্ঞানবশতঃ রাশ্যাদি গণনা করিয়া যদি কোন ব্যক্তি গ্রহণ দর্শন না করে, তাহাহইলে তৎক্ষণেই তহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রপর্ব্ব ও সূর্য্যপর্ব্ব বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। হে বরারোহে! যে পাপিষ্ঠ সূর্য্য-গ্রহণ দর্শন না করে, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত ও ভাবী এই উভয়বিধ ধর্ম্মই বিনষ্ট হয়। যামলে বলিয়াছেন,—চন্দ্র জন্মরাশিস্থ কিম্বা সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম কি দ্বাদশ রাশিস্থ হইলে, গ্রহণ সময়ে জপ পূজাদি না করিয়া, গ্রহণ দর্শন করিলে রাহু অনিষ্টপ্রদ হয়, জপ পূজাদি করিলে নহে। ভৈরব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—হে মহেশানি! অধুনা কবচপুরশ্চরণ কথিত হইতেছে। অষ্টোত্তর শত বার কবচ জপ

হোমাদীনি পৃথক্ পৃথক্। ততশ্চ সিদ্ধিকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ। স্বয়মশক্তৌ প্রতিনিধিদ্বারা কর্ত্তব্যং। জ্ঞানপ্রদীপে—বিদধীত পুরশ্চর্য্যাং গুরুণা তাদৃশেন বা ॥ ১১ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং পুরশ্চরণনির্ণয়ো নাম
দ্বাদশোল্লাসঃ।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ

বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি। সর্ব্বেষামপি দেবানাং যন্ত্রে পূজা প্রশস্যতে। সুবর্ণরজতং তাম্রং শ্রেষ্ঠং মধ্য-

---

করিয়া ক্রমে তত্তদ্দশাংশ পরিমাণে হোমাদি করিবে। ইহা করিলে কবচ সিদ্ধি ও কামদেবতুল্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরু কিম্বা গুরু সদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া তদ্দ্বারা পুরশ্চরণ সম্পাদন করিবে। জ্ঞানপ্রদীপে এরূপ বিধান আছে। ১১।

দ্বাদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

যন্ত্র ভিন্ন অন্যত্র পূজা করিলে দেবতা প্রসন্না হয়েন না। সকল দেবতারই যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত। যন্ত্রাধার সুবর্ণ-নির্ম্মিত উত্তম, রজত

মথাধমং। তাম্রং লক্ষগুণং প্রোক্তং রৌপ্যে কোটিগুণং ভবেৎ। সুবর্ণেঽনন্তফলদং স্ফটিকঞ্চ তথা সমং। একতোলং দ্বিতোলং বা ত্রিতোলং পঞ্চতোলকং। রসতোলং চতুস্তোলং সপ্ততোলং পলন্তু বা। সাধকস্য মনুং জ্ঞাত্বা কৃত্বা পীঠেষু সাধকঃ। অথবা প্রতিমাং কৃত্বা নিজদেবস্বরূপিণীং। সম্মোহনতন্ত্রে।—মূলমুচ্চারয়ন্ সম্যগালিখেদ্‌যন্ত্রমুত্তমং। তন্ত্রে।—তন্মধ্যে বিলিখেন্মন্ত্রং সুবর্ণেন কুশেন বা। ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে।—প্রাণনাথ জগন্নাথ ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রপূজিত। ইদানীং চক্ররাজস্য প্রতিষ্ঠাকর্ম্ম মে বদ॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ। যথা মন্ত্রস্য সংস্কারং তথা যন্ত্রস্য কল্পয়েৎ। অসংস্কৃতৌ যন্ত্রমন্ত্রৌ রোগশোকভয়প্রদৌ। কথিতো মন্ত্রসংস্কারো দশধা

নির্ম্মিত মধ্যম এবং তাম্র-নির্ম্মিত অধম। তাম্রাধারে ধৃত যন্ত্রে পূজা করিলে লক্ষগুণ ফল, রৌপ্যাধারে কোটিগুণ এবং সুবর্ণাধারে অনন্ত ফল হয়। স্ফটিকপাত্রধৃত যন্ত্রও সুবর্ণের ন্যায় অনন্ত ফলপ্রদ। সাধকের মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া একাদি সপ্ততোলা পরিমিত অথবা একপল পরিমিত সুবর্ণাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত পীঠে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। অথবা ইষ্টদেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করিবে। সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন,—মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত যন্ত্রপীঠে মন্ত্র লিখিবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—যন্ত্রপীঠে সুবর্ণশলাকা অথবা কুশ দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে মহাদেবের নিকটে ভগবতীর প্রশ্ন যথা,—হে প্রাণনাথ! হে জগন্নাথ! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পূজিত! ইদানীং যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা বিধান আমার নিকট বলুন। ১।

মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! মন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রেরও সংস্কার করিবে। অসংস্কৃত মন্ত্র ও যন্ত্র উভয়ই রোগ, শোক

সর্ব্বতন্ত্রকে। যন্ত্রসংস্কারমধুনা শৃণু দেবি সমাহিতা। চক্ররাজং বিনির্ম্মায় ততঃ সংস্কারমাচরেৎ। প্রতিষ্ঠা দ্বিবিধা দেবি মধ্যমা চোত্তমা তথা। স্নাত্বা সঙ্কল্পয়েন্মন্ত্রী গুরোর্ব্বচনমাদরাৎ। প্রণবং তৎসদদ্যেতি মাসপক্ষতিথীরপি। অমুকামুকগোত্রোঽহং পূজার্থং প্রীতয়ে তথা। চক্রেঽস্মিন্নমুকীদেব্যাঃ প্রাণজীবেন্দ্রিয়াণি চ। প্রতিষ্ঠাকর্ম্মশব্দান্তে করিষ্যে প্রাগুদঙ্মুখঃ। ততো গুরুঞ্চ বৃণুয়াদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। ভূতশুদ্ধ্যাদিকান্ন্যাসান্ বিন্যসেত্তদনন্তরং। পঞ্চগব্যং নিজৈর্ম্মন্ত্রৈঃ শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং। তস্মিন্ চক্রে ক্ষিপেন্মন্ত্রী প্রণবেন বিলোকয়েৎ। ততশ্চক্রং সমুদ্ধৃত্য স্থাপয়েচ্চক্রভাজনে। শঙ্খতোয়েন দেবেশি তথা পুষ্পোদকেন চ। বারিণা চন্দনেনাপি স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরীং। নারিকেলোদকৈশ্চৈব সর্ব্বৌষধিজলৈ-

ও ভীতি উৎপাদন করে। সকল তন্ত্রেই দশবিধ মন্ত্র-সংস্কার কথিত হইয়াছে, ইদানীং সমাহিতা হইয়া যন্ত্রসংস্কার শ্রবণ কর। যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তৎপর তাহার সংস্কার করিবে। হে দেবি! প্রতিষ্ঠা দ্বিবিধা,—উত্তমা ও মধ্যমা। সাধক প্রথমে স্নানাদি নিত্য-ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করত সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প যথা,—"ওঁ তৎ সদস্য অমুকে আমি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকোঽহং পূজার্থং প্রীতয়ে অস্মিন্ চক্রে প্রাণজীবেন্দ্রিয়াণি প্রতিষ্ঠাং করিষ্যে।" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে বরণ করিবে। অনন্তর ভূতশুদ্ধ্যাদি ন্যাস করিয়া শিবমন্ত্রাভিমন্ত্রিত পঞ্চগব্য তত্তন্মন্ত্রে বিশোধিত করিয়া সেই যন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর প্রণবদ্বারা অবলোকন করিয়া যন্ত্রোত্তোলনপূর্ব্বক যন্ত্র আধারে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে শঙ্খোদক, পুষ্পোদক, সচন্দন জল, নারিকেল-

রপি। পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরীং। তপ্তং শীতলং জলং বর্জ্জ্যং কিঞ্চিদুষ্ণেন স্নাপয়েৎ। অত্যুষ্ণে বজ্রপাতঃ স্যাৎ তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥

পঞ্চামৃতমাহ যামলে—ঘৃতং ক্ষীরং তথা নীরং শর্করা মধুসংযুতং। পঞ্চামৃতমিতি খ্যাতং প্রত্যেকস্তু পলং পলং। পঞ্চগব্যপরিমাণমাহ তন্ত্রে—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে। ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্গোময়ং তোলকদ্বয়ং। দধি প্রসৃতিমানং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিতি স্মৃতং। অথবা পঞ্চগব্যানাং সামনভাগ ইষ্যতে। দধি ষড়্রাত্রাবশেষং যত্তত্তু স্নানে বিবর্জ্জয়েৎ। সম্বৎসরাৎ পরং আজ্যং ষণ্মাসাৎ পরমাক্ষিকং। গুড়ঞ্চ শর্করাঞ্চৈব সর্ব্বং ব্রীহিঞ্চ বৎসরাৎ। এতানি ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতা-

জল. সর্ব্বৌষধিজল, পঞ্চামৃত এবং পঞ্চগব্যদ্বারা যন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী ভগবতীকে স্নান করাইবে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ভগবতীকে স্নান করাইবে। অত্যুষ্ণ জলদ্বারা ভগবতীকে স্নান করাইলে সাধকের শরীরে বজ্রপাত হয়, অতএব অত্যুষ্ণ জল ভগবতীর স্নানে ব্যবহার করিবে না। শীতল জলও ব্যবহার্য্য নহে। ২।

যামলে পঞ্চামৃত বলিয়াছেন। যথা,---ঘৃত, ক্ষীর (দুগ্ধ), জল, শর্করা (চিনি) এবং মধু, ইহাই পঞ্চামৃত। প্রত্যেক দ্রব্য এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিবে। তন্ত্রে পঞ্চগব্য পরিমাণ এই প্রকার বলিয়াছেন। যথা—দুগ্ধ এক পল, গোমূত্রও দুগ্ধের সমান---অর্থাৎ এক পল, ঘৃত এক পল, গোময় দুই তোলা, দধি প্রসৃতিমাত্র—অর্থাৎ অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত, অথবা দুগ্ধাদি সকলই সম পরিমাণে গ্রহণ করিবে। ছয় রাত্রির অধিক সময়ের দধি স্নানকার্য্যে ত্যাগ করিবে। বৎসরাধিক সময়ের ঘৃত, ষণ্মাসাধিক

ভ্যঙ্গক্ষমা ভবেৎ। পলানি তত্র দেয়ানি শ্রদ্ধয়া সপ্তবিংশতি। অষ্টোত্তরশতপলং স্নানে দেয়ন্তু সর্ব্বদা। দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে তু সংখ্যয়া। পলন্তু লৌকিকৈর্ম্মানং সাষ্টরত্তি দ্বিমাষকং। তোলকত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতং। পলং পলং পঞ্চগব্যং নিত্যস্নানে তদর্দ্ধকং। অশক্তানাং বিধিং বক্ষ্যে কৃচ্ছ্রাণাং পরমেশ্বরি। গুণতোলকহীনঞ্চ ন কুর্য্যাৎ স্নানকর্ম্মণি। স্নানং সমাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপীঠকে। তস্মাদুদ্ধৃত্য মতিমান্ নাভেরূর্দ্ধং নিবেশয়েৎ। তত্রৈব পীঠং সংপূজ্য চার্ঘ্যপাত্রাদিকঞ্চরেৎ। স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ৩॥

গায়ত্রীমাহ।—প্রণবং যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে বদনন্তরং। মহা-

কালের মধু, বৎসরাধিক কালের গুড়, শর্করা এবং সর্ব্ববিধ ধান্য দেবতাকে প্রদান করিবে না। দেবমূর্ত্তি যদি ঘৃতাভ্যঙ্গ করিবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে সপ্তবিংশতি পল ঘৃত অভ্যঙ্গার্থ দিবে। স্নানার্থ অষ্টোত্তর শত পল এবং মহাস্নানার্থ দ্বিসহস্র পল ঘৃত প্রদান করিবে। লৌকিক আট রত্তি ও দ্বিমাষায় এক পল হয়, কিন্তু জ্যোতির্জ্ঞ ও স্মার্ত্তগণ তোলক ত্রয়কে এক পল বলেন। নিত্য স্নানে পঞ্চগব্য অর্দ্ধপল প্রদান করিবে। অশক্ত হইলে পঞ্চগব্যাদি স্নানীয় দ্রব্য এক তোলা পরিমাণে প্রদান করিবে, ইহার ন্যূন কদাচ প্রদান করিবে না। স্নান সমাপন করিয়া স্নানপাত্র হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক যন্ত্রময়ী দেবীকে স্বর্ণনির্ম্মিত পীঠে সংস্থাপন করিবে। দেবীর আসন সাধকের নাভিদেশ অপেক্ষা উন্নত করিবে। অনন্তর সেই যন্ত্রের উপরেই পীঠপূজা করিয়া অর্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক কুশাগ্র দ্বারা যন্ত্র স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত তাহা অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩।

যন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ। আবাহ্য পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রমাণস্থাপনমাচরেৎ। ঊর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ। ইয়ন্তু বিপরীতা স্যাম্মুদ্রা স্থাপনকর্ম্মণি। আবাহ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি মুদ্রা স্যাৎ সন্নিধাপিনী। অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সন্নিবোধিনী। দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতঃ। করাবেকত্র সংযোজ্য অধোভূতমিব প্রিয়ে। পরমীকরণং নাম মুদ্রেয়ন্তা ততঃ পরং। বং বীজেনামৃতীকৃত্য ততশ্চ ধেনুমুদ্রয়া। ধেনুমুদ্রয়া মহাদেবি অমৃতীকরণং ভবেৎ। প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ্চয়েদ্দেবীমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ৪॥

প্রাণমন্ত্রমাহ যামলে।—উচ্চার্য্য ভুবনেশানীং পাশাঙ্কুশপুটন্তথা

গায়ত্রী যথা,—"ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ।" অনন্তর আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা যথা,—উভয় হস্তের অঙ্গুলী যোজনা করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। উক্ত আবাহনী মুদ্রা অধোমুখভাবে করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হইয়া থাকে। উভয় হস্তের মুষ্টি বন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা বলা যায়। উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টি বন্ধন করিলে সন্নিবোধনী মুদ্রা হইয়া থাকে। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসকে সকলীকরণ মুদ্রা কহে। করদ্বয় একত্র সংযোজিত করিয়া অধোমুখ করিলে পরমীকরণ মুদ্রা হয়। অনন্তর বং এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করিবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অর্চ্চনা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। ৪।

বিন্দূন্ দেয়ান্ বর্ণসপ্তান্ পাশান্তে চ জপেন্মনুং। নাম্না দেব্যাস্ততঃ প্রাণা ইহ প্রাণাস্ততঃ প্রিয়ে। পুনর্ম্মন্ত্রং পুরস্কৃত্য তথৈব সাধকোত্তমঃ। নাম্না চ দেবতায়াস্তু ততো জীব ইহ স্থিতঃ। তথৈব দেবদেবেশি জ্ঞানী সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। বাঙ্ মনশ্চক্ষুরিত্যন্তে শ্রোত্রঘ্রাণপদন্ততঃ। ততঃ প্রাণা ইহাগত্য সুখমুক্ত্বা চিরং পঠেৎ। তিষ্ঠন্তু বহ্নিজায়ান্তঃ প্রাণমন্ত্র উদাহৃতঃ। স্বস্বনাম্না মহেশানি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদৈবতঃ। ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ পূজাং সমারভেৎ। স্বকল্পোক্তবিধানেন মুদ্রাং প্রদর্শ্য সাধকঃ। উপচারৈঃ ষোড়শভির্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ক্রমাৎ। দেব্যাজ্ঞয়া পরীবারান্ পূজয়েৎ পরমেশ্বরি। ততো জপেৎ সহস্রন্তু শতমষ্টোত্তরং প্রিয়ে। বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেচ্চক্ররাজকং। শতমষ্টোত্তরং হোমং কুর্য্যাচ্চ সাধকোত্তমঃ। নিজমন্ত্রেণ দেবেশি জুহুয়াচ্চক্রসিদ্ধয়ে। আহুত্যন্তে

যামলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠামন্ত্র বলিয়াছেন। যথা,—"আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকি-দেব্যাঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।" পুনর্ব্বার আং ইত্যাদি মন্ত্র তৎপর "অমুকি দেব্যা জীব ইহ স্থিতঃ"। তৎপর পূর্ব্ববৎ আং ইত্যাদি মন্ত্র, তৎপর "অমুকি-দেব্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারম্ভ করিবে। স্ব স্ব নামোল্লেখে সকল দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এই মন্ত্রে হইয়া থাকে। প্রথমে সাধক যে দেবতার পূজা করিবে, তদ্দেবতার কল্পোক্ত মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রমে ষোড়শ উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া দেবীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পরিবারগণের পূজা করিবে। অনন্তর অষ্টোত্তর শত কিম্বা অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিয়া বলি প্রদান করিবে। তৎপরে প্রণাম করিয়া অষ্টোত্তর শত হোম

চক্ররাজে হুতশেষং বিনিক্ষিপেৎ। পূর্ণান্দত্ত্বা তু হোমান্তে তজ্জ-লৈরভিষেচয়েৎ। মন্ত্রাভিষিক্তচক্রং তৎ সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদায়কং। গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীং। ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্রপৌত্রানুযায়িনীং। সংহারমুদ্রয়া দেব্যা বিসর্জ্জনমতঃ পরং। প্রতিষ্ঠয়েচ্চক্ররাজং অনেন বিধানা যদি। পুরশ্চর্য্যাফলং তস্য সর্ব্বসিদ্ধিযুতস্য চ। গুরোরাজ্ঞাপ্রমাণেন যন্ত্রং মূর্দ্ধ্নি নিধাপয়েৎ। গৃহীতং যন্ত্রমেবেদং ক্বাপি নৈব প্রকাশয়েৎ। যন্ত্রমন্ত্রপ্রকাশে তু ক্রু ভবতি পার্ব্বতী। নিজমন্ত্রাভিষিক্তঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ। যন্ত্রগ্রহণ-কালে চ যদি স্যান্মেঘগর্জ্জনং। উল্লুলুধ্বনিরাকস্মাদথবা শঙ্খ-নিস্বনঃ। তদা মন্ত্রী ঝটিত্যেব সিদ্ধকার্য্যো ন সংশয়ঃ। অয়নে

করিবে। পূজনীয় দেবতার স্বীয় মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া হুতশেষ যন্ত্রে অর্পণ করিবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া হোম-কুম্ভের জল দ্বারা যন্ত্রে অভিষেক করিবে। মন্ত্রদ্বারা অভি-ষিক্ত যন্ত্র সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। তৎপর গুরুকে দক্ষিণা, দুগ্ধবতী গাভী ও পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত ভোগযোগ্যা বৃত্তিকরী ভূমি প্রদান করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। যদি উক্ত বিধানানুসারে যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে যন্ত্র-প্রতিষ্ঠাতা পুরশ্চরণফল প্রাপ্ত ও সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হয়েন। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া উক্ত যন্ত্র মস্তকে সংস্থাপন করিবে। যন্ত্র কাহা-রও নিকট প্রকাশ করিবে না। যন্ত্র ও মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা হয়েন। অভিষেকের পরে গুরুকেও যন্ত্র প্রদর্শন করাইবে না। যন্ত্রগ্রহণ কালে যদি অকস্মাৎ মেঘ গর্জ্জন, উলুধ্বনি কিম্বা শঙ্খ শব্দ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রী অচিরেই সিদ্ধকার্য্য হয়, সন্দেহ নাই। দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ন, মহাবিষুব সংক্রান্তি

বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। গ্রহণং যন্ত্রমন্ত্রাণাং শুভদং তৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৫ ॥

অথ বলিদানং। মুণ্ডমালায়াং—নরশ্ছাগস্তথা মেষো মহিষঃ শশকস্তথা। শল্লকী শূকরশ্চৈব বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ নরবলিস্তু রাজ্ঞামেব। রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যোঽপি পরমেশ্বরি। যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ সুশ্রীকং লক্ষণান্বিতং। সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং বলিং দদ্যাৎ সুশোভনং। তরুণং সুন্দরং কৃষ্ণং ক্ষতাদিদোষবর্জ্জিতং। স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ। ভূষয়েদ্রক্তমাল্যেন সিন্দূরেণ বিশেষতঃ। উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্ব্বমুখন্তথা। সমানীয় স্ববামে চ মূলেন প্রোক্ষণং চরেৎ। সংপ্রোক্ষণং বিধায়াথ বলিং সংপূজয়েত্ততঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে চ ব্রহ্মাণং তন্নাসায়ঞ্চ মেদিনীং। কর্ণ-য়োশ্চ তথাকাশং জিহ্বায়াং সর্ব্বতোমুখং। জ্যোতীংষি নেত্রয়ো

অথবা চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ সময়ে যন্ত্র ও মন্ত্র গ্রহণ করিলে গ্রহীতা সর্ব্ববিধ কল্যাণভাগী হয়। ৫।

ইদানীং বলিদান কথিত হইতেছে। মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলিয়াছেন,—মনুষ্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, শশক, শল্লকী এবং শূকর, ইহারাই বলিদানে বিহিত। নরবলি রাজারই বিহিত, অন্যের নহে। যুবা, ব্যাধিহীন, সুশ্রী ও সুলক্ষণযুক্ত এবং সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বলি [illegible] রিবে। তরুণ ক্ষতাদি দোষশূন্য, কৃষ্ণবর্ণ ও সুলক্ষণান্বিত বলিকে স্নান করাইয়া রক্তচন্দন, সিন্দূর ও রক্ত পুষ্পমালা দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। স্বয়ং উত্তরাস্য হইয়া বলিকে স্ববামে পূর্ব্বাস্য করিয়া স্থাপন করত মূল মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর বলিকে পূজা করিবে। তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার, নাসায় মেদিনীর, কর্ণদ্বয়ে আকাশের, জিহ্বাতে ব্রহ্মার,

বদনে পরিপূজয়েৎ।* ললাটে পূজয়েচ্চন্দ্রং শক্রং দক্ষিণগণ্ডতঃ। বামগণ্ডে তথা বহ্নিং গ্রীবায়াং সমবর্ত্তনং। রোমকূপে ধৃতিঞ্চৈব ভ্রুবোর্মধ্যে প্রচেতসং। নাসামূলে চ শ্বসনং স্কন্ধে চৈব মহেশ্বরং। হৃদয়ে সর্পরাজেন্দ্রং পূজয়িত্বা পঠেদিদং।—ওঁ মহাতপোভির্জ্ঞানৈশ্চ যজ্ঞৈর্যৎ সাধ্যতে নৃণাং। তন্মে দেহি মহাভাগ সত্বরং চাপ্লুয়াং শ্রিয়ং। শিববুদ্ধ্যা চ সংপূজ্য উৎসৃজ্য চ ততঃপরং। ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ। (ক) ইত্যুৎ সৃজ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ। খড়্গাগ্রে পূজয়েন্মন্ত্রী ব্রাহ্মীং বাগেশ্বরীং তথা। মধ্যে চ পূজয়েদ্দেবি লক্ষ্মীনারায়ণাবপি। মূলে চ পূজয়েদ্দেবীং উমযা সহ শঙ্করং। এবং বিধায় সংপূজ্য নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। খড়্গ ত্বং শিবরূপোহসি ক্রোধভৈরব শঙ্কর। দুর্গাপ্রীতিকরো নিত্যং কালীশক্তিরিবাপরা। খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থতৎপরঃ। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে। (ক) এবং সম্পূজ্য তং খড়্গং ততোঽপি সাধকোত্তমঃ। ছেত্তা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা বলিমুত্তরনক্তকং। আং হুঁ

নেত্রদ্বয়ে জ্যোতির বদনে বিষ্ণুর, ললাটে চন্দ্রের, দক্ষিণগণ্ডে শক্রের, বামগণ্ডে বহ্নির, গ্রীবায় যমের, রোমকূপে ধৃতির, ভ্রূমধ্যে বরুণের, নাসিকামূলে বায়ুর, স্কন্ধে মহেশ্বরের এবং হৃদয়ে সর্পরাজের পূজা করিয়া "ওঁ মহাতপোভির্জ্ঞানৈশ্চ ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। উক্ত প্রকারে বলি উৎসর্গ করিয়া খড়্গ পূজা করিবে। যথা,—খড়্গের অগ্রভাগে ব্রাহ্মী ও বাগীশ্বরীর, মধ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের এবং মূলে উমা ও শঙ্করের পূজা করিয়া "ওঁ খড়্গ ত্বং শিবরূপোঽসি" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত নমস্কার করিবে। অনন্তর ছেত্তা খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক

ফট্ ইতি মন্ত্রেণ ছেদয়িত্বা ততঃ পশুং। ততো নলীনাং রুধিরং তোয়সৈন্ধবসৎফলৈঃ। মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ হ্যধিবাস্য প্রযত্নতঃ। গন্ধপুষ্পান্বিতং কৃত্বা উৎসৃজেন্মূলমুচ্চরন্। প্রণবং বাগ্ভবং লক্ষ্মীং ততঃ কৌশিকীশব্দতঃ। রুধিরেণ ততঃ পশ্চাৎ আপ্যায়তাং সমুচ্চরেৎ নৈবেদ্যরুধিরং দেবি শিরে দদ্যাৎ প্রদীপকং। ততো নিবেদয়েন্মন্ত্রী তাম্বুলং সুমনোহরং ॥ ৬ ॥

রুধিরমস্তকস্থাপনক্রমমাহ তন্ত্রে—নারং সব্যে শিরোরক্তং দেব্যাঃ সম্যক্ নিয়োজয়েৎ। ছাগস্তু বামতো দদ্যাৎ মাহিষং বিতরেৎ পুরঃ। দক্ষিণং বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতং। যামলে—যদা

পূর্ব্বাস্য হইয়া 'আং হুং ফট্' এই মন্ত্রে উত্তরাস্য বলির মস্তক ছেদন করিবে। * তৎপর বলি-রুধির জল, সৈন্ধব, উৎকৃষ্ট ফল, মধু, গন্ধ এবং পুষ্প দ্বারা অধিবাসিত করিয়া গন্ধপুষ্পান্বিত মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ ঐঁ শ্রীঁ কৌশিকী রুধিরেণ আপ্যায়তাং" এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। অনন্তর সপ্রদীপ শিরোবলি নিবেদন করিয়া কর্পূরাদি তাম্বূল নিবেদন করিবে। ৬।

রুধির ও মস্তক স্থাপনক্রম কথিত হইতেছে। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সাধক মনুষ্যের মস্তক ও রুধির দেবীর দক্ষিণে, ছাগের মস্তক ও রুধির বামে, মহিষের মস্তক ও রুধির সম্মুখে, এবং স্বদেহ-শোণিত দক্ষিণে কিম্বা বামে অথবা সম্মুখে স্থাপন

* ছেদয়েত্তেন খড়্গেন বলিং পূর্ব্বমুখস্থিতং। অথবোত্তরবক্ত্রঞ্চ স্বয়ং পূর্ব্বাননস্ততঃ॥ ইতি মহানীলতন্ত্রে।—ছেত্তা উত্তরাস্য হইয়া পূর্ব্বমুখস্থিত বলি অথবা স্বয়ং পূর্ব্বাস্য হইয়া উত্তরমুখস্থিত বলি ছেদন করিবে।

কটকটাশব্দো দন্তানাং শ্রূয়তে কচিৎ। তদা তু মরণং বিদ্যাদ্ধানিং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ। যদাশ্রু কৃষ্যতে নেত্রং তদা হানিং বিনির্দ্দিশেৎ। পূর্ব্বোত্তরে চ দিগ্‌ভাগে পততে যদি মস্তকং। সর্ব্বসম্পৎকরী বিদ্যাদ্রাজ্ঞাং রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ। ঈশানাগ্নের্ম্মধ্যভাগে পততে যদি মস্তকং। ততঃ স্বল্পেন কালেন সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং। যদি বায়ব্যদিগ্‌ভাগে নৈর্ঋতে দক্ষিণেঽপি বা। মস্তকং পততে জাতু তস্য হানিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭ ॥

যামলে—গ্রহাণাং কচ্ছপানাঞ্চ গোধানাঞ্চ বিশেষতঃ। মৎস্যানাং পক্ষিণাঞ্চৈব ন দীপং দাপয়েচ্ছিরে। শীর্ষোপরি জ্বলদ্দীপো যাবৎ কালং প্রবর্ত্ততে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে তস্মাদ্‌যত্নেন দাপয়েৎ।

করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে,—ছেদনের পরে ছিন্ন শিরের দন্তে যদি কটকটা শব্দ হয়, তাহা হইলে সাধকের অর্থাদি হানি ও মৃত্যু হয়। যদি ছিন্ন পশুর নেত্র হইতে অশ্রু বিনির্গত হয়, তাহা হইলে সাধকের অর্থাদি হানি হয়। ছিন্ন পশু-মস্তক যদি পূর্ব্বোত্তর কোণে পতিত হয়, তাহা হইলে সাধক সর্ব্ববিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। যদি ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যভাগে ছিন্ন মস্তক পতিত হয়, তাহা হইলে সাধক অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করে। যদি ছিন্ন মস্তক বায়ুকোণ, নৈর্ঋতকোণ অথা দক্ষিণ দিকে পতিত হয় তাহা হইলে সাধকের অর্থাদি, হানি হয়। ৭।

যামলে বলিয়াছেন,—মৎস্য কচ্ছপাদি জলচর, গোসাপ এবং পক্ষীর মস্তকে দীপ প্রদান করিবে না। বলিমস্তকে যাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত দীপ বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধকের স্বর্গবাস হয়; অতএব যত্নপূর্ব্বক মৎস্যাদি ব্যতীত,

রুদ্রযামলে—লোমদাহোদ্ভবং গন্ধং ঘ্রাত্বা দেবী প্রসীদতি। তস্মাৎ সম্বর্দ্ধয়েৎ দীপং তস্মাৎ পাত্রং বিবর্জ্জয়েৎ। বিধিবদ্বলিদানেন চতুর্ব্বর্গফলং ভবেৎ॥ ৮॥

অবিধানেন দোষমাহ কুলার্ণবে—অবিধানেন যো হন্যাদাত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে। নিবসেন্নরকে ঘোরে যুগানি পশুলোমভিঃ। সরক্তবিন্দুপাতী চ তির্য্যগ্‌যোনিঃ প্রজায়তে। অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ প্রোক্তা অষ্টৌ চ তে সতি। রুদ্রযামলে—ধনেন ক্রয়িকো হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ। ঘাতকো বধভশ্চৈব ত্রিবিধো বধবান্ ধ্রুবং। যামলে—পিতৃদৈবতযজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে। অন্যত্রাপি।—

বলির ছিন্ন মস্তকোপরি দীপ প্রদান করিবে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন,—রোমদাহোদ্ভূত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ভগবতী প্রসন্না হয়েন, অতএব বলিমস্তকে আধারহীন দীপ প্রদান করিবে। যথাবিধি বলি প্রদান করিলে সাধক চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়। ৮।

বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক বলিপ্রদানে যে দোষ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি আত্মার্থ,—অর্থাৎ স্বীয় রসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রাণিবধ করে, তাহাকে তৎপশুর রোমসমসংখ্যক যুগ পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক পশুশরীর হইতে এক বিন্দু রক্তপাত করে, তাহার তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হয়। কর্ত্তা, অনুমোদক, ঘাতক, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাকাদি কর্ত্তা ও ভোক্তা—এই সকলই বধজন্য প্রত্যবায়-ভাগী হইবে। ক্রেতা অর্থপ্রদান করে বিধায়, খাদক উপভোগ করে বলিয়া এবং ঘাতক বধ করে বলিয়া ইহারা তিনই ঘাতকের

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসাপরং সুখং। বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা। ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ। বলিদানং বিনা দেবি হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ। যামলে—হন্ত্যান্মন্ত্রেণ চানেন ত্বভিমন্ত্র্য পশুং শিবে। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্যস্ত্বন্যথা নরকং ব্রজেৎ। পাপাপজনিকা হিংসা তৎ কথং স্বর্গসাধনং। অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু বাজিহত্যাং কথঞ্চরেৎ। দৃষ্টান্তমাহ যামলে—যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষগ্‌ নাশয়তে বিষং। তস্মাদবিধিনা হিংসা

মধ্যে গণনীয়। যামলে কথিত হইয়াছে, পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞে—অর্থাৎ পিতৃ-পুরুষদিগের শ্রাদ্ধার্থ ও দেবপূজার নিমিত্ত যে পশুহিংসা করা হয়, তাহা শাস্ত্রবিহিত; সুতরাং দোষাবহ নহে। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে,—অহিংসা পরমধর্ম্ম, অহিংসাজনিত সুখের ন্যায় সুখ আর নাই। বিধি অনুসারে যে হিংসা করা হয়, তাহাই অহিংসা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণিহিংসা মাত্রই শাস্ত্রনিষিদ্ধ, বিশেষতঃ পশুহিংসা; অতএব বিধিবোধিত বলিদান ব্যতীত সর্ব্ববিধ হিংসা ত্যাগ করিবে। যামলে কথিত আছে, হে শিবে! পশুকে বলিমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও গন্ধ, পুষ্প এবং অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বধ করিবে। ইহার অন্যথা করিলে হিংসকের নরকে গমন হইবে। হিংসা যদি ঈদৃশী পাপজনিকা হইল, তাহা হইলে সেই হিংসাই কেমন করিয়া স্বর্গসাধিকা হয় এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞে অশ্বহত্যাই বা কি প্রকারে করা হয়? যামলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,—যদ্রূপ, যে বিষখণ্ডে মনুষ্যের প্রাণ নাশ করে, চিকিৎসক সেই বিষখণ্ড দ্বারাই মনুষ্যের নষ্টপ্রায় প্রাণ রক্ষা করেন, তদ্রূপ

পাপজনিকা বিধিবোধিতা হিংসা স্বর্গজনিকা ইতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং যন্ত্রপ্রতিষ্ঠানির্ণয়স্ত্রয়োদশোল্লাসঃ ॥

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ

উপচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি সাদরং। বিনোপচারৈর্যা পূজা সা পূজা ন প্রসীদতি। অষ্টাদশোপচারাস্তু সর্ব্বেষামুত্তমাঃ প্রিয়ে। ষোড়শীতি প্রধানা চ দশধা তদনুস্মৃতা। পঞ্চধা তদনুপ্রোক্তা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা। ফেৎকারিণীতন্ত্রে।—আসনাবাহনঞ্চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনন্তথা। স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।

বিধি লঙ্ঘন করত কৃতহিংসা পাপোৎপাদন করে এবং বিধিবোধিত হিংসা পাপ বিনাশপূর্ব্বক স্বর্গসাধিকা হয়। ইহাই নির্গলিতার্থ। ৯।

ত্রয়োদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

হে পার্ব্বতি! সম্প্রতি পূজার উপচার বলিতেছি, আদরের সহিত শ্রবণ কর। উপচার শূন্য পূজা দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। অষ্টাদশবিধ উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ষোড়শ প্রকার উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা তদপেক্ষায় কিঞ্চিন্ন্যূন। দশবিধ উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা ষোড়শোপচার কৃত পূজা অপেক্ষায় ন্যূন এবং পঞ্চবিধ উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা দশোপচার কৃত পূজা অপেক্ষায় ন্যূন জানিবে। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

গন্ধং পুষ্পং তথা দীপং ধূপোঽন্নঞ্চাপি তর্পণং। মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কারো বিসর্জ্জনং। অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ। তন্ত্রে—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানি চ। গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনন্তথা। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ মধুপর্কাচমনন্তথা। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশাত্মকাঃ। গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ। প্রদদ্যাৎ পরমেশানি পূজা পঞ্চোপচারিকা ॥ ১ ॥

পাদ্যার্থমুদকং পাদ্যং চন্দনাগুরুসংযুতং। এতচ্ছ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা। পাদ্যপাত্রে চ দাতব্যমর্ঘ্যঞ্চৈবার্ঘ্যপাত্রকে। রক্তবিল্বাক্ষতৈঃ পুষ্পৈর্দধিদূর্ব্বান্বিতৈর্জ্জলৈঃ। সামান্যঃ সর্ব্বদেবানা-

ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ উপচার দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। ফেৎকারিণী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, তর্পণ, মালা, অনুলেপন এবং নমস্কার, এই অষ্টাদশোপচার দ্বারা পূজা করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং বন্দন, এই ষোড়শ উপচার। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই দশোপচার। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পঞ্চোপচার। ১।

পাদপ্রক্ষালনার্থ চন্দন, অগুরু, শ্যামাক (তৃণবিশেষ), দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা দ্বারা পাদ্য এবং শালিতণ্ডুল, রক্তবর্ণ পুষ্প, বিল্বপত্র, আতপতণ্ডুল, দধি ও দূর্ব্বাসংযুক্ত জল দ্বারা

মর্ঘ্যোঽয়ং পরিকল্পিতঃ। অভাবে দধিদুগ্ধাদৌর্ম্মানসং পরিকল্পয়েৎ। অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ দূর্ব্বাং চার্ঘ্যে বিনিক্ষিপেৎ। জাতীলবঙ্গ-কক্কোলৈর্দ্দদ্যাদাচমনীয়কং। তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনৈব প্রদাপয়েৎ। উদকং দীয়তে যত্তৎ সুগন্ধং ফেণবর্জ্জিতং। আচ-মনীয়কং দেব্যৈ তদাচমনমুচ্যতে। দদ্যাদাচমনীয়ন্তু সুগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ॥ ২॥

বৃহৎ শ্রীক্রমে—নারিকেলোদকং স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমং। সর্ব্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ॥ তন্ত্রে—আজ্যং দধি মধুমিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্বুধাঃ। তদ্দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ শোভনেন বিশেষতঃ। বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েদ্বুধঃ। ইতি বচনাৎ কাংস্যপাত্রে মধুপর্কেণ নারিকেলোদকে দোষাভবঃ। যথা তাম্র-

---

অর্ঘ্য প্রদান করিবে। প্রথমে পাদ্য ও অর্ঘ্য পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া, পরে দেবতাকে অর্পণ করিবে। উক্তবিধ অর্ঘ্য সকল দেবতাকেই দেওয়া যায়। দধি-দুগ্ধাদির অভাব হইলে উহা মনঃকল্পিত করিয়া লইবে। অর্ঘ্যে অন্তঃশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা প্রদেয়। জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোলযুক্ত ফেণবর্জ্জিত সুগন্ধ নির্ম্মল জল তৈজস পাত্রে কিম্বা শঙ্খে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আচমনীয় প্রদান করিবে। দেবীর আচমনার্থ দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম আচমনীয়। ২।

বৃহৎ শ্রীক্রমে কথিত হইয়াছে, অল্প পরিমিত নারিকেল জল, সমপরিমিত শর্করা (চিনি), দধি ও ঘৃত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মধু মধুপর্কে প্রদান করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, মধুমিশ্রিত ঘৃত ও দধিই মধুপর্ক। মনোহর কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক অর্পণ করিবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত পাত্র অষ্টাঙ্গুলের ন্[illegible] [illegible]রবে না। যদ্রূপ

পাত্রে চরুপাকে দোষাভাবস্তথা। তথাচোক্তং—ততশ্চ সংস্কৃতে বহ্নৌ গোক্ষীরেণ চরুং পচেৎ। অস্ত্রেণ ক্ষালিতে পাত্রে নবে তাম্রময়াদিকে। পয়োন্নুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি। ইতি বচনাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেষাং গন্ধজাতীনাং প্রকৃষ্টো মলয়োদ্ভবঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দদ্যান্মলয়জং সদা। মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুল্যগ্রেণ পার্ব্বতি। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। সর্ব্বেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তং শস্তং তথা জবা। দেবীপ্রীতিকরং প্রাজ্ঞে সর্ব্বকামফলপ্রদং। রক্তপুষ্পঞ্চ দেবেশি তথা স্বর্ণাদিনির্ম্মিতং। রক্তপদ্মেন বজ্রেণ কৃষ্ণেন চাপরাজিতা। পঞ্চদেবময়ং পুষ্পং করবীরং মনোহরং।

তাম্রপাত্রে দুগ্ধপাক দোষাবহ হইলেও চরুপাকে দূষণীয় নহে, তদ্রূপ মধুপর্কপ্রদানে কাংস্যপাত্রে নারিকেল-জল স্থাপন দোষাবহ নহে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—সংস্কৃত অগ্নিতে 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত তাম্রাদি-নির্ম্মিত নব-পাত্রে গোক্ষীর দ্বারা চরুপাক করিবে। যে দুগ্ধের সার উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা তাম্রপাত্রে দূষিত হয় না ॥ ৩ ॥

সর্ব্ব প্রকার গন্ধজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে মলয়াচলোদ্ভূত গন্ধ উৎকৃষ্ট; অতএব সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নের সহিত মলয়জ গন্ধ প্রদান করিবে। সাধক উক্ত বিমল গন্ধ অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মূল মন্ত্রে প্রদান করিবে। হে প্রাজ্ঞে! সকল জাতীয় পুষ্পের মধ্যে রক্তজবা দেবীর পূজায় প্রশস্ত এবং দেবীর প্রীতিকর ও সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদ। অন্যবিধ রক্তপুষ্প ও স্বর্ণাদি নির্ম্মিত পুষ্পও এই প্রকার জানিবে। রক্ত পদ্ম, রক্ত জবা, কালাগুরু-পুষ্প, অপরাজিতা ও করবীর,—এই পঞ্চবিধ

বিষ্ণুর্লম্বোদরঃ সূর্য্যো ব্রহ্মা চ কালিকা তথা। পঞ্চ দেবাঃ পঞ্চ-দলে সদা তিষ্ঠন্তি নান্যথা। জবাপুষ্পং মহেশানি করবীরাপরা-জিতা। মহাদেব্যৈ নিবেদ্যৈব কোটি-পূজাফলং লভেৎ। এষাং মধ্যে বসেদ্‌ব্রহ্মা এষাং মূলে জনার্দ্দনঃ। এষামগ্রে বসেদ্রুদ্রঃ সর্ব্বদেবাঃ স্থিতা দলে ॥ ৪ ॥

এষাং করবীরাপরাজিতানাং বৃক্ষে বিকসিতে কালে দেবতা-দিক্‌নির্ণয়ঃ।—বিষ্ণুশ্চ পশ্চিমদলে উত্তরে গণনায়কঃ। ঐশান্যাং সূর্য্যদেবশ্চ পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ। দক্ষিণে কালিকা দেবী যা মুক্তিঃ পরিগীয়তে। করবীরং যথা দেবি জবাপুষ্পন্তথৈব হি। যথা শুভ্রং তথা রক্তং হরিতং কৃষ্ণমেব চ। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি তিষ্ঠন্তি বিন্দুগহ্বরে। তন্মধ্যে শিবলিঙ্গঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।

পুষ্প দেবময়। বিষ্ণু, গণপতি, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও কালিকা,—এই পঞ্চ দেবতা পঞ্চদলে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। হে মহেশানি! জবা, করবীর ও অপরাজিতা,—এই ত্রিবিধ পুষ্প মহাদেবীকে অর্পণ করিলে কোটি পূজার ফল লাভ হয়। এই সকল পুষ্পের মধ্যভাগে ব্রহ্মা, মূলে জনার্দ্দন, অগ্রে রুদ্র এবং দলে সর্ব্বদেবগণ অবস্থিতি করেন ॥ ৪ ॥

উক্ত পুষ্পত্রয় বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হওয়ার সময়ে কোন্ দলে কোন্ দেবতা অবস্থান করেন, তাহা বিশেষরূপে কথিত হইতেছে। যথা—পশ্চিম দলে বিষ্ণু, উত্তর দলে গণনায়ক, ঈশান দলে দিবাকর, পূর্ব্বদলে ব্রহ্মা ও দক্ষিণ দলে মুক্তি-বিধায়িনী কালিকা দেবী অবস্থান করেন। করবীর ও জবা এই উভয়েরই দেব-পূজায় প্রশস্ততা তুল্য। উক্ত পুষ্পের শ্বেত, রক্ত, হরিত, কৃষ্ণাদি ভেদে কোন প্রভেদ নাই। উক্ত পুষ্পত্রয়ের বিন্দু-গহ্বরে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ ও তন্মধ্যে মহাকুণ্-

গহ্বরং বিন্দুরূপঞ্চ কৈবল্যপদমুত্তমং। শিবশক্তিময়ং পুষ্পং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং॥ ৫॥

সর্ব্বপুষ্পাণি চৈকত্র জবাঁজপারিজাতকৈঃ। ন সমং জায়তে দেবি লক্ষকোটিশতৈরপি। যত্রাপরাজিতাপুষ্পং করবীরং জবাপি চ। তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরন্দরাঃ। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানি তন্মূলে নিবসন্তি বৈ। তন্মূলং সিক্তিতং যেন পূজিতস্তেন দেবতাঃ। অপরাজিতায়া মাহাত্ম্যং বক্তুং ন শক্যতে ময়া। মল্লিকামুৎপলং রম্যং শমী পুন্নাগচম্পকং। অশোকঃ কর্ণিকারঞ্চ দ্রোণপুষ্পং তথৈব চ। করবীরং জবাপুষ্পং কুঙ্কুমং নাগকেশরং। যঃ প্রযচ্ছতি দুর্গায়ৈ স গচ্ছেৎ পরমং পদং। পুষ্পমূলে বসেদ্ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে জনার্দ্দনঃ। পুষ্পাগ্রে চ বসেদ্রুদ্রঃ

লিনীযুক্ত শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন।' ইহাদিগের বিন্দুরূপ গহ্বর কৈবল্যের আস্পদ এবং এই শিবশক্তিময় পুষ্প ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গপ্রদ।৫।

অন্য সকল প্রকার পুষ্প শত লক্ষ কোটি একত্র করিলেও একটী জবা, পদ্ম কি পারিজাত পুষ্পের সমতুল হইবে না। যে স্থানে জবা, অপরাজিতা কিম্বা করবীর বৃক্ষ আছে, সেই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সকল পুষ্পবৃক্ষের মূলে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ বসতি করেন। যে ব্যক্তি এই সকল বৃক্ষের মূলে জলসেক করে, তাহার সকল দেবতার পূজা করা হয়। অপরাজিতা পুষ্পের মাহাত্ম্য আমি বলিয়া শেষ করিতে অসমর্থ। মল্লিকা, উৎপল, শমী, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, কর্ণিকার, দ্রোণ, করবীর, জবা, কুঙ্কুম ও নাগকেশর,—এই সকল পুষ্প যে ব্যক্তি দুর্গাকে প্রদান করে, সে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা, পুষ্পমধ্যে জনা-

সর্ব্বদেবাঃ স্থিতা দলে। চরাচরাশ্চ সকলা সদা পুষ্পরসাঃ স্মৃতাঃ। সর্ব্বদেবময়ং পুষ্পং তস্মাদ্দেবায় তর্পয়েৎ। পুষ্পৈরনন্তসম্ভূতৈঃ পত্রৈর্গিরীশসম্ভবৈঃ। অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জ্জলবর্জ্জিতৈঃ। আত্মারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবাং। পরারোপিতবৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় যোঽর্চ্চয়েৎ। অবিজ্ঞাপ্যৈব তস্যৈব নিষ্ফলং তস্য পূজনং। ইতি তু সাক্ষাৎ-স্বামিপরং। দেবার্থে কুসুমস্তেয়ং কুর্ব্বীত মনুরব্রবীৎ॥ ৬॥

সর্ব্বং পর্য্যুষিতং বর্জ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। অবর্জ্যং জাহ্নবীতোয়মবর্জ্যং তুলসীদলং। অবর্জ্যং বিল্বপত্রং স্যাদবর্জ্যং জলজন্মনঃ। পুষ্পৈঃ পর্য্যুষিতৈর্দ্দেবি নার্চ্চয়েৎ স্বর্ণজৈরপি। বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং। কহ্লারং তুলসীপত্রং পদ্মঞ্চ মণিপু-

ন্দন, পুষ্পাগ্রে রুদ্র, পুষ্পদলে সর্ব্বদেবগণ এবং পুষ্পরসে চরাচর অবস্থিত। পুষ্প সর্ব্বদেবময়, সুতরাং ইহা দ্বারা অর্চ্চনা করিলে দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন। স্বয়মুৎপাদিত পুষ্প ও অপর্য্যুষিত নিশ্ছিদ্র ধৌত অথচ জল-বর্জ্জিত বিল্ব পত্র, অথবা মনঃকল্পিত পুষ্প দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি পুষ্পস্বামী নিকটে উপস্থিত থাকিলেও তাহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া সেই পুষ্প দ্বারা পূজা করে, তাহার পূজা নিষ্ফল হয়। মনু বলিয়াছেন, দেব-পূজার নিমিত্ত পুষ্পাপহরণ দোষাবহ নহে। ৬।

পুষ্প, পত্র, ফল ও জল পর্য্যুষিত হইলে পরিত্যাগ করিবে। গঙ্গাজল, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র ও জল-সম্ভূত পুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও দেবপূজায় বর্জ্জনীয় নহে। অতি উৎকৃষ্ট পুষ্পও পর্য্যুষিত হইলে তদ্দ্বারা দেবার্চ্চন করিবে না। বিল্বপত্র, কুন্দপুষ্প, তমাল ও আমলকী পত্র, কহ্লার পুষ্প, তুলসীপত্র, পদ্ম পুষ্প ও বক

ষ্পকং। এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং। তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকস্তথা। দিনৈকং করবীরাণি যান্যন্যানি তপোধন। পদ্মানি সিতরক্তানি কুমুদান্যুৎপলানি চ। এষাং পর্য্যুষিতাশঙ্কা কার্য্যা পঞ্চদিনোর্দ্ধতঃ। অন্যেষাং কুসুমানাঞ্চ যাবদ্‌গন্ধবিপর্য্যয়ঃ॥ ৭॥

পুষ্পঞ্চ পঞ্চগব্যঞ্চ উপচারাংস্তথাপরান্। ঘ্রাত্বা নিবেদ্য দেবেশি নরো নরকমাপ্নুয়াৎ। অঙ্গসংস্পৃষ্টমাঘ্রাতং ত্যাজ্যং পর্য্যুষিতং বুধৈঃ। কেশকীটাপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ। স্বয়ং পতিত-পুষ্পানি ত্যজেদুপহতানি চ। সেফালিবকুলঞ্চৈব স্বয়ং শীর্ণং ন দুষ্যতি। সর্ব্বং ভূমিগতং ত্যাজ্যং সেফালিবকুলং বিনা। কৃমি-ভক্ষ্যাণি ভগ্নানি বর্জ্যানি পতিতং ভুবি। তমালস্য চ পদ্মস্য

পুষ্প এবং অন্যান্য পুষ্প-কলিকা পর্য্যুষিত হইলেও দেবপূজার অযোগ্য নহে। পদ্মপুষ্প ও আমলকী পত্র দিনত্রয় পর্য্যন্ত শুদ্ধ থাকে। করবীর ও অন্য পুষ্প একদিন পরে পর্য্যুষিত হয়। শ্বেত ও রক্ত পদ্ম, কুমুদ ও উৎপল পাঁচ দিনের পর পর্য্যুষিত হয়—অর্থাৎ পর্য্যুষিত-দোষে দেবার্চ্চনে অযোগ্য হয়। অন্য সকল পুষ্প, গন্ধ বিদূরিত হইলেই পর্য্যুষিত-দোষে দূষণীয়। ৭।

যে ব্যক্তি পুষ্প, পঞ্চগব্য, কিম্বা অন্য পূজোপচার আঘ্রাণ করিয়া দেবতাকে প্রদান করে, তাহার নরকে গতি হয়। গাত্র-সংস্পৃষ্ট, আঘ্রাত, কেশসংসৃষ্ট, কীটাপবিদ্ধ, শীর্ণ, স্বয়ং পতিত, পর্য্যুষিত ও উপহত পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিবে না। সেফালিকা ও বকুল পুষ্প স্বয়ং পতিত হইলেও দূষিত নহে। সেফালিকা ও বকুল ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ভূমিগত পুষ্পই পরিত্যাগ করিবে।

ছিন্নভিন্নং ন দুষ্যতি। বিষ্ণুক্রান্তা জবা নাগকেশরং নাগবল্লভং। বন্ধূকং চৈব মন্দারং যথান্যায়ং সমর্চ্চয়েৎ। স্বয়ং বিকসিতৈঃ পুষ্পৈস্ত্যাজ্যঞ্চ পতিতং ভুবি। নাগবল্লভং নাগচম্পকমিত্যর্থঃ। স্বয়ং বিকসিতৈঃ পুরুষেণাবিকসিতৈরিত্যর্থঃ॥ ৮॥

মাঘমাসে তু দেবশি পূজ্যপুষ্পাণি দ্বাদশ। কুন্দং কুরুবকং কেতঝিণ্টী চ নিচুলস্তথা। নীলঞ্চ বিকটং শীর্ষং ক্ষুদ্রভৃঙ্গরাজং বকুলং রঞ্জনঞ্চৈব নান্যমাসে যজেৎ ক্বচিৎ। নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কং। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরং। দূর্ব্বা নিষিদ্ধা যদুক্তং তৎ শ্বেতদূর্ব্বাপরং। তথা

কীট-দষ্ট, ভগ্ন ও ভূপতিত পুষ্প পরিত্যাগ করিবে। তমাল ও পদ্ম পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তদ্দ্বারা দেবপূজা করা যাইতে পারে। স্বয়ং বিকসিত অপরাজিতা, জবা, নাগকেশর, নাগচম্পক, বন্ধূক ও মন্দার পুষ্প দেবপূজায় প্রশস্ত। কিন্তু এই সকল পুষ্পও ভূপতিত হইলে পরিত্যাজ্য। স্বয়ং বিকসিত শব্দের অর্থ—মনুষ্যপ্রযত্নে যাহা বিকসিত হয় নাই। ৮।

হে দেবেশি! মাঘমাসে কুন্দ, কুরুবক, কেতকী, ঝিণ্টী, নিচুল, নীল, বিকট, শীর্ষ, ক্ষুদ্র, ভৃঙ্গরাজ, বকুল ও রঞ্জন,—এই দ্বাদশবিধ পুষ্প দেবপূজায় প্রশস্ত। অন্যমাসে উক্ত পুষ্প দ্বারা সকল দেবতার অর্চনা করিবে না। পুষ্পের অভাবে অক্ষতাদি দ্বারা যে পূজার বিধান আছে, তন্মধ্যে যে দ্রব্য দ্বারা যে দেবতার পূজা অবিধেয়, তাহা কথিত হইতেছে। যথা,—অক্ষত (আতপতণ্ডুল) দ্বারা বিষ্ণুর, তুলসী দ্বারা গণপতির, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গার ও বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিবে না। এই স্থলে যে দূর্ব্বা নিষিদ্ধ বলা হইল, তাহা

চোক্তং যামলে—রক্তমাঘাং শ্বেতদূর্ব্বাং নীলকণ্ঠং কুরুণ্টকং। ন দদ্যাচ্চ মহাদেব্যৈ যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ। পুষ্পাভাবে যজেৎ পত্রৈঃ পত্রাভাবে তু তৎফলৈঃ। অক্ষতৈর্ব্বা জলৈর্ব্বাপি ন পূজাং ব্যতিলঙ্ঘয়েৎ। শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দং উন্মত্তঞ্চ হরেস্তথা। দেবীনামর্কমন্দারৌ সূর্য্যস্য তগরস্তথা। তগরং কাষ্ঠতগরমিত্যর্থঃ। শিবপূজায়াং যামলে—বকুলো মালতী জাতী কুন্দ সেফালিকা জবা। ন দদ্যাচ্চ মহাদেবে যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ। মালতী মল্লিকা জাতী যূথিকা মাধবী তথা। তগরং কর্ণিকারশ্চ দ্রোণশ্চোৎপলচম্পকৌ। অশোকঃ কুমুদশ্চৈব সেফালিকাকদম্বকৌ। কেতকী বনমালা চ কুসুম্ভকিংশুকৌ তথা। কহ্লারবকুলশ্চৈব লবঙ্গনাগকেশরৌ। এতান্যপি প্রিয়াণি স্যুঃ পত্রৈ-

শ্বেত-দূর্ব্বা পর জানিবে। যামলে কথিত হইয়াছে, আত্মশুভকামনা থাকিলে রক্ত কুন্দ, শ্বেত দূর্ব্বা, নীলকণ্ঠ ও নীল ঝিণ্টী মহাদেবীকে প্রদান করিবে না। পুষ্পের অভাব হইলে পত্র দ্বারা, যদি পত্রেরও অভাব হয় তাহা হইলে তৎফল দ্বারা এবং ফলের অভাব হইলে অক্ষত কিম্বা জল দ্বারা পূজা করিবে। কদাচ পূজা পরিত্যাগ করিবে না। কুন্দ পুষ্প দ্বারা শিবের, ধুস্তূর পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর, আকন্দ ও মন্দার পুষ্প দ্বারা ভগবতীর এবং কাষ্ঠতগর দ্বারা সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে না। শিবপূজা বিষয়ে যামলে বলিয়াছেন,—যদি আত্ম-শুভ কামনা থাকে, তাহা হইলে বকুল, মালতী, জাতী, কুন্দ, সেফালিকা ও জবা পুষ্প মহাদেবকে প্রদান করিবে না। মালতী, মল্লিকা, জাতী, যূথিকা, মাধবী, তগর, কর্ণিকার, দ্রোণ, উৎপল, চম্পক, অশোক, কুমুদ, সেফালিকা, কদম্ব, কেতকী, বনমালা, কুসুম্ভ, পলাশ, কহ্লার, বকুল, লবঙ্গ ও নাগকেশর পুষ্প

রর্চ্চয়েচ্ছিবাং। জবাভিশ্চৈব গন্ধাঢ্যৈ। দূর্ব্বা বা শ্রীফলচ্ছদৈঃ। বিনা বৈ দূর্ব্বয়া দেবি পূজা নাস্তি চ কর্হিচিৎ। তস্মাদ্দূর্ব্বা গ্রহী-তব্যা সর্ব্বপুষ্পময়ী শুভা। দেবেভ্যঃ, সর্ব্বগন্ধাঢ্যমভাবে তুলসীদলং। তুলস্যা পূজয়েদ্দেবান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। বিনা তুলস্যা স্নানাদি শ্রাদ্ধং যজ্ঞঞ্চ ন প্রিয়ে। সর্ব্বত্র ন ফলং প্রাহুঃ সর্ব্বত্রৈব বিনি-শ্চিতং। দূর্ব্বা বা তুলসী তস্মাৎ গ্রহীতব্যা চ সাধকৈঃ। সুন্দরী ভৈরবী কালী ব্রহ্মাবিঘ্নবিবস্বতাং। তুলসীবর্জ্জিতা পূজা সা পূজাঽবিফলা ভবেৎ। অবিফলা সফলা ইত্যর্থঃ। শক্তি-বিষয়ে যামলে।—সাবিত্রীঞ্চ ভবানীঞ্চ দুর্গাদেবীং সর-স্বতীং। যোঽর্চ্চয়েৎ তুলসীপত্রৈঃ সর্ব্বকামৈঃ সমৃধ্যতে। যামলে।—রাত্রাবস্যাস্তু পূজায়াং তুলসীং বর্জ্জয়েৎ সদা। তুলসীঘ্রাণমাত্রেণ

শিবায় প্রিয়ঃ কিন্তু ইহাদিগের পত্র দ্বারা মহাদেবীর পূজা করিবে না। জবা, গন্ধাঢ্য পুষ্প, দূর্ব্বা ও শ্রীফল (বিল্ব) পত্র দ্বারা পূজা করিলে ভবানী সন্তুষ্টা হয়েন। দূর্ব্বা ব্যতীত কদাচ দেবীর পূজা হইতে পারে না, অতএব দেবীর পূজায় অবশ্যই সর্ব্বপুষ্পময়ী দূর্ব্বা প্রদান করিবে। গন্ধাঢ্য পুষ্পের অভাব হইলে তুলসী পত্র দ্বারা অবিচারিত চিত্তে দেবার্চ্চন করিবে। তুলসী ব্যতীত স্নানাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ ইহার কোনটীই সফল হয় না, নিশ্চয় জানিবে; সুতরা সাধক দূর্ব্বা অথবা তুলসী অবশ্য গ্রহণ করিবে। ত্রিপুরা সুন্দরী, ভৈরবী, কালী, ব্রহ্মা, গণেশ ও দিবাকর,—এই সকল দেবতার অর্চ্চনা তুলসী পত্র দ্বারা করিলে নিষ্ফলা হইবে। শক্তি বিষয়ে যামলে বলিয়াছেন,—তুলসী পত্র দ্বারা সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গাদেবী ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করিলে পূজক সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। এই সকল দেবতার রাত্রিকালীন পূজায় তুলসী পত্র প্রদান করিবে

ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা। তুলসী ব্রহ্মরূপা চ সর্ব্বদেবময়ী শুভা। সর্ব্বদেবময়ী সা তু গণেশস্য প্রিয়া ন হি। লক্ষ্মীদেব্যাশ্চাপ্রিয়া হি তারাদেব্যাস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীযোগৈর্দ্দক্ষিণে পুষ্পপাতনং। পুষ্পস্য যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখং। দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং। পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবি যথোৎপন্নং তথার্পণং। যামলে— স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ। দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ন চাপি পিতরস্তথা। এতত্তু মধ্যাহ্নস্নানাৎ পরং। কিন্তু প্রাতঃস্নানানন্তরং কর্ত্তব্যমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। তন্ত্রে—মধ্যাহ্নস্নানসময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং বুধঃ। তৎপুষ্পেণার্চ্চয়েদ্দেবীং

না। রাত্রিকালে তুলসী পত্রের ঘ্রাণ-মাত্রে চণ্ডিকা কুপিতা হয়েন। তুলসী সর্ব্বদেবময়ী ব্রহ্মরূপা কিন্তু গণপতি, তারা ও লক্ষ্মী দেবীর অপ্রিয়া। ৯।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর যোগে দেবতার দক্ষিণ ভাগে পুষ্পার্পণ করিবে। পুষ্প, পত্র ও ফল যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবেই প্রদান করিবে, অধোমুখ করিয়া প্রদান করিবে না; অধোমুখ করিয়া প্রদান করিলে পূজক দুঃখ প্রাপ্ত হয়। পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সময়ে ঊর্দ্ধ মুখ অধোমুখাদি বিচার করিবে না। যামলে কথিত হইয়াছে, স্নানান্তর পুষ্পচয়ন করিলে, সেই পুষ্প দেবগণ কি পিতৃগণ কেহই গ্রহণ করেন না। এই বচন দ্বারা যে স্নানান্তর পুষ্প চয়ন নিষিদ্ধ হইল, ইহা মধ্যাহ্ন স্নানের পর বুঝিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রাতঃস্নানের পর পুষ্প চয়ন কর্ত্তব্য। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—পণ্ডিত ব্যক্তি মধ্যাহ্ন স্নানের সময় পুষ্পচয়ন করিবেন না। কেননা, সেই পুষ্পদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিলে পূজক

নিরয়ে পরিপচ্যতে। প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা পুষ্পাণ্যপি তথা হরেৎ। তৎপুষ্পেণার্চ্চয়েদ্দেবীং স পাপৈর্ম্মুচ্যতে ক্ষণাৎ। দেবীত্বাপ-পলক্ষণং নান্যদেবানপি। ন পুষ্পচ্ছেদনং কুর্য্যাদ্দেবায় বামহস্ততঃ। ন দদ্যাত্তেন দেবেভ্যঃ সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ॥ ১০॥

অগরূশীরগুগ্‌গুলশর্করামধুচন্দনৈঃ। সামান্যঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ। সর্ব্বেষামেব ধূপানাং দুর্গায়া গুগ্‌গুলঃ প্রিয়ঃ। ঘৃতযুক্তো বিশেষেণ সততং প্রীতিবর্দ্ধনঃ। ধূপাভাবেন মন্ত্রেণ প্রক্ষাল্য চ হৃদাত্মনা। অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্‌গুলং দহেৎ। ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্চ তর্জ্জন্যা বাময়া স্পৃশন্। জয়ধ্বনিস্ততো মন্ত্রোমাতঃ স্বাহেত্যুদীরয়ন্। সর্ব্বদা বাদয়ন্

নরকে গমন করে। প্রাতঃ স্নানাদি করিয়া পুষ্পাবচয়ন করিবে। প্রাতঃস্নানানন্তর পুষ্প চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিলে পূজক পাপমুক্ত হয়। এই বচনস্থ দেবীশব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সকল দেবতা বিষয়েই বুঝিতে হইবে। বাম হস্ত দ্বারা দেবপূজার পুষ্পচয়ন করিবে না এবং বামহস্তে পুষ্প স্থাপন করিয়া সেই পুষ্প দ্বারাও দেবপূজা করিবে না। ১০।

অগুরু, বীরণমূল, গুগ্‌গুল্, শর্করা, মধু ও চন্দন,—এই সকল মিশ্রিত করিয়া ধূপ নির্ম্মাণ করিলে তদ্দ্বারা সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ ধূপের মধ্যে গুগ্‌গুল্ দুর্গাদেবীর প্রীতিকর। গুগ্‌গুল্ ঘৃতযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে দুর্গাদেবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করেন। 'ওঁ' এই মন্ত্রে ঘণ্টা প্রক্ষালন করত 'ফট্' এই মন্ত্রে তাহা পূজা করিয়া, বাদন পূর্ব্বক গুগ্‌গুল্ দগ্ধ করিবে। বামহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা ধূপাধার স্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রো মাতঃ স্বাহা" মন্ত্রে ঘণ্টা-

ঘণ্টাং তৈর্ধূপৈর্ধূপয়েত্ততঃ। মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ মধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ধৃত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ। উত্তীর্য্য মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ঘণ্টাবাদেন ধূপিতা। ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈ-র্দ্দেবস্য দেশিকঃ। ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপমনাধারে ঘটে তথা। যথা তথাধারগতং ধৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ। রাশীকৃতেন চৈকত্র এভৈর্ধূপৈর্ব্বিধূপয়েৎ। তুষাগ্নিবত্তথা কৃত্বা ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ। ন মিশ্রীকৃত্য দত্তাত্তু দীপং স্নেহান্ ঘৃতাদিকান্। কৃত্বা মিশ্রী-কৃতং স্নেহং তমিস্রং নরকং ব্রজেৎ। বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ব্বিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা। আরোপ্য দর্শয়েদ্দীপান্ উচ্চৈঃ সৌরভশালিনঃ। উচ্চৈর্দ্দেবস্য মস্তকপর্য্যন্তমিতার্থঃ। উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যামূলযোগতঃ। ততো নিরাজনং কৃত্বা দশবারন্তু দীপকৈঃ।

ধ্বনি করত অর্চ্চনা করিয়া ভোগ নিবেদন করিবে। পূজক মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা ধারণ করত দেবমূর্ত্তির মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া ঘণ্টাধ্বনিপূর্ব্বক ধূপ নিবেদন করিবে। ধূপ ঘৃতমিশ্রিত হইলে নিম্নভাগেই নিবেদন করিবে। মৃত্তিকাতে ধূপ নিবেদন করিবে না। কোন প্রকার আধারে স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে। সর্ব্ববিধ ধূপ একপাত্রে তুষাগ্নির ন্যায় রাশীকৃত করিয়া নিবেদন করিলে ধূপদান নিষ্ফল হয়। ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রিত করিয়া দীপ প্রদান করিবে না। দ্রব্যান্তর দ্বারা মিশ্রিত স্নেহ-প্রজ্বালিত দীপ প্রদান করিলে পূজক গাঢ়ান্ধকারাবৃত নরকে গমন করে। কর্পূর-গর্ব্বিণী-বর্ত্তিকাতে ঘৃত অথবা তিল-তৈল দ্বারা প্রজ্বালিত সুগন্ধ-পূর্ণ দীপ গায়ত্রী ও মূল মন্ত্রে দেবতার মস্তক পর্য্যন্ত বারত্রয় উত্তোলন করিয়া প্রদর্শন করিবে। অনন্তর দীপ দ্বারা দশবার

দাতব্যঃ পাত্রে দীপস্তু নতু ভূমৌ কদাচন। কুর্ব্বন্তং পৃথিবী-তাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নরঃ। তমিস্রনরকং ঘোরং প্রাপ্নোত্যেব-ন সংশয়ঃ। সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ং। অকার্য্য-পাদঘাতঞ্চ দীপতাপস্তথৈব চ। তস্মাৎ কুর্ব্বীত পৃথিবী তাপং নাপ্নোতি বৈ যথা। নৈব নির্ব্বাপয়েদ্দীপং দেবার্থমুপকল্পিতং। দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ। ন তেন ব্যব-হারোঽপি কর্ত্তব্যঃ সাধকোত্তমৈঃ॥ ১১॥

নৈবেদ্যমাহ,—কন্দুপক্কং স্নেহপক্কং ঘৃতসংযুতপায়সং। মনঃ-প্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দদ্যাদ্দেব্যৈ পুনঃপুনঃ। কন্দুপক্কং ইতি ভ্রষ্ট-তণ্ডুলপৃথুকাদীনি দেয়ানীতি। যদ্যদ্বাঞ্ছিতবস্তূনি তদ্দদ্যাদ্দেব-পূজনে। বালপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ। আত্মা-

---

নীরাজনা করিবে। দীপ, নিরাধার মৃত্তিকায় কদাচ স্থাপন করিবে না, আধোরোপরি স্থাপন করিবে। পৃথিবীকে সন্তাপিত করত যে ব্যক্তি দীপ দান করে, তাহার ঘোর অন্ধকারাবৃত নরক প্রাপ্তি হয়। বসুমতী সর্ব্বংসহা হইলেও নির্নিমিত্তক পদাঘাত ও দীপতাপ সহ্য করিতে পারেন না। অতএব যাহাতে পৃথিবীতে তাপ না লাগে, এইরূপ ভাবে দীপ স্থাপন করিবে। দেবতা-উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত দীপ নির্ব্বাপিত করিবে না। যে ব্যক্তি দেবোপকল্পিত দীপ হরণ করে, সেই ব্যক্তি অন্ধ এবং যে উক্ত দীপ নির্ব্বাপিত করে, সে কাণা হয়। সাধক উক্ত দীপ ব্যবহারও করিবে না। ১১।

সম্প্রতি নৈবেদ্য কথিত হইতেছে। ভ্রষ্টতণ্ডুল, চিপিটক, স্নেহ-পক্ক দ্রব্য ও ঘৃতসংমিশ্র পায়স প্রভৃতি যে সকল বস্তু সাধকের মনঃপ্রীতিকর তদ্দ্বারা নৈবেদ্য রচনা করিবে। যে সকল বস্তু

ঽপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং ন দদ্যাদ্দেবপূজনে। স্ত্রীণাং প্রীতিকরং যচ্চ তচ্চাপি বিনিবেদয়েৎ। তাম্বুলস্য প্রদানেন দেবী প্রীতিমতী ভবেৎ॥ ১২॥

শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্র সকৃদ্দ্বির্ব্বা প্রদক্ষিণং। বেষ্টনঞ্চ ততো দেব্যাঃ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি। তথা ত্রিধা চরেৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণং। একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি দদ্যাৎ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণং। দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাচ্চ শাম্ভবীং। ততোঽপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কার-স্ত্রিকোণবৎ। ত্রিকোণোঽয়ং নমস্কারস্ত্রিপুরাপ্রীতিবর্দ্ধনঃ। নতি-স্ত্রিকোণকারা চ তারাদেব্যাঃ সমীরিতা। দর্শয়েৎ দক্ষিণং

বালকের ও স্ত্রীলোকের প্রীতিকর এবং যাহা নিজের অভীষ্ট, সেই সকল বস্তু পূজায় প্রদান করিবে। যে বস্তু নিজের অপ্রীতি-কর তাহা দেবতাকে অর্পণ করিবে না। তাম্বুল প্রদান করিলে দেবী অতি প্রীতি প্রাপ্তা হয়েন॥ ১২।

শঙ্খ হস্তে লইয়া একবার কিম্বা বারদ্বয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মৃত্তিকাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সর্ব্বদেবতাকে প্রণাম করিবে। দেবতা বিশেষে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিবে। চণ্ডিকার একবার, দিবাকরের সপ্তবার, গণপতির তিনবার, নারায়ণের চারিবার এবং শিবের অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে। ত্রিকোণ নমস্কার যথা,— প্রথমে দক্ষিণ দিকে নমস্কার করিয়া বায়ুকোণে গমন-পূর্ব্বক নমস্কার করিবে, তৎপরে সেই স্থান হইতে ঈশান কোণে গমন করত নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। এই ত্রিকোণ নমস্কার ত্রিপুরাদেবীর অতি প্রীতিকর। তারা দেবীকেও এই প্রকার

পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণং। স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবৌঘ-তুষ্টয়ে। পশ্চাৎ কৃত্বা তু যো দেবং ভ্রমিত্বা প্রণমেন্নরঃ। তস্যৈব চ ফলং নাস্তি ন পরত্র দুরাত্মনঃ। নমনং মানসং প্রোক্তং বাচিকং কায়িকস্তথা। ত্রিবিধশ্চ নমস্কারঃ কায়িকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ। কায়িকৈশ্চ নমস্কারৈর্দ্দেবাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ। জানুভ্যা-মবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীং। ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ। পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা দেবি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ। পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসাপি চ। পঞ্চাঙ্গোঽসৌ নমস্কারঃ সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ। পুটীকৃত্য করৌ কুত্র দীয়তে চ যথা তথা। অস্পৃষ্ট্বা শীর্ষজানুভ্যাং ক্ষিতিং সোঽপ্যধমঃ স্মৃতঃ।

ত্রিকোণ নমস্কারই করিবে; দক্ষিণ পার্শ্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া সরলান্তঃকরণে প্রদক্ষিণ করিলে সর্ব্বদেবতাই পরিতোষ লাভ করেন। যে ব্যক্তি দেবতাকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক নমস্কার করে, সেই দুরাত্মা নমস্কারের ফল প্রাপ্ত হয় না এবং পরকালে দুর্গতি ভোগ করে। নমস্কার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কার উত্তম। কায়িক নমস্কারে দেবগণ সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। মৃত্তিকাতে জানুদ্বয় সংলগ্ন করিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করত যে নমস্কার করা হয়, তাহাই উত্তম কায়িক নমস্কার। পদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, চক্ষুর্দ্বয়, মস্তক, বাক্য ও মন দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, তাহা অষ্টাঙ্গ নমস্কার নামে অভিহিত। পদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল ও মস্তক দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, তাহা পঞ্চাঙ্গ নমস্কার নামে অভিহিত।

কায়িকস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হ্যষ্টাঙ্গাদিবিভেদতঃ। অষ্টাঙ্গ উত্তমঃ প্রোক্ত পঞ্চাঙ্গো মধ্যমঃ স্মৃতঃ। অধমং করশীর্ষাভ্যাং নমস্কারং বিবর্জ্জয়েৎ। অয়মেব নমস্কারো দণ্ডাদিপ্রতিনামভিঃ। প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সপূর্ব্বং প্রতিমাদিতঃ॥ ১৩॥

যৎ স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ। ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তূত্তমঃ স্মৃতঃ। পৌরাণিকৈর্ব্বৈদিকৈর্ব্বা মন্ত্রৈর্যা ক্রিয়তে নতিঃ। স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা। যত্তু মানুষবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা। স বাচনিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পার্ব্বতি॥ ১৪॥

অথোপচারান্ কুর্ব্বীত তন্ত্রোক্তস্বাগতাদিকান্। আসনং কুসুমং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ। অর্ঘ্যং দেয়ং ততো মূর্দ্ধ্নি শিরো-

মস্তক ও জানুদ্বয় দ্বারা ভূমি স্পর্শ না করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা অধম নমস্কার। কায়িক নমস্কার অষ্টাঙ্গাদিভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ উত্তম, পঞ্চাঙ্গ মধ্যম এবং কেবল কর ও শীর্ষকৃত নমস্কার অধম। এই অধম নমস্কার পরিত্যাগ করিবে। এই নমস্কারই দণ্ডাদি প্রতি নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ১৩।

বাচিক নমস্কারের মধ্যে, স্বরচিত গদ্য-পদ্যাত্মকস্তুতি পাঠপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইলে যে নমস্কার করা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পৌরাণিক কিম্বা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করত যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম; মানুষবাক্য (সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা) ঘটিত স্তুতি পাঠ করত যে নমস্কার করা হয়, তাহা অধম। ১৪।

ইদানীং তন্ত্রোক্ত উপচার প্রদানক্রম কথিত হইতেছে। যথা,—প্রথমে পুষ্পাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে।

মন্ত্রেণ দেশিকঃ। নমোহন্তং পাদয়োঃ পাদ্যং স্বধেত্যাচমনং মুখে। স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে। স্বধান্তেনৈব মনুনা মধুপর্কং মুখাম্বুজে। স্নানং গন্ধং হৃদা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৌষড়িত্যপি। স্নানার্থমুদকং দদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গে পরমেশ্বরি। তোয়েন প্রোক্ষণং কৃত্বা দুকূলং বিনিবেদয়েৎ। স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কং। সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং দদ্যাৎ পুষ্পং দদ্যাচ্ছিরোপরি। সর্ব্বালঙ্করণং দদ্যাদ্‌যত্র যত্র বিরাজতে। প্রতিমাদৌ যথাযোগ্যং গাত্রে দদ্যাত্তু তত্ত্বগঃ। দদ্যাত্তু যোগ্যং পুরতো নৈবেদ্যং ভোজনাদিকং। অন্নং ভক্ষ্যং স্বধান্তে চ ধূপদীপং হৃদানমঃ। নৈবেদ্যঞ্চ তথেত্যুক্ত্বা কল্পয়ামি নমো বদেৎ। নিবেদয়ামি যদ্দ্রব্যং নৈবেদ্যং পরিকল্পিতং। দেব্যা নৈবেদ্যদানে তু যো বিধিঃ স তু কথ্যতে। অসংস্কৃতং ন দাতব্যং দেবতা ন গৃহ্যতে॥ ১৫॥

অনন্তর নমোন্ত মন্ত্রে পদদ্বয়ে পাদ্য, স্বাহান্ত মন্ত্রে মস্তকে অর্ঘ্য, স্বধান্ত মন্ত্রে মুখে আচমন ও মধুপর্ক, নমোন্ত মন্ত্রে স্নানীয় ও গন্ধ এবং বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে। জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া বস্ত্র নিবেদন করিবে। স্নানীয়, বস্ত্র ও নৈবেদ্য নিবেদনানন্তর এক একবার আচমনীয় প্রদান করিবে। স্নানার্থ জল ও চন্দন (গন্ধ) সর্ব্বাঙ্গে, পুষ্প মস্তকে এবং অলঙ্কার সকল প্রতিমার যে স্থানে যাহা অর্পণ করিলে শোভা হয়, তাহা সেই স্থানে প্রদান করিবে। নৈবেদ্যাদি ভোজনীয় দ্রব্য দেবীর পুরোভাগে নিবেদন করিবে। অন্ন স্বধান্ত মন্ত্রে, ধূপ ও দীপ স্বধা নমোন্ত মন্ত্রে এবং নৈবেদ্য 'কল্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। যাহা নিবেদন করা হয়, তাহা নৈবেদ্য নামে কীর্ত্তিত

সংস্কারমাহ যামলে—আনীয় দেবীপুরতঃ সংপ্রোক্ষ্য চার্ঘ্য-বারিণা। অস্ত্রমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। তস্যো-পরি মূলমন্ত্রমষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ। চক্রমুদ্রাবিধানেন চিন্তয়েৎ তৎসুরক্ষিতং। যং-মন্ত্রৈঃ শোষণং কৃত্বা রং-মন্ত্রৈর্দ্দাহয়েত্ততঃ। ঠং-মন্ত্রৈশ্চামৃতং ভাব্যং বং-মন্ত্রৈঃ প্লাবয়েচ্চ তৎ। সর্ব্বত্র ভক্ষ্য-দ্রব্যেষু এবং সংস্কারমাচরেৎ। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জল-মর্পয়েৎ। অমুকীদেব্যৈ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা ইতি দদ্যাৎ। আপোশানং জলং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ। ইদমন্নং সোপকরণং মহাদেব্যৈ স্বধেতি চ। প্রণবাদ্যৈরেভিরেব

হইয়াছে। সম্প্রতি নৈবেদ্য-দান বিধি কথিত হইতেছে। অসংস্কৃত নৈবেদ্য দেবতাকে প্রদান করিবে না, যেহেতু দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না। ১৫।

নৈবেদ্য-সংস্কার-বিধি যামলে কথিত হইয়াছে। যথা,—নৈবেদ্য দেবীর পুরোভাগে আনয়ন করিয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল দ্বারা 'ফট্' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক নৈবেদ্যের উপরিভাগে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করত চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া তাহা সুরক্ষিত চিন্তা করিবে। তৎপরে যং এই মন্ত্রে শোষণ, রং এই মন্ত্রে দহন এবং ঠং এই মন্ত্রে অমৃতরূপ চিন্তা করিয়া বং এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্লাবিত করিবে। সর্ব্ববিধ ভক্ষ্যদ্রব্যই এইরূপে সংস্কৃত করিবে। অনন্তর "অমুকীদেব্যৈ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল দেবোদ্দেশে অর্পণ করিবে। তৎপরে, প্রথমে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করত "ইদং সোপকরণমন্নং অমুকীদেব্যৈ স্বধা" এই মন্ত্রে অন্ন নিবেদন করিয়া তদন্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ জগন্মাতর্জ্জগদ্ধাত্রি

দেবিবক্তে, হুনেদ্‌গুরুঃ। গুরুরিত্যুপলক্ষণং। অগ্রে দেবস্থ হস্তা-ভ্যামুখাপ্য মুখসন্নিধৌ। জগন্মাতর্জ্জগদ্ধাত্রি অমুকি দেবি ততঃ পরং। নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিৎ জুষাণেদং হবির্ন্মঃ। অনেন মন্থনা দেবি নিবেন্ত প্রণবাদিনা। বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। অঙ্গুল্যঃ কুটিলীভূতা বিরলাগ্রাঃ পরস্পরং। গ্রাসমুদ্রা সমাখ্যাতা সব্যে পাণৌ নিয়োজয়েৎ। প্রাণোঽপান-সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ। সমানঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ঃ প্রাণাঃ পঞ্চ সমীরণাঃ। প্রাণমুদ্রা সমাখ্যাতা প্রাণাহবনকর্ম্মণি। তর্জ্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈস্ত্রিভিরেকীকৃতং যদি। স্যাদপানাহুতৌ মুদ্রা তথানামিক-মধ্যমে। অঙ্গুষ্ঠেন সমাযুক্তা নিযুক্তা ব্যানহোমকে। নিক্‌নিষ্ঠেন যা মুদ্রা সোদানাহবনে স্মৃতা। সর্ব্বাভিঃ সংস্কৃতা মুদ্রা সমানাহুতি-কর্ম্মণি। ক্ষণং বিলম্ব্য দেবাস্তু স্বীকৃতং তদ্বিভাবয়েৎ। যাবদ্‌ভুঙ্‌ক্তে

অমুকি দেবি! নিবেদয়ামি যৎ কিঞ্চিজ্জুষাণেদং হবির্ন্মঃ” এই মন্ত্রে দেবীর বক্তে, অর্পণ করিবে। অনন্তর দেবীর বামভাগ অথবা দক্ষিণভাগে প্রাণাদি পঞ্চবিধ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পঞ্চ প্রাণবায়ুতে পঞ্চাহুতি প্রদানকালে যে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়, তাহারা প্রাণাদি মুদ্রা নামে অভিহিত। সম্প্রতি ক্রমে ঐ সকল মুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি।—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সকল ঈষদ্বক্র করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন করিলে প্রাণমুদ্রা হয়। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী মিলিত করিলে অপান মুদ্রা হয়। মধ্যমা ও অনামার সহিত অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী সংলগ্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহাকে ব্যান মুদ্রা বলে। কনিষ্ঠাঙ্গুলী ব্যতীত অপর অঙ্গুল চতুষ্টয় মিলিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহা উদান মুদ্রা নামে অভিহিত।

হবির্দ্দেবি তাবন্মূলং জপেত্তথা। ততো মূলেন সলিলং দত্ত্বা হবীংষি সাধকঃ। তস্মাত্তেজঃসমুদ্ভূত্যৈ দত্ত্বা পোষণমুত্তমং। এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসি স্বাহেতি দদ্যাৎ। তত আচমনং তোয়ং কৃত্বা চ মুখবাসনং। স্থানং বিশোধ্য তন্মন্ত্রী তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ। উক্তেষেতেষু দ্রব্যেষু যৎকিঞ্চিদ্দুর্লভং যদি। তৎ কল্পনীয়ং দেবেশি মনসা ভাবয়ৈব হি। তত্রৈব চ জলং দেয়মুপচারং যথান্তরে॥ ১৬॥

যোগিনীহৃদয়ে—মণিমুক্তাসুবর্ণানি দেবে দত্তানি যানি বৈ। ননির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ। পট্টী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ। মোদকং কৃষরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন চ সুন্দরি। পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসাচ্চ যজ্ঞসূত্রমহঃস্মৃতং। যাবদুষ্ণং ভবে-

---

অঙ্গুষ্ঠাদি পঞ্চাঙ্গুলী সংলগ্ন করিলে সমান মুদ্রা হয়। মুদ্রা প্রদর্শনানন্তর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া 'প্রদত্ত অন্নাদি দেবী গ্রহণ করিয়াছেন' এই প্রকার চিন্তা করত মূল মন্ত্রে পানীয় জল নিবেদন করিবে। দেবীর ভোজনসময়ে সাধক মূল মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে "এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে কিঞ্চিজ্জল অর্পণ করিয়া আচমনীয় প্রদান করিবে। অনন্তর স্থান শোধন করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে। উক্ত দ্রব্য সকলের মধ্যে যদি কোন বস্তু দুর্ঘট হয়, তবে মনঃকল্পিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জল প্রদান করিবে॥ ১৬॥

যোগিনী-হৃদয়ে কথিত হইয়াছে, দেবোদ্দেশে নিবেদিত মণি, মুক্তা, ও সুবর্ণাদি এবং তাম্রপাত্র দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। পট্টসূত্র-নির্ম্মিত শাটী ছয় মাস পর্য্যন্ত অনির্ম্মাল্য থাকে। নৈবেদ্য দানমাত্রেই নির্ম্মাল্য হয়। মোদক ও কৃষর (তিল ও

দগ্নং পরমান্নস্তথৈব চ। মস্তকং রুধিরঞ্চৈব অহোরাত্রেণ পার্ব্বতি। মুহূর্ত্তং দধিদুগ্ধঞ্চ আজ্যং যামেন শঙ্করি। করবীর-মহোরাত্রং বিল্বপত্রং তথৈব চ। জবারক্তঞ্চ যাযাঞ্চ নির্ম্মাল্যং সার্দ্ধযামকে। মাল্যং বৈ করবীরস্য পদ্মস্য বিল্বকস্য চ। যামা-র্দ্ধেন মহেশানি তাম্বূলং দত্তমাত্রতঃ। ন নির্ম্মাল্যঞ্চ দাড়িম্বং তথা বিল্বফলং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামুপচারনির্ণয়ো নাম

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ ॥

পঞ্চদশোল্লাসঃ।

অথ শাক্তাচারঃ। কুলচূড়ামণৌ ;—দেব্যুবাচ। শৃণু পুত্র রহস্যং

তাম্বূলমিশ্রিত দ্রব্য বিশেষ) যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত, পট্টবস্ত্র মাসত্রয়, যজ্ঞসূত্র এক দিন, অন্ন ও পরমান্ন উষ্ণ থাকা পর্য্যন্ত, মস্তক ও রুধির অহোরাত্র, দধি ও দুগ্ধ এক মুহূর্ত্ত, ঘৃত এক প্রহর, করবীর পুষ্প ও বিল্বপত্র অহোরাত্র, রক্তজবা ও কুন্দ পুষ্প দেড় প্রহর এবং করবীর পুষ্পের মালা অর্দ্ধযাম পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। তাম্বূল নিবেদনমাত্র নির্ম্মাল্য হয়। দাড়িম ও বিল্ব-ফল সর্ব্বদা অনির্ম্মাল্য থাকে ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশোল্লাস সম্পূর্ণ।

অথ শাক্তাচার। কুলচূড়ামণিগ্রন্থে দেবী বলিয়াছেন,—হে

মে সময়াচার সম্ভবং। যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জন্মকোটিসহস্রশঃ। অনিত্যকর্ম্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ। পরস্যাং দেবতায়াস্তু সর্ব্বকর্ম্ম নিবেদয়েৎ। বৃথা ন কালং গময়েদ্দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ। নয়েত্তু দেবতাপূজাজপযজ্ঞাদিকর্ম্মসু। অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। সর্ব্বথা বিষ্ণুভাবস্তু ভবেৎ সাধকপুঙ্গবঃ। যদি পশ্যেৎ কুলতরুং প্রণমেৎ সাধকস্তদা॥ ১॥

কুলবৃক্ষমাহ তন্ত্রে—অশোকঃ কেশরো বিল্বঃ কর্ণিকারশ্চূত-স্তথা॥ নমেরুশ্চ পিয়ালশ্চ সিন্ধুবারকদম্বকৌ। মরুবকচম্পকশ্চ বিল্বশ্চ দ্বাদশঃ স্মৃতাঃ। নমেরুরুদ্রাক্ষঃ। পিয়ালো বৃক্ষবিশেষঃ। সিন্ধু-বারো নিগুণ্ডী। মরুবকো ঝিণ্টিকা। এতে দ্বাদশকুলবৃক্ষাঃ জ্ঞাতব্যাঃ। অন্যত্রাপি।—শ্লেষ্মাতকঃ করঞ্জাখ্যো নিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ। বিল্বোহ-

পুত্র! অতি গোপনীয় সময়াচার তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর; যে সময়াচার ব্যতীত সহস্র কোটি জন্মেও সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। সাধক নিত্যানুষ্ঠান-পরায়ণ হইয়া অনিত্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করত যাবতীয় কর্ম্ম পরা দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিবে। দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ করিবে না। সর্ব্বদাই দেবপূজা, জপ এবং যজ্ঞাদি-কার্য্যে নিরত থাকিবে। শাক্তভাব অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে শৈবভাব ও সভায় বৈষ্ণবভাব প্রকাশ করিবে। কিন্তু কোন সম-য়েও বৈষ্ণবভাব একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। কোন স্থানে কুলবৃক্ষ দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে নমস্কার করিবে॥ ১॥

তন্ত্রে কুলবৃক্ষ কথিত হইয়াছে। যথা,—অশোক, কেশর, বিল্ব, কর্ণিকার, আম্র, রুদ্রাক্ষ, পিয়াল, নিগুণ্ডী, কদম্ব, ঝিণ্টিকা, চম্পক ও বিল্ব, এই দ্বাদশটী কুলবৃক্ষ। অন্যত্র কথিত হইয়াছে,—

শোকশ্চম্পকশ্চ ইত্যষ্টৌ কুলপাদপাঃ। শ্লেষ্মাতকো বহেড়াবৃক্ষ ইতি যাবৎ। তিষ্ঠন্তি কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বেষেতেষু সর্ব্বদা। ন স্বপেৎ কুলবৃক্ষাধো নচোপদ্রবমাচরেৎ। যামলে—পর্ব্বতে বিপিনে চৈব নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে। চতুষ্পথে কলামধ্যে যদি দৈবাৎ গতির্ভবেৎ। ক্ষণং স্থিত্বা মন্ত্রং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্‌যথাসুখং। চতুষ্পথে দেব্যাঃ পীঠে ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং যামলে—চতুষ্পথঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্র স্যাত্তারিণী শুভা। তরণকর্ত্তৃত্বাত্তারিণীত্যর্থঃ॥ ২॥

পীঠমাহ গান্ধর্ব্বে—কামরূপং মহাপীঠং বারাণসীমতঃ পরং। নেপালঞ্চ মহাপীঠং পৌগণ্ডবর্দ্ধনস্তথা। পুরস্থিতং মহাদেবি চরস্থিতমতঃ পরং। পূর্ণশৈলং মহাপীঠং অর্ব্বুদঞ্চ ততঃপরং। কাশ্মী-

---

বহেড়া, করঞ্জ, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, অশোক ও চম্পক, এই অষ্টবিধ বৃক্ষ কুলবৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলযোগিনীগণ সর্ব্বদা এই সকল বৃক্ষে অবস্থান করেন। কুলবৃক্ষের অধোভাগে শয়ন করিবে না। কুলবৃক্ষের প্রতি কোন প্রকার উপদ্রব করিবে না। যামলে কথিত হইয়াছে।—যদি দৈব বশতঃ সাধক পর্ব্বত, কানন, নির্জ্জন স্থান, শূন্য মণ্ডপ, চতুষ্পথ কিম্বা প্রকৃতি সমূহ মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে অভীষ্ট স্থানে গমন করিবে। চতুষ্পথ শব্দের অর্থ—দেবী-পীঠ। যামলে বলিয়াছেন,—কল্যাণকারিণী তারিণী দেবী যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাই চতুষ্পথ বলিয়া জানিবে। ভগবতী জীবগণের নিস্তারকর্ত্রী বিধায় তারিণী নামে কীর্ত্তিতা হয়েন॥ ২॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে পীঠস্থান কথিত হইয়াছে। যথা,—কামরূপ, বারাণসী, নেপাল, পৌগণ্ডবর্দ্ধন, পুরস্থিত, চরস্থিত, পূর্ণশৈল,

রঞ্চ তথা পীঠং কান্যকুব্জমথো ভবেৎ। দারুকেশং মহাপীঠং একাগ্রঞ্চ তথা শিবে। ত্রিস্রোতঃ পীঠমুদ্দিষ্টং কামকোটিমতঃপরং। কৈলাসং ভৃগুনগরং কেদারং পীঠমুত্তমং। শ্রীপীঠঞ্চ কুলান্তঞ্চ দেবমাতৃকমেব চ। গোকর্ণঞ্চ তথা দেবি মারুতেশ্বরমেব চ। অট্টহাসঞ্চ বিরজং রাজগৃহমতঃপরং। পীঠং কোল্বগিরিঞ্চৈব এলাপুরমতঃপরং। কালেশ্বর-মহাপীঠং প্রণবঞ্চ জয়ন্তিকা। পীঠমুজ্জয়নী চৈব ক্ষীরিকা পীঠমেব চ। হস্তিনাপুরকং পীঠং পীঠমুড্ডীশমেব চ। প্রয়াগঞ্চৈব ষষ্ঠীশং মায়াপুরমহেশ্বরৌ। মালয়ঞ্চ মহাপীঠং শ্রীশৈলঞ্চ তথা প্রিয়ে। মেরুগিরিং মহেন্দ্রঞ্চ মানসঞ্চ মহেশ্বরি। হিরণ্যপুরকং পীঠং মহালক্ষ্মীপুরস্তথা। উড্ডীয়ানং মহাপীঠং ছায়াপীঠমতঃপরং। পীঠান্যেতানি দেবেশি প্রশস্তং জপকর্ম্মসু॥ ৩ ॥

ফলমাহ যোগিনীহৃদয়ে।—বারাণস্যাং সদা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী। ততস্তদ্দ্বিগুণা প্রোক্তা পুরুষোত্তমসন্নিধৌ। ততোঽপি দ্বিগুণা

অর্ব্বুদ, কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, দারুকেশ, একাগ্র, ত্রিস্রোতা, কামকোটি, কৈলাস, ভৃগুনগর, কেদার, শ্রীপীঠ, কুলান্ত, দেবমাতৃক, গোকর্ণ, মারুতেশ্বর, অট্টহাস, বিরজ, রাজগৃহ, কোল্বগিরি, এলাপুর, কালেশ্বর, প্রণব, জয়ন্তিকা, উজ্জয়িনী, ক্ষিরিকা, হস্তিনাপুর, উড্ডীশ, প্রয়াগ, ষষ্ঠীশ, মায়াপুর, মহেশ্বর, মালয়, শ্রীশৈল, মেরুগিরি, মহেন্দ্র, মানস, হিপণ্য-পুরক, মহালক্ষ্মীপুর, উড্ডীয়ান ও ছায়া পীঠ। এই সকল পীঠস্থান জপ কার্য্যে প্রশস্ত ॥৩॥

যোগিনীহৃদয়ে উক্ত পীঠস্থান সকলের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। যথা,—বারাণসী ক্ষেত্রে কৃত পূজা সম্পূর্ণ ফলদায়িনী। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কৃত পূজা তদ্দ্বিগুণ ফলপ্রদা।

প্রোক্তা দ্বারাবত্যাং বিশেষতঃ। সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বারাবতীসমা। বিন্ধ্যে শতগুণাঃ প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা। আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মবর্ত্তে তথৈব চ। বিন্ধ্যবৎ ফলদা প্রোক্তা প্রয়াগে পুষ্করে তথা। ততশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং করতোয়ানদীজলে। ততশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং নদীকুণ্ডে চ ভৈরবে। ততশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং বাল্মীকেশ্বরসন্নিধৌ। তত্র সিদ্ধেশ্বরীযোনৌ ততোঽপি দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ। ততশ্চতুর্গুণাঃ প্রোক্তা লৌহিত্যনন্দকুণ্ডকে। তৎসমাঃ কামরূপে তু সর্ব্বত্রৈব জলে স্থলে। দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুরালয়ে। দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতে নচ তৎসমং। অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে। ততশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং নদীকুণ্ডস্য মস্তকে। ততোঽপি দ্বিগুণং প্রোক্তং দারুকে শিবলিঙ্গকে। ততোঽপি দ্বিগুণাঃ প্রোক্তাঃ

দ্বারাবতীতে পুরুষোত্তমের দ্বিগুণ ফল হয়। সর্ব্বতীর্থে ও সর্ব্বক্ষেত্রে পূজা করিলে যে ফল হয়, দ্বারাবতীতে তত্তুল্য ফল হয়। বিন্ধ্যাচল, গঙ্গা, আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, প্রয়াগ ও পুষ্করে শতগুণ ফল হয়। করতোয়া নদীতে বিন্ধ্যাচলাদির চতুর্গুণ, ভৈরবনদীকুণ্ডে করতোয়ার চতুর্গুণ, বাল্মীকেশ্বরে ভৈরবনদীকুণ্ডের চতুর্গুণ, সিদ্ধেশ্বরী যোনিতে বল্মীকেশ্বরের দ্বিগুণ, ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে তাহার চতুর্গুণ ফল হয় এবং কামরূপ ক্ষেত্রের জল কিম্বা স্থলে সর্ব্বত্রই তত্তুল্য ফল হয়। দেব-ক্ষেত্র কামরূপে দেবী পূজা অতি প্রশস্তা। এই পৃথিবীতে কামরূপসদৃশ দেবীক্ষেত্র অপর আর নাই। অন্য সকল ক্ষেত্রে দেবী বিরলা, কিন্তু কামরূপক্ষেত্রের প্রতিগৃহে বিরাজমানা। নদীকুণ্ডের মস্তকে কামরূপ অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল হয়! দারুক শিবলিঙ্গে নদীকুণ্ডের

শৈলপুত্র্যাঃ স্বযোনিষু। ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যাযোনি-মণ্ডলে। কামাখ্যায়াং মহামায়া জপপূজাং সকৃচ্চরেৎ। সচেহ লভতে কামং পরত্র শিবরূপতাং। এষু স্থানেষু দেবেশি যদি দৈবাদ্গতির্ভবেৎ। জপপূজাদিকং কৃত্বা নত্বা গচ্ছেদ্‌যথাসুখং। কলা-মধ্যে—কলা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সমূহমধ্যে। গত্বা পূজাদিকং কৃত্বা নত্বা সুখং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং সময়াতন্ত্রে।—স্ত্রী-সমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি। কামরূপাচ্ছতগুণং সমু-দীরিতমব্যয়ং। কুলার্ণবেঽপি।—একলিঙ্গং শ্মশানঞ্চ সমূহো যোষিতামপি। নারীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্ট্বা বন্দেত ভক্তিতঃ। গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং জম্বূকীং যমদূতিকাং। কৃষ্ণমার্জ্জারভূকাকৌ শ্যেনং ক্ষেমঙ্করীস্তথা। কুররীঞ্চ নমস্কুর্য্যাদিদং মন্ত্রং পঠেন্নরঃ। কৃশোদরি

দ্বিগুণ, শৈলপুত্রীর স্বযোনিতে দারুক শিবলিঙ্গের দ্বিগুণ এবং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে তাহার শতগুণ ফল হয়। যে ব্যক্তি কামাখ্যাতে একবার জপ ও পূজা করে, তাহার ইহ লোকে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ ও অন্তে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। ঘটনাক্রমে উপরোক্ত স্থান সকলে গমন করিলে জপ ও পূজাদি করিয়া প্রণামপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে গমন করিবে। প্রকৃতিসমূহ-মধ্যে দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের পূজাদি করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক যথাস্থানে যাইবে। সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—হে পরমেশ্বরি! স্ত্রী-সমীপে যে পূজা ও জপ করা হয়, তাহা কামরূপাপেক্ষা শত গুণ অধিক ও অক্ষয় ফলপ্রদ। কুলা-র্ণবে বলিয়াছেন,—একলিঙ্গ, শ্মশান, স্ত্রীসমূহ এবং রক্তবস্ত্রপরি-ধানা নারী দেখিলে ভক্তিযুক্ত হইয়া নমস্কার করিবে। গৃধ্র, জম্বুকী, যমদূতিকা, কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার, ভূকাক শ্যেন, ক্ষেমঙ্করী ও

মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে। কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্কর-প্রিয়ে। (ক) পিতৃবনং শবং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্। প্রণম্যানেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ। ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটিশব্দ-প্রসারিণি। গুরুঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতিবাসিনি। (খ) রক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুরাম্বিকাম্। প্রণম্য দণ্ডবদ্-ভূমৌ ইমং মন্ত্রং পঠেন্নরঃ। ওঁ বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়-নাশিনি। ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি। (গ) কৃষ্ণ-বস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজপুত্রকং। হস্ত্যশ্বরথশস্ত্রাণি ফল-কান্ বীরপুরুষান্। মহিষং কুলদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দ্দিনীং। প্রণম্য জয়দুর্গাঞ্চ স চ বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে। ফলকা নট ইতি খ্যাতঃ। ওঁ জয় দেবি জয়ে চণ্ডে ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদৈবতে। ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্তু তে। (ঘ) মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং বরস্ত্রিয়ং। দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং

কুরর পক্ষী, ইহাদিগকে দর্শনমাত্র মহাকালী স্বরূপ জ্ঞান করিয়া "ওঁ কৃশোদরি মহাচণ্ডে!" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। শব কিম্বা শ্মশান দেখিতে পাইলে "ওঁ ঘোর-দংষ্ট্রে করালাস্যে" ইত্যাদি (খ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক নমস্কার করিলে সুখ-ভোগ হয়। রক্তপুষ্প কিম্বা রক্তবস্ত্র দেখিতে পাইলে "ওঁ বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশে" ইত্যাদি (গ) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ত্রিপুরা দেবীর নমস্কার করিবে। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, কৃষ্ণ পুষ্প, রাজা, রাজপুত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, নট, বীরপুরুষ, মহিষ এবং কুলদেব, এই সকল দৃষ্টিগোচর হইলে "ওঁ জয় দেবি জয়ে চণ্ডে" ইত্যাদি (ঘ) চিহ্নিত মন্ত্রে মহিষমর্দ্দিনী ও জয়দুর্গা দেবীকে

প্রণম্য বিসৃজেন্মনুম্। ওঁ ঘোরবিঘ্নবিনাশায় কুলাচারসমৃদ্ধয়ে। নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালা-বিভূষিতে। রক্তধারাসমাকীর্ণাং বরদে ত্বাং নমাম্যহং। সর্ব্ববিঘ্নহরে দেবি নমস্তে হরবল্লভে। (ঙ) যঃ শিবারুদিতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাং। প্রণম্য সাধকো ভূত্বা তস্য কামঃ করে স্থিতঃ। এতেষাং দর্শনে দেবি যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে। শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥ এতেষাং মারণোচ্চাট-হিংসনং বাগুরাদিভিঃ। ক্রিয়তে যদি পাপাত্মা দেবীভক্তঃ কথং ভবেৎ। এতৎ কর্ত্তুমশক্তো যস্তস্যার্থং তমসা লিখেৎ॥ ৪॥

কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবমাহ। শ্রীদেব্যুবাচ।—ওঁ ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী চ সুন্দরী পুরসুন্দরী। শ্রীমালিনী চ সিদ্ধাত্মা মহাত্রিপুরসুন্দরী। প্রকটাখ্যা তথা নিদ্রা গুপ্তা গুপ্ততরা পরা। সম্প্রদায়া কুলা কৌলা রহস্যাতিরহস্যগা। পরাপররহস্যা চ তথা কামেশ্বরী তথা। ভগমালিনী তথা ক্লিন্না ভেরুণ্ডা

নমস্কার করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। মদ্য-পাত্র, মৎস্য, মাংস, উত্তমা স্ত্রী ও ভৈরবী দর্শন হইলে "ওঁ ঘোর-বিঘ্নবিনাশায়" ইত্যাদি (ঙ) চিহ্নিত মন্ত্রে নমস্কার করিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। যে ব্যক্তি শিবারব শুনিয়া শুভদায়িনী শিব-দূতির নমস্কার করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যে শাক্ত এই সমস্ত দর্শন করিয়া উক্ত প্রকার প্রণামাদি না করে, তাহার কদাচ সিদ্ধি লাভ হয় না। যে ব্যক্তি উক্তানুষ্ঠানে অসমর্থ, তাহার অভীষ্ট লাভ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। যে ব্যক্তি বাগুরাদি দ্বারা উক্ত গৃধ্রাদি বধ কিম্বা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডাঘাতাদি করে, সে ব্যক্তি কেমন করিয়া দেবীভক্ত হইবে। ৪।

কুলচূড়ামণিতে কথিত হইয়াছে,—যে ব্যক্তি শুচি ও সংযতাত্মা

বহ্নিসুন্দরী। মহাবিদ্যেশ্বরী দূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী। নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্ব্বমঙ্গলা। জ্বালা সুমালিনী চিত্রা রঙ্গিনী শুভগা কুলা। পূর্ণাখ্যা চ তথা বৎস কামেশী মেদিনী তথা। বিমলা অমলা দেবী জয়ন্তী কুলভৈরবী। সর্ব্বেশ্বরী তথা কৌলী বাগীশী সর্ব্বকামিনী। সিদ্ধেশ্বরী তথা চোগ্রা দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। স্বপ্নাবতী শূলিনী চ মাতঙ্গী সুরসুন্দরী। মহাকালী মহোগ্রা চ চিত্ররূপা মহোদরী। প্রাণবিদ্যা তথৈকাক্ষী চৈকপাদা মহাঙ্কুশা। বাগ্ শিবা তথা জ্যেষ্ঠা স্বরূপা চারুহাসিনী। ত্রিখণ্ডী ত্রিশিরা গৌরী বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। ক্ষোভিণী নাদিনী ভদ্রা ললিতা বহুরূপকা। সর্ব্বসম্পৎকরী তারা ভবানী বিশ্ববাসিনী। কূটেশ্বরী তথা বিদ্যা কথিতা তব ভৈরব। উপাসকান্ মহাদেব শৃণু, চৈকমনাঃ স্বয়ং। মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মন্মথস্তদনন্তরং। লোপামুদ্রা মুনির্নন্দী শক্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা। ক্রোধভট্টারকশ্চৈব পঞ্চমী চ প্রকীর্ত্তিতা। দুর্ব্বাসা ব্যাসহর্ষৌ চ বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। ঔর্ব্বো বহ্নির্যমশ্চৈব নির্ঋতো বরুণস্তথা। অনিরুদ্ধো ভরদ্বাজো দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ। গণপাঃ কুলপাশ্চৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সরস্বতী। ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্মত্তঃ কুলভৈরবঃ। ক্ষেত্রপালো হনুমাংশ্চ দক্ষো গরুড় এব চ। কাশ্যপঃ কৌৎসকুম্ভৌ চ জমদগ্নির্ভৃগুস্তথা। বৃহস্পতির্যদুশ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ। অর্জ্জুনো

হইয়া প্রাতঃকালে অথবা পূজাসময়ে নিত্য সঙ্কেতস্তোত্র (স্তোত্র মূলে দেখ) পাঠ করে, ভগবতী তাহাকে নিত্য পূজা ফল ও ঈপ্সিত বর প্রদান করেন। গুরুসঙ্কেত, চক্রসঙ্কেত ও সময়াসঙ্কেত না জানিয়া যে ব্যক্তি উহাতে প্রবৃত্ত হয়; তৎকৃত জপ, পূজা ও হোমাদি কোন ফলপ্রদ হয় না; প্রত্যুত

ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বৃষাকপিঃ। দুর্য্যোধনস্তথা কুন্তী সীতা চ রুক্মিণী তথা। সত্যভামা দ্রৌপদী চ উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা। পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দরঃ। কৈলাসঃ ক্ষীরসিন্ধুশ্চ উদধির্হিমবাংস্তথা। নারদশ্চ মহাবীরাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ। মহাবিদ্যাপ্রসাদেন স্বস্বকর্ম্মসমাহিতাঃ। এতেষাং বৎস নামানি বিদ্যাবিদ্যোপসেবিতা। প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ প্রয়তাত্মবান্। পূজাকালে শুচির্ভূত্বা প্রপঠেৎ স্তোত্রমুত্তমং। অশুচির্ব্বা নিরালম্বমালম্বা চ কুলাম্বিকে। নিত্যপূজাফলং তস্য দদামি বরমীপ্সিতং। গুরুসঙ্কেতকঞ্চৈব চক্রসঙ্কেতকস্তথা। সময়াচারসঙ্কেতং ন জ্ঞাত্বা যোঽত্র বর্ত্ততে। জপপূজার্চ্চনা হোমস্তভিচারায় কল্পতে। ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু ভবেৎ সঙ্কেতবান্ ধ্রুবং॥ ইতি কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ। দেহপাতেঽপি মোক্ষঃ স্যাৎ সময়াচারপালনাৎ। ফলশ্রুতেঃ কাম্যমপি॥ ৫॥ ॥

অথ শিবাবলিঃ। বিশ্বসারে—শিবাবলিং নিবেদ্যাথ তোষয়েজ্জগদম্বিকাং। ন দদাতি বলিং যস্তু শিবায়াঃ শিবতাপ্তয়ে। স পাপিষ্ঠো ন সহেত কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে। ইতি যামলবচনাৎ। তথাচ যামলে।—পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জ্জনে।

অনিষ্টকর হয়। এই স্তোত্র পাঠ করিলে মনুষ্য নিশ্চয়ই সঙ্কেতবান্ হয়। যদি সময়াচার পালনার্থে কোন ব্যক্তির দেহ পাত হয়, তাহা হইলে তাহার মুক্তি লাভ হয়। ৫।

অথ শিবাবলি। বিশ্বসারে বলিয়াছেন,—অতঃপর শিবাবলি নিবেদন করিয়া জগদম্বার তুষ্টি বিধান করিবে। যে ব্যক্তি শিবত্ব-প্রাপিকা শিবা-বলি প্রদান না করে, সেই পাপিষ্ঠ কদাচ কুলদেবতার অর্চ্চনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। যামলে বলিয়াছেন,—পশুরূপা শিবা দেবীকে যে নির্জ্জন স্থানে অর্চ্চনা

শিবারূপেণ তস্যাশু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতং।, জপপূজাবিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ। শাপং দত্ত্বা শিবা চৈব রুরোদাতীব নির্জ্জনে। তন্ত্রে—কালী কালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিবরূপিণী। পশুরূপধরায়াতি পরিবারগণৈঃ সহ। অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাং। নিত্যশ্রাদ্ধং যথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণং। তথৈব কুলসেব্যানাং নিত্যতা কুলপূজনে॥ যামলে।—বিল্বমূলে নদীতীরে শ্মশানে বাপি সাধকঃ। মাংসপ্রধাননৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ। বলিমাহ।-ওঁ গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি। শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব। (ক) এবমুচ্চার্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজনপ্রিয়ঃ। একয়া ভুজ্যতে যত্র সাধকানং চিতায় চ। তত্রৈব সর্ব্বশক্তীনাং প্রীতিঃ পরমদুর্লভা। পশুশক্তির্নরশক্তিঃ পক্ষিশক্তিশ্চ ভৈরবি। পূজনাদিগুণং কর্ম্ম সগুণং

না করে, শিবারূপা দেবী তাহার জপ-পূজাদি অনুষ্ঠান ও সমস্ত সুকৃত বিনাশ করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক নির্জ্জনে রোদন করেন। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—'কালী কালী' এই বলিয়া আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলে পশুরূপধারিণী মঙ্গলময়ী উমা সপরিবারে সাধকের স্থানে আগমন করেন। নিয়ত অন্নদান করিয়া ভগবতীকে সন্তুষ্টা করিবে। সন্ধ্যা, বন্দন, পিতৃ-তর্পণ ও নিত্যশ্রাদ্ধ যদ্রূপ নিত্য, কুলসেবকদিগের কুলাচারও তদ্রূপ নিত্য। যামলে কথিত হইয়াছে, সাধক বিল্বমূল, নদীতীর অথবা শ্মশানে সন্ধ্যাসময়ে "ওঁ গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রে মাংস-প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। উক্ত বলি যদি সাধকের হিতার্থ একটি মাত্র শিবা ভক্ষণ করে, তাহাতেই সর্ব্বশক্তিগণ পরম প্রীতি লাভ করেন। পশুশক্তি, নরশক্তি এবং

সাংঘ্রেদ্যতঃ। তেন সুর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পূজনং মহৎ॥ ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং মুখমুত্তোল্য সুস্বরং। তদৈব মঙ্গলং দেবি নান্যথা ভবতি ধ্রুবং। যদি ন গৃহ্যতে ন্যূনং তদা নৈব শুভং ভবেৎ। এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি শান্তিস্বস্ত্যয়নঞ্চরেৎ॥ ৬॥

দহেত্তৃণং যথা বহ্নিস্তথা শত্রূন্ জয়েৎ সদা। স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং রুদ্রো ন সংশয়ঃ। অন্তে নিরাময়ং ব্রহ্ম মন্ত্রী ভবতি নান্যথা। যা নারী প্রজপেদ্বিদ্যাং সা ভবেৎ পরমেশ্বরী। কাকবন্ধ্যা চ যা নারী বন্ধ্যা বা মৃতপুত্রিণী। পূজয়িত্বা লভেৎ পুত্রং সত্যং সুচিরজীবিনং। স্বামিনো দুর্ল্লভা সা স্যাদ্ধনধান্যসমন্বিতা। অন্তে চ জায়তে গৌরী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। যোগিনীহৃদয়ে—মহাবিদ্যাং

পক্ষিশক্তির পূজা করিলে বিগুণ কর্ম্মও সগুণতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং যত্নপূর্ব্বক উক্ত পূজা করা কর্ত্তব্য। যদি শিবা বলি ভক্ষণ করিয়া মুখোত্তোলনপূর্ব্বক ঈশান কোণাভিমুখ হইয়া সুস্বরে ধ্বনি করে, তাহা হইলে সাধকের নিশ্চয় শুভ হইবে; আর যদি শিবা বলি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সাধকের অশুভ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার হইলে উক্ত দোষের শান্তির নিমিত্ত সাধক শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করাইবে। ৬।

বহ্নি যদ্রূপ অনায়াসে তৃণ দগ্ধ করে, সাধন-পরায়ণ ব্যক্তি তদ্রূপ শত্রু জয় করিতে সমর্থ হয় ও অন্তে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। সাধক স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে নারী একাগ্র চিত্তে বিদ্যা (মহামন্ত্র) জপ করে সে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। পূজা (বিদ্যা জপ) করিলে কাকবন্ধ্যা, বন্ধ্যা, অথবা মৃতপুত্রিকা নারী চিরজীবী পুত্র লাভ করে ও স্বামীর অতি আদরের পাত্রী এবং ধন-ধান্যাদি-সমন্বিতা হইয়া অন্তে গৌরীস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। যোগিনী-

জপেন্নিত্যং স্মরেদ্বাপি সমন্বিতঃ। তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীর্জ্জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী। হৃদয়ে চ বসেদ্দেবো নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ। ব্রহ্মাস্তি কণ্ঠদেশে চ অহং তিষ্ঠামি সম্মুখে। একীভূয় সমস্তৈশ্চ দেবী রক্ষতি সাধকং ॥ ৭ ॥

যোগিনীহৃদয়ে—লক্ষমেকং জপেদ্দেবি মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি। লক্ষত্রয়েণ পাপানি হন্তি জন্মসহস্রকং। চতুর্লক্ষজপান্মন্ত্রী বাগীশ্বরসমো ভবেৎ। পঞ্চলক্ষাদ্দরিদ্রোঽপি সাক্ষাদ্বৈশ্রবণো ভবেৎ। জপ্ত্বা ষড়্লক্ষকং দেবি মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ। জপেৎ স সপ্তলক্ষাণি খেচরীসিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ। অষ্টলক্ষপ্রমাণন্তু জপ্ত্বা বিদ্যাং মহেশ্বরি। অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। নবলক্ষজপাদ্দেবি রুদ্রমূর্ত্তিরিবাপরঃ। কর্ত্তা হর্ত্তা মহাদেবি লোকাপ্রতিহতঃ প্রভুঃ। দশলক্ষ-

হৃদয়ে শিব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিত্য মহাবিদ্যা জপ অথবা স্মরণ করে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী, জিহ্বায় সরস্বতী, হৃদয়ে নারায়ণ, কণ্ঠদেশে ব্রহ্মা এবং পুরোভাগে আমি অবস্থান করি। দেবী এই সকল দেবতার সহিত সম্মিলিত হইয়া সাধকের রক্ষা বিধান করেন। ৭।

যোগিনীহৃদয়ে বলিয়াছেন, এক লক্ষ জপ করিলে মন্ত্রী মহাপাপ-বিমুক্ত হয়। দ্বিলক্ষ জপ করিলে সপ্তজন্মকৃত ও ত্রিলক্ষ জপ করিলে সহস্রজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। চতুর্লক্ষ জপ করিলে বাগীশ্বর-সমতা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চলক্ষ জপ করিলে কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ষড়্লক্ষ জপ করিলে মহাবিদ্যাধর হয়। সপ্তলক্ষ জপ করিলে খেচরী-সিদ্ধি লাভ করে। অষ্টলক্ষ পরিমিত জপ করিলে অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হয়। নবলক্ষ

ফলং দেবি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। শ্রীক্রমেঽপি—মন্ত্রপাশেন দেবেশি দেবতামানয়েদ্ধ্রুবং। সাধকস্তু বিনা কার্য্যসিদ্ধিং কৃত্বা গমিষ্যতি। আগমিষ্যতী ত্যত্র নিষেধার্থাকাঙ্ক্ষো বিদ্যতে॥ ৮॥

অথ দেবী-প্রদক্ষিণ-প্রণামফলং। অষ্টোত্তরশতং যস্তু কালিকায়াঃ প্রদক্ষিণং। সর্ব্বকামং সমাসাদ্য পশ্চান্মোক্ষবাপ্নুয়াৎ। যে নমন্তি নরা দুর্গাং শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতাঃ। অশ্বমেধফলং তেষাং বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি চ। শাঠ্যেনাপি নমস্কারং যঃ করোতি সকৃন্নরঃ। ভগবত্যৈ তথাঽভক্ত্যা স গচ্ছতি সুরালয়ং। সর্ব্বযজ্ঞোপবাসেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং। তৎ ফলং লভতে বীরঃ প্রণম্য শিরসা সতীং। সংপ্রসারিতদেহো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি। চণ্ডিকাপুরতো বীরঃ স যাতি

জপ করিলে রুদ্রবৎ কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্ব, পরানভিভবনীয়-প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। হে পরমেশ্বরি! দশলক্ষ জপের ফল অবর্ণনীয়, তাহার বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীক্রমে কথিত হইয়াছে, সাধক মন্ত্ররূপ পাশ দ্বারা দেবতাকে আনয়ন করে। মন্ত্র-পাশ-বদ্ধা দেবতা সাধকসমীপে আগমন করিয়া সাধকের কার্য্য সাধন না করিয়া তথা হইতে গমন করেন না। ৮।

অথ দেবী প্রদক্ষিণ ও প্রণামফল। যে ব্যক্তি কালিকা দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি ও অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি পরা শ্রদ্ধার সহিত দুর্গা দেবীকে নমস্কার করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি শঠতাপূর্ব্বক অথচ অভক্তির সহিত একবার ভগবতীকে নমস্কার করে, সে দেবলোকে গমন করে। সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, উপবাস ও তীর্থস্নানে যে ফল হয়, ভগবতীকে প্রণাম করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সংপ্রসারিত-

পরমাং গতিং। মনসাপি মহাদেব্যা যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং। স দক্ষিণে যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি। মনসাপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিং। সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে॥ ৯॥

দশমস্কন্ধে রুক্মিণীবচনং। কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ। হে কাত্যায়নি কাত্যায়নমুনিমিত্তপ্রাদুর্ভূতে হে মহামায়ে মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনামপি মোহহেতুত্বাৎ মহামায়া। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ। ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণাৎ। হে মহাযোগিনি মহাযোগে জগৎসৃষ্ট্যাদিকারণং ত্রিগুণাত্মকমায়া বিদ্যতে যস্যাঃ সা মহাযোগিনী। হে অধীশ্বরি! ঈশ্বরাণাং শিবশক্তিব্রহ্মণাং ঈশ্বরী সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীতি মার্কণ্ডেয়বচনাৎ। নন্দগোপসুতং নন্দনত্বেনাভিমতং পরমেশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং তথৈব দেবতারূপং মে মম পতিং পাণিগ্রহীতারং

দেহে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভগবতীকে নমস্কার করে, তাহার পরমা গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি মনে মনেও দেবীকে প্রদক্ষিণ করে, সে যমগৃহে নরকদর্শন করে না। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত দেবীকে মানস নমস্কারও করে, সে সকল লোক জয় করিয়া দেবীলোকে গমন করে। ৯।

দশমস্কন্ধে রুক্মিণী বলিয়াছেন,—হে কাত্যায়ন-মুনি নিমিত্ত-প্রাদুর্ভূতে! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিবাদি-দেবগণ-মোহ-বিধাত্রি! হে জগৎসৃষ্টি-হেতুভূত-ত্রিগুণাত্মকমায়াময়ি! হে শিব-শক্তি-ব্রহ্মাদি-দেবগণেশ্বরি! নন্দগোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমার স্বামী কর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। মাতঃ! তোমার

কুরু ত্বং প্রসাদং বিনা কেনাপি কার্য্যং ন সিধ্যেদতস্তে তুভ্যং নমঃ। কায়িকবাচনিকমানসিকো নমস্কারঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং জপাদিফলনির্ণয়ো নাম পঞ্চদশোল্লাসঃ ॥

ষোড়শোল্লাসঃ

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে। দেব্যুবাচ।—কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা কেন বা নু প্রজপ্যতে। ফলাভাবশ্চ নিয়তং কথং নাথ প্রজায়তে। শ্রীমহাদেব উবাচ।—তবৈব বিদিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরং। তথাপি শৃণু চার্ব্বঙ্গি রহস্যং পরমেশ্বরি। কলিকালে মহেশানি পাষণ্ডা

অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অতএব তোমাকে নমস্কার। ১০।

পঞ্চদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেব! কি প্রকারে পূজা করিতে হয় এবং কি প্রকারেই বা জপ করিতে হয়, তাহা বলুন। আর হে নাথ! পূজা ও জপাদি করিয়াও মনুষ্য পূজা ও জপাদির ফল লাভ করিতে পারিতেছে না কেন? মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! এই চরাচর জগতের সমস্তই তোমার পরিজ্ঞাত, তোমার অজ্ঞাত

বহবো জনাঃ। সঙ্গদোষান্মহেশানি তৎক্ষণাৎ হানিতাং ব্রজেৎ। তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি সংসর্গং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ। বরং চাণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাত্তু সাধকোত্তমঃ। তথাপ্যস্পৃশ্যজনকং সর্ব্বদা তং পরিত্যজেৎ। দূষিতাঃ কলিকালেতু ভারতে বিবিধাঃ প্রজাঃ। অতএব মহেশানি সর্ব্বে সংসর্গদূষিতাঃ। ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি সংস্পর্শে যত্নতস্ত্যজেৎ। ভারতে বহবো দোষাঃ কলিকালে সুরার্চ্চিতে। ব্রাহ্মণাঃ কলিকালে তু শূদ্রগেহে বরাঙ্গনে। পুরাণবাচকাঃ শক্তা দম্ভমাৎসর্য্যতৎপরা। পাপিষ্ঠা ব্রাহ্মণাস্তে তু চাণ্ডালসদৃশাঃ প্রিয়ে। নতূচ্চরেৎ পুরাণানি শূদ্রগেহে কলৌ যুগে। শূদ্রগেহে মহেশানি পুরাণং প্রপঠেদ্দ্বিজঃ। এতেষাং সঙ্গমাত্রেণ সর্ব্বাবস্থা ভবন্তি হি। সংসর্গাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ন সিধ্যন্তি কদাচন। কলৌ চ ভারতে

কিছুই নাই, তথাপি গোপনীয় বিষয়টি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি! এই কলিকালে বহু লোকই পাষণ্ড এবং যাহারা পাষণ্ড নহে, তাহারাও পাষণ্ডের সংসর্গে দূষিত। পাষণ্ড কিম্বা পাষণ্ড-সংসৃষ্ট লোকের পূজা ও জপাদি সফল হইতে পারে না। অতএব যত্নপূর্ব্বক পাষণ্ড-সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। চণ্ডাল-স্পর্শাপেক্ষাও পাষণ্ডসংসর্গ দোষাবহ। এই কলিকালে ভারতবর্ষে বহু লোকই নানাবিধ কুক্রিয়া-পরায়ণ হইয়া কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সকলই সংসর্গ-দোষে দূষিত। কোন ব্রাহ্মণ ঘটকতা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কেহবা দম্ভ ও মাৎসর্য্য-পরায়ণ হইয়া শূদ্র-ভবনে পুরাণ পাঠ করিতেছে। হে দেবি! এই সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চণ্ডালসদৃশ, ইহাদিগের স্পর্শ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের সঙ্গদোষে সর্ব্বাবস্থা ঘটিয়া থাকে। সংসর্গদোষে সিদ্ধিহানি হয়,

দেবি নিন্দকা বহবো জনাঃ। শিবনিন্দাপরাশ্চৈব বিষ্ণুনিন্দাপরা জনাঃ। সর্ব্বেষাং দেবতানাঞ্চ দেবীনাঞ্চ তথৈব চ। সততং কুর্ব্বতে নিন্দাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। পরস্ত্রীসঙ্গমাচ্চৈব পুত্রমুৎপাদয়ন্তি চ। আত্মানং বৈষ্ণবং মত্বা অধমো ভারতে কলৌ। কর্ণে কণ্ঠে তথা হস্তে হৃদয়ে নগনন্দিনি। বিধৃত্য তুলসীমালাং তিলকং হরিমন্দিরং। গৃহ্নীয়াদ্ধরিনামানি সুস্বরাণি গৃহে গৃহে। অন্নস্য সঞ্চয়ং কৃত্বা পাষণ্ডোমানবাধমঃ।) তস্য পাপং মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে। স্বধর্ম্মনিরতো ভূত্বা হরের্নাম বদেদ্ যদি। তদা পাপান্যশেষাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতং। বিহায় সন্ধ্যাং গায়ত্রীং হরিনাম স্মরেদ্ যদি। যান্যক্ষরাণি নাম্নোব বসন্তি চ শুচিস্মিতে। তাবৎ সংখ্যান্যনেকানি পাপানি চ পদে পদে। অন্নং জলং তথা পুষ্পং যদ্দত্তং বিষ্ণবে

সংসর্গদোষ-দুষ্ট ব্যক্তিগণ কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এই কলিযুগে বহু লোকই সর্ব্বদা অন্যোপান্য দেবতার নিন্দা করিয়া থাকে। কেহ বা শিবনিন্দা-পরায়ণ, কেহ বা বিষ্ণুনিন্দা-তৎপর, কেহ বা অন্য সকল দেবদেবীর নিন্দানিরত। কোন ব্যক্তি পরস্ত্রীতে সমাসক্ত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতেছে। কোন নরাধম বা আপনাকে বৈষ্ণবোত্তম মনে করিয়া কণ্ঠ, কর্ণ, হস্ত, এবং হৃদয়ে তুলসীর মালা ও নাসিকাতে হরিমন্দিরস্বরূপ তিলক-ধারণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে সুস্বরে হরিনাম করতঃ অন্ন সঞ্চয় করিতেছে। হে দেবি! উক্তবিধ হরিনামকারী পাপিষ্ঠ নরাধমের পাপ অবর্ণনীয়। যদি স্বধর্ম্মনিরত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ পাপ প্রণষ্ট হয়। যদি সন্ধ্যা ও গায়ত্র্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিনাম মাত্র কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে উক্তবিধ হরিনাম-কীর্ত্তনকারী পদে পদে নামাক্ষর সম-

প্রিয়ে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং। গেহে গেহে মহেশানি বৈষ্ণবীবৈষ্ণবাগণাঃ। (সঙ্করা বৈষ্ণবা যত্র তদ্দেশং পতিতং সদা। গীতমত্তা বাদ্যমত্তা ব্রাহ্মণা নৃত্যতৎপরাঃ। গীতেন জায়তে ভাবো ব্রাহ্মণানাং গৃহে গৃহে। সদ্ভাবো ন হি চার্ব্বঙ্গি নরকস্য পদং ধ্রুবং। ভারতে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং পাদতাড়নং। যে করিষ্যন্তি চার্ব্বঙ্গি বিষ্ণোরগ্রে দ্বিজাধমাঃ। পাদতাড়নসংখ্যা চ তস্য বৈ পুরুষান্ বহূন্। স্বর্গাচ্চ নরকং দেবি তে গচ্ছতি ন চান্যথা। পূজাকালে তু চার্ব্বঙ্গি ধ্যানানন্দো ভবেদ্ যদি। তথৈব নৃত্যং চার্ব্বঙ্গি যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ। বিষ্ণুদুর্গাশিবাগ্রে বা তদা পাপং বিনশ্যতি। গীতভাবময়ো ভূত্বা যদি নৃত্যং করোতি হি। কোটিবংশান্ সাদায় স দ্বিজো নরকং ব্রজেৎ। কলিকালে

সংখ্যক আর্ত ঘোর পাপে লিপ্ত হয়। ইহার নিবেদিত অন্ন, জল ও পুষ্প হরি গ্রহণ করেন না। ইহার অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। এই কলিকালে গৃহে গৃহেই বৈষ্ণবী ও বৈষ্ণবগণ বিরাজমান। (যে স্থানে বর্ণসঙ্কর বৈষ্ণবগণ বাস করে, সেই দেশ সর্ব্বদা পতিত জানিবে। ব্রাহ্মণগণ গীত, বাদ্য ও গীত-ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্যাদি করিতেছে। এই সকল কার্য্যে, নিশ্চয় নরকগামী হয়।) যে ব্রাহ্মণ গীত নৃত্যাদিমত্ত হইয়া বিষ্ণুর সম্মুখে পৃথিবীতে পদাঘাত করে, তাহার পাদতাড়নসংখ্যক পূর্ব্বপুরুষগণও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরক বাস করে। কিন্তু যদি পূজা-সময়ে ধ্যানানন্দে আনন্দিত হইয়া বিষ্ণু, দুর্গা কিম্বা শিবসন্নিধানে নৃত্য করে, তাহা হইলে পাপ বিনষ্ট হয়। যদি কোন্ দ্বিজ গীতভাবাবিষ্ট হইয়া দেবতার সমীপে নৃত্য করে, তাহা হইলে বংশীয় কোটি পুরুষের সহিত নরকগামী হয়। কলিকালে

ভারতে চ ব্রাহ্মণী গীততৎপরা। সদা বাদ্যরতা ভূত্বা নৃত্যন্তি ব্রাহ্মণাধমাঃ। তেষাং সংসর্গমাত্রেণ সর্ব্বঞ্চ হানিতামিয়াৎ। তস্মাত্তু যত্নতো দেবি সংসর্গং নৈব কারয়েৎ। কলৌ তু ভারতে বর্ষে সংসর্গান্ন হি সিধ্যতি। যদি সিধ্যতি চার্ব্বঙ্গি তদা বহুদিনে প্রিয়ে। ভারতং কলিকালে চ সর্ব্বদোষময়ং তথা। তত্রৈকং চঞ্চলাপাঙ্গি বর্ত্ততে মোক্ষসাধনং। মহাবিদ্যাং মহামায়ামেকধা যদি চোচ্চরেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মহামোক্ষং স গচ্ছতি। বর্ণসঙ্করজাতীনাং বৈষ্ণবানাং সহ প্রিয়ে। শাক্তঃ শৈবো বৈষ্ণবশ্চ সংসর্গং যত্নতস্ত্যজেৎ॥ তেষাং মুখং সমালোক্য সূর্য্যাদর্শনমাচরেৎ। ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাৎ বিশুদ্ধ্যতি। ১।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-স্ত্রী গীত-তৎপরা এবং ব্রাহ্মণাধমগণ বাদ্য-প্রসক্ত হইয়া নৃত্য করে। ইহাদিগের সংসর্গ মাত্রেই সাধকের সিদ্ধি-হানি ঘটিবে। অতএব হে দেবি! সাধক যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। কলিকালে ভারতবর্ষে সংসর্গ-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তির সিদ্ধি হইবে না। হে প্রিয়ে! হইলেও বহুদিন পরে হইবে। কলিকালে ভারতবর্ষ সর্ব্বদোষময়। হে চঞ্চলা-পাঙ্গি! এতাদৃশ ভারতবর্ষেও একটি মুক্তির উপায় আছে। যদি কোন ব্যক্তি মহাবিদ্যারূপিণী মহামায়াকে একবার স্মরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া মহামোক্ষ লাভ করিতে পারে। হে প্রিয়ে! শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণবগণ বর্ণ-সঙ্করজাতি (নামধারী) বৈষ্ণবগণের সংসর্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের মুখাবলোকন করিলে সূর্য্য-দর্শনপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তৎপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১।

অথ জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপনাশপ্রায়শ্চিত্তং। পাপনাশককর্ম্মৈব প্রায়শ্চিত্তং। দেহস্থসর্ব্বপাপস্য নাশনং যদি চেচ্ছতি। তৎপাপস্য ক্ষয়ে দেবি বিদ্যামেনাং জপং কুরু। কামমায়া তথা দেবি মন্মথং পরমেশ্বরি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্বিমুচ্যতে। যামলে। জাম্বূনদস্য মালিন্যং পরিশুদ্ধং যথাগ্নিনা। অনাচারস্য কলুষং প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা তথা। প্রায়শ্চিত্তস্তু পাপানাং মূলমন্ত্রসহস্রকং। গায়ত্রীং বা জপেদ্দেবি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ২ ॥

অথ যন্ত্রনাশ-প্রায়শ্চিত্তং নবরত্নেশ্বরে।—যদি প্রতিষ্ঠিতং যন্ত্রং দৈবাদ্দেবি বিনশ্যতি। উপোষণমহোরাত্রং আদরেণ সমাচরেৎ। যেন স্বর্ণাদিনা যন্ত্রং দ্রব্যেণ পরিনির্ম্মিতং। বিলিখ্য যন্ত্রং তৎপাত্রে দেবতাং পরিপূজয়েৎ। উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ শক্তিতঃ সুসমাহিতং।

অথ জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপনাশ-প্রায়শ্চিত্ত। পাপনাশক কার্য্যই প্রায়শ্চিত্ত। দেহস্থ সর্ব্বপাপ বিদূরিত করিতে ইচ্ছা করিলে সাধক কামবীজ (ক্লীঁ), মায়াবীজ (হ্রীঁ) ও মন্মথ বীজ (ক্লীঁ) অর্থাৎ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র জপ করিবে। এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে পাপ দূরীভূত হয়। যামলে বলিয়াছেন, অগ্নি যদ্রূপ সুবর্ণের মলিনতা নষ্ট করে, প্রায়শ্চিত্তাগ্নিও তদ্রূপ অনাচারজনিত পাপ নষ্ট করে। অষ্টোত্তর সহস্র মূল মন্ত্র অথবা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গায়ত্রী জপ পাপনাশক-প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। ২।

অথ যন্ত্রনাশ-প্রায়শ্চিত্ত। নবরত্নেশ্বরে কথিত হইয়াছে,—হে দেবি! যদি দৈবাৎ প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া নষ্ট যন্ত্র সুবর্ণাদি যে দ্রব্যে নির্ম্মিত ছিল, সেই দ্রব্য দ্বারা পুনর্ব্বার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর যন্ত্রে যথাশক্তি ষোড়শোপচারে

অযুতঞ্চ প্রজপেন্মন্ত্রং পূজয়িত্বা যথাবিধি। মন্ত্রী বিলোড্য তত্তোয়ং পীত্বা ভক্ষণমাচরেৎ। তাবৎকালং ব্রহ্মচর্য্যং যাবদ্ যন্ত্রং সমাচরেৎ। পুনর্যন্ত্রং নবং চান্যমাহরেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। আহরেত্তু পুনর্যন্ত্রং প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ। ৩।

অথ ধৃতকবচনাশ-প্রায়শ্চিত্তং। যামলে,—বিধৃতং কবচং দেবি যদি নশ্যতি কর্হিচিৎ। তদুপায়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে। উপবিশ্য তথাচম্য ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ। ষট্‌চক্রাণি বিচিন্ত্যাথ গুরুং শিরসি চিন্তয়েৎ। অনুলোম-বিলোমাভ্যাং মাতৃকাবীজ সংপুটং। কবচং তৎ পঠেদ্দেবি দ্বর্কাবৃত্তমনুক্রমাৎ। ততো জপেন্মহাবিদ্যাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ। সাধয়েত্তৎ প্রতিষ্ঠাপ্য নূতনং কবচং ততঃ। বিলিখ্য কবচং দেবি রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বেষ্টয়িত্বা

দেবীর পূজা করিয়া সমাহিত চিত্তে অযুত মন্ত্র জপ করিবে। দেবীর চরণামৃত পান করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করিবে। যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে বিলম্ব হইলে তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। ৩।

অথ ধৃতকবচনাশ-প্রায়শ্চিত্ত। যামলে কথিত হইয়াছে,—হে দেবি! কমলাননে! যদি ধৃত কবচ কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তদ্দোষ-শান্ত্যর্থ উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক শ্রদ্ধামনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনানন্তর ভূতশুদ্ধি করিয়া ষট্‌চক্র চিন্তাপূর্ব্বক সহস্রারে গুরুদেবের চিন্তা করিবে। অনন্তর মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোমে কবচ পুটিত করিয়া দ্বাদশবার পাঠ করিবে। তৎপর সহস্রবার কিম্বা শতবার মহাবিদ্যা জপ করিবে। অনন্তর নূতন কবচ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধারণ করিবে। তৎক্রম যথা,—প্রথমে কবচ লিখিয়া

মহাদেবি স্বর্ণং পরমদুর্লভং। পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা শুভেঽহনি। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণাংস্তত্র নিবেশয়েৎ। সংপূজ্য দেবতারূপং কবচং সর্ব্বকামদং। কবচং ধারয়েদ্দেবি যথাস্থানেষু সাধকঃ। ততো জপেন্মহাবিদ্যাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ॥ ইতি ধৃতকবচনাশপ্রায়শ্চিত্তং ॥ ৪ ॥

অথ পূজাকালে যন্ত্রাদিপতন-প্রায়শ্চিত্তং।—যন্ত্রং যদি পতেদ্দেবি পূজাকালে কদাচন। লিঙ্গং বাপি শিবং বাপি তৎফলং শৃণু পার্ব্বতি। আয়ুর্হানির্ধননাশো নির্ব্বন্ধুনাশস্তথৈব চ। ভবতীতি বিনিশ্চিত্য প্রায়শ্চিত্তমথাচরেৎ। ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা উপবাসমথাচরেৎ। মূলবিদ্যাং জপেদ্দেবি সহস্রং সাষ্টকং তথা। জবাপুষ্পৈর্জুহুয়াচ্চ শতমষ্টোত্তরং তথা। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। মালা যদি পতেদ্ধস্তাত্তথা চৈব বিনশ্যতি। সহস্রং তত্র সংজপ্য

রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া শুভ দিবসে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রে কবচের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপর দেবতাত্মক সর্ব্বকামদ কবচের পূজা করিয়া যথাস্থানে তাহা ধারণপূর্ব্বক সহস্র কিম্বা শতবার মহাবিদ্যা জপ করিবে। ৪।

অথ পূজাকালে যন্ত্রাদিপতন-প্রায়শ্চিত্ত। হে দেবি! পূজা-সময়ে যন্ত্র কিম্বা শিবলিঙ্গাদি ভূপতিত হইলে কি ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। ইহাতে আয়ু ও ধনহানি এবং বন্ধুনাশ হয়; ইহা নিশ্চিত জানিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা,—ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র উপবাস করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র মূল মন্ত্র জপ ও জবা পুষ্প দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে এবং শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। জপ-মালা হস্তভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ। ভোজনং ব্রাহ্মণানান্ত সর্ব্বানিষ্টস্য নাশনং। গায়ত্রীং বা জপেদ্দেবি শতং সাষ্টং সমাহিতঃ। ততশ্চাপ্যপরাং মালা তজ্জাতীয়াং বরাননে। গৃহ্নীয়াত্তু কৃতে চৈবং ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে। গায়ত্রীং জপেত্তদ্দেবতায়া গায়ত্রীং জপেদিত্যর্থঃ। যামলে— মহাপাতকযুক্তোঽপি গায়ত্রীং প্রজপেদ্ যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ তন্ত্রান্তরে—হস্তাৎ পততি চেন্মালা ন জপ্তব্যাত্র সা বুধৈঃ। প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং জপেন্মন্ত্রং সহস্রকং। সহস্রং শতঞ্চ উভয়মপি শাস্ত্রার্থঃ। সমর্থাসমর্থভেদেন ব্যবস্থেতি। ছিন্না ভবতি চেন্মালা পূজাং কৃত্বা ততোঽধিকাং। প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা পুনর্জাপং সমাচরেৎ। ৫।

হইলে অথবা নষ্ট হইলে সহস্র মূল মন্ত্র জপ ও যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মন ভোজন সর্ব্ববিধ অনিষ্টের বিনাশক। ইহাতে অসমর্থ হইলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। মালা নষ্ট হইয়া থাকিলে তজ্জাতীয় অপর মালা গ্রহণ করিবে। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে সাধক কোন প্রকার বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হয় না। গায়ত্রী জপের যে বিধান কথিত হইল, এই স্থলে তত্তদেবতার গায়ত্রী জানিবে। যামলে বলিয়াছেন, মহাপাতকযুক্ত হইয়াও গায়ত্রী জপ করিলে, নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ পাপ মুক্ত হইবে। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে।—মালা হস্ত হইতে পতিত হইলে তৎসময়ে আর জপ করিবে না অর্থাৎ আরব্ধ জপ অসমাপ্তই রাখিবে। প্রায়শ্চিত্তাত্মক সহস্র কিম্বা অশক্ত হইলে শত জপ করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। মালা ছিন্ন হইলে পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠা ও ততোধিক পূজা করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে॥ ৫॥

অথ গুরুক্রোধোপশমনপ্রায়শ্চিত্তং। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। উপবাসং গুরুক্রোধে কৃত্বা তন্তু প্রসাদয়েৎ। যাবৎ প্রসাদং নায়াতি তাবদ্বৈ ভোজনং ত্যজেৎ। গুরৌ প্রসন্নে ভুঞ্জীত এবং দোষো ন জায়তে ॥ ৬ ॥

অথানিবেদিতভোজনপ্রায়শ্চিত্তং। মৎস্যসূক্তে।—অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ। অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণো-রনিবেদিতং। বিষ্ণুপদং স্বস্বসাধ্যদেবতাপরং। অন্যত্রাপি।—অদত্তং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং। পত্রং পুষ্পং ফলং মূলমন্নপানৌষধং প্রিয়ে। অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত ভুঞ্জীত নিবে-দিতং ॥ কালিকাপুরাণে।—মহাবীরো মুনির্ব্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেত-

---

অথ গুরু-ক্রোধোপশমন-প্রায়শ্চিত্ত।—শিব রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইলে উপবাস দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। যাবৎ গুরু প্রসন্ন না হয়েন, তাবৎ ভোজন ত্যাগ করিবে। গুরু প্রসন্ন হইলে পরে ভোজন করিবে ॥ ৬ ॥

অথ অনিবেদিত দ্রব্য-ভোজন প্রায়শ্চিত্ত। মৎস্য-সূক্তে কথিত হইয়াছে, অনিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিবে না। বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয় নাই, ঈদৃশ অন্ন বিষ্ঠা-সদৃশ ও জল মূত্রতুল্য। এই স্থলে বিষ্ণুপদ স্বস্ব আরাধ্য দেবতা-পর জানিবে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে।—অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, অনিবেদিত দ্রব্য অভক্ষ্য দ্রব্যসদৃশ। হে প্রিয়ে! পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ইহার কিছুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না, নিবেদন করিয়া ভোজন

রোহশি বা। যত্ত্বক্ষ্যং সমর্থস্তু প্রকৃষ্টং স্যাদ্‌যথা তথা। প্রদদ্যাদি-ষ্টদেবেভ্যো গৃহ্ণাতি চ তথা স্বয়ং॥ যামলে।—যদ্‌যথা ভক্ষতে ভক্ষ্যং তত্তথৈব প্রদাপয়েৎ। অন্যথা তৎপ্রসাদেন ন তৎফলমবাপ্নু-য়াৎ। যদ্‌যদ্দ্রব্যং যেন যেন প্রকারেণ ভোক্তব্যং ন অন্যথা প্র-কারেণ দাতব্যং। অনিবেদ্য হরেভুঁঞ্জন্ সপ্তজন্মনি নারকী। হরে-রিত্যুপলক্ষণং॥ ৭॥

তথাচোক্তং কালিকাপুরাণে।—ফলং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলমন্নপানাদি-কঞ্চ যঃ। অদত্ত্বা তন্মহাদেব্যৈ ন ভোক্তব্যং কদাচন। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ। দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা

করিবে। কালিকা-পুরাণে বলিয়াছেন,—বীরাচারপরায়ণ ব্যক্তি মুনি, ব্রাহ্মণ, অথবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সর্ব্ববিধ খাদ্য দ্রব্যই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে।—যে দ্রব্য যে প্রকারে ভোক্তব্য, সেই দ্রব্য তথাভূত করিয়া নিবেদন করিবে, নতুবা তাহা নিবেদিত হইবে না,—অর্থাৎ তদ্দ্রব্য ভোজনে অনি-বেদিত ভোজনের পাপভাগী হইতে হইবে। যথা,—তণ্ডুল, শর্করা, ও দুগ্ধ নিবেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পরমান্ন পাক করিয়া ভক্ষণে অনিবেদিত পরমান্ন ভক্ষণের পাপভাগী হইতে হইবে,কারণ ইহা যে প্রকারে ভোক্তব্য, সেই প্রকারে নিবেদিত হয় নাই। ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সপ্ত-জন্ম পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়॥ ৭॥

কালিকা-পুরাণে কথিত হইয়াছে, ফল, পুষ্প, তাম্বূল, অন্ন ও পানীয়াদি কোন দ্রব্যই ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন না করিয়া কদাচ ভোগ করিবে না। নিবেদন না করিয়া ভোগ করিলে

পূতো ভবেন্নরঃ। দেব্যা উপলক্ষণং স্বস্বোপাসিতমন্ত্রপরং। তথা-চোক্তং যামলে।—অনিবেদ্যং মহেশানি ভুঞ্জানঃ পাতকী ভবেৎ। ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাৎ বিশুদ্ধ্যতি। ন চ যো যদ্দে-বার্চ্চনরতঃ স তন্নৈবেদ্যভক্ষকঃ ইতি বচনাৎ দেবতান্তরদত্তনৈবেদ্য-ভক্ষণং ন কর্ত্তব্যং ইতি বাচ্যং। অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যমিতি বচন-মজ্ঞানিনাং কিন্তু জ্ঞানিনাং প্রসাদভক্ষণমেবাবশ্যকং। তথাচোক্তং যামলে। শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং গিরিজাদত্তমেব চ। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যমন্যথা পাতকী ভবেৎ॥ ৮॥

অগ্নিপুরাণে। শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং পার্ব্বত্যা দত্তমেব চ। নৈবেদ্য-মুদরে কৃত্বা নরঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। লৈঙ্গে।—লিঙ্গে ত্যক্ত্বা তু

ভোক্তা প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে। এই বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত অষ্টোত্তর শত ইষ্টমন্ত্র জপ। যামলে বলিয়াছেন,—অনিবেদিত দ্রব্য-ভোক্তা পাতকী অষ্টোত্তর শত ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে পাপ-মুক্ত হইবে। "যোযদ্দেবার্চ্চনরতঃ স তন্নৈবেদ্যভক্ষকঃ"; যিনি যে দেবতার উপা-সক, তিনি তাঁহার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবেন। এই বচনের দ্বারা ইষ্টদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার প্রসাদ ভক্ষণীয় নহে। এই প্রকার অর্থ করিলে বচনান্তরের সহিত বিরোধ হয়; অতএব অর্চ্চণীয় দেবতা মাত্রের প্রসাদ আদরের সহিত ভক্ষণ করিবে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য। তন্ত্রে ইহাদিগকে জ্ঞানশূন্য বলিয়া তিরস্কার করি-য়াছেন। যেহেতু যামলে বলিয়াছেন যে, শিব, বিষ্ণু ও গিরিজা-উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য প্রাপ্তিমাত্র ভক্ষণ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে পাতকী হইবে॥ ৮॥

অগ্নি-পুরাণে বলিয়াছেন,—শিব, বিষ্ণু ও পার্ব্বতীউদ্দেশ্যে

নৈবেদ্যং ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ। কুম্ভীপাকে চ নরকে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। এতদ্ভিন্নলিঙ্গপরং। স্কন্দপুরাণে। বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে স্ফটিকে হৃদিসংস্থিতে। অতঃ শতক্রতোঃ পুণ্যং শম্ভো-র্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ। আদিত্যপুরাণে। নির্ম্মাল্যং ধারয়েদ্‌যস্তু শিরসা পার্ব্বতীপতেঃ। রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্‌॥৯॥

তথাচ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে।—ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্‌ ব্রহ্মা যোগং চান্যে মহর্ষয়ঃ। বিষ্ণুত্বমপি বিষ্ণুশ্চ শিবঃ কেন ন সেব্যতে। নির্ম্মাল্যং হরতে পাপং শোকঞ্চ চরণোদকং। নৈবেদ্যং সর্ব্বপাপানি শম্ভো-র্হরতি নিশ্চিতং। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত নাত্র সংশয়ঃ। ন হি তে ভুঞ্জতে মূর্খা নরকং তৈঃ প্রসাদ্যতে। নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত

নিবেদিত দ্রব্য উদরে ধারণ করিলে নর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে মূঢ় শিবলিঙ্গের মস্তকে অর্পিত দ্রব্য অজ্ঞানবশতঃ ভক্ষণ করে, কুম্ভীপাক নরকে তাহার গতি হয়। এই নিষেধ বাক্য স্বীয় আরাধ্য লিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গের প্রসাদ ভক্ষণ সম্বন্ধে জানিবে। স্কন্দ-পুরাণে কথিত হইয়াছে, বাণলিঙ্গ, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ও স্ফটিক নির্ম্মিত লিঙ্গ হৃদয়ে সংস্থাপন করিলে ও শম্ভুর প্রসাদ ভক্ষণ করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। আদিত্যপুরাণে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মস্তকে পার্ব্বতীপতির নির্ম্মাল্য ধারণ করে, সে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৯।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে বলিয়াছেন,—শিবসেবা করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব ও ঋষিগণ যোগশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শম্ভুর নির্ম্মাল্য পাপ হরণ করে, চরণোদক শোক দূর করে ও নৈবেদ্য সর্ব্বপাপ বিনাশ করে। শম্ভু উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য নিঃসংশয় ভোক্তব্য। যে মূর্খগণ উক্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে না,

দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে। অন্যথা নৈব সিদ্ধঃ স্যাদর্চ্চকো নরকং ব্রজেৎ। ইত্যাদি নানাতন্ত্রপুরাণবচনৈঃ নিবেদিতমাত্রং ভোক্তব্যং ন তু অনিবেদিতং। নৈবেদ্যনিন্দকং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি যোগিনীগণাঃ। রক্ত-পানোদ্যতাঃ সর্ব্বা মাংসাস্থিচর্ব্বণোদ্যতাঃ। তস্মান্নিবেদিতং দেব্যৈ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মানুষঃ। ন নিন্দেন্মনসা বাচা কুষ্ঠব্যাধিপরাঙ্মুখঃ। ইতি কালিকুলসর্ব্বস্ববচনাৎ॥ ১০॥

কুমারীতন্ত্রে।—দেবতানাঞ্চ নৈবেদ্যং স্ত্রীভ্যো দদ্যান্ন কুত্রচিৎ। তন্ত্রে। স্বশক্তিভ্যোঽন্যশক্তিভ্যো দত্ত্বা চ স্বয়মাহরেৎ॥ যামলে। অনেকধা পশোরন্নং ভুঞ্জতে যে চ সাধকাঃ। তেভ্যঃ প্রকুপ্যতে দেবী তৎসংসর্গং ন কারয়েৎ॥ ১১॥

তাহারা নরকে গমন করে। নৈবেদ্য তত্তদ্দেবতার ভক্তদিগকে অর্পণ করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে, অন্যথা সিদ্ধিলাভ হয় না এবং অর্চ্চক নরকে গমন করে। ইত্যাদি নানা তন্ত্র ও পুরাণের বচন দ্বারা নিবেদিত দ্রব্যমাত্রই ভোক্তব্য, অনিবেদিত নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কালীকুলসর্ব্বস্বে বলিয়াছেন,—নৈবেদ্য-নিন্দককে দেখিতে পাইলে যোগিনীগণ তাহার রক্ত-পানোদ্যত ও মাংসাস্থি-চর্ব্বণোদ্যত হইয়া নৃত্য করেন। অতএব দেবী-উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোন দ্রব্য দেখিয়া কিম্বা শুনিয়া বাক্য কি মন দ্বারা নিন্দা করিবে না। নিন্দা করিলে কুষ্ঠ ব্যাধি হইবে॥ ১০॥

কুমারীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে। দেবতার নৈবেদ্য সাধারণ স্ত্রীকে অর্পণ করিবে না। তন্ত্রে স্বীয় স্ত্রী কিম্বা অন্য কোন সাধকের স্ত্রীকে প্রদান করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। যামলে বলিয়াছেন,—যে সকল বীরাচার-পরায়ণ সাধক পশ্বাচারীর অন্ন

তন্ত্রে—অনস্থিপ্রাণিসঙ্ঘাতং কৃত্বা চ দশকং জপেৎ। হত্বা চ পক্ষিণং সর্ব্বং ত্রীণ্যেকাদশকং জপেৎ। যামলে। পর্ব্বণ্যপূজ্য দেবেশীং গুরুশক্তিঞ্চ শক্তিতঃ।, অদত্ত্বা চ বলিং তত্র মূলমষ্টশতং জপেৎ। বৈদিককর্ম্মমাত্রং ইষ্টদেবতাপ্রীত্যর্থং কার্য্যম্। তন্ত্রে। ফলং ন জায়তে তস্য দেবস্তস্মৈ প্রকুপ্যতি। দেবতাপ্রীতিকামস্তু কর্ম্ম কুর্য্যাৎ সদাশিবে। অন্যকামস্তু চেৎ কর্ম্ম করোতি বিধি-মোহিতঃ॥ ১২॥

অন্যচ্চ।—যে ত্বকামা নরাঃ সম্যক্ ভক্তিং কুর্ব্বন্তি শোভনে। তেষাং দদাতি বিশ্বেশো ভগবান্ মুক্তিমীশ্বরঃ। সকামানাং সাযু-

---

অনেকবার ভোজন করে, তাহাদিগের প্রতি দেবী কুপিতা হয়েন। অতএব বীরসাধকগণ পশুসাধকের সংসর্গ ত্যাগ করিবে। ১১।

তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, অস্থিশূন্য প্রাণী সংহার করিলে, দশ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। কোন প্রকার পক্ষি বধ করিলে ত্রয়স্ত্রিংশৎবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। পর্ব্বদিনে ইষ্টদেবকে ও গুরুকে যথাশক্তি পূজা ও বলি অর্পণ করিতে না পারিলে অষ্টোত্তর, শত মূল মন্ত্র জপ করিবে। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেই ইষ্টদেবতার প্রীতি কামনা করিয়া করিবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—সকল কর্ম্মেই দেবতার প্রীতিকামনা করিবে। বিধিমোহিত হইয়া অন্য কোন কামনা পূর্ব্বক কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহাতে কোন ফল হইবে না এবং অনুষ্ঠাতার প্রতি দেবতা রুষ্টা হই-বেন॥ ১২॥

যে ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, জগদীশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সকাম উপা-

জ্যাদি মুক্তিঃ। সাযুজ্যং ন মুক্তিঃ শরীরসম্বন্ধাৎ। কাম্যানাং নির্ব্বাণমেব মুক্তিঃ পরমার্থপুরুষার্থত্বাৎ। ন স পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুতিঃ॥ ১৩॥

অন্যত্রাপি।—দেবতাপ্রীতিকামস্ত কর্ম্ম কুর্য্যাৎ সদাশিবে। দেবস্তু প্রীতিমাপন্নো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ। অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকে যৎকিঞ্চিদ্বিনিবেদিতং। তেনৈব স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি। অত্যন্তদুঃখবিরহাৎ মুক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। যামলে।—ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি প্রোক্তাবুপায়ৌ কর্ম্মসংজ্ঞিতৌ। দেবতাপ্রীতিকর্ম্মাণি ন বন্ধায় বিমুক্তয়ে। মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দেবস্তৎকামেন দ্বিজোত্তমঃ। ইত্যাদি বচনাৎ স্বকীয়ভোগজনককর্ম্মনাশ্যত্বে নিষ্ফলমেব। ঈশ্বর-

---

সকদিগের সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ হয়; নির্ব্বাণ মুক্তি নহে। আর যাহারা কামনা-শূন্য হইয়া দেবারাধনা করে, তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার জন্মাদি যন্ত্রণা ভোগ করে না। ১৩।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে, হে সদাশিবে! দেবতা-প্রীতি কামনা করিয়াই সকল কর্ম্ম করিবে। দেবতা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলে ভুক্তি ও মুক্তি ফল প্রদান করেন। সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি কামনা শূন্য হইয়া দেবতাকে অতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য প্রদান করিলেও তৎ-পুণ্যবলে যে স্থানে গমন করিলে শোক করিতে না হয়, ঈদৃশ স্থানে গমন করে—অর্থাৎ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যামলে বলিয়াছেন,—অন্যবিধ কামনা করিয়া কার্য্য করিলে ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম হয় এবং তদ্দ্বারা জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দেবতা-প্রীতিকামনা করিয়া কার্য্য করিলে মোক্ষ লাভ হয়। "মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দেবস্তৎকামেন দ্বিজোত্তমঃ"। ইত্যাদি বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা

প্রীত্যুদ্দেশ্যককর্ম্ম শরীরারম্ভকদুরদৃষ্টবিশেষাত্মকলিঙ্গশরীরনাশকত্বে সকলমেব। লিঙ্গশরীরধ্বংসং বিনা ন মোক্ষঃ। লিঙ্গদেহমাহ গান্ধর্ব্বে। অন্তঃকরণমধ্যে তু জ্যোতিরাত্মা প্রবর্ত্ততে। লিঙ্গদেহন্তু তং প্রাহুর্যোগিনস্তন্ত্রবেদিনঃ॥ ১৪॥

শ্রীভাগবতে দ্বাদশে।—ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশং আকাশং স্যাৎ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ। দেহে মৃতে লিঙ্গদেহে ধ্বস্তে ইত্যর্থঃ। অন্যথা পুনঃ পুনর্জ্জন্মমৃত্যুর্ভবত্যেব। তথাচোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।

হয়, তাহা ভোগনাশ্য বিধায় নিষ্ফল এবং দেবতা-প্রীতিকামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা শরীরারম্ভক দুরদৃষ্টবিশেষাত্মক লিঙ্গশরীর-নাশক বিধায় সফল। যেহেতু লিঙ্গশরীর ধ্বংশ না হইলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। লিঙ্গদেহ যথা।—গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে বলিয়াছেন, এই স্থূল দেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে সূক্ষ্ম দেহে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা অবস্থান করেন, তাহাকেই তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ যোগিগণ লিঙ্গদেহ বলিয়া থাকেন। ১৪।

শ্রীভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন,—যদ্রূপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ অখণ্ড আকাশে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হইলে জীব পরব্রহ্মে বিলীন হয়; কিন্তু লিঙ্গদেহ যাবৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে," মনুষ্যের মৃত্যু হওয়া মাত্রই জীবাত্মা আতিবাহিক শরীর গ্রহণ করে। কেবল মনুষ্যের জীবাত্মাই আতিবাহিক শরীর গ্রহণ করে, অন্য প্রাণীর জীবাত্মা আতিবাহিক শরীর

পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। প্রেতশরীরঞ্চ পূর্ব্বদেহস্বরূপমত্যন্তগতিমৎ। তদাহমার্কণ্ডেয়পুরাণে,—বায়ুপ্রসারিতে দেহমতোহন্যৎ প্রতিপদ্যতে। তৎপ্রমাণবয়োবস্থসংস্থানং প্রাগ্‌ভবং যথা। নমু কর্ম্মমাত্রস্য ভোগনাশ্যত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥ ১৫ ॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং সংসর্গদোষাদিনির্ণয়ো-

নাম ষোড়শোল্লাসঃ।

গ্রহণ করে না। অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে বান্ধবগণ কর্তৃক সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আতিবাহিক শরীর ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণপূর্ব্বক স্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। প্রেতদেহ—অর্থাৎ আতিবাহিক শরীরও সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বদেহের সমানাবস্থাপন্ন হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে কথিত হই-য়াছে,—জীবাত্মা বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভোগ দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক ভোগদেহ সদৃশ বয়ঃ, প্রমাণ ও অবস্থাদিসম্পন্ন দেহান্তর গ্রহণ করে। মনুষ্য স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের—অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। এই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা কর্ম্ম মাত্রই যে ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৪।

ষোড়শোল্লাস সম্পূর্ণ।

সপ্তদশোল্লাসঃ।

অথ কুণ্ডবিধিঃ। গোবিন্দবৃন্দাবনে। ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্য্যাদ্‌যাবদায়তনং ভবেৎ। মাষভক্তবলিং দদ্যাদ্‌যথাবিধি বিধানতঃ। গুরুরাচম্য বিধিবদাসনে উপবিশ্য চ। ওঁ স্বর্গপাতালমধ্যে চ যে দেবা বাস্তুদেবতাঃ। গৃহ্নন্ত্বিহ বলিং জুষ্টং তুষ্টা যান্তু স্বমন্দিরং॥ ওঁ মাতরো ভূতবেতালা যে চান্যে বলিকাঙ্ক্ষিণঃ। দেব্যাঃ পরিষদা যে চ তে চ গৃহ্নন্ত্বিমং বলিং॥ (ক) এবং বলিদ্বয়ং দত্ত্বা মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। সারদায়াং।—পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু মণ্ডপং রচয়েচ্ছুভং। পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্ব্বা মিতান্তরঃ। ষোড়শস্তম্ভসংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগাঃ। চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলং হস্তং তন্ত্রবেদবিদোবিদুঃ। গৃহাদিকুণ্ডকরণং মণ্ডপং বেদিকা তথা। মানাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্যৈর্ব্বাপি কদাচন। মানাঙ্গুলমাহ তন্ত্রে।—কর্ত্তুর্দ্দক্ষিণ-

অথ কুণ্ডবিধি। গোবিন্দ বৃন্দাবনে কথিত হইয়াছে,—কুণ্ড যে পরিমাণে বিস্তৃত করিবে, সেই পরিমাণ ভূমি পরীক্ষা করিয়া লইবে। অনন্তর গুরু শাস্ত্র-বিহিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া "ওঁ স্বর্গপাতালমধ্যে" ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত যথাবিধি মাষভক্ত বলিদ্বয় প্রদান করিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। সারদা তিলকে কথিত হইয়াছে,—পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগ নব, সপ্ত অথবা পঞ্চহস্ত পরিমিত করিবে। মণ্ডপের চতুঃপ্রান্তে দ্বাদশ ও মধ্যে চতুষ্টয়, এই ষোড়শ স্তম্ভ স্থাপন করিবে। তন্ত্রবিদ্‌গণ হস্তের পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল বলিয়াছেন।

হস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্ব্বণঃ। মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলিরুদাহৃতা ॥ ১ ॥

সিদ্ধান্তশেখরে।—স্থলাদর্কাঙ্গুলোচ্ছায়াং মণ্ডপস্থানমীরিতং। নারিকেলদলৈর্ব্বংশৈশ্ছাদয়েন্মণ্ডপস্ততঃ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কদলীস্তম্ভসংযুতং। আম্রপত্রসমাযুক্তরজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতং। অষ্টদিক্ষু ধ্বজানষ্টৌ অষ্টদিক্‌পালবর্ণতঃ। দিক্‌পালবর্ণমাহ সারদায়াং।—পীতো রক্তো সিতো ধূম্রঃ শুভ্রোধূমঃ সিতাবুভৌ। গৌরোঽরুণঃ ক্রমাদেতে বর্ণতঃ পরীকীর্ত্তিতাঃ। নাস্তি হোমো বিনা কুণ্ডং তস্মাৎ কুণ্ডং প্রশস্যতে। কুণ্ডস্য রূপং জানীয়াৎ পরমং প্রকৃতের্ব্বপুঃ। প্রাচ্যাং শিরঃ সমাখ্যাতং বাহু দক্ষিণসৌম্যয়োঃ। উদরং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ পাদৌ তু পশ্চিমে। পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রং বিন্যসেদ্ধস্তমানতঃ।

গৃহ, কুণ্ড, মণ্ডপ ও বেদিকা মানাঙ্গুল পরিমাণে করিবে, অন্য প্রকারে নহে। মানাঙ্গুল যথা।—কথিত হইয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যাঙ্গুলীর মধ্য পর্ব্বের দৈর্ঘ্য পরিমাণই মানাঙ্গুলী বলিয়া অভিহিত। ১।

সিদ্ধান্তশেখরে বলিয়াছেন, মণ্ডপ স্থান স্থলাপেক্ষা দ্বাদশাঙ্গুল উন্নত করিবে। অনন্তর বংশ ও নারিকেল-পত্র দ্বারা মণ্ডপ আচ্ছাদিত করিবে। মণ্ডপ চতুর্দ্দ্বার ও কদলীস্তম্ভ সংযুক্ত হইবে এবং আম্রপত্র সংযুক্ত রজ্জু দ্বারা তাহা বেষ্টিত করিয়া অষ্টদিকে অষ্ট দিক্‌পালের বর্ণনারঞ্জিত অষ্ট ধ্বজ প্রোথিত করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন, দিক্‌পালগণ ক্রমে পীত, রক্ত, সিত, ধূম্র, শুভ্র ধূম, গৌর ও অরুণ, এই অষ্ট প্রকার বর্ণবিশিষ্ট। কুণ্ড ব্যতীত হোম নিষিদ্ধ। অতএব হোম করিতে হইলে কুণ্ড অবশ্যই করিবে। কুণ্ডকে পরমা প্রকৃতির শরীর-স্বরূপ জানিবে। ইহার শির পূর্ব্ব-

দক্ষিণোত্তরগং সূত্রং তুথৈব চ প্রবিন্যসেৎ। তদগ্রয়োঃ প্রবিন্যস্য তথা সূত্রচতুষ্টয়ং। চতুরস্রং মহাকুণ্ডং সর্ব্বযাগে প্রকীর্ত্তিতং। শত-হোমেঽরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে। দ্বিহস্তমযুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদীরিতং। নিযুতে ষট্‌করং প্রোক্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতং। আয়ামতাবৎ খননৈরেকহস্তমিতস্তথা। চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলঞ্চ যবশূন্যং সহস্রকে। ততো দ্বিহস্তমানে তু ত্রিংশদঙ্গুলকং স্মৃতং। চতুর্হস্তং মধ্যমানমষ্টত্রিংশৎ প্রকল্পিতং। অঙ্গুলং যবশূন্যং স্যাল্লক্ষহোমে প্রকীর্ত্তিতং। ঋতুহস্তং তথামানং চত্বারিংশৎ ত্রয়াধিকং। অঙ্গুলী-নিযুতে প্রোক্তমধিকং যবচতুষ্টয়ং। চত্বারিংশদষ্টযুতং যবসপ্তসমন্বিতং। বসুহস্তে তথা মানমঙ্গুলং কথিতং বুধৈঃ। শোভনং কমলং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমধ্যে সরন্ধ্রকং। সর্ব্বেষামেব কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্র এব চ।

দিকে, বাহুদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তরদিকে, যোনি ও পদদ্বয় পশ্চিম দিকে এবং ইহার মধ্যভাগ উদরস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমে হস্ত প্রমাণানুসারে পূর্ব্ব পশ্চিমায়ত ও দক্ষিণোত্তর গত সূত্রপাত করিয়া তদগ্রভাগে পুনর্ব্বার তদ্রূপ সূত্রদ্বয় বিন্যাসপূর্ব্বক চতুষ্কোণ করিবে। চতুরস্র কুণ্ডই সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রশস্ত। শত-হোমে অরত্নিমাত্র, সহস্রহোমে এক হস্ত, অযুত-হোমে দ্বিহস্ত, লক্ষ-হোমে চতুর্হস্ত, নিযুত-হোমে ষড়্‌হস্ত এবং কোটি-হোমে অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ড করিবে। অরত্নি পরিমিত কুণ্ডে অরত্নি পরিমাণ, একহস্ত পরিমিত কুণ্ডে যবন্যূন চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল, দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে ত্রিংশদঙ্গুল, চতুর্হস্ত পরিমিত কুণ্ডে অষ্টত্রিংশদঙ্গুল, ষড়্‌হস্ত পরিমিত কুণ্ডে যবচতুষ্টয়াধিক ত্রিচত্বারিংশদঙ্গুল এবং অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ডে সপ্তযবাধিক অষ্টচত্বারিংশদঙ্গুল খনন করিয়া কুণ্ডমধ্যে সরন্ধ্র মনোহর পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। সর্ব্ববিধ কুণ্ডেরই ঊর্দ্ধভাগে

একাঙ্গুলং বিহায়ান্তে মেখলাস্তস্ত কারয়েৎ। অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণেন কণ্ঠঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ॥ তন্ত্রান্তরে।—কোণসূত্রপ্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ। এবং লক্ষাদিকে জ্ঞেয়ং কুণ্ডং তত্র বিধানতঃ। একহস্তকুণ্ডস্য কোণসূত্রেণ ঈশানকোণকুণ্ডসূত্রেণ পরিতো যন্মানং তদেব পারিভাষিকং দ্বিহস্তাদিমানং নতু প্রকৃতহস্তাদ্দ্বৈগুণ্যাদিকমিতি॥ ২॥

ইদানীং মেখলাদীনাং মানং তন্ত্র নিগদ্যতে। করার্দ্ধে মেখলাং কুর্য্যাৎ ত্রিদ্ব্যেকাঙ্গুলসম্মিতাং। যুগাঙ্গুলং যোনিমানং যোন্যগ্রৈকাঙ্গুলঃ বিদুঃ। যুগাঙ্গুলং নাভিপদ্মং করার্দ্ধে সং'চক্ষতে। অরত্নিমাত্রে কুণ্ডে তু দ্ব্যেকাঙ্গুলার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা। কর্ত্তব্যা মেখলা যোনিশ্চতুরঙ্গুলসম্মিতা। একাঙ্গুলস্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখং। অঙ্গুলত্রিত-

---

একাঙ্গুল পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া মেখলাত্রয় নির্ম্মাণ করিবে ও অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণে কণ্ঠ বর্দ্ধিত করিবে। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে,—একহস্ত পরিমিত কুণ্ডের কোণসূত্রের পরিমাণানুসারে দ্বিহস্তাদি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। কুণ্ডের ঈশানকোণ সূত্রের যে পরিমাণ, তাহাই পারিভাষিক দ্বিহস্ত পরিমাণ জানিবে; প্রাকৃত হস্তের দ্বিগুণ নহে। ২।

সম্প্রতি মেখলাদির পরিমাণ কথিত হইতেছে। অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাত্রয় ক্রমে ত্রি-অঙ্গুল, দ্বি-অঙ্গুল ও একাঙ্গুল পরিমিত, যোনি অঙ্গুলীদ্বয় পরিমিত, যোন্যগ্রভাগ একাঙ্গুল পরিমিত এবং নাভিপদ্ম অঙ্গুলীদ্বয় পরিমিত করিবে। অরত্নি পরিমিত কুণ্ডে মেখলা দ্ব্যঙ্গুল, একাঙ্গুল ও অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত, যোনি চতুরঙ্গুল পরিমিত, যোনির অগ্রভাগ ঈষদধোমুখ ও একাঙ্গুল পরিমিত যোনি অঙ্গুলীদ্বয় পরিমিত, কুণ্ডে মেখলা চতুরঙ্গুল, ত্র্যঙ্গুল,

যঞ্চৈব নাভিপদ্মং সুশোভনং। একহস্তমিতে কুণ্ডে বেদাগ্নিনয়-নাঙ্গুলাঃ। কর্ত্তব্যা মেখলা যোনিং কুর্য্যাচ্চৈব ষড়ঙ্গুলং। বেদা-ঙ্গুলং নাভিপদ্মং যোন্যগ্রেকাঙ্গুলং স্মৃতং। কুণ্ডে দ্বিহস্তে তে জ্ঞেয়া রসবেদগুণাঙ্গুলাঃ। যোনিঃ সপ্তাঙ্গুলোপেতা যোন্যগ্রং চাঙ্গুলি-দ্বয়ং। পঞ্চাঙ্গুলং নাভিপদ্মং কুর্য্যাচ্চৈব মনোহরং। চতুর্হ-স্তমিতে কুণ্ডে যোনিস্তর্কযুগাঙ্গুলা। কর্ত্তব্যা মেখলা স্তিস্রো দশাষ্টাঙ্গুলসম্মিতাঃ। যোনির্নবাঙ্গুলোপেতা যোন্যগ্রঞ্চতুরঙ্গুলং। সপ্তা-ঙ্গুলং নাভিপদ্মং কুর্য্যাচ্চ সুমনোহরং। অষ্টহস্তমিতে কুণ্ডে ভানু-পঙ্‌ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ। যোনির্দ্দশাঙ্গুলোপেতা কর্ত্তব্যাধোমুখী তথা। পঞ্চাঙ্গুলস্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গুলং তথা। নাভিপদ্মং লক্ষহোমে তন্ত্র-বিৎপরিকল্পিতং। যোনিতশ্চোত্তরাগ্রে তু মেখলানাং পরি স্থিতং। গজকুম্ভবদাকারং কুর্য্যাদীষদধোমুখং। পশ্চিমাভিমুখীং যোনিং কুণ্ড-কোণেষু নার্পয়েৎ। এবং সমস্তকুণ্ডানাং ব্যবস্থেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।

ও দ্ব্যঙ্গুল, যোনি ষড়ঙ্গুল, যোনির অগ্রভাগ একাঙ্গুল এবং নাভিপদ্ম চতুরঙ্গুল করিবে। দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলা ষড়ঙ্গুল, চতুরঙ্গুল, ও ত্র্যঙ্গুল পরিমিত করিবে। যোনি সপ্তাঙ্গুল, যোনির অগ্রভাগ দ্ব্যঙ্গুল এবং নাভিপদ্ম পঞ্চাঙ্গুল করিবে। চতুর্হস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলা অষ্টাঙ্গুল, ষড়ঙ্গুল ও চতুরঙ্গুল; যোনি নবাঙ্গুল, যোন্যগ্র চতুরঙ্গুল এবং নাভিপদ্ম সপ্তাঙ্গুল করিবে। অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলা দ্বাদশাঙ্গুল, দশাঙ্গুল ও অষ্টাঙ্গুল, যোনি দশাঙ্গুল ও অধোমুখ, যোনির অগ্রভাগ পঞ্চাঙ্গুল ও নাভিপদ্ম অষ্টাঙ্গুল করিবে। যোনি ও মেখলার মধ্যভাগে গজকুম্ভাকৃতি ঈষ-দধোমুখ ও উত্তরাগ্র করিয়া নাভিপদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। যোনি পশ্চিমাভিমুখী করিবে। কুণ্ডের কোণে যোনি নির্ম্মাণ করিবে

স্থলাদারভ্য নালং স্যাৎ যোন্যামধ্যে সরন্ধ্রকং। সরন্ধ্রকমিত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে ॥ ৩ ॥

তথাচোক্তং রুদ্রযামলে—যোন্যা মধ্যে বিলং কুর্য্যাত্তদাজ্য-গ্রাহিসংজ্ঞকং। স্থলনিয়মমাহ—হোমস্থানাদ্বহিঃস্থানং স্থলমিত্য-ভিধীয়তে। গৌতমীয়ে।—সূক্ষ্মাগ্রং স্থূলমূলঞ্চ সরন্ধ্রং নালমিষ্যতে। সম্মোহনতন্ত্রে।—মূলমধ্যং তথাচাগ্রং ক্রমাচ্চ ষট্‌চতুস্ত্রিকং। তথা ত্রয়োদশাঙ্গুলী দীর্ঘং নালমিত্যর্থঃ। নালমেখলয়োর্ম্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ। রন্ধ্রং কুর্য্যাত্ততো বিদ্বান্ দ্বিতীয়মেখলোপরি। কুণ্ড-দোষমাহ বিশ্বকর্ম্মা।—খাতাধিকে ভবেদ্রোগী হীনে চৈব ধনক্ষয়ঃ। বক্রকুণ্ডে চ সন্তাপোমরণং ছিন্নমেখলে। মেখলারহিতে শোকো

না। সর্ব্ববিধ কুণ্ডেই এই প্রকার বিধি জানিবে। নিম্ন স্থল হইতে যোনির মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত রন্ধ্রযুক্ত একটি নাল নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৩ ॥

রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—যোনির মধ্যভাগে ঘৃতগ্রহণার্থ একটি গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিবে। হোম স্থানের বহির্ব্বর্ত্তি স্থানই স্থল বলিয়া কথিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হই-য়াছে, নাল সূক্ষ্মাগ্র, স্থূলমূল ও সরন্ধ্র করিবে। সম্মোহন তন্ত্রে বলিয়াছেন, নালের মূলভাগ ষড়ঙ্গুল, মধ্যভাগ চতুরঙ্গুল এবং অগ্রভাগ ত্র্যঙ্গুল করিবে। ইহা দ্বারা নালের পরিমাণ দীর্ঘে ত্রয়োদশাঙ্গুল প্রতিপাদিত হইল। নাল ও মেখলার মধ্যে পরিধি স্থাপনের নিমিত্ত দ্বিতীয় মেখলার উপরি ভাগে একটি রন্ধ্র করিবে। অথ কুণ্ডদোষ।—বিশ্বকর্ম্মা বলিয়াছেন, খাত পরিমাণের অধিক হইলে রোগ, ও ন্যূন হইলে ধনক্ষয় হয়। কুণ্ড বক্র হইলে হোম কর্ত্তার সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মৃত্যু,

হ্যধিকে বিত্তসংক্ষয়ঃ। ভার্য্যাবিনাশকং কুণ্ডং প্রোক্তং যোন্যা বিনা কৃতং। অপত্যধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতং। কুণ্ডমেবম্বিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ। যামলে। নিত্যং নৈমিত্তিকং হোমং স্থণ্ডিলেন সমাচরেৎ। হস্তমাত্রে তু তৎ কুর্য্যাৎ বালুকাভিঃ সুশোভনং। অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ। চতুরস্রং চতুষ্কোণমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং কুণ্ডনির্ণয়োনাম

সপ্তদশোল্লাসঃ।

অষ্টাদশোল্লাসঃ।

অথাগ্নিজ্বলনং বক্ষ্যে সর্ব্বতন্ত্রানুসারতঃ। গোময়াম্ভঃ সমালিপ্য কুণ্ডং সর্ব্বত্র মন্ত্রবিৎ। সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্প্যাথ পঞ্চগব্যৈঃ সমাচরেৎ। সারদায়াং। অষ্টাদশাঃ স্যুঃ সংস্কারাঃ কুণ্ডানাং তন্ত্র-

---

মেখলা নির্ম্মাণ না করিলে শোক ও মেখলা অধিক হইলে বিত্তনাশ হয়। কুণ্ড যোনিশূন্য হইলে ভার্য্যা-নাশ ও কণ্ঠ-বর্জ্জিত হইলে অপত্যনাশ হয়। উক্ত প্রকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হইলে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া হোম করিবে। যামলে কথিত হইয়াছে, নিত্য ও নৈমিত্তিক হোম বালুকা দ্বারা একহস্ত পরিমিত চতুরস্রযুক্ত, একাঙ্গুল উন্নত, সুশোভন স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে করিবে। ৪।

সপ্তদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

ইদানীং সর্ব্বপ্রকার তন্ত্রানুমোদিত অগ্নিপ্রজ্বালন-বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে সগোময় জল দ্বারা কুণ্ড লেপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য-স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা কুণ্ড শোধন করিবে। সারদা-

দেশিকাঃ। বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতং। তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং স্মৃতং। অস্ত্রেণ খননোদ্ধারৌ হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ। সমীকরণমন্ত্রেণ সেচনং কর্ম্মণা মতং। কুট্টনং সেতুমন্ত্রেণ ব্রহ্মমন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ। বিলেপনং কলারূপং কল্পনং তদনন্তরং। ত্রিসূত্রীকরণং পশ্চাৎ ধৃতয়োমার্জ্জনং মতং। অস্ত্রেণ বজ্রীকরণং হৃন্মন্ত্রেণ কুশৈঃ শুভৈঃ। চতুষ্পথং তনুসূত্রেণ তস্মাদক্ষপাটনং। যাগকুণ্ডানি সংস্কুর্য্যাৎ সংস্কারৈরেভিরীরিতৈঃ;

অস্যার্থঃ। কুট্টনং দৃঢ়ীকরণং বিলেপনং কলারূপকল্পনং। সোমসূর্য্যাগ্নিকলাত্মকচিন্তনং ত্রিসূত্রীকরণং রক্তসূত্রেণ মেখলোপরি ত্রিঃপরিবেষ্টনং। বজ্রীকরণং বজ্ররূপেণ চিন্তনং। চতুষ্পথং চতুরস্রীকরণং। অক্ষপাটনমিন্দ্রিয়োদ্‌ঘাটনং। তিস্রস্তস্রোরেখা লিখেৎ হৃদা প্রাগুদগগ্রগাঃ। প্রাগগ্রাণাং স্মৃতা দেবা মুকুন্দেশপুরন্দরাঃ। রেখানামুদগগ্রাণাং ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দবঃ। অথবা ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণপদ্মং পরিকল্পয়েৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা বহ্নিমণ্ডলং কুণ্ডস্যোত্তরভাগে চ ত্রিরেখাহস্তমানতঃ। দক্ষিণোত্তরতস্তদ্বল্লিখেৎ রেখাত্রয়ং শুভং। অর্ঘ্যাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য সর্ব্বং হি পঞ্চশুদ্ধিং সমচরেৎ।

তিলকে অষ্টাদশ প্রকার কুণ্ড সংস্কার কথিত হইয়াছে। যথা,—মূল মন্ত্রে বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, কুশ দ্বারা তাড়ন, অভ্যুক্ষণ, খনন ও উদ্ধরণ, হৃন্মন্ত্রে (নমঃ মন্ত্রে) জল দ্বারা পূরণ, সমীকরণ মন্ত্রে সেচন, সেতুমন্ত্রে দৃঢ়ীকরণ, এবং ওঁ মন্ত্রে মার্জ্জন, চন্দ্র, সূর্য্য কলাত্মক চিন্তন, রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা মেখলোপরি বারত্রয় বেষ্টন ও ধৃতদ্বয় মার্জ্জন করিবে। ফট্ মন্ত্রে বজ্ররূপ চিন্তন, নমঃ এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা চতুরস্রীকরণ ও ইন্দ্রিয়োদ্‌ঘাটন করিবে। উক্ত সংস্কার দ্বারা কুণ্ড সংস্কৃত করিয়া তন্মধ্যে নমঃ এই মন্ত্রে মুকুন্দ, ঈশান ও পুরন্দর দৈবত প্রাগগত রেখাত্রয় ও ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও ইন্দু দেবতার উদগগ্র রেখাত্রয় বিলিখন করিবে। অথবা কুণ্ড মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বহির্ভাগে ষট্‌কোণ পদ্ম ও তদ্বহির্ভাগে চতুর্দ্দারযুক্ত চতুরস্র করিয়া হোম করিবে। কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে এক হস্ত পরিমিত রেখাত্রয় প্রদান করিয়া অর্ঘ্য পাত্রের জল দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চশুদ্ধি করিবে। পঞ্চ

পঞ্চশুদ্ধিমাহ সারদায়াং।—সর্ব্বাণ্যভুক্ষ্য তারেণেতি। বীক্ষণং মূল-মন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতং। তাড়নং হেতিমন্ত্রেণ কবচেনাথ লেপয়েৎ। অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃত্বা বহ্নেঃ সংস্কারমাচরেৎ। ১।

বিহিতাগ্নিমাহ তন্ত্রে। ততো বহ্নেযোগপীঠমর্চ্চয়েৎ কর্ণিকোপরি ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমগ্নিতো যজেৎ। পূর্ব্বানথ ধর্ম্মাদিকান্ যজেৎ। মধ্যে চ পূজয়েদ্বহ্নের্ব শক্তীর্ব্বিধানবিৎ। পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী। রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা ক্রমশোনব শক্তয়ঃ। অর্কমণ্ডলং সংপূজ্য তত উং সোমমণ্ডলং। মং বহ্নিমণ্ডলং তদ্বদর্চ্চয়েৎ গন্ধপুষ্পকৈঃ। বাগীশ্বরী-মৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাং। বাগীশ্বরেণ সহিতামুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। অগ্নিমাহ। পাত্রান্তরেণ বিহিতে তাম্রপাত্রাদিকে শুভে। অগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাচ্ছরাবে তাদৃশেঽপি বা॥ ২॥

যত্তু স্মৃতিসারে।—শরাবে ভিন্নপাত্রে বা কপালে বোল্মুকেঽপি বা। নাগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাদ্ব্যাধিহানিভয়াবহং। ইতি তস্য মুখ্যপাত্র-সম্ভবে শরাবো ন গ্রাহ্য ইত্যত্র তাৎপর্য্যাং। আনীয়াস্ত্রেণ নৈর্ঋত্যাং

শুদ্ধি সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে, যথা।—ওঁ এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, মূল মন্ত্রে বীক্ষণ, ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ, নমঃ এই মন্ত্রে তাড়ন, হুং এই মন্ত্রে লেপন ও ফট্ এই মন্ত্রে রক্ষণ করিয়া অগ্নি সংস্কার করিবে। ১।

অথ বিহিতাগ্নি। তন্ত্রে বলিয়াছেন, অনন্তর কর্ণিকাতে বহ্নির যোগ পীঠের অর্চ্চনা করিবে। অগ্নিতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এবং ঐশ্বর্য্যের ও পূর্ব্বাদি দিকে—ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। মধ্যে—পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা, জ্বালিনী, এই অগ্নির নব শক্তির ও অর্কমণ্ডল, সোম-মণ্ডল এবং বহ্নি-মণ্ডলের পূজা করিবে। নীলেন্দীবরতুল্য প্রভাশালিনী, ঋতুস্নাতা, বাগীশ্বর সহিতা বাগীশ্বরীর অর্চ্চনা করিবে। অতি বিশুদ্ধ তাম্রাদি পাত্রে অথবা তাদৃশ শরাবে অগ্নি প্রণয়ন করিবে। ২।

স্মৃতিসারে বলিয়াছেন,—শরাব, ভগ্নপাত্র, কপাল এবং উল্মুকে (অঙ্গারে) প্রণয়ন করিলে ভীতি, ব্যাধি ও অর্থহানি হয়।

ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ। অস্ত্রেণৈব চ তৎকাষ্ঠং নৈর্ঋত্যাং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে। সারদায়াং।—সংস্কুর্য্যাত্তু যথান্যায়ং দেশিকো-বীক্ষণাদিভিঃ। ঔদার্য্যবৈন্দবাগ্নিভ্যাং ভৌমস্যৈক্যং স্মরন্ বসোঃ। যোজয়েৎ বহ্নিবীজেন চৈতন্যং পাবকে তথা। তারেণ মন্ত্রিতং কৃত্বা ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতং। অস্ত্রেণ রক্ষিতং পশ্চাৎ তনুত্রেণাব-গুণ্ঠিতং। অর্চ্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য কুণ্ডস্যোপরি দেশিকঃ। প্রদ-ক্ষিণং তদা তারমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং। আত্মনোঽভিমুখং বহ্নি-জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ। শিববীজধিয়া দেব্যা যোনাবেনং বিনিক্ষি-পেৎ। সময়াতন্ত্রে। কুশেনাচ্ছাদ্য তদ্‌যোনিং চতুষ্কাণ্ডং পটং ন্যসেৎ। ততো দেবায় দেব্যৈ চ দদ্যাদাচমনীয়কং। গর্ভনাড্যা ধৃতং ধ্যায়েদ্বহ্নিরূপং হরিং গুরুং। হারয়িত্যাপলক্ষণম্॥ ৩॥

সময়াতন্ত্রে। দেব্যা বামকরে কুর্য্যাৎ রক্ষার্থং দর্ভকঙ্কণং।

এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই, মুখ্য পাত্রের সম্ভব হইলে শরাবাদি গ্রাহ্য নহে; কিন্তু মুখ্য পাত্রের অভাব হইলে শরাবাদিতে অগ্নি প্রণয়ন দোষাবহ হইবে না। অনন্তর অগ্নি নিকটে আনয়ন করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে ক্রব্যাদাংস্বরূপ জ্বলৎ কাষ্ঠ ত্যাগ করিবে। সারদাতিলকে বলিয়াছেন—আচার্য্য যথাবিধি বীক্ষণাদি দ্বারা অগ্নির সংস্কার করিবে। তৎক্রম যথা।—প্রথমে ঔদর্য্য ও বৈন্দবাগ্নির সহিত ভৌম বহ্নির ঐক্য ভাবনাপূর্ব্বক 'রং' এই মন্ত্রে বহ্নিতে চৈতন্য যোজিত করিয়া 'ওঁ' এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, 'ফট্' এই মন্ত্রে রক্ষণ ও 'নমঃ' এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিবে। অনন্তর অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া সেই অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক 'ওঁ' এই মন্ত্রে কুণ্ডের উপরিভাগে বারত্রয় ভ্রামিত করিবে। তৎপরে আচার্য্য জানুদ্বারা মহীতল স্পর্শপূর্ব্বক অগ্নিকে শিব-বীজস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আত্মাভিমুখে দেবী-যোনিতে তদগ্নি স্থাপন করিবে। সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, কুশদ্বারা তদ্যোনি আচ্ছাদিত করিয়া চতুষ্কাণ্ড-পটবিন্যাস পূর্ব্বক দেব ও দেবী-উদ্দেশ্যে আচমনীয় প্রদান করত ইষ্টদেবতাকে বাগীশ্বরীর গর্ভস্থ বহ্নিরূপী চিন্তা করিবে। ৩।

সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, দেবীর বাম গর্ভরক্ষার্থ দর্ভকঙ্কণ

ভূষাভির্ভূষয়েদ্দেবীং ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাং। রেফবায়ুরষ্টস্বরৈর্না-দবহ্নিবিভূষিতাঃ। সাদিযান্তাশ্চ জিহ্বায়াং মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। পায়ৌ লিঙ্গে চ নাভৌ চ হৃদয়ে কণ্ঠমূলতঃ। নাসিকায়াং ভ্রুবো-র্মধ্যে জিহ্বাজ্বালামৃতো ন্যসেৎ। জিহ্বাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা গুণ-ভেদেষু কর্ম্মসু। হিরণ্যা কণকা রক্তা সুকৃষ্ণা সুপ্রভা মতা। বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো যাগকর্ম্মণি। পদ্মরাগা সুবর্ণাঢ্যা তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা। লোহিতানন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা। রাজস্যো রসনা বহ্নের্ব্বিহিতা কাম্যকর্ম্মসু। বিশ্বমূর্ত্তিস্ফুলিঙ্গিন্যৌ ধূম্রবর্ণা মনোজবা। লোহিতাখ্যা করালাখ্যা কালী তামস্য-ঈরিতাঃ। এতাঃ সপ্ত নিযুজ্যন্তে ক্রূরকর্ম্মসু মন্ত্রিভিঃ। অমর্ত্ত্যা পিতৃগন্ধর্ব্ব-যক্ষনাগপিশাচকাঃ। রাক্ষসাঃ সপ্তজিহ্বানামীরিতা অধিদেবতাঃ। বহ্নেরঙ্গমনুং ন্যস্য তুলাব্যক্তেন বর্ত্মনা। সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠ পুরুষস্তথা। ধূমব্যাপি সপ্তজিহ্বোধনুর্দ্ধর ইতীরিতাঃ। সার-

---

প্রদান করিয়া ত্রিজগন্মাতাকে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা করিবে। অনন্তর হোতা স্বশরীরে অগ্নির জিহ্বান্যাস করিবে। যথা,—পায়ুতে "সরযূং হিরণ্যায়ৈ নমঃ"। লিঙ্গে "সরযূং কণকায়ৈ নমঃ"। নাভিতে "সরযূং রক্তায়ৈ নমঃ"। হৃদয়ে "বরযূং সুকৃষ্ণায়ৈ নমঃ"। কণ্ঠমূলে "লবযূং সুপ্রভায়ৈ নমঃ"। নাসিকাতে "বরযূং বহুরূপায়ৈ নমঃ"। ভ্রূমধ্যে "যরযূং অতিরক্তায়ৈ নমঃ"। সাত্ত্বিক যাগকর্ম্মেই উক্ত হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বা-ন্যাস করিবে। ইহারা সাত্ত্বিক জিহ্বা। কাম্যকর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত বীজে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা, এই সকল জিহ্বার ন্যাস করিবে। ইহারা অগ্নির রাজসিক জিহ্বা। মারণাদি ক্রূর কর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত বীজে বিশ্ব-মূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালিনী ও কালী এই সকল জীহ্বার ন্যাস করিবে। ইহারা তামসিক জিহ্বা। দেবতা, পিতৃ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও রাক্ষস ইহারা সপ্ত জিহ্বার অধিদেবতা। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,— সহস্রার্চ্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বস্তিপূর্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উত্তিষ্ঠপুরুষায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ধূমব্যাপিনে অনামিকাভ্যাং

দায়াং।—ষড়ঙ্গমনবঃ প্রোক্তা জাতিভিঃ সহ সংযুতাঃ। হৃদয়াদি-ক্রমেণৈব ন্যস্তব্যা হ্যঙ্গদেবতাঃ। মূর্দ্ধ্নি স্কন্ধে দক্ষপার্শ্বে কট্যাঞ্চ কটিপার্শ্বকে। স্কন্ধে মূর্দ্ধ্নি চ বিন্যস্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু। জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোহন্যঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো হস্তাদরমুখঃ স্মৃতঃ। তারাগ্নি পদাদ্যাঃ স্যুর্ন্ত্যন্তাবহ্নিমূর্ত্তয়ঃ। এবং বিন্যস্তদেহঃ সন্ জ্বালয়েন্মনুনামুনা। সারদায়াং। জ্বালয়েদিতি জ্বালিনীং মুদ্রাং প্রদর্শ্যেতি ॥ ৪ ॥

তল্লক্ষণং রাঘবীয়ে।—মধ্যমে মিলিতে কৃত্বা অন্তরঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ। মুদ্রা সা জ্বালিনী প্রোক্তা বহ্নের্জ্বালনকর্ম্মণীতি। চিৎ পিঙ্গল হন দহ পরিযুগ্মানুদীর্য্য চ। সর্ব্বাঙ্গং গোপয় স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং মনুরীরিতঃ। অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। (ক) সারদায়াং। অভিষিঞ্চেত্তু তত্তোয়ৈর্ব্বিশুদ্ধে মেখলোপরি। দর্ভকাষ্ঠৈশ্চ শুদ্ধৈশ্চ

ভূ। সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বহ্নুধ বায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এই প্রকার হৃদয়াদিতেও "ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে ন্যাস করিবে। মূর্দ্ধা, দক্ষিণ স্কন্ধ, দক্ষিণ পার্শ্ব, বাম কটী, দক্ষিণ কটী, বাম পার্শ্ব, বাম স্কন্ধ ও মস্তক এই সকল স্থানে জাতবেদাঃ, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজাঃ, বিশ্বমুখ ও হস্তাদরমুখ এই সকল বহ্নিনামবাচক শব্দের আদিতে 'ওঁ অগ্নয়ে' এই পদ অন্তে চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ এই পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। এই প্রকারে করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বাঙ্গং গোপয় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। ৪।

রাঘবীয়ে জ্বালিনী মুদ্রা কথিত হইয়াছে। যথা।—উভয় হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী স্থাপন করিলে জ্বালিনী মুদ্রা হইবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে ইত্যাদি (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিবে। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে, অনন্তর মেখলাসকলের উপরি-

মূলমধ্যাগ্রচ্ছাদিতৈঃ। সংস্তরেদ্বিধিবন্মন্ত্রী প্রদক্ষিণাবশক্তিতঃ। এবং সংস্তরণং কুর্য্যাদ্বর্জ্জয়িত্বাত্মনোদিশং। গণেশবিমর্ষিণ্যাং। প্রাগগ্রৈ-রুদগগ্রৈশ্চ দর্ভৈর্বহ্নিং পরিস্তরেৎ। যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভবং তদ্বৎ কাষ্ঠৈশ্চ পরিধিত্রয়ং। মধ্যে তু মেখলায়াস্তু সংস্তরেৎ তন্ত্রবিত্তমঃ। অথ চেৎ স্থণ্ডিলে মন্ত্রী ভূমৌ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ। যজ্ঞকাষ্ঠসমুদ্ভূতৈঃ প্রাদেশপ্রতিমাং শুভং। পরিধিঃ কল্পিতঃ সর্ব্বৈর্দৈশিকৈস্তন্ত্রবিত্তমৈঃ। নিক্ষিপেদ্দিক্ষু পরিধীন্ প্রাচীবর্জ্জং গুরূত্তমঃ। প্রাদক্ষিণ্যেন সংপূজ্যাস্তেষু ব্রহ্মাদিমূর্ত্তয়ঃ। গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিদেবং বিভাবয়েৎ ॥ ৫ ॥

বহ্নের্ধ্যানং যথা।—ত্রিনয়নমরুণাভং বদ্ধমৌলিস্তুশুক্লাংশুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থং। অভিমতবরশক্তিস্বস্তিকাভীতিমুচ্চৈ-রমৃতকমলনালালঙ্কৃতাংশং কৃশাঙ্গং। এবং হি মনসা ধ্যায়েৎ স্বস্তিকাদৌ গুরূত্তমঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণাশতং বর্ণং ধ্যায়েৎ মারণকর্ম্মণি। মূর্ত্তীরষ্টৌ সমভ্যর্চ্চ্য ষটকোণে তু ষড়ঙ্গকং। মধ্যে যট্স্বপি

ভাগে বিশুদ্ধ জল দ্বারা অভিষেক করিয়া অগ্রভাগ সমাচ্ছন্নমূল কুশ দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে পরিস্তরণ করিবে। কিন্তু হোতা যে দিকে উপবেশন করে, সেই দিকে পরিস্তরণ করিবে না। গণেশ-বিমর্ষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, প্রাগগ্র ও উদগগ্র দর্ভদ্বারা বহ্নি পরিস্তরণ পূর্ব্বক যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভূত কাষ্ঠদ্বারা মেখলা মধ্যে পরিধিত্রয় পরিস্তরণ করিবে। যদি স্থণ্ডিলে হোম করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাদেশ পরিমিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা পরিধি কল্পনা করিবে। পরিধি পূর্ব্বদিকে বর্জ্জন করিয়া অন্য তিন দিকে অর্পণ করিবে। অনন্তর তদুপরি গন্ধাদিদ্বারা ব্রহ্মাদির পূজা করিয়া বহ্নির ধ্যান করিবে। ৫।

বহ্নিধ্যান যথা,—"অগ্নিদেব ত্রিনয়ন, রক্তবর্ণ, ইহার বদ্ধমৌলিতে শুক্লবর্ণ বস্ত্র বিরাজমান, ইনি নানালঙ্কার-বিভূষিত ও পদ্মাসনোপবিষ্ট, ইহাঁর হস্তচতুষ্টয়ে বর, শক্তি, স্বস্তিক ও অভয় মুদ্রা বর্ত্তমান আছে এবং ইহাঁর ভুজ অমৃতস্রাবি-কমল-মালালঙ্কৃত"। স্বস্তিকাদি কর্ম্মে এই প্রকার বহ্নিমূর্ত্তির ধ্যান করিবে এবং মারণকর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণের ধ্যান করিবে। অনন্তর

কোণেষু জিহ্বাজ্বালরুচো যজেৎ। কেশরেষু ক্রমমার্গেণ পূজয়ে দঙ্গদেবতাঃ। দলেষু পূজয়েন্মূর্ত্তিঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ। লোক-পালাংস্ততোদিক্ষু পূজয়েদুক্তলক্ষণান্॥ ৬॥

সারদায়াং।—বৈশ্বানরোজাতবেদপদে পশ্চাদিহাবহ। লোহি-তাক্ষপদস্যান্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়। বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পাবকবল্লভঃ। কুলার্ণবে। ব্রহ্মাণং দক্ষিণেঽভ্যর্চ্চ্য ঘৃতস্থালীং প্রপূজয়েৎ। আজ্যস্থালীং সমানীয় ক্ষালয়েদস্ত্রমন্ত্রতঃ। সারদায়াং। কুণ্ডাঙ্গারান্ সমুত্তোল্য ন্যাসেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ। নিক্ষিপ্য বায়ব্যেঽঙ্গা-রান্ হৃদা তেষু নিবেশয়েৎ। অর্ণবে। তস্যাজ্যন্তু বিনিক্ষিপ্য জানীয়াত্তাপনং হি তৎ। সারদায়াং। তস্যাজ্যঞ্চ সমুত্থাপ্য সংস্কৃতং বীক্ষণাদিভিঃ॥ ৭॥

অর্ণবে।—প্রজ্বাল্য কুশগুচ্ছন্তু আজ্যে ক্ষিপ্ত্বানলে ক্ষিপেৎ। অভিদ্যোতনমিত্যুক্তং সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মসু। সারদায়াং।—দীপ্তেন

অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ-পূজা করিবে। তৎপরে মধ্য ও ষট্‌কোণে বহ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিয়া উক্তক্রমে কেশরে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। তৎপর দলে শক্তি ও স্বস্তিক-ধারিণী মূর্ত্তিগণের ও দশদিকে সায়ুধ দশ-দিক্‌পালের পূজা করিবে। ৬।

সারদা-তিলকে কথিত হইয়াছে,—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহা-বহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির পূজা করিবে। কুলার্ণবে কথিত হইয়াছে,—দক্ষিণভাগে ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া আজ্যস্থালীর পূজাপূর্ব্বক তাহা সমীপে আনয়ন করত ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালন করিবে। সারদা-তিলকে বলিয়াছেন,—অনন্তর কুণ্ড হইতে অঙ্গার উত্তোলন করিয়া তাহাতে মন্ত্রন্যাস-পূর্ব্বক বায়ুকোণে তাহা স্থাপন করত তদুপরি আজ্যস্থালী স্থাপন করিবে। অর্ণবে কথিত হইয়াছে, অঙ্গারোপরি আজ্যস্থালী স্থাপন করিয়া ঘৃত তাপিত করিবে। ইহা তাপন বলিয়া অভি-হিত হইয়াছে। সারদা-তিলকে কথিত হইয়াছে, অঙ্গারোপরি ঘৃত স্থাপিত করিয়া বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত করিবে। ৭।

অর্ণবে লিখিত হইয়াছে,—অনন্তর কুশগুচ্ছ প্রজ্বালিত করিয়া

দর্ভযুগ্মেন নীরাজ্যং সর্ব্বকর্ম্মণা। অগ্নৌ বিসর্জ্জয়েদ্দর্ভমভিদ্যোত-নমীরিতং। পুনঃ কুশান্ সমুজ্জ্বাল্য নিক্ষিপেদাজ্যমধ্যতঃ। মূল-মন্ত্রেণ মতিমানাজ্যসংস্কার ঈরিতঃ। সন্দীপ্য দর্ভযুগলানাজ্যো ক্ষিপ্য বিনিক্ষিপেৎ। গুরুর্হ্নদয়মন্ত্রেণ পবিত্রীকরণন্ত্বিমং। অভি-মন্ত্র্য চ মূলেন রক্ষয়েদস্ত্রমুচ্চরন্। প্রদর্শ্য ধেনুযোনি চ আজ্যং তদমৃতাত্মকং। প্রাদেশমাত্রং সংগ্রন্থি দর্ভযুগ্মং ঘৃতান্তরে। নিক্ষিপ্য ভাগৌ দ্বৌ কৃত্বা পক্ষৌ শুক্লেতরৌ স্মরেৎ। বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ। সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যা-দ্ধোমং যথাবিধি। স্রুকস্রুবৌ চ সমাদায় বিধিনা নির্ম্মিতৌ গুরুঃ। পশ্চাদাদায় পাণিভ্যাং স্রুকস্রুবৌ তাবধোমুখৌ। ত্রিংশৎ প্রতাপয়েদ্বহ্নৌ দর্ভানাদায় দেশিকঃ। তদগ্রমূলমধ্যানি শোধয়ে-

---

আজ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে অভিদ্যোতন বলে। সর্ব্বপ্রকার হোমকর্ম্মে ইহা বিধেয়। সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—দর্ভযুগ্ম প্রজ্বালিত করিয়া আজ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং তদ্দ্বারা আজ্য গ্রহণ করত সঘৃত-প্রজ্বালিত কুশদ্বয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে অভিদ্যোতন বলে। পুন-র্ব্বার দর্ভ প্রজ্বালিত করিয়া আজ্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক মূল মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে আজ্য-সংস্কার বলে। পুনর্ব্বার দর্ভযুগল প্রজ্বালিত করিয়া আজ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক 'নমঃ' এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা পবিত্রীকরণ নামে অভিহিত। অনন্তর মূল মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও 'ফট্' এই মন্ত্রে সংরক্ষিত করিয়া ঘৃতে ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাদেশ-পরিমিত গ্রন্থি-যুক্ত দর্ভ দ্বারা অমৃতস্বরূপ সেই ঘৃত দ্বিভাগে বিভক্ত করত ভাগদ্বয়ের এক ভাগকে শুক্লপক্ষ ও অপর ভাগকে কৃষ্ণপক্ষ ভাবনা করিবে। পরে বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করতঃ হোম করিবে। যথা,—আচার্য্য প্রথমে হস্তদ্বয়ে যথাবিধি-বিনির্ম্মিত স্রুক্ ও স্রুব্ গ্রহণ পূর্ব্বক অধো-মুখ করত অগ্নিতে তাপিত করিয়া দর্ভদ্বারা স্রুক্ স্রুবের মূল ও অগ্রভাগ শোধন করিবে। তৎপরে বামহস্তে স্রুক্ ও স্রুব্ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার

স্তৈর্যথাক্রমং। গৃহীত্বা বামহস্তেন প্রোক্ষয়েদ্দক্ষিণে ততঃ। পুনঃ প্রতাপ্য তৌ মন্ত্রী দর্ভানগ্রে বিনিক্ষিপেৎ। স্রুবমাদায় মতিমান্ ধারয়েত্তু ত্রিভাগতঃ। চতুরঙ্গুলং পরিত্যজ্য ধারয়েচ্ছঙ্খমুদ্রয়া॥ ৮॥

সারদায়াং।—স্রুবেণ দক্ষিণাদ্ভাগাদাদায়াজ্যং হৃদা গুরুঃ। বামতস্তদ্বদাদায় জুহুয়াৎ স্বাহয়া ততঃ। মন্ত্রেণানেন জুহুয়াদগ্নে-র্ব্বামবিলোচনে। মধ্যে তু তৎ সমাদায় অগ্নের্ভালস্থলোচনে। জুহুয়াদগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহেতি মনুনা মুদা॥ সারদায়াং।—হৃন্ম-ন্ত্রেণ স্রুবেণাজ্যং ভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ॥ জুহুয়ানগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি তন্মুখে। ইত্যগ্নেনেত্রবক্ত্রাণাং কুর্য্যাচ্চোদ্‌ঘাটনং গুরুঃ। পুনর্ব্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা জিহ্বাঙ্গং মৃত্যুতো হুনেৎ। সতারাভির্ব্ব্যা-হৃতিভিরাজ্যেন জুহুয়াৎ পুনঃ। বৈশ্বানরেণ মন্ত্রেণ ত্রিবারং জুহু-য়াৎ গুরুঃ॥ ৯॥

সময়াতন্ত্রে। একৈকাহুতিভিঃ কুর্য্যাৎ গর্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।

পূর্ব্বের ন্যায় স্রুক্ ও স্রুব্ তাপিত করিয়া দর্ভদ্বারা অগ্র, মূল ও মধ্যভাগ শোধনপূর্ব্বক স্রুবের মূলদেশে চতুরঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রা দ্বারা স্রুব্ ধারণ করিবে। ৮।

সারদাতিলকে বলিয়াছেন,—আচার্য্য 'নমঃ' এই মন্ত্রে স্রুব্‌দ্বারা দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ লোচনে আহুতি দিবে। অনন্তর বাম ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির বাম লোচনে আহুতি প্রদান করিবে। পরে মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া 'অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির ললাটস্থ নয়নে আহুতি অর্পণ করিবে। তৎপরে 'নমঃ' এই মন্ত্রে স্রুব্ দ্বারা দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে আহুতি প্রদান করিবে। উক্ত প্রকার হোম দ্বারা অগ্নির নেত্র ও বক্ত্রোদ্‌ঘাটন করিয়া 'ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া অগ্নির গর্ভাদানাদি সংস্কার করিবে। ৯।

সময়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, স্বাহান্ত মূল মন্ত্রে এক এক আহুতি

ক্রমেণ দেবদেবেশি স্বাহান্তমূলবিগ্রহা। গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা। জাতকর্ম্ম তথা নাম উপনিষ্ক্রমণং তথা। চূড়োপনয়নং ভূয়ো বেদাধ্যয়নমেব চ। গোদানঞ্চ বিবাহশ্চ সংস্কারাঃ শুভকর্ম্মণি। ততশ্চাপি ভবৌ বহ্নেঃ সংপূজ্য হৃদয়ং নয়েৎ। বহ্নিমন্ত্রেণ বিধিবৎ কুর্য্যাদাহুতিপঞ্চকং। জুহুয়াৎ সমিধঃ পঞ্চ মূলাগ্রঘৃতসংপ্লুতাঃ গুরুর্হৃদয়মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্বাহয়া বিনা। সারদায়াং। —মন্ত্রে জিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীনাং ক্রমাদ্দুর্গে যথাবিধি। প্রত্যেকং জুহুয়াদেকামাহুতিং মন্ত্রবিত্তমঃ। অথাদায় স্রুবেণাজ্যং গুরুঃ শুচির্ব্বিধানতঃ। স্রুবে চ তিষ্ঠত্যেবাগ্নৌ দেশিকো যতমানসঃ। জুহুয়াদগ্নিমন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন সম্পদে ॥ ১০ ॥

মাধবীয়সংহিতায়াং।—পলাশস্থ পরা বাপি যজ্ঞীয়া দ্বাদশাঙ্গুলাঃ। অবক্রাশ্চ স্বয়ং শুষ্কাঃ সত্বচোনির্ব্রণাঃ সমাঃ। দশাঙ্গুলা বা বিহিতাঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিতাঃ। প্রাদেশমাত্রস্থালাভে হোতব্যা সকলা অপি। গৌতমীয়ে।—মহাগণেশমন্ত্রেণ হুনেদে-

---

প্রদান দ্বারা অগ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, গোদান ও বিবাহ এই সকল সংস্কার শুভকর্ম্মে বিধেয়। অনন্তর বহ্নির পিতা মাতার—অর্থাৎ বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পূজা করিয়া আত্মাতে সংযোজন পূর্ব্বক মূল, অগ্র ও মধ্যভাগ ঘৃতাপ্লুত করিয়া ওঁ অগ্নয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পঞ্চ সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। সারদাতিলকে লিখিত হইয়াছে, অনন্তর বহ্নির জিহ্বা ও অঙ্গদেবতাদিগকে প্রত্যেকে এক এক আহুতি প্রদান করিয়া স্রুব্ দ্বারা আজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্রুবেতে স্থাপন করিয়া বৌষড়ন্ত ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। ১০।

মাধবীয় সংহিতাতে বলিয়াছেন, পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিলে উক্তকাষ্ঠ দ্বাদশাঙ্গুল, দশাঙ্গুল, প্রাদেশ পরিমিত কিম্বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি সম্মিত এবং অবক্র, স্বয়ং শুষ্ক ও ব্রণরহিত গ্রহণ করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—অনন্তর মহাগণেশ মন্ত্রে একাদশাহুতি প্রদান করিবে। মহাগণেশ মন্ত্র, যথা,—ওঁ

কাদশাহুতীঃ। সামান্যং সর্ব্বদেবানাং এতদগ্নিমুখং স্মৃতং। বহুরূপাখ্যজিহ্বায়াং আজ্যাঞ্চ পরমেশ্বরী। গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য জুহুয়াৎ ষোড়শাহুতীঃ। মূলমন্ত্রেণ বিধিবত্তৈরেকীকরণন্ত্বিদং॥ সারদায়াং —ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেবতায়া হুতাশনে। অর্চ্চয়েদগ্নিরূপান্তাং দেবতামিষ্টদেবতাং। ততশ্চ জুহুয়ান্মন্ত্রী পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া। পুনস্তেনৈব জুহুয়াদাহুতীঃ পঞ্চবিংশতিং। নাড়ীসন্ধানমিত্যুক্তং বহ্নিদেবতয়োরপি॥ ১১॥

সারদায়াং।—মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যেনৈকাদশাহুতীঃ। অঙ্গাদিপরিবারাণামেকৈকামাহুতিং হুনেৎ। পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা হোমং কৃত্বা যথাবিধি। তিলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ সহস্রাদি যথাবিধি। অনুক্তে তু হবির্দ্রব্যে তিলাজ্যং হবিরুচ্যতে। অল্পন্তু জুহুয়াদ্বহ্নে পাণ্ডুতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। তথা সম্পাতয়েৎ ভাগেম্বাজ্যাস্তান্নাহুতিং

স্বাহা ওঁ শ্রীঁ স্বাহা ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ স্বাহা ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ স্বাহা ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে স্বাহা ওঁ শ্রীঁ হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং স্বাহা ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গনপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। (উক্ত মন্ত্রটী মূলে নাই) সর্ব্ববিধ হোমেই উক্ত মহাগণেশ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। ইহা অগ্নির মুখ বলিয়া কথিত। অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বহুরূপাখ্য জিহ্বাতে আজ্যদ্বারা মূল মন্ত্রে ষোড়শ আহুতি প্রদান করিবে। ইহাকে একীকরণ বলে। সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে,—পরে অগ্নিতে মূলদেবতার পীঠদেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া দেবতাকে বহ্নি স্বরূপ চিন্তা করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে এবং তদুদ্দেশে পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। ইহাকে বহ্নি ও দেবতার নাড়ীসন্ধান বলে। ১১।

সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে,—অনন্তর মূল মন্ত্রের আজ্য দ্বারা একাদশাহুতি প্রদান করিয়া অঙ্গাদি পরিবার দেবতাগণকে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। পরে ব্যাহৃতি হোম করিয়া তিলমিশ্রিত ঘৃত দ্বারা সঙ্কল্পিত সংখ্যানুসারে হোম করিবে। হবনীয় দ্রব্য অনুক্ত হইলে তিল মিশ্রিত আজ্য দ্বারাই হোম বিধেয়। সর্ব্ববিধ কার্য্যাঙ্গহোমেই অতি অল্প পরিমিত আজ্য

ক্রমাৎ। বিশেষমাহ তন্ত্রান্তরে॥ অগ্নৌ স্বাহেতি তদ্ভাগে শেষমগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ। ওঁ অগ্নয়ে পৃথিব্যৈ চ মহতে স্বাহয়া ততঃ। ভুবে বায়বে চান্তরীক্ষায় দিবে চ স্বাহয়া ততঃ। স্বশ্চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যঃ সনক্ষত্রেভ্যশ্চ স্বাহেতি। ওঁ ভূর্ভুবস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। স্রুবৈশ্চৈব সমাদায় ঘৃতেনাপূর্য্যতে পুনঃ। হোমদ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য নাভৌ সংস্থাপ্যতে পুনঃ। অগ্নের্নামকরণং কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং প্রিয়ে। ব্রহ্মার্পণেন মনুনা দত্বাৎ পূর্ণাহুতিং পুনঃ। যোজয়েৎ হৃদয়ে ধাম্নি ইষ্টং সাধকসত্তমঃ॥ ১২॥

সারদায়াং।—যত কণ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতো ভস্ম ততঃ শিরঃ। যত্র প্রজ্ব-

দ্বারা অগ্নিতে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন, অনন্তর "ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা, ওঁ ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে চ স্বাহা, ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা" এই মন্ত্রে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে স্রুব দ্বারা ঘৃতাদি হোমীয় দ্রব্য সকল আচ্ছাদন পূর্ব্বক নাভিদেশে স্রুব স্থাপন করিবে। তৎপরে অগ্নির নামকরণ করিয়া ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা দেবতাকে স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ১২।

সারদাতিলকে কথিত হইয়াছে,—যে ভাগে কাষ্ঠ, সেই ভাগের নাম কর্ণ; যে ভাগে ধূম, সেই ভাগের নাম নাসিকা; যে ভাগে অল্প জ্বলন, সেই ভাগ নেত্র; যে ভাগে ভস্ম, সেই

লিতো বহ্নিস্তন্মুখং জাতবেদসঃ। ফলমাহ সারদায়াং।—বধিরত্বং কর্ণহোমে নেত্রে ক্ষতমবাপ্নুয়াৎ। নাসিকায়াং মনঃপীড়া শিরোহোমে হি শূলদঃ। শুদ্ধসিন্দূরবালার্কবহ্নেশ্চৈব শুভাবহঃ। ভেরীবাদিত্র গম্ভীরশব্দো বহ্নেঃ শুভপ্রদঃ। চন্দ্রচন্দনকুন্দাভো ধূমঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ। খরবায়সবচ্ছব্দো বহ্নিঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্ব্বর্ণো রাজ্যঞ্চাপি বিনাশয়েৎ। নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযূথিসন্নিভঃ। পদ্মেন্দীবরকহ্লারসর্পিগুগ্গুলসন্নিভঃ। পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ। পূতিগন্ধো হুতবহো হোতুর্দুঃখপ্রদো

ভাগ মস্তক, যে ভাগে সমুজ্জ্বল শিখা, সেই ভাগ অগ্নির মুখ। সর্ব্বকার্য্যেই অগ্নির মুখে আহুতি প্রদান করিবে। অন্যত্র আহুতি প্রদান দোষাবহ। অগ্নির কর্ণে হোম করিলে হোম-কর্ত্তা বধির হয়। নেত্রে হোম করিলে ক্ষতরোগগ্রস্ত হয়। নাসিকাতে হোম করিলে হোতার মনঃপীড়া ও মস্তকে হোম করিলে শূলরোগ হয়। হোমকালে যদি অগ্নির বর্ণ বিশুদ্ধ সিন্দূর কিম্বা বাল সূর্য্যের ন্যায় হয়, তাহা হইলে সেই হোমে অগ্নিদেব শুভফল প্রদান করেন। হোম সময়ে বহ্নিতে ভেরীধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি হইলে হোম-কর্ত্তার শুভ হয়। হোমসময়ে অগ্নি হইতে চন্দ্র, চন্দন, ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ধূম নির্গত হইলে হোম-কর্ত্তার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। হোমকালে অগ্নিতে গর্দ্দভ অথবা বায়সের শব্দের ন্যায় শব্দ হইলে সেই হোম সর্ব্ববিনাশকর হয়। হোমকালে অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইলে হোমকর্ত্তার রাজ্য থাকিলে তাহাও নষ্ট হয়। হোমকালে নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যূথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত, অথবা গুগ্গুলুর গন্ধের ন্যায় অগ্নির গন্ধ হইলে

ভবেৎ। এবংবিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ। মূলেনা-জ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতিকাহুতীঃ॥ ১৩॥

ইতি শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং হোমবিধিনির্ণয়ঃ॥

মঙ্গলার্হসি সর্ব্বেষাং তেন ত্বং সর্ব্বমঙ্গলা। বরদাসি চ মর্ত্ত্যানাং বরদা তেন কীর্ত্ত্যসে। অশেষং জয়সে দুর্গা দুর্গা তেন নিগদ্যসে। ভক্তানাং শঙ্করোসি ত্বং শঙ্করী স্তূয়সে॥ সংসারার্ণবমগ্নানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ। চণ্ডিকৈকা পরা পোতো নরাণাং মুক্তয়ে সদা। সংসারার্ণবমগ্নানাং দুর্গৈকা পরমং পদং। দুর্গৈকা দেবতাঃ সর্ব্বা দুর্গৈকা কর্ম্ম বৈদিকং। দুর্গৈকা পরমং তত্ত্বং দুর্গৈকা পরমং বলং। ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমং। দুর্গৈকা পরমা দেবী দুর্গৈকা পরমং পদং। দুর্গৈকা

সেই হোম শুভফল প্রদান করে। ° হোমকালে অগ্নি দুর্গন্ধযুক্ত হইলে হোতার নানাবিধ দুঃখ হয়। এই সকল দোষের কোন একটি সংঘটিত হইলে সেই দোষের শান্তির নিমিত্ত মূলমন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। ১৩।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর হোম-বিধি-নির্ণয় সমাপ্ত।

অয়ি জননি! তুমি মানবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান কর বলিয়া সকলে তোমাকে সর্ব্বমঙ্গলা বলে এবং মনুষ্যদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান কর এই নিমিত্ত বরদা, সর্ব্ববিধ দুর্গ অর্থাৎ দুর্দ্ধর্ষ অসুরদিগকে জয় করিয়াছ বলিয়া দুর্গা এবং ভক্তদিগের শং অর্থাৎ কল্যাণ বিধান কর বলিয়া শঙ্করী নামে কীর্ত্তিতা হই-তেছ। মাতঃ চণ্ডিকে! তুমি সংসার সাগর নিমগ্ন প্রাণিদিগের মুক্তি-পোতস্বরূপা। তোমার দুর্গা নাম জপ করিয়া সংসারার্ণব-নিমগ্ন প্রাণিগণ নিষ্কৃতি লাভ করে। মাতঃ দুর্গে! তুমি সর্ব্ব-

পরমং জ্ঞানং দুর্গৈকা জ্ঞানমেব চ। দুর্গৈকা পরমং সত্যং দুর্গৈকা পরমা গতিঃ। দুর্গৈকা পরমং দৈবং দুর্গৈকা পরমৌষধং। দুর্গৈকা সুখমত্যন্তং দুর্গৈকা নির্বৃতিঃ পরা। দুর্গৈকা পরমা তুষ্টির্দুর্গৈকা পরমং যশঃ। দুর্গৈকা পরমং তত্ত্বং দুর্গাভিন্নমিদং জগৎ। প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসার-ব্যাধিভেষজং। দুর্গার্ণবপরিত্রাণং দুর্গা নামাক্ষরদ্বয়ং॥ ইতি বচনাৎ॥ ১৪॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস তীর্থাবধূত-
শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ-গিরি কৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যা-
মষ্টাদশোল্লাসঃ
সমাপ্তঃ॥

দেবময়ী, তুমি পরম তত্ত্ব, তুমি পরম বল, তুমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতব্যাপিনী, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দেবতা, তুমি পরম পদ, তুমি পরম জ্ঞান, তুমি সামান্য জ্ঞান, তুমি পরম সত্য, তুমি পরম দৈব, তুমি পরম ঔষধ, তুমি অত্যন্ত সুখ, তুমিই পরা নির্বৃতি, তুমি পরমা, তুমি পরম তত্ত্ব। এই সমস্ত জগৎ তোমা হইতে অভিন্ন। জননি! তোমার অক্ষরদ্বয়াত্মক দুর্গা নাম পরলোক-গমনের পাথেয় স্বরূপ, সংসার-ব্যাধির ঔষধস্বরূপ এবং অতি দুরুত্তীর্য্য সংসার-সাগরের পোতস্বরূপ। ১৪।

অষ্টাদশোল্লাস সম্পূর্ণ।

৺ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি-ভট্টাচার্য্য-কৃত শাক্তানন্দ-
তরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।